প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী

(তৃতীয় খণ্ড)

অপর শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

(ধর্মসূত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে, সাংখ্যশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, ন্যায়শাস্ত্রে, প্রাচীন বেদান্তে, শব্দাদ্বৈতবাদে, পাঞ্চরাত্রাগমে, জৈনশাস্ত্রে, বৌদ্ধশাস্ত্রে, সাংখ্য-বেদান্তে ও সংস্কৃত সাহিত্যে)

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্য

(পূর্বাশ্রমে ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি. এস্‌সি, পি. আর. এস্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক)

বন্দনা

বন্ধ গুহার রুদ্ধ আঁধার,
আনিলে আলো খুলিলে দ্বার।
দীপমালা সাজাইলে
দীপহীন শিখা জ্বেলে।
অবিজ্ঞেয়-জ্ঞান-লোক-বাসী
নমি তোমা, হে মহান ঋষি!

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্য

"সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্॥
আত্মনোঽধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে।
সর্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ তদাত্মনঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্য

(স্বামীজির পূর্বাশ্রমের অনুজ ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত কর্তৃক লিখিত।)

এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্যের পূর্বাশ্রমে নাম ছিল শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত। জন্ম ১৮১০ শকাব্দের (১৮৮৮ ইং) ১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী কানুনগোয়পাড়া গ্রামে। ইনি পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। পিতা ৺রসিকচন্দ্র দত্ত দরিদ্র হইলেও সাতিশয় নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি প্রাণান্তেও সন্দিগ্ধ সত্যও বলিতেন না। সাবজজের সেরেস্তাদারের চাকুরীতে ঘুষের অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকিলেও বৃহৎ পরিবারের একমাত্র প্রতিপালক অর্থাভাবক্লিষ্ট রসিকচন্দ্র ঘুষের নামে শিহরিয়া উঠিতেন। আর মাতা মুক্তকেশী দত্ত ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং দয়াশীলা মহিলা। ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরেও তিনি তাঁর দুঃস্থ প্রতিবেশী-দিগকে অন্নাভাবে মরিতে দেন নাই। অতি কষ্টে এবং গোপনে সংগৃহীত নিজেদের খাবার চাল, পুত্রদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। পুত্রদের বলিয়াছিলেন, প্রতিবেশীরা উপবাসী থাকিলে তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন না। পিতা যেমন ছিলেন তীক্ষ্ণধী, মাতা তেমন ছিলেন বুদ্ধিমতী ও প্রখর স্মৃতিশক্তিশালিনী। ৯৭ বছর বয়সে মারা যাওয়ার তিন চার মাস আগেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি তেমনই প্রখর ছিল। বিভূতিভূষণ যেমন পিতামাতার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাইয়াছিলেন, তেমন তাঁহাদের উক্ত সদ্‌গুণরাজি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

বলিতে গেলে তিনি আশৈশব সন্ন্যাসভাবাপন্ন ছিলেন। দশ-এগার বছর বয়সেই তিনি পিতামাতাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না, সন্ন্যাসী হইবেন। স্কুলে পড়িবার সময়েই তিনি কৌপীন পরিধান করিতেন এবং পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থই সমধিক অধ্যয়ন করিতেন। তরুণ বয়সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; তখন হইতেই উপনিষদ্, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন; পাঠ্যপুস্তক পাঠে তত মনোযোগ না দিলেও

ক্লাসের প্রথম ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিও লাভ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্র এবং দর্শনের আলোচনায় অধিকতর আকৃষ্ট হন। ফলে পরবর্তী পরীক্ষায় বৃত্তি পান নাই, কিন্তু বেশ ভালভাবেই পাশ করেন। ১৯১৪ সালে মিশ্র গণিতে (Mixed Mathematics) প্রথম শ্রেণীতে এম্. এস্‌সি (M. Sc.) পাশ করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের গবেষণা আরম্ভ করেন। তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণা-বৃত্তিও পাইতেন। পরে পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, D. Sc. ডিগ্রি, ইলিয়ট পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেন। ইহার আগেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র গণিতের লেকচারার (Lecturer) নিযুক্ত হন।

এই গবেষণা-অধ্যাপনাদি সমস্তই তাঁর পক্ষে বাহ্যিক ব্যাপার, বড় জোর, নির্লেপ কর্মযোগ। কাজেই তিনি সর্বদা নির্লোভ, অপরিগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞান কলেজের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদ খালি হইলে, তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে বলা হয়। 'দুইদিন পরে আমি সন্ন্যাসী হইব, আমার পদোন্নতির প্রয়োজন নাই'—এই বলিয়া তিনি সেই শ্লাঘ্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। পক্ষান্তরে, যোগ্য লোক পাওয়া না যাওয়াতে, প্রায় তিন বৎসর যাবৎ তিনি সেই পদের যাবতীয় গুরুদায়িত্ব, বিনা অতিরিক্ত বেতনে, যোগ্যতা সহকারে বহন করেন। এই নিষ্কামতা-বশতঃই তিনি শেষকালে গ্রহ-নক্ষত্র-গণিত (Lunar and Planetary Theory) পড়াইতেন। কারণ প্রত্যেক বৎসরই এই অতি কঠিন বিষয়ের পাঠার্থী ছাত্র হইত না। ছাত্র না থাকিলে পাছে চাকরী চলিয়া যায়, এই ভয়ে অন্য কেহ ইহা পড়াইতে চাহিত না। তাঁর ত সেই চিন্তা বা ভয় ছিলনা। এইদিকে এই জ্ঞানযোগীর আত্মপ্রত্যয় ছিল অসীম। কোন বিষয়ের প্রতি যেমন তাঁহার স্পৃহাও ছিল না, তেমন বিতৃষ্ণাও ছিল না। ঐ দুরূহ কঠিন বিষয় ইতিপূর্বে আর কোনদিন আলোচনা না করিলেও কঠোর পরিশ্রম সহকারে তাহা অধিগত করেন এবং অধ্যাপনার সৌকর্যার্থ নিজে বিস্তৃত নোট লিখিয়া ফেলেন। কোন বিষয়ই তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে B. Sc. পড়িবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র তাঁহার সহপাঠী কোন কঠিন অঙ্ক কষিতে না

পারিলে তাঁহার জেদ চাপিয়া যাইত। তিনি সেইটিই কষিয়া দিতেন। অথচ সাধারণতঃ তিনি অন্যান্য পাঠ্য বিষয় যেমন, তেমন অঙ্ক নিয়াও বেশী সময় ব্যয় করিতেন না। তাঁহার মূল উপজীব্য শাস্ত্রের, দর্শনের অধ্যয়ন এবং মনন। তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের আর একটি দৃষ্টান্ত বলা যাউক। এম্. এস্‌সি (M. Sc.) পরীক্ষার সাত মাস পূর্বে ১৯১৪ সালের নবেম্বর মাসে সন্ন্যাসী হইবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার মেস হইতে সকলের অজ্ঞাতে নিরুদ্দেশ হন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ হরিদ্বার হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসেন। গুরুজনের প্রতি অবিনয় তিনি কখনও প্রদর্শন করেন নাই। বড়দাদা অভিযোগ করেন 'পড়াশুনা করে নাই, পরীক্ষায় ফেল হইবার ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।' বড়দাদা এই অভিযোগ করিতে পারেন। কলেজের পাঠ্য বিষয় লইয়া বিভূতিভূষণ খুব কমই ব্যস্ত থাকিতেন। ঐ অভিযোগ করিলে তিনি বন্ধুবান্ধবদের বলিয়াছিলেন, 'কি ? আমি ফেল হইবার ভয়ে পলাইয়াছি ? আচ্ছা, M. Sc.তে First Class নিয়া ছাড়িব।' এবং সত্য সত্যই তিনি প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার ছয় মাস বাকী ছিল। এই সময় তাঁহার চারিধারে সমস্ত গণিতের বহি খুলিয়া মধ্যস্থলে বসিতেন। কতক্ষণ এই বই, কতক্ষণ অন্য বই, এই করিয়া পরীক্ষার পড়ায় নিমগ্ন থাকিতেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আগেই একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধও (paper) লিখিয়া ফেলেন। তখন পরীক্ষায় Thesis বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেওয়ার নিয়ম ছিল না।

তিনি আজন্ম শঙ্করপন্থী। বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা জীবব্রহ্মৈকাত্মবাদ যেন তাঁহার প্রাক্তন সংস্কার। ইহাতে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রভাব কতদূর ছিল বলা যায় না। সন্ধ্যাহ্নিক, উপাসনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা করিতে তাঁহাকে কোনদিনই দেখা যায় নাই। ছাত্রাবস্থায় আসন-প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে উহা ত্যাগ করেন। তিনি গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ, দান, দম, স্বাধ্যায় ইত্যাদি দৈবী সম্পদের অনুশীলন করিতেন। কর্মে অনাসক্তি, সত্যে নিষ্ঠা, জীবব্রহ্মৈক্যের মনন ছিল তাঁহার 'তপঃ'। তিনি অন্যান্য সংসারী লোকের মত যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন

এবং পূর্ণ উত্তমে করিতেনও। কোন বিরাট নিমন্ত্রণের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি রন্ধনকার্যও জানিতেন। নানা ব্যাধির চিকিৎসাও জানিতেন এবং ঔষধও সঙ্গে থাকিত। রোগীর সেবায় ছিলেন নিপুণ। চট্টগ্রাম হইতে আগত ছাত্রদের সর্ববিধ সাহায্য করিতে ছিলেন তৎপর। চট্টল সুহৃদ্ সমিতির সম্পাদকও ছিলেন। অথচ তিনি নির্লিপ্ত। শোকে দুঃখে বিপদে বিচলিত হইতেন না। ভ্রাতা, ভগ্নী, তাঁহার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের মৃত্যুতেও তাঁহার কোন মনোবিকার বা চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। গীতার সেই 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'-ভাব, 'বীতরাগভয়ক্রোধ'-ভাব অনুশীলন করিতেন।

সাধারণ সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় আচার নিয়মের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠার আতিশয্য ছিল না। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া জনৈক ভদ্রলোক বাগানের কাজ ফেলিয়া সেই অবস্থায় তাঁহার কাছে চলিয়া আসেন। দূর হইতে বলেন 'আমাকে স্পর্শ করিবেন না, কত নোংরা ঘাঁটিয়া আসিয়াছি।' তিনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলেন, 'পেটের ভিতর যে মল আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন কি?' টানিয়া তাঁহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দেন। এইটি তাঁর দেহত্যাগের দুই তিন মাস আগের কথা। অথচ তিনি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। জীবনে তিনি কখনও মাংস মুখে দেন নাই। দুই বৎসর বয়সে তদীয় জননী তাঁহার মুখে এক টুকরা মাংসখণ্ড দিলে তিনি থুথু করিয়া ফেলিয়া দেন। আর কেহ কোনদিন তাঁর মুখে মাংস দিতে সাহস করে নাই। প্রবেশিকা পড়িবার সময়েই মৎস্যাহার ত্যাগ করেন। খুব সম্ভব ১৯২০ সালে তিনি সন্ন্যাসী হইতে মন্ত্রদীক্ষা নেন এবং ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে মহাপ্রয়াণ করেন। এই বৎসরও তাঁহার পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রদের আপন পাতে বসাইয়া স্বহস্তে মাছ খাওয়াইয়া দেন। তারপর হাত ধুইয়া ফেলিয়া নিজে আহার করেন। এমনও দেখা গিয়াছে তাঁহারই থালার একধারে কোন বালক মৎস্যাদি খাইতেছে, তিনি অন্যধারে তাঁহার আহার্য গ্রহণ করিতেছেন। ছেলে-মেয়েদের বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাকেই দেওয়া খাবার তাহাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন।

বাস্তবিক পূর্বাশ্রমের বাড়ীতে কিংবা ভাইদের বাড়ীতে আসিলে তাঁহার গৈরিক বসন এবং ভাস্বর ব্রহ্মজ্যোতি ছাড়া তাঁহার আচার ব্যবহারে সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ দেখা যাইত না। তিনি সকলের সঙ্গেই মন খুলিয়া কথাবার্তা বলিতেন, রসিকতাও করিতেন। 'প্রকৃতি-সম্ভাষণে'ও বিরূপতা ছিল না। পূর্বাশ্রমের ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন; জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর পদধূলি গ্রহণ করিতেন। যার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা গৃহী ভাইদের চেয়েও ভালরূপে করিয়া যাইতেন। সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহীকে গৃহীর মত সুপরামর্শ দিতেন। শিক্ষিতা যুবতীর অবাঞ্ছনীয় প্রেমপ্রবণতা সংযত করিতেও এই সন্ন্যাসীর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার prostate gland অপারেশনের সময় এই সন্ন্যাসী পুষ্কর হইতে আসিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার শয্যাপার্শে বসিয়া থাকিতেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

পূর্বাশ্রমের অনুজ যখন পত্নীশোকে মুহ্যমান, তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পুষ্কর হইতে আসিয়া তাঁহার পার্শে বহুদিন ছিলেন। তাঁহার এমন আত্ম-প্রত্যয় ছিল যে সংসারের প্রলোভনকে ভয় করিয়া তিনি দূরে সরিয়া যাইতেন না। সংসারের ভয়ে তাঁহার সন্ন্যাস নহে।

তিনি ছিলেন অকুতোভয়। বাল্যকালেও তাঁহার ভূতের ভয় ছিল না। অমাবস্যার রাত্রি নিশীথেও শ্মশানে কিংবা গোরস্থানে একাকী গিয়া লাঠি দিয়া গুঁতাইয়া গুঁতাইয়া ভূত বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। সেইরকম কামিনীর ভয়, কাঞ্চনের ভয়, সাংসারিক কর্মের ভয়, স্নেহপ্রীত্যাদি আসক্তির ভয়, সুখদুঃখে বিচলিত হইবার ভয় তিনি জয় করিয়াছিলেন। পুষ্করে থাকাকালে একরাত্রে মলত্যাগের জন্য বাহিরে বসিলে এক ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কার্য করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহার দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। এককথায় তিনি স্থিতপ্রজ্ঞতার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনে ক্ষুধার বশ ছিলেন। স্কুল হইতে ফিরিয়া সামান্য জলখাবার পাইতেন। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় খানিকটা আতপচাল খাইয়া ফেলিতেন। অথচ তাঁর পেটুকতা দোষ ছিলনা। নিমন্ত্রণেও অত্যধিক আহার করিতেন না। পুষ্করবাসের সময় এই ক্ষুধাকেও জয় করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম অন্নসত্রে গিয়া রুটি

জল নিতেন। পরে আকাশব্রত অবলম্বন করেন। আহারের জন্য গৃহের বাহিরে ভিক্ষাটন করিতেন না। প্রথম তিন চারিদিন খুব অসুবিধা হইয়াছিল। তারপর আর অসুবিধা হয় নাই। রোজই ভিক্ষান্ন বাসায় কেহ না কেহ দিয়া যাইত। কোন কোন সন্ন্যাসীও নিয়মিত তাঁহার ভিক্ষান্ন পাঠাইয়া দিতেন। যে যাহা পাঠাইত, তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কোন বেলা কিছু না মিলিলেও ভিক্ষায়ে বাহির হইতেন না। তবে এমন দিন খুব কমই হইত। আবার বেশী দিলেও সব খাইতেন না। দুপুরবেলা দুইখানা রুটিমাত্র তাঁহার খাদ্য। বাদ বাকী তাঁহার সহচরগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। পুষ্করের ময়ুর, কাক, কপোত, কাঠবিড়ালী প্রভৃতিই ছিল তাঁহার সহচর 'পরিবার'। তিনি ডাক দিলেই তাহারা আসিয়া হাজির হইত। তাহারা তাঁর হাত হইতেই খাদ্য গ্রহণ করিত, তিনি অভয় দিয়া অন্য কাহারও হাত ধরিয়া থাকিলে তাহার হাত হইতেও তাহারা খাদ্য গ্রহণ করিতে ভীত হইত না। একবার রাজস্থানের এক রানী শিকার হইতে তাঁহার ঘরে আসিয়া হাজির হন। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেও কোন কাক-পক্ষী হাজির হয় নাই। মানুষের হিংস্রবৃত্তি তাহারা ভালই বোঝে। রাত্রে তাঁহার আহার ছিল সামান্য ছোলাভাজা বা দুই-তিনখানা পাঁপরভাজা প্রথম প্রথম এককাপ দুধ, শেষে এককাপ চা মাত্র।

তিনি তরুণ বয়সে নিদ্রার বশ ছিলেন। লোকে বলিত বিভূতি দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ঘণ্টাই ঘুমায়। অবশ্য সে সময় কখনও কখনও অর্জিত জ্ঞানের মনন করিতেন কিনা বলা শক্ত। শেষে দেখা গিয়াছে, তিনি সেই নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন। নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকিলেও আসলে তিনি কোন বিষয়ের মনন-নিদিধ্যাসন করিতেছেন মনে হইত। অবশ্য তিনি যে শেষকালে একেবারে নিদ্রা যাইতেন না, তাহা নহে।

আগেই বলা হইয়াছে তিনি নির্লোভ ছিলেন। বহু টাকা রোজগার করিয়াছেন। অধ্যাপকের বস্ত্রের মধ্যে ছিল খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী এবং ফতুয়া তাহাও সংখ্যায় অত্যল্প। অন্য কোন ব্যসন ছিল না। চা, সিগারেট, সিনেমা, চপ কিছুই না। ভাইদের, আত্মীয়-বন্ধুদের, অনাত্মীয় দরিদ্র ছাত্রদের এবং দুর্গতদের জন্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। সংসারের খরচও

নির্বাহ করিয়াছেন। চাকরীতে পদত্যাগ করিয়া, জনৈক আত্মীয়ের অনুরোধে এবং তাহার সাহায্যার্থে, আবার সেই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। এবং বছরখানেক চাকরী করেন। চাকরীর মায়া যেমন ছিল না, চাকরি ছাড়িবার মায়াও ছিল না। তিনি নিজের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সমস্ত টাকা অনুজকে দিয়া যান। তাঁহার ব্যাঙ্কে যৎসামান্য টাকা যাহা ছিল, পুষ্করগমনের পরেও আসিয়া সেই টাকা তাঁহার ভাইকে দিয়া যান। এই আবাল্য সন্ন্যাসী ছাড়া তাঁর ভাইয়ের মধ্যে অন্য কেহ খরচের এমন খুঁটিনাটি হিসাব রাখে বলিয়া জানা নাই। তিনি প্রতিটি পয়সার হিসাব খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। হিসাবের খাতায় দেখা যায়, তিনি বহুজনের সাহায্যার্থে হাজার হাজার টাকা দিয়াছেন—দয়াও নয়, দানও নয়। ইচ্ছা হইলে ফেরত দিবে, না পারিলে দিবে না। শতশত টাকা খরচ করিয়া মেধাবী দরিদ্র ছাত্রকে ডাক্তারী পাশ করাইয়াছেন। এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই কিছু ফেরত দেন নাই। দান দয়াও যেন একপ্রকার আসক্তি; কাজেই দয়ার বশে দান বা সাহায্য করিতেন না। কর্মযোগীর কর্মযোগ হিসাবে 'নৃযজ্ঞ' সাধন করিতেন। স্বদেশী ব্যবসার উন্নতিকল্পে বহু নূতন নূতন কোম্পানীর দশ বার হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছিলেন। এক পয়সাও লভ্যাংশ পান নাই। তা'তে তাঁর দুঃখও ছিল না। তিনি দেশের প্রতি কর্তব্য করিতে গিয়াছিলেন। কোন কোন কোম্পানী তাঁহার গৃহত্যাগের পূর্বেই ডুব মারে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর বাদ বাকী সমস্ত শেয়ার তিনি তাঁহার অনুজকে দিয়া দেন। সে সমস্ত কোম্পানীও লালবাতি জ্বালায়।

তিনি দিবারাত্র গুরুপ্রদত্ত মহাবাক্যের মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতেন; শাস্ত্র, দর্শন বিষয়ক নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নোট রাখিতেন। বিশাল বৈদিক সাহিত্যের এমন কোন গ্রন্থ, তাহার ভাষ্য সমালোচনা নাই, যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। সেইরকম সমস্ত পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে বই কলম পাশে রাখিয়া দিতেন। আবার সেই লোক চলিয়া গেলে বইটি কোলের উপর টানিয়া নিতেন। বয়স্ক লোককে বাড়ীর ফটক অবধি আগাইয়া দিতেন। আজমীঢ় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (Archeological Survey of India) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়াছিলেন, বিদ্যারণ্যজী তাঁহাদের বিরাট

লাইব্রেরীর নানা বিষয়ক সমস্ত বইই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। কলিকাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যে সমস্ত সহরেই যাইতেন, তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কিংবা অন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হইতে বই আনাইয়া পড়িতেন। লোকে বলিত, তাঁহাকে জ্ঞানার্জনের নেশায় পাইয়াছে। অথচ তাঁহার গৃহে তিনি নিজস্ব কোন বই সংগ্রহ করেন নাই। আশ্চর্যের কথা, পঠিত অসংখ্য গ্রন্থের খুঁটি-নাটি তাঁহার স্মৃতিতে ধৃত ছিল। তাঁহার লিখিত 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী' এবং 'ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস'—এই দুইটি গ্রন্থের পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে এই ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারীর কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং অধ্যয়নের পরিধিও কত অসীম। এক একটি কথার সমর্থনে দশবারটি বৈদিক বা পৌরাণিক গ্রন্থের শ্লোক, অধ্যায় ইত্যাদির নম্বর নির্ভুলভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম বয়সে মনের প্রবণতা একটু বিচারমুখী, সমালোচনা-পরায়ণ ছিল, সম্ভবত আপন জ্ঞানানুশীলনের সাধন হিসাবে বা বোধসৌকর্যার্থ। পরিণত বয়সে পুষ্করের তথা রাজস্থানের এই বিখ্যাত 'বাঙ্গালী মহারাজ'কে নানাপন্থী সাধু, সন্ত, বিদ্বজ্জন নিজ নিজ সাধন, ভজন, শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেন। 'বাঙ্গালী-মহারাজ' কোন দিনই নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা এবং সাধনার অনুযায়ী কথা বলিতেন। 'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা' জ্ঞানে পরিহার করিয়া চলিতেন। তিনি গুরুগিরি পছন্দ করিতেন না, কাহাকেও শিষ্য করেন নাই; গুরু-শিষ্য হিসাবে উপদেশও দেন নাই। ভিন্ন পন্থার দোষ দর্শন করাইয়া স্বকীয় জ্ঞান-বিশ্বাস কাহারও উপর চাপাইয়া দেন নাই। সাধনা মাত্রেই সত্যের সাধনা। সাধনা ঠিক থাকিলে একদিন না একদিন সত্যের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবেই। মায়ার আবরণ টুটিয়া গিয়া মানুষের স্বভাব ব্রহ্মত্ব দেখা দিবেই। নির্গুণ অদ্বৈতবাদী যদি কোন দেবতা মানিয়া থাকে, তাহা হইলে দেবদেবীর মধ্যে মহাযোগী শিব ছিল তাঁর প্রিয়। বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই ঠাকুর প্রণামের সময় পড়িয়া থাকে।

> 'পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
> ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বাপাপহরো হরিঃ॥

শঙ্করপন্থী যুবক ছাত্রাবস্থাতেও এইটি পাঠ করা পাপ মনে করিতেন। এই মন্ত্র সর্বথা হেয় মনে করিতেন। বলিতেন, এ জীব-ব্রহ্মের অবমাননা।

তিনি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। কাছে থাকিলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহাদের চরণে মাথা রাখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন এবং পদধূলি গ্রহণ করিতেন। তদীয় পিতৃদেব ১৯২৬ সালে দেহত্যাগ করেন। তার বার বছর পরে বিভূতিভূষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসজীবনেও মাতৃদেবীর প্রাতঃকালীন প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ—এই ধর্মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তদীয় মাতা এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাঁহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবা যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে বিবাহ করিব।' পিতাও তাঁহাকে গৃহী করিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। কারো ধর্মে ব্যাঘাত জন্মান তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মাতা এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিভূতিভূষণকে আদেশ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে তদীয় পিতৃদেব বলিয়াছিলেন, 'বিভূতি শাস্ত্রবিদ্। আমার চৌদ্দ পুরুষেও এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই। কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম সে আমার চেয়ে ঢের বেশী বোঝে। তাহাকে বিবাহ করাইলে যদি অধর্ম হয়, আমি তাহাকে বিবাহ করিতে বলিতে পারিব না।' অথচ বিভূতি বিবাহ করিতেছে না বলিয়া তিনি সঙ্গীদের কাছে দুঃখ করিতেন। যেমন পুত্র তেমন পিতা, অথবা যেমন পিতা তেমন পুত্র। স্নেহের বশেও যে পিতা তাঁহার ধর্মে ব্যাঘাত জন্মাইবেন না, পুত্র ভাল করিয়াই জানিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে মাতার অনুমতি লইয়া তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। মাতাকে কথা দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পরও তাঁহাকে বছরে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যারণ্য তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। মাতার কাছে চিরকালই তিনি সেই 'বিভূতি'। গৃহত্যাগের পরে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁহার মাতাকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করাইয়া আনেন। তদীয় মাতা মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে কলিকাতায় তাঁহার অন্য পুত্রের কাছে আসিয়াছিলেন। মাতৃদেবীর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের কয়েক মাস আগে হইতেই তিনি তাঁহার কাছে ছিলেন। মৃত্যুর সময় মাতার শয্যাপার্শ্বে ভূমিতে আসন করিয়া বসিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব হইতেই মাতার কষ্টলাঘবার্থে মাতার আশু জীবনাবসানের প্রার্থনা করিতেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালের ২৪শে মার্চ তদীয় মাতৃদেবীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। ছয়মাস

পরেই তিনি তাঁর আদরের বিভূতিকে কোলে টানিয়া নেন। মৃত্যুর পর কিছু পথ মাতার শবানুগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্মশানে যান নাই। তাঁর শ্রাদ্ধের দিনও অন্য বাড়ীতে গিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধও করেন নাই। গৃহীর বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দাহকার্যে উপস্থিত থাকা নাকি সন্ন্যাসের নিয়মবিরুদ্ধ। ১৯২৬ সালে পিতার শ্রাদ্ধকার্যে অন্য ভাইদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সে সন্ন্যাসের বহু পূর্বে। তার আগেই কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী গুরু হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেবল মাতাপিতাকে নয়, জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রভৃতি গুরুজনকেও তিনি যাবজ্জীবন ভূনত হইয়া প্রণাম করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর পায়েও প্রণাম করিতেন। অথচ সাধুসন্ন্যাসী ঠাকুর দেবতাকে সন্ন্যাস অবস্থায় প্রণাম করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ! তিনি কিছুকাল *'নিঃস্তুতি-নির্নমস্কারঃ'* হইবার সাধন প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে সেই ভাব ত্যাগ করিয়া নির্বিশেষে সকলকেই বলিতেন 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। জনৈক সাধুকে প্রণাম না করিলে সাধুর কোন ভক্ত লোক এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রণাম করিয়াছি কিনা সাধুকেই জিজ্ঞাসা কর।' সাধু বিদ্যারণ্যজীকে দেখিবামাত্র উঠিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহাকে সহ একঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে দুইজনেই বাহির হইয়া আসিলেন। মোটকথা, সন্ন্যাসী হইলে কি হইবে, আদর্শ গৃহীর মতনই মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ব্যবহার করিতেন। কোনকালে কাহারো সংস্রব এড়াইয়া চলেন নাই। তিনি সম্ভাব্য দেহত্যাগের আভাস আগে হইতে পাইয়া থাকিবেন। বলিয়াও ছিলেন, 'মা আমাকে ডাকিতেছেন'। শেষবার পুষ্কর যাত্রার পূর্বে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিচিত লোক এমন কেহ বাকী ছিল না, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। নিজের ব্যাধি-দুর্বল শরীর লইয়াও অনেকের বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি যেন পরমহংসদেবের 'মাখন'; সংসারের জল তাঁহার গায়ে লাগিত না। তাহার সাধনার সৌকর্য্যার্থে একটু দূরে সরিয়া থাকিতেন। তিনি সজনতাতেও নির্জনতার অনুভাবনা করিতেন।

দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কোন কলেজের অধ্যাপককে

ভারতীয় দর্শনের গবেষণাকার্যে পরিচালিত করিয়াছিলেন। সেইজন্ত কয়েক বৎসর কাশী আসিয়া বাস করেন। তাঁহার লিখিত মুদ্রায়মান গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও তিনি জৈনদর্শন, বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক অসম্পূর্ণ নিবন্ধ আছে। প্রফেসার থাকা কালে এবং গৃহত্যাগের পরেও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গত ডক্টর অবধেশনারায়ণ সিংএর সহিত একত্রযোগে তিনি "হিন্দু গণিতের ইতিহাস" (History of Hindu "Mathematics) নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লেখেন। তাহার দুইখণ্ড মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক অবধেশের আকস্মিক মৃত্যুতে তৃতীয় খণ্ড হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক থাকা কালেই তাঁহার যোগৈশ্বর্যের স্ফুরণ হইতে থাকে। একবার পল্লীগ্রামস্থ তাঁহার প্রতিবেশীর একটি গরু হারাইয়া যায়। তিন চারদিন ধরিয়া পাওয়া যায় না। এমন সময় তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যান। প্রতিবেশীর মেয়েরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বিভূতি! তুইতো অনেক যোগটোগ করিস। বলতো দেখি আমাদের গরুটা গেল কোথায়?' তিনি বলিলেন, 'আমি ঐসব কিছু জানিনা।' তাঁহারা চাপিয়া ধরিলেন, 'তুই জানিস্, বল্'। প্রতিবেশীদের আগ্রহে তিনি একটু মন স্থির করিলেই দেখিতে পাইলেন, গরুটা পদ্মপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। বাড়ীর ভিতর বসিয়া কথাবার্তা হইতেছিল। সে বাড়ীর বাহির হইতেও ঐ পুকুর দেখা যায় না। তাহারা ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সত্যই তাই। ইহা হইল ১৯১৭।১৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বিভূতিভূষণ নিজেই জানিতেন না যে, তাঁহার দৃষ্টির আবরণ ঐরকম ভাবে খসিয়া গিয়াছে। যোগৈশ্বর্যের অনুশীলন সাধনার বিঘ্নস্বরূপ ভাবিয়া তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু মনে হয় পরেও তাঁহার সেই শক্তি ছিল। ১৯৩০ সালেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানিকতলায় থাকিবার সময় তাঁহারই প্রদত্ত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর গলার হার চুরি যায়। সকলেই বাসার ঠাকুরকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধমকাইতে থাকে। শেষে পুলিসে খবর দিবার কথা উঠিলে তিনি বলেন 'তোমাদের অমুক আত্মীয় নিতে পারে'।

বহু বছর পরে সেই আত্মীয় তাহা স্বীকার করে। তাঁহার যোগৈশ্বর্যের আর কোন প্রমাণ জানা নাই।

তিনি শঙ্করাচার্যের পরকায়প্রবেশ বিশ্বাস করিতেন। বিখ্যাত তিব্বতী বাবা পরকায় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর মুখে শোনা গিয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীরা আপন প্রাণ উৎক্রমণ করিয়া অন্য সদ্যোমৃত দেহে প্রবেশ করাইতে পারে, অথবা নিজ পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তিনি নিজেও নাকি একবার নিজ প্রাণ উৎক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন সিদ্ধ যোগী উপস্থিত না থাকাতে শেষ মুহূর্তে সেই চেষ্টা ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রায় মৃতের মত শক্তিহীন হইয়া পড়েন। তবে তাঁহার অনেকবার মনে হইয়াছে, তাঁহার দেহ পড়িয়া আছে, তিনি অন্যত্র বিচরণ করিতেছেন।

তিনি পিতার দীর্ঘচ্ছন্দ দেহের গঠন এবং মুখের আকৃতি পাইয়াছিলেন। বিভুতিভূষণের ছিল সোণার মত উজ্জ্বল রঙ্। সন্ন্যাস অবস্থায় সেই দেহকান্তি আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজি, ব্রহ্মবিদিব ভাসি"। তিনি বরাবর খদ্দর পড়িতেন। সন্ন্যাসের পর সেই খদ্দরই গেরুয়া রঙ করিয়া নিতেন। পুষ্করের বাহিরে কোথাও গেলে গায়ে একটি ফতুয়া এবং হাঁটুর উপরে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া পড়িতেন। পুরাণ খদ্দরের এক টুকরা ছিল গামছা। কোন বালিশ রাখিতেন না। দরকার মনে করিলে দ্বিতীয় ধুতিখণ্ড ভাঁজ করিয়া মাথার তলায় দিতেন। কাহারও বাড়ীতে গেলে বালিশ যে ব্যবহার করিতেন না তাহা নহে। পুষ্করে তিনি শীতগ্রীষ্ম সহ্য করিবার চেষ্টা করিতেন, কৌপীন মাত্র পরিয়া থাকিতেন। পুষ্করের রাস্তায়ও সম্পূর্ণ নিরাবরণ ভাবে কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া বাহির হইতেন। সেই সুঠাম সুপুষ্ট দীর্ঘায়ত হিরণ্ময় দেহ, সেই উন্নত আয়ত ললাট, সেই দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, চকচকে বিরাট বিরলকেশ মস্তক লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সাধু অধ্যাপক বিদ্যার অরণ্য বিদ্যারণ্য স্বামী পুষ্করের রাস্তায় উলঙ্গপ্রায় হইয়া চলিয়াছেন আর বহু নরনারী "বাঙ্গালী মহারাজ"কে করজোড়ে সভক্তি প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছে—এই অদ্ভুত দৃশ্যের কল্পনায়ও চমক লাগে। কোন কোন নারী বিব্রত বোধ করিতেন বলিয়া তিনি শেষে এইরকম ভাবে বাহির হইতেন না।

কর্তৃত্ব-বুদ্ধি-বিরহিত হইবার সাধনায় তিনি শেষের দিকে এতটা প্রচেষ্টা করিতেন যে 'আমি অমুককর্ম করিব না'—এইভাবে কর্ম না করিবার কর্তৃত্ববুদ্ধি হইতেও অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা তাঁহার দেখা যাইত। চিঠিপত্র লিখিবার সময় কখনও আমি আমার ইত্যাদি উত্তমপুরুষের ব্যবহার করিতেন না। গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্মে অকর্ম দর্শন এবং অকর্মে কর্ম দর্শনের কথা বলিয়াছেন, তিনিও সেইভাবেই কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিরহিত হইবার সাধনা করিতেন। হাতে, পায়ে, চোখে, মনে কর্ম না করাকেই তিনি সন্ন্যাস বা নৈষ্কর্ম্যাবস্থা মনে করিতেন না। কর্তৃত্ববুদ্ধিবিহীন ভাবকেই তিনি বাস্তব নৈষ্কর্ম্য মনে করিতেন। এইজন্যই তিনি নিজের কোন মত বা বিচার তাঁহার গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্র'। ইহাও তাঁহার আত্মপ্রচার বা গুরুগিরি করিবার অনিচ্ছা অথবা অনহংকৃতিসাধনার রূপান্তর মাত্র। যতদূর জানা যায়, প্রাণ-স্পন্দন-নিরোধাত্মক অথবা চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি তাঁহার জীবনাদর্শ ছিল না। জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানকেই তিনি সমাধি মনে করিতেন। উহাই তাঁহার মতে চৈতন্য সমাধি। অপর সমাধিকে তিনি জড় বা মূঢ় সমাধি মনে করিতেন।

তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তিনি গুরুর সন্ধান করিবেন না, কাহারো কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিবেন না। কোন সদ্গুরু অনুগ্রহ করিয়া শিষ্য করিবার আগ্রহ করিলে, তিনি তাঁর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। তাঁহার গুরুদেব স্বামী বিষ্ণুতীর্থ মহারাজ নর্মদাতীর্থসেবী শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার শিষ্য ছিলেন বরোদার শঙ্করাচার্য মঠ সারদাপীঠের অধীশ্বর স্বামী ত্রিবিক্রমতীর্থ। তিনি মঠাধীশত্ব ত্যাগ করিয়া গুরুর সঙ্গ করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা বাঙলা দেশে, এমনকি, কলিকাতায়ও আসিতেন। সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইলেই তাঁহার দর্শনে যাওয়া এবং তাঁহার সহিত ধর্মতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা করা বিভূতিভূষণের স্বভাব ছিল—এই কথা আগেই বলা হইয়াছে। স্বামী বিষ্ণুতীর্থের আগমনের সংবাদ পাইয়া প্রায় প্রত্যহই—তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন। খুব সম্ভব ইনি যখন দ্বিতীয়বার বাঙলাদেশে আসেন, তখন সারদা মঠের প্রাক্তন শঙ্করাচার্য স্বামী ত্রিবিক্রমতীর্থ স্বীয় গুরু হইতে দীক্ষা লইবার জন্য বিভূতিভূষণকে

বলেন। তিনি প্রথমে সম্মত হন না। শেষে ত্রিবিক্রমতীর্থ তাঁহার গুরুদেবকে ধরেন। গুরুদেব বিষ্ণুতীর্থও তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিভূতিভূষণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইটি কিন্তু সন্ন্যাস দীক্ষা নহে। গুরু করার পরেও তিনি অন্য সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তবে তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও গুরু স্বীকার করেন নাই। বিখ্যাত সাধু তিব্বতী বাবা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। মন্ত্রদীক্ষার বহুবছর পরে ১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী শঙ্কর সোঽহংতীর্থের ধর্মসিন্ধু নিকেতনে, মাতার অনুমতি নিয়া, স্বীয় গুরুর কাছেই মহাবাক্য শ্রবণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শিষ্য যেমন করেন নাই, তেমন কোন আশ্রমও করেন নাই। পুষ্করের বেদ-বিদ্যার্থীমণ্ডলের সম্পাদক শ্রীমোহনলাল শর্মা বেদপাঠী মহাশয়ের যজ্ঞশালায় তিনি শেষ কয় বছর অতিবাহিত করেন। বেদপাঠী মহাশয় সাগ্নিক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তিনি বাড়ীতে একটি ছোট বেদচতুষ্পাঠীও চালান। তিনি ছাত্রদিগকে বেদপাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি দেবতার মত ভক্তিসহকারে এই বাঙ্গালী মহারাজের সেবা করিতেন। যজ্ঞশালাটি তাঁহার বাড়ী হইতে সামান্য দূরে। রাত্রের চা পাঁপরভাজা ইত্যাদি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যোগাইতেন।

মাতার মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পরেই বিদ্যারণ্যজী বুঝিতে পারেন, তাঁহারও ডাক আসিয়া গিয়াছে। তিনি সকলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া পুষ্করাভিমুখে রওনা হন। দিল্লীতে অনুজের বাসায় কয়েকদিন বাস করেন। কলিকাতা থাকিতেই তাঁহার কালব্যাধির* আক্রমণ সুরু হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই দিল্লী যান। সেইখান হইতে আজমীঢ় গমন করেন। সেইখানেও চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া একরকম জোর করিয়া পুষ্করে চলিয়া যান। পরদিন সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার তেমন কোন অসুখ ছিল না। বেলা ৪টা বাজিতেই অন্যান্য দিনের মত সেদিনও বিভিন্ন পন্থার সাধু সন্ন্যাসী শিক্ষিত সজ্জন

* ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হৃদ্‌দৌর্বল্য। জননীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁহার সমস্ত বোঝা তিনি নিজদেহে তুলিয়া নেওয়ার পর অসুস্থ হইয়া পড়েন। —প্রকাশক

সমবেত হইয়া স্বামীজির সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, জৈন, কি খ্রীষ্টান, মুসলমান ধর্ম এবং শাস্ত্র সমস্ত বিষয়েই তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ভারতীয় যাবতীয় দর্শনের মূল, টীকা, ভাষ্য, সমালোচনা সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রাক্তন সুকৃতি এবং সংস্কার বলে তিনি দুরূহ বিষয়েরও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারিতেন। কাজেই বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার কোন অসুবিধা হইত না। সেদিনও নানা আলোচনা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁহার শেষ ডাক আসিয়া গেল। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বুকে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বহুত দরদ হ্যায়'। সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়া পড়িল। কোন চিকিৎসার বিধান করিবার পূর্বেই, সমবেত সাধুসজ্জনের হাহাকারের মধ্যে, মহাপুরুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে কষ্টের চিহ্ন নাই, সেই পরিচিত ধ্যানমগ্ন স্মিত মুখ।

পরদিন সাধুদের নিয়ম অনুসারে ঐ যজ্ঞশালারই প্রাঙ্গণে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হইল। সাধুসমাজের বিস্তার জাহাজ ডুবিয়া গেল। নিষ্কাম কর্মযোগী, অদ্বৈতবেদান্তের মূর্তবিগ্রহ ব্রহ্মীভূত হইলেন।

ভূমিকা

অদ্বৈততত্ত্বদর্শী, সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম শ্রীমৎস্বামী বিদ্যারণ্য প্রাচীন অদ্বৈতবাদ বিষয়ে যে তিনটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহারা ঐ দুরূহতত্ত্বের সর্বব্যাপক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশনৈপুণ্যে বঙ্গদর্শন-সাহিত্যে অপূর্ব অবদান। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠা ব্রহ্মর্ষির আত্মোপলব্ধির দিব্য-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত, এবং তাঁহার গভীর জ্ঞান অসামান্য ধী ও স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক। প্রত্যেক মন্ত্র ও উক্তি কাহার এবং কোন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্ভুলভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। বর্তমান পুস্তক উহাদের তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে বেদে অদ্বৈতবাদ, দ্বিতীয় খণ্ডে মহাভারতসহ পঞ্চমহাপুরাণে অদ্বৈতবাদ এবং সর্বশেষ তৃতীয় খণ্ডে অপর শাস্ত্রে যথা, ধর্মসূত্রে, স্মৃতিশাস্ত্রে, পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রে, সাংখ্যশাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে, ন্যায়শাস্ত্রে, প্রাচীন বেদান্তে, শব্দাদ্বৈতবাদে, পাঞ্চরাত্রাগমে, জৈনশাস্ত্রে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ও মহাভারতে অদ্বৈতবাদের পরিগ্রহণ, স্বীকৃতি ও প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে, তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধমত প্রখ্যাপিত করিবার সময় অদ্বৈততত্ত্বকেই প্রতিপক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্রূপ মীমাংসাশাস্ত্র বা সাংখ্য অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বীয় মতবাদের ভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য বা যৌক্তিকতা বিচার করিয়াছে।

অদ্বৈতের ভাবধারা সুপ্রাচীনকাল হইতে ভারতের ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য ও ধর্মজীবন (পূজা, উপাসনা প্রভৃতি), এক কথায় বিদ্যা ও সংস্কৃতির সমস্ত শাখাকে জীবনরসের ন্যায় সঞ্জীবিত করিয়াছে। ভগবদ্ভক্তিমূলক প্রাচীন ভাগবতধর্মেরও শেষ সিদ্ধান্ত অদ্বৈত। এমনকি ভারতভূমিতে জাত এবং ভিন্ন নামে (বৌদ্ধ ও জৈন) প্রচারিত ধর্মাদি ও অদ্বৈতদর্শনদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভিন্ন ধর্মে ও দর্শনে ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, অথবা একই বিষয় ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রখ্যাত ও উপস্থাপিত হইয়াছে মাত্র। দার্শনিক চিন্তাধারার সাদৃশ্য বহুক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে

ভারতে সকল ধর্মের মূল এবং শাখার দার্শনিক তত্ত্বচিন্তকগণ ও নবধর্মমত-প্রচারকগণ স্বীয় দর্শন ও বাদের সহিত সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত তুলনামূলক বিচারের সময় শ্রুতিসম্মত অদ্বৈত দর্শনকেই মান নির্দেশক তথা সর্বকালের প্রতিষ্ঠিত ও পরিগৃহীত অবিকৃত তত্ত্ব হিসাবে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। মনে হয় বুদ্ধ ও মহাবীর ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই বিদ্রোহী সন্তান। তাঁহাদের উপদেশাবলী ও দার্শনিক বিচার পাঠে ঐ উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। বহুক্ষেত্রে পার্থক্য অবলুপ্ত।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতে বহু দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের অনেকেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকে স্বাধীন চিন্তক ছিলেন এবং স্বীয় অনুভূতির জ্ঞানালোকে 'পরমতত্ত্বে'র উপলব্ধি তথা 'ভগবদ্দর্শন' করিয়াছেন। বহু সহৃদয় ঋষি লোকশিক্ষার্থ উপলব্ধ সত্য সূত্রাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতাহেতু, তাঁহাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে উপলব্ধির অথবা রচনাশৈলীর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু 'পরমতত্ত্ব' অতীব দুর্জ্ঞেয়। কাজেই দর্শনে সাহিত্যে বা শাস্ত্রে ভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। কিন্তু ইহা লক্ষিতব্য যে ঐ ধীমান জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য রহিয়াছে। অদ্বৈতের তত্ত্ব সূত্রাকারে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট; যেন সকল মতকে ধারণ করিয়া আছে। গ্রন্থপাঠে তাহা বোধগম্য হইবে।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃত অনুধাবন করিতে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পাঠকের স্থূলতঃ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। স্বামীজির প্রণীত 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী'র পূর্বতন ২ খণ্ড পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। সুধী তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের সৌকর্যার্থ—বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদের উপদেষ্টা তথা তদ্বিষয়ে শুদ্ধ সরল মাতৃভাষার গ্রন্থ অতীব বিরল হেতু—প্রথম খণ্ডের 'অদ্বৈতবাদ' অধ্যায় হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথমেই বলা উচিত যে অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা এখানে আচার্য গৌড়পাদ এবং তাঁহার প্রশিষ্য আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রপঞ্চিত এবং প্রখ্যাপিত অদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছি। ঐ অদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ; উহা সম্যক্‌রূপে গুণধর্মাদি সর্বপ্রকার বিশেষণবিরহিত। সেইহেতু অন্যান্য প্রকার

অদ্বৈতবাদ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ উহাকে কখন কখন নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ বলা হয়। দ্বৈত বা ভেদ ভাব যাহাতে নাই, তাহাই অদ্বৈত। ভেদ ত্রিবিধ—বিজাতীয়, সজাতীয় এবং স্বগত। অথবা, প্রকারান্তরে—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ; উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা ; ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরক, ক্রিয়া, কারক ও ফল ; ইত্যাদি ত্রিপুটিভেদ। যাহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই, তাহাকে শ্রুতিতে 'পরমাদ্বৈত', 'শুদ্ধাদ্বৈত' বা 'পূর্ণাদ্বৈত' বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন, "ক্রিয়াকারক ফলশূন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বৈত।" 'কঠরুদ্রোপনিষদে' আছে যে, ব্রহ্ম "মায়োপাধিবিনির্মুক্ত", সেইহেতু উহা "শুদ্ধ"।' উক্ত অদ্বৈতবাদে এইসকল সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়। সেইহেতু উহা কখন কখন পরমাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। উহা কূটস্থ নিত্য। সুতরাং উহার কোন প্রকার কিঞ্চিৎ বিকার মাত্রও হয় না। অতএব উহা চিদচিদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হয় নাই ; হইতে পারেনা। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। অধিকন্তু কর্তৃত্বাদিও তাঁহার নাই। সুতরাং সৃষ্টি প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। অতএব সোপাদান বা নিরুপাদান কোন প্রকার সৃষ্টি তিনি করেন নাই। অবিদ্যাবশতঃই তিনি চেতন ও অচেতন জগদ্রূপে প্রতিভাসিত দেখা যাইতেছে। রজ্জুসর্প-ভ্রান্তি স্থলে সর্পভাব যেমন রজ্জুতে আরোপিত, তেমনই জীব ও জগৎ ব্রহ্মে অধ্যারোপিত। রজ্জুর স্বরূপের অজ্ঞানই যেমন উহাতে সর্পপ্রতীতির মূল কারণ, তেমন ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞানই উহাতে জগৎ-প্রতীতির মূল কারণ। এইরূপে জগতের মূল কারণ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। সর্পপ্রতীতি কালেও রজ্জু যেমন বস্তুত সর্প হয় না, সেইরূপ জগৎপ্রতীতি সত্ত্বেও ব্রহ্ম বস্তুত জগৎ হয় নাই। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মে বস্তুত নাই। সুতরাং জগৎ ভ্রান্তি মাত্র। ভ্রান্তি নিরাধার নহে। রজ্জু বা অপর কোন অধিষ্ঠান ব্যতীত সর্পভ্রান্তি হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান ব্যতীত জগৎপ্রতীতি হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মই অবিদ্যাবশত জগদ্রূপে বিবর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রতীয়মান ভেদপ্রপঞ্চ ঔপাধিক। একই আকাশ যেমন ঘট উপাধিবশত ঘটাকাশ ও মহাকাশ

নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমন একই ব্রহ্ম অবিদ্যা উপাধিবশত জীব ও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাকাশ যেমন বস্তুত আকাশই, তেমন জীবও বস্তুত ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ নির্বিশেষ হইলেও অবিদ্যাহেতু প্রতীয়মান জগৎ সম্পর্কে মানুষের নিকট সগুণ-সবিশেষ বলিয়া মনে হইয়া থাকে,—জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব। ব্রহ্মই অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রান্তি থাকে না, কেবলমাত্র রজ্জুই পরিশেষ থাকে, তেমন ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হয়, জীব ও জগৎ থাকে না, একমাত্র নির্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্মই থাকে। তখন জগৎ থাকে না বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বও থাকে না; সুতরাং ঈশ্বর ভাবের বিলোপ হয়। সুতরাং ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব এবং জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং উহার স্বরূপ কিংবিধ তাহা বলা যায় না। কেননা, উহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অজ্ঞানের সম্যক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা আলো হস্তে অন্ধকারের অন্বেষণ করার মতনই। তাই বলা হয়, অবিদ্যা সদসদনির্বচনীয়া।"

"অদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য। সুতরাং তাঁহার বস্তুত জগদ্ভবন সম্ভব নহে। অধিকন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ও অসঙ্গ বলিয়া সৃষ্টিকামনাও তাঁহার হয় না, সৃষ্টিত দূরের কথা। সেইজন্য তাঁহারা সৃষ্টিবিষয়ে অজাতবাদী।"

***"আচার্য গৌড়পাদ মনে করেন যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবার উপায় কৌশলরূপে শ্রুতিতে সৃষ্টি বিবৃত হইয়াছে।"

"অদ্বৈতবাদ মতে জীব স্বরূপত বিভু; সংসার দশায় উহা উপাধিবশত অণুবৎ ব্যবহার করে। মোক্ষে সেই সম্পর্ক পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং তখন জীব স্বরূপ লাভ করত বিভু হয়।"

অধিকতর উদ্ধৃত করা এই প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। পাঠকদিগকে প্রথম খণ্ড পাঠ করিতে অনুরোধ করি। দেবর্ষি নারদকে বিশ্বরূপধর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক উক্ত মাত্র দুইটী শ্লোক নিম্নে দিলাম। (মহাভারত)

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে॥
ইচ্ছন্মুহূর্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ।

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ॥
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি।"

শ্রীভগবান দেবর্ষি নারদকে অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশ করিলেন।

বেদের সিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মকে জানিয়াই জীব মুক্ত হয়; অমৃতত্ব লাভ করে।

"য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ" (ঋক্ সং)
"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেত উ)
"তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ" (অথ সং)
"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেত উ)

উক্ত মন্ত্রাংশসমূহে জ্ঞানকে মুক্তির একমাত্র কারণ (উপায়) বলা হইয়াছে। উহাদিগেতে ভববন্ধনের অজ্ঞানত্ব ও অধ্যাসত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং জ্ঞান-সাধনাকে, বিশেষভাবে অদ্বৈতজ্ঞান সাধনাকে, মুক্তির অপরোক্ষ সাধনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে যেন এই ধারণা না জন্মায় যে অপর মতবাদগুলি অসত্য ও পরিবর্জনীয়। উহারাও উন্নত। দৃষ্টিভেদে উহারাও সত্য।

অদ্বৈতানুভূতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ অতি সুকঠিন।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা)

এই পর্যন্ত উহাতেও অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না। ইহার পরের পথ আরও দুর্গম, "নিশিষ্ট"। সেখানে সর্বও নাই, সুতরাং সর্বেশ্বরও নাই।

যাহারা ঐ প্রকার "সূক্ষ্মত্বাদতদবিজ্ঞেয়ং" আত্মার জ্ঞানলাভে অক্ষম, তাহাদেরও উপায় আছে; তাহাদের উপায় ভগবান।

"অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্যঃ উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ (গীতা)

'অন্য (সাধকগণ) এইসকল উপায়ের (ধ্যান, সাংখ্য-জ্ঞান, কর্ম) কোন একটিও না জানিয়া (আচার্য প্রভৃতি) অপরের নিকট শ্রবণপূর্বক উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রুতি-(অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক সেই উপদেশ শ্রবণ) পরায়ণ, এইজন্য তাঁহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন।'

ইহাতে বুঝা যায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি অধিকারীর রুচি ও যোগ্যতানুযায়ী। তবে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ',

'ভেদাভেদবাদ', 'দ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতাবাদ', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি বাদিগণও আপন আপন বিভিন্ন বিচিত্রবুদ্ধিকল্পিত তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন মনে করিতে হইবে।

জগতের মিথ্যাত্ব এক অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও অন্তবাদিগণ স্বীকার করেন না। ফলে অদ্বৈতবাদীর চরম তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত অন্যান্ত মতবাদের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন হইলেও চিত্তশুদ্ধির জন্য ধ্যান, কর্ম ও জপ, পূজা, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি ভক্তিমূলক সাধনা অতীব প্রয়োজনীয়। অদ্বৈতবাদীর সহিত কাহারও বিরোধ নাই, বরং উহারা সমদর্শী। পূর্বোক্ত দৃষ্টিতে আচার্য শঙ্কর স্বয়ং জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং লোক শিক্ষার্থ দেবদেবীর স্তুতি করিতেন।

গ্রন্থকারের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া এই লেখা শেষ করিলাম। পবিত্র ব্রহ্মবিদ্যা অদ্বৈতবাদে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনধিকারী হইয়াও, ধ্যান-জ্ঞান-ধর্ম-কর্ম-শ্রবণ-অর্চন-বিহীন, আচার্য-চরণাশ্রয়-বঞ্চিত, কামাধীন হইয়াও মহর্ষির পুণ্য পুস্তকের ভূমিকা লিখার ধৃষ্টতা করিলাম। এই অপরাধের জন্য তাঁহার শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁহারই আশীর্বাদে ও শক্তিতে লেখা সম্ভব হইয়াছে।

গ্রন্থে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রকারের ভুল ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ দোষী রহিলাম। "ওঁ নমস্তস্মৈ ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায়"।

'মুক্তা',
২২ ঝিল রোড, কলিকাতা-৩১

শ্রীসুকোমল দত্ত

প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

ধর্মসূত্রে অদ্বৈতবাদ

মহর্ষি বিখানস এবং আপস্তম্ব প্রণীত ধর্মসূত্রে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। 'বিখানস ধর্মসূত্র' অতি প্রাচীন। মহর্ষি গৌতম ও বোধায়নের ধর্মসূত্রে উহার উল্লেখ আছে। কানের মতে, মহর্ষি গৌতম ৬০০—৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ছিলেন।[১] তিনি বোধহয় আরও প্রাচীন। কেননা, মহর্ষি বোধায়ন ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। গৌতম বোধায়ন অপেক্ষা প্রাচীন। কেহ কেহ মনে করেন, মহর্ষি বিখানস প্রণীত মূল ধর্মসূত্র এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অধুনা উপলব্ধ 'বৈখানস ধর্মপ্রশ্ন' গৌতম ও বোধায়নের ধর্ম-সূত্রের পরবর্তী মনে হয়। তাঁহারা বলেন, ইহা বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রের নবীন সংস্করণ।[২]

"আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র প্রথম প্রশ্নের অষ্টম পটলে বা দ্বাবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকায় আত্মজ্ঞান ও উহার সাধন বিবৃত হইয়াছে। সেইহেতু ঐ পটল 'অধ্যাত্মপটল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পটলের শঙ্করাচার্য প্রণীত 'বিবরণ' নামে এক ব্যাখ্যা আছে।[৩] উহার রচনাশৈলী হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ শঙ্করাচার্য এবং 'শারীরকভাষ্য'কার ভগবান শঙ্করাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি।[৪] মহর্ষি আপস্তম্ব অতি প্রাচীন ব্যক্তি। বূলার মনে করেন, তিনি খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের ৪০০ বৎসর পূর্বেকার লোক।

১। P. V. Kane, History of Dharmasāstra, Poona, 1930, ১৯ পৃষ্ঠা।

২। *Ibid.* পৃষ্ঠা। 'বৈখানসধর্মসূত্র' ও 'বৈখানসগৃহ্যসূত্র' একত্রে ডকটর কথনন্দ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'বৈখানসস্মার্তসূত্র' নামে কলিকাতার বংগীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ। 'বৈখানসধর্মসূত্র', বৈখানসধর্মপ্রশ্ন' নামে ত্রিভন্দ্রমের 'অনন্তশয়ন-সংস্কৃত গ্রন্থাবলী'তে প্রকাশিত হইয়াছে; ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ।

৩। উহা ত্রিভন্দ্রমে 'অনন্তশয়ন-সংস্কৃত গ্রন্থাবলী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, 'কাশী সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকমালা'য় প্রকাশিত, হরদত্ত প্রণীত 'উজ্জ্বালা' বৃত্তি সম্বলিত 'আপস্তম্বধর্মসূত্রে' ও অধ্যাত্মপটলের উপর শঙ্করাচার্যের 'বিবরণ' আছে।

৪। Kane, Hist. Dharma, ৪৩ পৃষ্ঠা।

কানের মতে, 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্র' ৬০০-৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।[১] আচার্য শবর স্বামী (১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকাল), কুমারিল ভট্ট (৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ), শঙ্করাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

(১) আপস্তম্ব ধর্মসূত্র

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মহর্ষি আপিস্তম্ব বলিয়াছেন যে, 'উহা গুহাশয়, অহন্যমান এবং বিকল্মষ। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত প্রাণী নিশ্চয় উহার পুর। উহা অচল ও চলনিকেতন।'[৩]

প্রাণীদিগের হৃদয়রূপ গুহায় শয়ন করে বলিয়াই আত্মা 'গুহাশয়' নামে অভিহিত হয়। শরীরাদি হত হইলেও আত্মা হত হয় না। অপর কোন প্রকারেও উহার নাশ হয় না। সেইজন্য উহা 'অহন্যমান' বা অবিনাশী। হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত হইলেও ধর্মাধর্মাদি অন্তঃকরণধর্মরূপ পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না। উহার স্বকীয় কোন দোষও নাই। সেইহেতু আত্মা 'বিকল্মষ' বা নিষ্পাপ। সর্বগত বলিয়া উহা আকাশের ন্যায় অচল। আত্মা বিভু। বিভু বস্তুর চলাচলত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আত্মা 'অচল'। পরন্তু উহার নিকেতন প্রাণীগুহা চল বলিয়া উহা 'চলনিকেতন'।

ঐ সূত্রের অব্যবহিত পূর্বের সূত্রে আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, "আত্মলাভের জন্য প্রয়োজনীয় শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিব।" তাহাতে মনে হয়, গুহাশয় প্রভৃতি পদে তিনি শ্রুতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, অতঃপর আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে,

আত্মা নিরতিশয় মহৎ, চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ,[৪] সর্বগত এবং প্রভু (বা স্বতন্ত্র)।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৪৫ পৃষ্ঠা।

২। শবরস্বামী বিরচিত 'জৈমিনীসূত্রভাষ্য' (৬।৮।১৮); কুমারিল ভট্টের 'তন্ত্রবার্তিক' (১।৩।৭); শঙ্করাচার্যের 'শারীরকভাষ্য' (২।১।১; ৪।২।১৪) এবং 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য' (৩।৫।১); সুরেশ্বরের 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্তিক' (সম্বন্ধবার্তিক; ৯৭) দ্রষ্টব্য।

৩। ১।২২।৪।

৪। মূলে "তেজসস্কায়" শব্দ আছে। উহার অর্থ 'তেজপূর্ণ শরীর' বা 'চিন্ময়বিগ্রহ' হইতে পারে না। কেননা, অব্যবহিত পরের সূত্রে আছে যে আত্মা অনঙ্গ এবং অশরীর।

"সমস্ত ভূতবর্গের মধ্যে তিনি নিত্য। (কেননা, তিনি অবিনাশী, অপর সমস্ত ভূতবর্গ বিনাশী, সুতরাং অনিত্য)। তিনি বিপশ্চিৎ, (অর্থাৎ মেধাবী বা চিৎস্বরূপ)। তিনি অমৃত এবং ধ্রুব (অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য)। তিনি অনঙ্গ (অর্থাৎ স্থূলশরীরবিহীন) এবং অশরীর (অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর-বিহীন)। (সুতরাং আত্মা নিরাকার ও নীরূপ)। তিনি অশব্দ এবং অস্পর্শ (অর্থাৎ শব্দাদি সমস্ত ভূতগুণরহিত)। তিনি মহান এবং অত্যন্ত শুদ্ধ। তিনি সব ('স সর্বং')। তিনি পরাকাষ্ঠা (অর্থাৎ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই)। তিনি বৈষুবত (অর্থাৎ বিষুবতের সকলের মধ্যে অবস্থিত, অথবা বিষুবতে দিবাকীর্তাখ্য সামমন্ত্রে নিত্য প্রকাশ্য, অথবা বিষুবতের ন্যায় সমস্ত-প্রাপক)।[১] তিনিই একমাত্র ভজনীয় বস্তু।"[২]

"আত্মা ঊর্ণনাভতন্তু হইতেও অণু; পৃথিবী হইতেও বৃহত্তর। তিনি সমস্ত (জগৎপ্রপঞ্চ) ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। তিনি নিপুণ (বা সর্ববিৎ) এবং ধ্রুব। তিনি এই জগতের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে ভিন্ন, পরন্তু জগৎ (বস্তুত) জ্ঞেয় (পরমাত্মা) হইতে অভিন্ন। তিনি পরমেষ্ঠী (অর্থাৎ নিত্য আপন পরম স্বরূপে অবস্থিত)। আবার তিনি (দেবমনুষ্যাদি, তথা জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানাদি নানারূপে) বিভক্ত। (দেবমনুষ্যাদির) শরীরসমূহ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়। তিনিই (বিশ্বপ্রপঞ্চের) মূল (বা কারণ)। আবার তিনি সনাতন ও নিত্য।"[৩]

আত্মজ্ঞান লাভের ফল সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলেন যে "আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।"[৪] "যাঁহারা তাঁহাতে স্থিতিলাভ করেন, তাঁহারা অমৃত হন।"[৫] তাঁহারা "কবি" (বা তত্ত্বদর্শী) হন।[৬] "পরমাত্মার সহিত জীবের যে স্বাভাবিক বন্ধন (অর্থাৎ সম্পর্ক) যিনি সদা তাহার আচরণ করেন এবং

১। বেদে 'গবাময়ন' নামে এক সত্র আছে। উহা ৩৬১ দিনে সম্পন্ন হয়। উহার প্রথম ১৮০ দিনকে 'পূর্বপক্ষ' এবং শেষ ১৮০ দিনকে 'উত্তরপক্ষ' বলা হইয়া থাকে। মধ্যের একদিন অরূপ। উহাকে বিষুবৎ বলা হয়। তথায় দিবাকীর্তাখ্য সাম ব্রহ্মসাম। তদ্দ্বারা পরমাত্মার গান হইয়া থাকে। বিষুবতের ন্যায় মধ্যবর্তী বা তৎপ্রতিপাদ্য বলিয়া ব্রহ্মকে বৈষুবত' বলা হয়। সূর্য অয়নদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিষুবতে থাকিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়। ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে সর্বত্র সমদর্শন হয়,—সাম্য লাভ হয়। সেই দৃষ্টিতেও ব্রহ্মকে 'বিষুবৎ' সদৃশ বা 'বৈষুবত' বলা হয়।

২। ১।২২।৭ ৩। ১।২৩।২ ৪। ১।২২।২

৫। ১।২২।৪ ৬। দ্রষ্টব্য—১।২২।৫; ১।২৩।১

সর্বত্র তাঁহাতেই স্থিত থাকেন, (এইরূপে) দুর্দর্শ এবং নিপুণ তাঁহাতেই (সতত) যুক্ত থাকেন, তিনি সন্তাপরহিত হইয়া আনন্দী হন।"[১]

"আত্মন্ পশ্যন্ সর্বভূতানি ন মুহ্যেচ্চিন্তয়ন্ কবিঃ।
আত্মানং চৈব সর্বত্র যঃ পশ্যেৎ
স বৈ ব্রহ্মা নাকপৃষ্ঠে বিরাজতি।"[২]

'যিনি সর্বভূতকে আত্মাতে ('=আপনাতে) ও আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন, এবং ঐরূপে (সতত) চিন্তা বা ধ্যানপরায়ণ থাকেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। তিনি কবি (বা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী)। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ)। তিনি নাকপৃষ্ঠে (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপে) বিরাজিত হন।' তিনি জীবের সন্তাপকর দোষসমূহ পরিত্যাগ করত অভয় মোক্ষপ্রাপ্ত হন। তিনি পণ্ডিত (অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ বা ব্রহ্মবিৎ) হন।"[৩] তিনি

"সার্বগামী ভবতি"[৪]

এই সূত্রের পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্কর "সার্বগামী" এবং হরদত্ত "সর্বগামী" পাঠ ধরিয়াছেন। শঙ্করের মতে ঐ পদের তাৎপর্য এই,—'তিনি জ্ঞানাভিব্যক্তি দ্বারা সর্বগমনশীল অর্থাৎ মুক্ত হন।' হরদত্ত বলেন, সার্ব= আত্মা; সুতরাং উহার তাৎপর্য এই যে 'তিনি আত্মগামী হন অর্থাৎ আত্মাকে প্রাপ্ত হন।' আমাদের মনে হয়, ঐ বাক্যে আপস্তম্ব ঐ কণ্ডিকার (২৩শ) প্রথম সূত্রে "আত্মন্ পশ্যন্" ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব উহার তাৎপর্য এই যে 'তিনি সর্বাত্মক হন।'

আত্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে সাধক ইহ-পরলোকের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করত গুহাশয়ে (অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে) স্থিত হইবেক।[৫] দেহই পরমাত্মার পুর। তিনি হৃদয়গুহায় থাকেন। সেইহেতু তাঁহার উপলব্ধিস্থান তথায় আপনার হৃদয়াভ্যন্তরেই হইবে, বাহিরে নহে। পরন্তু লোকে তাহা না জানিয়া তাঁহাকে বাহিরে বৃথা অন্বেষণ করে। তিনি সর্বগত, সত্য। পরন্তু হৃদয়গুহায় তাঁহাকে উপলব্ধির অতি প্রশস্ত স্থান। তাই গুরু ঐ বিষয়ে আপন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শিষ্যকে বলেন, "আমি (পূর্বে) আপনাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া অন্যত্র (স্ত্রী-

১। ১।২২।৮ ২। ১।২৩।১ ৩। ১।২৩।৩ ৪। ১।২৩।৬
৫। ১।২২।৫; দ্রষ্টব্য—বৃহ উ, ৩।৫।১

পুত্রবিত্তাদিতে) তাঁহাকে খুঁজিয়াছিলাম। (এখন) সেই সমস্ত নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার উপলব্ধিস্থান আপনাতেই (বলিয়া বুঝিয়াছি অর্থাৎ আপনাতেই তাঁহাকে পাইয়াছি)। তুমিও এই হিতের সেবা কর, (স্ত্রীপুত্র বিত্তাদি) অহিতের সেবা করিও না।"[১]

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে মহর্ষি আপস্তম্বের মতে ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ ("তেজসস্কায়ং", "বিপশ্চিৎ")। "তিনি এই জগতের ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন" বলিয়া জ্ঞানের সহিত তাঁহার তুলনা করাতে বুঝা যায় যে তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অনন্ত ("মহান্তং" "সর্বত্র নিহিতং")। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"[২] তাঁহাতে স্থিত হইয়া জীব আনন্দী হয়। সুতরাং তিনি আনন্দস্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি"[৩] "রসো বৈ সঃ।"[৪] ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য ("নিত্য", "অচল", "ধ্রুব", "শাশ্বতিক"); অতএব নির্বিকার। তিনি নীরূপ এবং নিরাকার ("অনঙ্গঃ"..... অশরীরঃ")। তিনি শব্দস্পর্শাদি সমস্ত ভূতগুণ বিরহিত।[৫] আপস্তম্ব বলিয়াছেন, "স সর্বং" অর্থাৎ চরাচর সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ স্বরূপত তিনিই; পরন্তু যদিও জগৎ বস্তুত তাঁহা হইতে অভিন্ন, তথাপি তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে ভিন্ন। তাঁহার এই সকল উক্তির তাৎপর্য এই মনে হয় যে জ্ঞানস্বরূপ তিনিই ভ্রমবশত জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। তাঁহার টীকাকার শঙ্কর ও হরদত্ত তাহাই মনে করেন।

"জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্॥"[৬]

এই পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়া হরদত্ত ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম আপন স্বরূপে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও দেবমনুষ্যাদি নানারূপে বিভক্ত হইয়াছেন। দেবমনুষ্যাদির শরীরসমূহও তাঁহা হইতে উৎপন্ন; তিনিই সর্ববস্তুর মূল কারণ। অথচ তিনি নির্বিকার ও একরূপ;— শশ্বৎকাল একই কূটস্থ নিত্যস্বরূপে থাকেন। তাহাতে বুঝা যায় যে দেবমনুষ্যাদি বিভেদ

১। ১।২২।৬ ২। তৈত্তি উ, ২।১ ৩। তৈত্তি উ, ২।৪, ৯
৪। তৈত্তি উ, ২।৭ ৫। শ্রুতিও বলিয়াছেন "অশব্দমস্পর্শমি"ত্যাদি। (কঠ)
৬। 'ব্রহ্ম পুরাণ', ১।২৬; 'বিষ্ণু পুরাণ', ১।২।৬

বাস্তব নহে, উপাধিজনিত মাত্র ; ঐ উপাধিসমূহও স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক মাত্র ; অধিকন্তু ঐসকল বাস্তব নহে, প্রাতিভাসিক মাত্র।

এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি আপস্তম্ব অদ্বৈতবাদীই ছিলেন। মুক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই অনুমান আরও বিশেষরূপে সমর্থিত হয়।

বৈখানস ধর্মসূত্র

(২)

মহর্ষি বিখনস ব্রহ্মকে বিশেষভাবে নারায়ণ এবং বিষ্ণু নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার সমর্থনে তিনি শ্রুতিপ্রমাণও দিয়াছেন, যথা, তিনি বলিয়াছেন যে "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ" ('শ্রুতিতে আছে, নারায়ণ পরব্রহ্মই")।[১] ঐ শ্রুতিবচন 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র অন্তর্গত 'নারায়ণোপনিষদে'রই। সম্পূর্ণ শ্রুতি এই,—

"নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ॥"[২]

এক স্থলে বিখনস বলিয়াছেন নারায়ণ পরমাত্মাই।[৩] 'ব্রহ্ম' শব্দেরও প্রয়োগ তিনি কখন কখন করিয়াছেন।

বিখনসের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, তবে যোগারম্ভে নির্গুণ স্বরূপের ধারণা করা অতীব কঠিন। তাই তিনি বলিয়াছেন "(প্রথমে) সগুণ ব্রহ্মে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া পরে নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করত যত্ন করিবে। (শাস্ত্র হইতে) তাহা বিজ্ঞাত হয়।"[৪] কিঞ্চিৎ পরে প্রদর্শিত হইবে যে তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ,—সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

বিখনস বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্মাচরণ দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। ইহকালে কিংবা পরকালে অভ্যুদয় লাভের আকাঙ্ক্ষা করত ধর্মাচরণ সকাম। আর কিছুরই অভিকাঙ্ক্ষা না করিয়া, একমাত্র শাস্ত্রের আদেশ বলিয়া মানিয়া, বর্ণাশ্রমধর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান নিষ্কাম। নিষ্কাম ধর্মাচরণ আবার প্রবৃত্তি

১। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ১৩।৭ ২। তৈত্তি আ, ১০।১১।১
৩। 'বৈখানসধর্মসূত্র'—২।৬ ৪। 'বৈখানসধর্মসূত্র'—১।১১

ও নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ। "সংসারকে অনাদরপূর্বক সাংখ্যজ্ঞানকে সমাশ্রয় করত আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এবং ধারণা সমাযুক্ত হইয়া বায়ু জয় করত অণিমাদি (অষ্ট) ঐশ্বর্যপ্রাপক (আচরণ) প্রবৃত্তি নামে (কথিত হয়)। তপস্যা (দ্বারা লব্ধ ফল) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং (সেইহেতু পুনঃ) জন্মপ্রাপক হয় বলিয়া, তথা (তপস্যায়) ব্যাধি-বাহুল্য হেতু, পরমর্ষিগণ উহাকে আদর করেন না। লোকসমূহের অনিত্যত্ব জানিয়া, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই (পরমাত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চিদস্তীতি") বলিয়া (জানিয়া) সংসারকে অনাদর করিয়া,—ভার্যাময় পাশ ছেদন করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া শরীর পরিত্যাগ করত (অর্থাৎ দেহাতীত বা দেহাধ্যাসরহিত) ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগ (=ঐক্য) করিয়া অতীন্দ্রিয়, সর্বজগদ্বীজ, অশেষবিশেষ, নিত্যানন্দ, অমৃতরসপানবৎ সর্বদা তৃপ্তিকর পরজ্যোতিতে প্রবেশক (আচরণ) নিবৃত্তি নামে (অভিহিত হয়)।"[১]

ক্ষেত্রজ্ঞের ও পরমাত্মার যোগ করেন বলিয়া নিবৃত্তিধর্মী যোগী। বিখনস বলিয়াছেন, তুরীয়াশ্রমী সন্ন্যাসী মাত্রেই যোগার্থী,—"যোগার্থী" হইয়াই পরমাত্মাতে বুদ্ধি নিবেশ করত বন হইতে সংন্যাস করিবে।"[২] ঐ যোগকেই তিনি মোক্ষ মনে করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, "ভিক্ষুকাঃ মোক্ষার্থিনঃ" ("ভিক্ষুকগণ মোক্ষার্থী)"।[৩] তাঁহার ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যই তদুক্ত যোগমার্গের পরমতত্ত্ব।[৪] বিখনসও প্রকারান্তরে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে নিবৃত্তিধর্মাচরণে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার যোগ দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের পরজ্যোতিতে (বা পরমাত্মায়) প্রবেশ হয়। তাই তিনি ঐ যোগকে কখন কখন বিশেষ করিয়া "সংযোগ" বলিয়াছেন।[৫] আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, শ্রৌত শাস্ত্রে 'সম্' উপসর্গ 'একীভাব' নির্দেশ করে।[৬] সুতরাং সংযোগ শব্দের অর্থ "ঐক্যভাবরূপ যোগ।"

যেহেতু জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্য বা অভেদ উপলব্ধিই যোগসাধনের পরম লক্ষ্য, সেইহেতু অভেদভাবনাই যোগের প্রকৃষ্ট সাধন। মহর্ষি বিখনসও

১। 'বৈখানসধর্মসূত্র'—১।৯ ২। 'বৈখানসধর্মসূত্র—২।৬ ৩। 'বৈখানসধর্মসূত্র'—১।৮
৪। মহর্ষি বিখনস বলিয়াছেন, কুটীচক ভিক্ষুকগণ "যোগমার্গতত্ত্বজ্ঞ"। ('বৈখানসধর্মসূত্র',—১।৯) তাঁহার ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 'যোগমার্গতত্ত্ব' "জীবাত্মাপরমাত্মনোরৈক্যম্"।
৫। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ১।১১ ৬। নিরুক্তি, ১।৩

তাহা স্বীকার করেন। তিনি যোগীদিগকে নিবৃত্যাচারভেদে ("নিবৃত্যাচার-ভেদাদ্বি") নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

যাঁহারা "অহং বিষ্ণুঃ" (আমি বিষ্ণুই)—এই ধ্যান করত বিচরণ করেন, তাঁহারা 'অনিরোধক' (যোগী)। তাঁহাদিগের প্রাণায়ামাদি নাই।"[১] তাৎপর্য এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ঐক্য বা অভেদ উপলব্ধিই যোগ-সাধনের পরম লক্ষ্য বা পরম যোগ। যাঁহারা এই বোধে সর্বদা স্থিত আছেন যে 'আমি বিষ্ণুই' তাঁহাদের যোগলাভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগকে উহা লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি সাধন করিতে হয় না।

"যাঁহারা 'অদূরগ' (যোগী) তাঁহাদিগের ধর্ম এই,—তাঁহারা ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বারে (অর্থাৎ হৃদয়ে বা হৃদয়াকাশে) ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার যোগ করাইয়া, সেইখানেই সমস্ত-বিনাশ (অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বিলয়) ধ্যান করত 'আকাশবৎ সত্তামাত্রোঽহম্' (আমি আকাশবৎ (নির্লেপ) সত্তামাত্রই)—এই ধ্যান করেন।"[২] যেই সকল যোগী দেহত্যাগপূর্বক উৎক্রমণ করত আদিত্য-মণ্ডল, চন্দ্র-মণ্ডল, বিদ্যুৎ-মণ্ডল প্রভৃতিতে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া তত্রস্থ পুরুষের সহিত সাযুজ্য লাভ করত ("সংযুজ্য") অন্তে "বৈকুণ্ঠ-সাযুজ্য" (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করত তত্রস্থ পুরুষ বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে বিখনস 'দূরগ' বলিয়াছেন।[৩] পূর্বোক্ত যোগিগণকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য লাভার্থ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া অপর কোথাও যাইতে হয় না, জীবাত্মার স্বস্থান হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে হয় না, তাই তাঁহাদের অদূরগ সংজ্ঞা সার্থক হইয়াছে।

"সংভক্তো নাম ব্রহ্মণঃ সর্বব্যাপকত্বাদ্যুক্তমযুক্তং যোঽসৌ পরমাত্মা তৎস ব্যাপ্যাকাশবৎ তিষ্ঠতি। তস্মাদ্ব্রহ্মণোঽণ্যন্ন কুত্রচিদাত্মানং প্রতিপদ্যতেঽসৌ। ভ্রূমধ্যগতস্যাপি সংশয়ান্ নিষ্প্রমাণমেবেত্যুক্তং। তস্মাদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তমন্যন্নোপপদ্যতে।"

'সংভক্ত নামক (যোগী জানেন যে যেহেতু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক সেই হেতু যিনি ঐ (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়) পরমাত্মা, তিনি যুক্ত এবং অযুক্ত।[৩] সমস্তকে

১। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ১।১০ ২। ঐ, ১।১১

৩। যুক্ত=যোগী, অযুক্ত=অযোগী, যুক্ত=কর্মাচরণে অভিযুক্ত, অযুক্ত=কর্মত্যাগী। তাৎপর্য এই যে পরমাত্মা ভাল ও মন্দ সমস্তকেই ব্যাপিয়া আকাশবৎ নির্লেপ ভাবে স্থিত আছেন।

ব্যাপিয়া আকাশবৎস্থিত আছেন। সেইহেতু তিনি (নিজ) আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অপর কিছুতে প্রতিপাদন করেন না (অর্থাৎ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না)। ইহা উক্ত হয় যে (ঐ বিষয়ে) ভ্রমধ্যগতেরও সংশয়সমূহ নিশ্চয় নিষ্প্রমাণ। সুতরাং ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই উপপন্ন হয় না।'

ঐ প্রকারে অভেদভাবে ব্যতীত ভেদভাবেও উপাসনার বিধান মহর্ষি বিখনস অন্যত্র দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রয়াণকালে যং ধ্যায়তি তন্ময়ং ভবত্যাত্মেতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" ('ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, আত্মা, (দেহ হইতে) প্রয়াণকালে যাহাকে ধ্যান করে, (পরে) তন্ময় (বা তাহাই) হয়'।[১] তাই তিনি বলেন যে ঐ সময়ে ব্রহ্মের ধ্যান করা উচিত।

"পদত্রয়ে নিবিষ্টে নানাবিধে স্বয়ংজ্যোতিষি ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে তদ্যোঽহসৌ সোঽহমিত্যাত্মোপাসনক্রমেণ বা সমাদধীত।"[২] অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবে। ঐ ব্রহ্ম হয়ত (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, বা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—এই) পদত্রয়ে নিবিষ্ট নানাবিধ অর্থাৎ সর্বাত্মক হইবে, অথবা তুরীয়পদস্থ অদ্বিতীয় বা ভেদরহিত, সুতরাং সর্বাতীত হইবে। সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত ভেদভাবে, আর ভেদরহিত ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবে, —'উনি যাহা, আমি তাহাই'—এই আত্মোপাসনা ক্রমে সমাধি করিতে হইবে।

উপরের বর্ণনা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে মহর্ষি বিখনসের মতে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নিত্যানন্দস্বরূপ, পরজ্যোতি এবং সত্তামাত্র। অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি রসস্বরূপ। তাঁহাকে পাইয়া জীব নিত্যতৃপ্ত হয়। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, সর্বব্যাপী অর্থাৎ অনন্ত এবং আকাশবৎ নির্লেপ। তিনি আরও বলিয়াছেন ব্রহ্ম অশেষবিশেষ এবং সর্বজগদ্বীজ; "ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই উৎপন্ন হয় না।" এই সকল বচনের প্রকৃত রহস্য কি? উহাদের সমন্বয় কি প্রকারে হয়?—তাহা বিচার্য। যাহাতে কোন বিশেষ শেষ বা অবশেষ থাকে না, তাহা 'অশেষবিশেষ'। সুতরাং উহার অর্থ 'নির্বিশেষ'। পরন্তু যাহা ঐ প্রকারে 'অশেষবিশেষ' তাহাকে প্রকৃতপক্ষে 'সর্বজগদ্বীজ' বলা যায় কি? প্রলয়ে পরিদৃশ্যমান সমস্ত কার্য-প্রপঞ্চ বিলুপ্ত হইলে ও বীজভাব শেষ থাকে। তাই তিনি 'সর্বজগদ্বীজ'। সুতরাং

১। 'বৈখানসগৃহ্যসূত্র', ৫।১ ২। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ৩।৭

তাঁহাকে 'অশেষবিশেষ' বলা যায় না। অতএব ঐ দুই সংজ্ঞার সমন্বয় অবস্থান্তর বা কার্যকারণভাব দৃষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্যদৃষ্টিতে করিতে হইবে। কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ—তিন পাদ "নানাবিধ" বা সর্বাত্মক, আর তুরীয় পাদ সর্বাতীত। সুতরাং বলা যায় যে ব্রহ্মের একাংশ সর্বজগদ্‌বীজ, অপরাংশ নির্বিশেষ। পরন্তু ব্রহ্মের অংশ কল্পনা যুক্তিযুক্ত কি ? 'অশেষবিশেষ' শব্দের অর্থ 'অশেষ অর্থাৎ নিঃশেষে সর্ব বিশেষ যুক্ত' করিলে 'ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুরই সম্ভাব উপপন্ন হয় না'—এই বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে।

ব্রহ্ম সর্বজগতের বীজ। সুতরাং চিদচিৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং বস্তুত তিনিই। প্রকৃতপক্ষে, "পরমাত্মনোঽন্যন্ন কিংচিদস্তীতি" ('পরমাত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই')। যাঁহারা ঐ বোধে স্থিত তাঁহাদের ভাল মন্দ বোধ থাকিতে পারে না। তাই বিখনস বলিয়াছেন, সন্ন্যাসিগণ "সর্বভূতের অবিরোধী, সম, সদা-অধ্যাত্মরত, এবং ধ্যান যোগী (হইবেন। সমস্তকে) পরব্রহ্ম নারায়ণ জানিয়া (দৃঢ়) ধারণা করিবেক ;" "ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও অনৃত, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, প্রভৃতি দ্বৈত তাঁহাদিগের (—পরমহংসগণের) নাই। তাঁহারা সর্বাত্মা ; সর্বসম, সমলোষ্ট্রকাঞ্চন। (সেইহেতু) তাঁহারা সর্ববর্ণের মধ্যে ভৈক্ষ্যাচরণ করেন।"[১]

বিখনস বলিয়াছেন যে অদূরগ যোগী "সমস্ত বিনাশ" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের বিলয় ভাবনা করেন। তাহাতে অনুমান হয় যে তিনি প্রপঞ্চকে তাত্ত্বিক বলিয়া মনে করিতেন না, প্রাতিভাসিক বলিয়া মনে করিতেন। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় যে তিনি জগৎকে বস্তুত 'অশেষবিশেষ' বা নির্বিশেষ মনে করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুরই সম্ভাব উপপন্ন হয় না। তবে নিরাধার প্রতিভাস হইতে পারে না। ব্রহ্মই জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতিভাসের মূল আধার। সুতরাং তাঁহাকে সর্বজগদ্‌বীজ বলা যায়। অথবা ব্যবহার কালে কার্য-কারণ ভাব অংগীকার করিতেই হয়। সর্বজগৎ কার্য, ব্রহ্ম উহার কারণ বা বীজ। বিখনস জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন না। এইরূপে দেখা যায় যে তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

বিখনস নিবৃত্তিমার্গী যোগীদিগের কতিপয়কে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।[২]

১। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ১।৯ ২। 'বৈখানসধর্মসূত্র', ১।১১

উঁহাদিগকে তিনি 'বিসরগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সংজ্ঞার নিরুক্তি এই প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, "বিবিধসরণাদ্‌বিবিধদর্শনাৎ কুপথগামীত্বাদ্‌ বিসরগা:"[১] (অর্থাৎ বিবিধ দর্শন হেতু বিবিধ সরণে বা মার্গে বিবিধ সরণ বা গতি লাভ করেন বলিয়া এবং সেই হেতু কুপথগামী বলিয়া, উহারা 'বিসরগ নামে' অভিহিত হয়)। সুতরাং উহারা ভেদদর্শী বা দ্বৈতদর্শী। সেই কারণে "এতে পরমাত্মসংযোগমেব নেচ্ছন্তি" ('উহারা পরমাত্মৈক্যই ইচ্ছা করে না')। তাই উহাদিগকে বিথনস 'কুপথগামী' বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "পুরাকালে প্রজাপতি (শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব-) উপদেশ গোপনার্থ বিসরগপক্ষ আবিষ্কার করেন। উহা দেখিয়া মুনিগণও মোহপ্রাপ্ত হন। সুতরাং মনুষ্যগণের (কথা) আর কি? অহংকারযুক্ত বিসরগ পশুদিগের বহু জন্মান্তরে মুক্তি হয়, ইহ জন্মে হয় না। সেইহেতু বিসরগপক্ষ অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।" "সেই বিসরগ পশুদিগের বহু জন্মান্তরে মুক্তি হয়, ইহজন্মে হয় না। সুতরাং যাহারা এই জন্মেই মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, বিসরগপক্ষ অনুষ্ঠান করা তাহাদের উচিত নহে।" দ্বৈতবাদীর এই তীব্র নিন্দা হইতেও বুঝা যায় যে বিথনস অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

পূর্বাচার্যের মত

(৩)

মহর্ষি আপস্তম্ব জনৈক পূর্বাচার্যের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মতে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত হয়; তাঁহার কোন কর্তব্য থাকে না, কিছুই বর্জ্য থাকে না;[২] তিনি সত্যমিথ্যা, সুখদুঃখ বেদসমূহ (স্বাধ্যায়াদি বৈদিক কর্ম—) এবং ইহ-পারলৌকিক কর্ম পরিত্যাগপূর্বক

১। ত্রিভঙ্গম সংস্করণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন পাঠ আছে, "বিবিধসারাণাং বিবিধদর্শনাদ্‌বিবিধ-গামিত্বাদ্‌বিসরগা:।" বিথনসের মতে 'সার' শব্দের অর্থ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' (বা'জীব')। সুতরাং এই পাঠান্তর মতে, (প্রতীয়মান) বিবিধ জীবগণকে (প্রকৃতপক্ষে) বিবিধ মনে করেন বলিয়া, এবং সেইহেতু বিবিধগামী বলিয়া, উঁহারা 'বিসরগ'। তাহাতে দেখা যায় উঁহারা বহুজীববাদী ছিলেন।

২। আপস্তম্বধর্মসূত্র, ২।২১।১২

একমাত্র আত্মারই অন্বেষণ করিবেক।"[১] কেননা, "বুদ্ধে ক্ষেমপ্রাপণম্"[২] অর্থাৎ আত্মাকে জানিলেই ক্ষেম বা অভয় মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

ঐ মত কাহার বা কাহাদের তিনি তাহার স্পষ্টোল্লেখ করেন নাই।[৩] তবে তিনি বলেন যে উহাতে সন্ন্যাসীর স্বৈরাচারিতা প্রতিপাদিত বা সমর্থিত হয় নাই। কেননা, সন্ন্যাসীর যথেচ্ছচারিতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইত্যাদি।[৪] যাহা হউক, ঐ মতের উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা, মহর্ষি বিখনস লিখিয়াছেন, "তাঁহাদিগের (পরমহংসগণের) ধর্মাধর্ম, সত্যানৃত, শুদ্ধ্যশুদ্ধি, প্রভৃতি দ্বৈত নাই।"[৫] শুকদেবকে তত্ত্বোপদেশ দিতে গিয়া দেবর্ষি নারদ বলেন,

"ত্যজ ধর্মমধর্মং চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ॥[৬]

'ধর্ম ও অধর্মকে, তথা সত্য ও মিথ্যাকে ত্যাগ কর। সত্য ও মিথ্যা উভয়কে ত্যাগ করত যদ্দারা উহাদের পরিত্যাগ করিয়াছ তাহাও ত্যাগ কর।' দেবগুরু বৃহস্পতি কচকে[৭] এবং বিদুষী রাণী মদালসা আপন বালককে[৮] ঠিক সেই উপদেশ দেন। মহাভারতে বিবৃত আছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তত্ত্বোপদেশ পাইয়া বিদেহরাজ দৈবরাতি জনক পুত্রকে রাজ্য প্রদান করত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি আপনাকে কূটস্থ নিত্য, কেবল ও অনন্ত বলিয়া ভাবনা করিতে থাকেন; এবং ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সত্যাসত্য ও জন্মমৃত্যু সমস্তই অজ্ঞানজ জানিয়া পরিত্যাগ করেন।[৯] 'মহাভারতে' এই মতের উল্লেখ আরও অনেক স্থলে হইয়াছে।[১০]

১। আপস্তম্বধর্মসূত্র, ২।২১।১৩ ২। আপস্তম্বধর্মসূত্র, ২।২১।৪

৩। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ মত মহর্ষি আপস্তম্বের নিজেরই। যথা, আচার্য সুরেশ্বর লিখিয়াছেন,

"সত্যানৃতে ইতি তথা সর্বসংন্যাসপূর্বকম্।
আত্মনোঽন্বেষণং সাক্ষাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ॥"
—(সম্বন্ধবার্তিক, ২২১; আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৬৭ পৃষ্ঠা)

৪। আপস্তম্বধর্মসূত্র, ২।২১।১৫-৭ ৫। বৈখানসধর্মপ্রশ্ন, ১।৯।৬

৬। মহাভারত, ১২।৩২৯।৪০; ৩৩২।৪৪ (তথা' স্থলে 'উভে' পাঠান্তরে)।

৭। মহাভারত, ১২।১৫২।৩৩'১ ও ৩৫ দ্রষ্টব্য; আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্যেও তাহা ধৃত হইয়াছে (৩য় অধ্যায়ের সম্বন্ধ ভাষ্য)

৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২৩।২০ ৯। মহাভারত, ১২।৩১১।৯৮'২-১০০'১

১০। যথা দ্রষ্টব্য—১২।১৬৭।৪৫-; ১৭৪।৫৩, ২৭৫।১১; ইত্যাদি।

ঐ মতের মূল বোধহয় নিম্নলিখিত শ্রুতি,

"এতমু হৈবৈতে ন তপত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।"[১]

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধুনাকরবম্, কিমহং পাপমকরবমিতি।"[২] ইত্যাদি।[৩]

ইহা বলা হইয়াছে যে ঐ মতে আত্মাকে জানিলেই ("বুদ্ধে") জীব অভয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতেও আছে

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"[৪]

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানি
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।"[৫]

"তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি"

ইত্যাদি। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জীবের সংসার বন্ধন অজ্ঞানজ, অধ্যস্ত; সুতরাং মিথ্যা। কেননা, উহা সত্য হইলে কেবল জ্ঞানদ্বারা উহার উচ্ছেদ হইত না। আচার্য সুরেশ্বর বিশেষ যুক্তিসহকারে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় মহর্ষি আপস্তম্ব এবং বিখানসের পূর্বেও কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞানবাদ ও অধ্যাসবাদ স্বীকৃত হইত।

১। বৃহ উ, ৪।৪।২২ ২। তৈত্তি উ, ২।৯

৩। নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ৬।১৫, ৩৩-৮

৪। শ্বেত উ, ১।৮·২ ; নারদপরিব্রাজক উ, ৯।৭·২, ১০·১ ৫। শ্বেত উ, ১।১১·১

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

(১)

মনুস্মৃতি

'মনুস্মৃতিতে' সার্বাত্ম্যদর্শনের প্রশংসা আছে।

"সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥"[১]

'সর্বভূতে আপনাকে এবং সর্বভূতকে আপনাতে সমভাবে উপলব্ধি করিয়া আত্মযাজী স্বারাজ্য লাভ করে (অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বা ব্রহ্মত্ব লাভ করে)।'

"এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥"[২]

'এইরূপে সর্বভূতে (অবস্থিত) পরমাত্মাকে যে আত্মরূপে দেখে (অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব অনুভব করে), সে সর্বসমতা লাভ করিয়া পরম পদ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে)।'

মহর্ষি মনুর মতে উহাই আত্মজ্ঞান। তিনি বলেন, আত্মজ্ঞান সমস্ত কর্ম হইতে এবং সর্ববিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা উহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়।"[৩] উহা প্রাপ্ত করিলেই জীব কৃতকৃত্য হয়।[৪] সুতরাং ঐ আত্মজ্ঞান লাভার্থ মুমুক্ষু জীবের সর্বতোভাবে প্রযত্ন কর্তব্য। বেদান্তাভ্যাস এবং শম দ্বারাই উহা লাভ হয়; বৈদিক কর্মাদি দ্বারা হয় না।[৫] তবে তিনি ইহা

১। মনুস্মৃতি, ১২।৯১ ২। মনুস্মৃতি, ১২।১২৫

৩। মনুস্মৃতি, ১২।৮৫; আরও দ্রষ্টব্য—১২।১০৪ ৪। মনুস্মৃতি, ১২।৯৩

৫। "যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে যত্নবান্॥—(১২।৯২)

স্বীকার করিয়াছেন যে "জ্ঞানপূর্ব ও নিষ্কাম" বৈদিক কর্ম দ্বারা জীব পঞ্চ-ভূতকে অতিক্রম করে।[১] আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য ভাবনার উপদেশ মনু দিয়াছেন। "(বাহ্য) আকাশকে (শরীরাভ্যন্তরস্থ) আকাশে সন্নিবেশ করিবে (অর্থাৎ উভয়ের একত্ব ভাবনা করিবে)। সেই রূপ চেষ্টা ও স্পর্শের কারণভূত দৈহিক বায়ুতে বাহ্যবায়ুর, উদরস্থ এবং চাক্ষুষ তেজে তেজভূতের, দৈহিক স্নেহে জলভূতের, দৈহিক পার্থিবভাগে ক্ষিতিভূতের, মনে চন্দ্রের, শ্রোত্রে দিক্‌সমূহের, পদে বিষ্ণুর, বলে শিবের, বাক্যে অগ্নির, পায়ুতে মিত্রের এবং উপস্থে প্রজাপতির সন্নিবেশ করিবে।"[২] পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকার একত্ববোধ হইতে পিণ্ডাত্মা ও ব্রহ্মাণ্ডাত্মার একত্ববোধ উদয় হয়।

এইমাত্র যে দেবতাগণের নামোল্লেখ হইল, তৎসমস্তই, মনু বলেন, প্রকৃত পক্ষে আত্মাই।

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ"[৩]

'সমস্ত দেবতা নিশ্চয় আত্মা'। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন।

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"[৪]

ইহাকে (পরমপুরুষকে) কেহ কেহ অগ্নি, অন্যে প্রজাপতি মনু, কেহ কেহ ইন্দ্র, অপরে প্রাণ এবং কেহ কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।'

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

(২)

ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

"নিঃসরতি যথা লোহপিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি॥"[৫]

"যেমন উত্তপ্ত লোহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ নিঃসৃত হয়, তেমন আত্মা (পরমাত্মা) হইতে আত্মাসমূহ (জীবাত্মাসমূহ) উৎপন্ন হয়।'

১। মনুস্মৃতি, ১২।৯০ ২। ঐ, ১২।১২০-১ ৩। মনুস্মৃতি, ১২।১১৯·২
৪। মনুস্মৃতি, ১২।১২৩ ৫। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ; ৩।৬৭

এই দৃষ্টান্ত হইতে কেহ কেহ আপাতদৃষ্টিতে অনুমান করিতে পারেন যে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে জীব ব্রহ্মের বাস্তব অংশ এবং উহা আদিমান। কিন্তু ঐ অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মের ঔপাধিক অংশ এবং উপাধিতে উপহিত হওয়াই উৎপত্তি। বস্তুত জীব অনাদি, উৎপত্তি বিনাশরহিত। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব।

যাজ্ঞবল্ক্য একাধিকবার স্পষ্টত বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই শরীরোপাধি গ্রহণ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।

"নিমিত্তমক্ষরঃ কর্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ জাত ইতি কীর্ত্যতে॥"[১]

'ঐ আত্মা অক্ষর, (জগতের) কারণ, ভর্তা, বোদ্ধা, সগুণ এবং স্বতন্ত্র। উহাই ব্রহ্ম। উহা অজ। শরীর গ্রহণ করাতে জাত বলিয়া কথিত হয়।'

"সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাহদত্তে ভবন্নপি॥"[২]

'সৃষ্টির আদিতে তিনি যেমন আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং ক্ষিতিকে এক হইতে এককে অধিক গুণযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করেন, তেমন জীব হইয়া উহাদিগকে শরীররূপে গ্রহণ করেন'।

"ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, প্রাণ, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি, ধারণা, প্রেরণ, দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকৃতি, বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, ভব এবং অভব এই সমস্তই আদিকাঙ্ক্ষী সেই অনাদি আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়।"[৩]

"আত্মা গৃহ্ণাত্যজঃ সর্বং"[৪]

'আত্মা বস্তুত অজ হইয়াও (শরীরের আকার ও ধর্মসমূহ) সমস্তই গ্রহণ করে।'

"অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্তু শরীরকম্।
আত্মনস্তু জগৎ সর্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ॥"[৫]

'আত্মা অনাদি। শরীর গ্রহণ করাই উহার আদি বলিয়া কথিত হয়। আত্মা হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয় এবং জগৎ হইতেই (অর্থাৎ জগৎকে শরীররূপে গ্রহণ করিয়াই) আত্মার জন্ম হয়।'

১। ৩।৬৯ ২। ৩।৭০ ৩। ৩।৭৩-৪
৪। ৩।৭৮.২ ৫। ৩।১১৭

"অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ ॥
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্মজঃ ॥"[১]

'আত্মা অনাদি। অন্তরাত্মার জন্ম বস্তুত নাই। মোহ, ইচ্ছা এবং দ্বেষ জনিত কর্ম হেতুই পুরুষ শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। (শরীরগ্রহণকে উহার জন্ম বলা হইয়া থাকে এবং সেই প্রকারেই উহা আদিমান হয়।)'

এই বাদের বিরুদ্ধে শঙ্কা করা যাইতে পারে। "যদি তাহাই হয় হে ব্রহ্মন্! তবে তিনি কেন পাপযোনিসমূহে জন্মগ্রহণ করেন? ঈশ্বর হইয়াও তিনি অনিষ্ট ভাবসমূহ দ্বারা কেন যুক্ত হন? ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা অন্বিত হইলেও তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মসমূহের জ্ঞান কেন হয় না? সর্বগ হইয়াও সর্ব-দেহগত বেদনার বোধ কেন হয় না?"[২] এই প্রকার শঙ্কা উৎপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সামশ্রবাদি মুনিগণ ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যকে ঐ প্রকার প্রশ্ন করেন। তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "মানসিক, বাচিক এবং শারীরিক কর্মজনিত দোষসমূহ বশতই জীব নানা যোনিতে গমন করিয়া অন্ত্যজ, পক্ষী এবং স্থাবর ভাবও প্রাপ্ত হয়। যেমন এই দেহেই দেহীর অনন্ত প্রকার ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের নানা যোনিতে নানা প্রকার রূপ হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।[৩] মোট কথা

"রজসা তমসা চৈবং সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥[৪]

'রজঃ এবং তমঃ গুণবশত অনিষ্ট ভাব সমূহে সংযুক্ত হইয়া জীব ইহজগতে নানা যোনিতে ভ্রমণ করত সংসার ভাব প্রাপ্ত হয়।"

"যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ণয়ত্যাত্মনস্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মজাস্তনূঃ ॥"[৫]

'যেমন নানাবিধ রূপ ধারণের আকাঙ্ক্ষায় নট আপন শরীরকে নানা রঙ্গ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাও নানাপ্রকার কর্মজ দেহ-সমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে।' অনন্তর উপসংহারে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

"যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকস্ত্রিপ্রকারাণাং কর্মণামীশ্বরোঽপি সন্ ॥

১। ৩।১২৫ ২। ৩।১২৯-১৩০
৩। ৩।১৩১- ৪। ৩।১৪০ ৫। ৩।১৬২-

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্তিতাঃ
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ভ্রাম্যতে হ্যসৌ ॥
অনাদিরাদিমাংশ্চৈব [illegible] এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ[illegible]বিকার উদাহৃতঃ ॥"[১]

'(মানসিক, বাচিক এবং কা[illegible] এই) তিন প্রকারের কর্মের বিপাক-বশত আত্মা ঈশ্বর হইয়াও যে প্রকারে আপনাকে (জীবরূপে) উৎপন্ন করেন, তাহা আমি আপনাদের নিকট বিবৃত করিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় তাঁহারই বলিয়া প্রসিদ্ধ। রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তিনি সংসারে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করেন। ঐ পরম পুরুষ শরীর-ধারণ হেতু অনাদি হইয়াও আদিমান, (অলক্ষণ এবং অতীন্দ্রিয় হইয়াও) লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ এবং (নির্বিকার হইয়াও) সবিকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।'

ব্রহ্মের জীবভবন বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥"[২]

'যেমন একই আকাশ বহুঘটাদিতে (অবচ্ছিন্ন হইয়া) বহুভাব প্রাপ্ত হয়, একই অংশুমান (সূর্য বা চন্দ্র) বহু জলাধারে (প্রতিবিম্বিত হইয়া) বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একই আত্মা অনেক হন।'

এই দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে স্পষ্টত জানা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম যে স্বস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়াই জীব সাজিয়াছেন তাহা নহে। উপাধিতে উপহিত হইয়াই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন! সুতরাং জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। লৌহপিণ্ড ও বিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্তকে এই দৃষ্টান্তদ্বয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করিলে প্রতীত হইবে যে জীব ব্রহ্মের বাস্তব অংশ নহে ; উপাধি অবচ্ছিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বিতাংশ। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে উপাধি উৎপন্ন হয়। তখন তাহাতে উপহিত হইয়া ব্রহ্ম জীবরূপে প্রতিভাত হন। যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন

"সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাদত্তে ভবন্নপি ॥"[৩]
"আত্মনস্তু জগৎসর্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ ॥[৪]

১। ৩।১৮১-৩ ২। ৩।১৪৪ ৩। ৩।৭০ ৪। ৩।১১৭.২

শ্রুতিও সেই প্রকার বলিয়াছেন,

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—

ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আরও জানা যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য একজীব-বাদী ছিলেন। জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং জীবও বস্তুত একটিই। প্রতীয়মান জীববহুত্ব ঔপাধিক। একই ব্রহ্ম বহু উপাধিতে উপহিত হইয়া বহু জীব বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।

৩।১৪৯—১৫১ শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে আত্মা জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ এবং নিত্য। ৩।১৭৪-৬ শ্লোকে তিনি দেখাইয়াছেন যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন।

জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। ব্রহ্ম বিভু। সুতরাং জীবও বস্তুত বিভু। উপাধির পরিচ্ছিন্নতা হেতুই ব্যবহারিক জীব পরিচ্ছিন্ন বা অণু বলিয়া মনে হয়। সামগ্রবাদি মুনিগণের পূর্বোক্ত প্রশ্নেই বিভুবাদ রহিয়াছে। তন্মূলেই তাঁহারা শঙ্কা করিয়াছেন, "সর্বগ হইয়াও সর্বদেহগত বেদনার বোধ কেন হয় না।" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন

"সর্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিন্দতি বেদনাম্।
যোগী মুক্তশ্চ সর্বাসাং যোগমাপ্নোতি বেদনাম্ ॥"[১]

'(অজ্ঞানী) দেহী নিজদেহগত সর্বপ্রকার বেদনা জানিয়া থাকে। পরন্তু (আত্মজ্ঞানী) জীবন্মুক্ত যোগী সকল দেহের বেদনা জানে। অর্থাৎ জীব প্রকৃতপক্ষে সর্বদেহগত হইলেও অজ্ঞানবশত সাধারণত দেহবিশেষেই অভিমানী হইয়া থাকে। সেই দেহগত সমস্ত ব্যাপারেরই অনুভব উহার হয়। কিন্তু যে জীব জ্ঞানোদয় হেতু আপন সর্বগতত্ব এবং সর্বাত্মত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, সে সর্বশরীরগত বেদনা অনুভব করিতে পারে। অন্যত্র, দেহাত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে, যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বাক্যেই বলিয়াছেন যে জীব সর্বগ।

"তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্বগ ঈশ্বরঃ ॥"[২]

'সেইহেতু দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা আছে। উহা সর্বগ এবং ঈশ্বর।'

পরমাত্মা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

"মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্যবর্চাঃ সহস্রকঃ ॥

১। ৩।১৪৩ ২। ৩।১৭৬.২

স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
বিরাজঃ সোহন্নরূপেণ যজ্ঞত্বমুপগচ্ছতি॥"[১]

'মোহজাল বিদূরিত হইলে সহস্র শির, সহস্র কর, সহস্র চরণ ও সহস্র নেত্রসম্পন্ন এবং সূর্যতুল্য দীপ্তিমান যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আত্মা। তিনিই প্রজাপতি এবং যজ্ঞ। তিনি বিশ্বরূপ এবং বিরাট্। তিনি অন্নরূপে যজ্ঞত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' বেদের পুরুষসূক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি ঐপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা সহজে প্রতীত হয়। উহারই অনুসরণে তিনি পরে বলিয়াছেন, "যে সহস্রাত্মা আদিদেব মৎকর্তৃক উদাহৃত হইয়াছে, তাঁহার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে (ব্রাহ্মণাদি) চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, শির হইতে দ্যুলোক বা আকাশ, নাসিকা হইতে প্রাণসমূহ, শ্রোত্র হইতে দিক্‌সমূহ, স্পর্শ হইতে বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, মন হইতে চন্দ্রমা. নেত্র হইতে সূর্য এবং জঙ্ঘন হইতে অন্তরীক্ষ—(এইরূপে তাঁহা হইতে) চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।"[২] সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি পরে বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই সকল ধাতু। এই লোকসমূহ এবং এই আত্মা চরাচর (সমস্ত জগৎ) তাঁহা হইতে (উৎপন্ন হইয়াছে)। যেমন কুম্ভকার মাটি, চক্র ও দণ্ড সহযোগে ঘট নির্মাণ করে, যেমন গৃহকারক মাটি, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্মাণ করে, অথবা যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণ লইয়া রূপ (অর্থাৎ নানাবিধ অলঙ্কার) নির্মাণ করে, অথবা যেমন কোশকার (কীট) নিজের লালা দ্বারা কোশ নির্মাণ করে,

'করণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মনা চ সম্ভূয় করণাণি চ॥[৩]

'তেমন আত্মা নিজে করণসমূহ হইয়া, সেই করণসমূহ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন যোনিসমূহে নিজেকে উৎপন্ন করেন।' এইরূপে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হইয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে আত্মা "অক্ষর-(হইলেও জগতের) কারণ, কর্তা, বোদ্ধা, গুণী ও বশী।"[৪] তিনি আরও বলেন

"মহাভূতানি সত্যানি যথাহত্মাহপি তথৈব হি।"[৫]

১। ৩।১১৯-১২০ ২। ৩।১২৬-৮ ৩। ৩।১৪৮ ৪। ৩।৬৯.১ ৫। ৩।১৪৯.১

'মহাভূতসমূহ যেমন সত্য, আত্মাও তেমনই সত্য'। তিনি আরও লিখিয়াছেন "জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ, (শব্দস্পর্শাদি) উহাদের বিষয়সমূহ, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি (পঞ্চমহাভূত) এবং অব্যক্ত (বা প্রকৃতি)—(এই সমস্ত লইয়া এই ক্ষেত্র)! আত্মাকে এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। যিনি সৎ ও অসৎ (অর্থাৎ কারণ ও কার্য) এবং ঈশ্বর, তিনি সর্বভূতস্থ হইয়া (ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিভূত হন)।"[১]

ইহাই যদি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্মের পরম স্বরূপ হয়, তবে বলিতে হয় যে তিনি সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

হারীত স্মৃতি

(৩)

'হারীত স্মৃতিতে[২] "সোঽহমস্মি" (অর্থাৎ আমি তিনিই—এই প্রকারে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ ধ্যানের বিধান আছে। কথিত হইয়াছে যে "প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা বাণীকে, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং ধারণা দ্বারা দুর্ধর্ষ মনকে বশীভূত করত" পরমাত্মার ধ্যান করিবে।[৩]

"একাকারমনানন্তং বুদ্ধৌ রূপমনাময়ম্।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ধ্যায়েজ্জগদাধারচ্যুতম্॥
আত্মানং বহিরন্তস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভম্।
রহস্যেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণান্তিকম্॥
যৎ সর্বপ্রাণিহৃদয়ং সর্বেষাং চ হৃদি স্থিতম্।
যচ্চ সর্বজনৈর্জ্ঞেয়ং সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ॥"[৪]

অর্থাৎ আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সাধকের অন্তরে ও বাহিরে অর্থাৎ সর্বত্র স্থিত। তাঁহার রূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কান্তিসদৃশ। তিনি একাকার বা একরূপ, বহুরূপ নহেন। তিনি অনাময় ও অচ্যুত। তিনি জগতের আধার, সর্বপ্রাণীর হৃদয় (অর্থাৎ সর্বজগৎ), সকলের হৃদয়ে অবস্থিত এবং

১। ৩।১৭৭-৮
২। 'হারীতস্মৃতি' (৫৭-৬১ অধ্যায়) 'নৃসিংহ পুরাণে'ও উহা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।
৩। হারীতস্মৃতি, ৭।৪=নৃসিংহ পুরাণ, ৬১।৪ ;
৪। হারীতস্মৃতি, ৭।৫-৭=নৃসিংহ পুরাণ, ৬১।৫-৭

সকলেরই একমাত্র জ্ঞেয়। নির্জন স্থানে একান্তে বসিয়া 'আমি তিনিই' এই প্রকারে আমরণ তাঁহার ধ্যান করিবে।

হারীত বলেন, "যেমন রথহীন ঘোড়া এবং ঘোড়াবিহীন রথ, তেমনই তপস্বীদিগের তপ ও বিদ্যা উভয়ই। যেমন মধুসংযুক্ত অন্ন এবং অন্নসংযুক্ত মধু, তেমন তপ ও বিদ্যা সংযুক্ত হইয়া মহৌষধি হয়। যেমন পক্ষীদিগের গতি দুই পক্ষেরই সাহায্যে হইয়া থাকে, তেমন জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"[১] ইহাতে মনে হয় হারীত জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদী ছিলেন।[২] পরন্তু তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতুও আছে। কেননা উহার অব্যবহিত পূর্বে হারীত বলিয়াছেন, "যাবৎ পর্যন্ত আত্মলাভ সুখ (প্রাপ্তি না হয়), তপ ধ্যান এবং শ্রুতিস্মৃত্যাদি বিহিত ধর্ম (তাবৎ পর্যন্ত বলিয়াই কথিত হয়। শ্রুতিস্মৃত্যাদি বিহিত ধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিবে না॥"[৩]

১। "যথাঽশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈর্বিনা যথা।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবপি তপস্বিনঃ॥
যথাঽন্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ॥
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান কর্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"
হারীতস্মৃতি, ৭।৯-১১=নৃসিংহ পুরাণ, ৬১।৯-১১, বৃদ্ধাত্রেয় স্মৃতি, ২।

২। বালগঙ্গাধর তিলক বিশেষ করিয়া তাহা বলিয়াছেন।
('গীতারহস্য', ১১শ অধ্যায়)

৩। "আত্মলাভ সুখং যাবত্তপোধ্যানমুদীরিতম্।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিকং ধর্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ॥"
হারীতস্মৃতি, ৭।৮

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

(১)

পূর্বমীমাংসা-সাহিত্য

পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মহর্ষি জৈমিনী-বিরচিত 'পূর্বমীমাংসাসূত্র' বা 'ধর্মমীমাংসাসূত্র'। উহা কখন বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এদেশের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে উক্ত মহর্ষি জৈমিনি এবং পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি অভিন্ন ব্যক্তি। তাহা হইলে তিনি দ্বাপরযুগের শেষভাগে, খ্রীষ্ট অব্দের প্রারম্ভের তিন হাজার বৎসরাধিক পূর্বে বর্তমান ছিলেন। পরন্তু আধুনিক লেখকগণের অনেকে মনে করেন যে বর্তমান 'পূর্বমীমাংসা' সূত্রের রচনা কাল ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ-প্রায়। কেহ কেহ উহাকে আরও অর্বাচীন মনে করেন। জৈমিনির পূর্বেও অনেক আচার্য ধর্মমীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কতিপয়ের নামোল্লেখ জৈমিনি করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। মীমাংসাশাস্ত্রের অধুনা পরিচিত অপর সমস্ত গ্রন্থই জৈমিনির গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যা মাত্র। যতদূর জানা যায়, উহার আদিব্যাখ্যা ভগবান উপবর্ষ-কৃত বৃত্তি।[১] তৎপরের বৃত্তি আচার্য ভবদাসের। তাঁহাদের বৃত্তি এখন পাওয়া যায় না। তাঁহাদের জীবনকাল নিরূপণ করিবার কোন উপায়ও পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে তাঁহাদের উভয়েই আচার্য

১। "প্রপঞ্চহৃদয়" (ত্রিভিন্দ্রম, ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ, ৩৯ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থপ্রণেতার মতে, ভগবান বোধায়ন সমগ্র মীমাংসাশাস্ত্রের বৃহদ্ভাষ্য প্রণয়ন করেন। উহা 'কৃতকোটি' নামে খ্যাত। ভগবান উপবর্ষ উহাকে উপেক্ষা করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন। শবরস্বামী প্রভৃতি কেহ বোধায়নের নামোল্লেখ করেন নাই, উপবর্ষ করিয়াছেন, তাহাতে বোধায়নের সত্তার বিষয়ে সন্দেহ হয়। 'প্রপঞ্চহৃদয়'কার অর্বাচীন ব্যক্তি। তাঁহার সময় নিশ্চিত-রূপে জানা যায় নাই বটে, তবে কতিপয় হেতুতে মনে হয় তিনি দশম কি একাদশ খ্রীষ্ট শতকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঐ বিষয়ে ভুল হওয়া আশ্চর্য নহে।

শবরস্বামী হইতে প্রাচীন। ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি (১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ভগবান উপবর্ষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি (উপবর্ষ) তৎপূর্বকালীন হইবেন। শবরস্বামীর ভাষ্যই 'পূর্বমীমাংসাসূত্রে'র অধুনা উপলব্ধ প্রাচীনতম ভাষ্য। উহাতে (১।১।৫) বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং "মহাযানিক পক্ষে'র উল্লেখ আছে। সুতরাং তিনি ঐ সকল মতবাদ প্রবর্তনের পরে বর্তমান ছিলেন, বলিতে হইবে। মহাযান-মতের প্রধানতম খ্যাপক আচার্য নাগার্জুন। তিনি ১৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। পরন্তু তিনি ঐ মতের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বেও মহাযান-মত ছিল। সুতরাং মহাযান মতের উল্লেখ হেতু শবরস্বামীকে নাগার্জুনের পরবর্তী বলা যায় না। তথাপি কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি ২০০ খ্রীষ্টাব্দের উপকালে বর্তমান ছিলেন।

আচার্য কুমারিল ভট্ট শবরস্বামীর মীমাংসা ভাষ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। উহা 'শ্লোকবার্তিক', 'তন্ত্রবার্তিক' এবং 'টুপটীকা'—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। 'বৃহট্টীকা' এবং 'মধ্যমটীকা' নামে তিনি আরও দুইখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ টীকাদ্বয় অধুনা উপলব্ধ নহে। কুমারিলের পূর্বেও কেহ কেহ শবরভাষ্যের বার্তিকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য ভর্তৃমিত্র ও ভর্ত্রীশ্বর উহাদের অন্যতম।[১] কুমারিল তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।[২] যাহা হউক, ঐ সকল বার্তিকাদি এখন পাওয়া যায় না। কুমারিলের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়'

১। আচার্য ভর্তৃমিত্র 'জৈমিনীসূত্রে'র বৃত্তি, না শবরভাষ্যের বার্তিক প্রণয়ন করেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। উম্বেক লিখিয়াছেন, "ভর্তৃমিত্রাদি বিরচিত তত্ত্বশুদ্ধ্যাদি-লক্ষণপ্রকারণম্"। ('শ্লোকবার্তিক ব্যাখ্যা')। তিনি ভর্ত্রীশ্বরেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন (ঐ ৩৮ পৃষ্ঠা)।

২। যথা, 'শ্লোকবার্তিকে'র প্রারম্ভে কুমারিল লিখিয়াছেন,

"প্রায়েণ সর্বা মীমাংসা হন্তা লোকায়তীকৃতা"

ইহার ব্যাখ্যায় পার্থসারথি মিশ্র (১১০০ খ্রীস্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন, "ননু মীমাংসায়াঃ চিরন্তনানি ভর্তৃমিত্রাদিরচিতানি ব্যাখ্যানানি বিদ্যন্তে কিমনেন ইত্যত আহ-'প্রায়েণে'তি। মীমাংসা হি ভর্তৃমিত্রাদিভিঃ অলোকায়তৈব সতি লোকায়তীকৃতা" ইত্যাদি। (চৌখাম্বা সং ৩-৪ পৃষ্ঠা) 'শ্লোকবার্তিকে'র ১।১।৬ কারিকায় "কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যাঃ" বলিয়া কুমারিল ভর্তৃমিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্র স্পষ্টতঃ তাঁহার নাম করিয়াছেন। ("অথভর্তৃমিত্রো বদতি 'ন শ্রোত্রং ন কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি (চৌ সং, ৭৩ পৃষ্ঠা)।

হইতে অনেক বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[১] সুতরাং তিনি ভর্তৃহরির পরাক্‌কালীন হইবেন। পরন্তু ভর্তৃহরির জীবিতকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই।[২] তাহাতে কুমারিলের পূর্বসীমাও অনিশ্চিত রহিয়াছে। স্বকৃত 'তত্ত্বসংগ্রহে' বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত 'শ্লোকবার্তিক' হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধমতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যায়াচার্য উদ্যোতকর এবং মীমাংসাচার্য কুমারিলের যুক্তি এবং মতসমূহ খণ্ডনার্থই শান্তরক্ষিত মুখ্যত আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন মনে হয়।[৩] 'তত্ত্বসংগ্রহ' ৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। সুতরাং কুমারিল ঐ সময়ের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য ভগবান শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্য আচার্য সুরেশ্বর কুমারিলের বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[৪] এদেশে বহুকাল হইতে প্রবাদ আছে যে আচার্য কুমারিলের শেষ সময়ে আচার্য শঙ্কর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি (৬০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন।[৫] তিব্বতী ইতিবৃত্ত মতে, কুমারিল ও ধর্মকীর্তি সমসাময়িক ছিলেন। এই সকল হেতুতে অনুমান করা হয় যে কুমারিল ৬০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন।

১। শ্রী কে. বি. পাঠকের 'ভর্তৃহরি ও কুমারিল' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, ১৮শ খণ্ড, ১৮৯৪, ২১৩-২৩৮ পৃষ্ঠা)

২। চীনা পর্যটক ইৎসিংএর উক্তি মতে ভর্তৃহরি ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি আরও দুইশত বৎসর পূর্বেকার লোক। (অধ্যাপক ক্রশোলিবিক সম্পাদিত 'ক্ষীরতরঙ্গিনী' এবং Krishna Swami Ayyangar Commemoration Volumeএ ডক্টর কুহ্নন রাজার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৩। 'তত্ত্বসংগ্রহ', গায়কবার সংস্করণ, Foreword, lxxxii-lxxxiv পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। "সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহে" আচার্য শঙ্কর কুমারিল ভট্টের শিষ্য প্রভাকরের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৫৮৮ শ্লোক) এবং "ভাট্টা" নামে তাহার অনুযায়ীদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন। (৫৬৪ শ্লোক)। বেদান্ত ভাষ্যে ( ) শঙ্কর একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন—"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ততে"। উহা কুমারিলের 'শ্লোকবার্তিকে'র (কাশী সং, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)। স্বকৃত বার্তিকে সুরেশ্বর কুমারিলের বচন অনুবাদ করিয়াছেন, যথা, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্তিক' আনন্দাশ্রম সং, ২।৪।১৭৩-৪ শ্লোকবার্তিক, ২।১১৩-৫ (৮০ পৃষ্ঠা)। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যবার্তিক', আনন্দাশ্রম সং, ১।৯ (৫ পৃষ্ঠা)—শ্লোকবার্তিক, ৫।১১০ (৬৭১ পৃষ্ঠা)

৫। ধর্মকীর্তি বিরচিত 'প্রমাণবার্তিক', মনোরথনন্দি-প্রণীত 'বৃত্তি' সহ, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, ২৪ খণ্ডের (১৯৩৮) পরিশিষ্ট, বিষয়সূচী, ১২-৩ পৃষ্ঠা।

আচার্য কুমারিলের তিন জন শিষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উহাদের নাম প্রভাকরভট্ট, মণ্ডনমিশ্র এবং উম্বেকভট্ট বা ভবভূতি। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মনে করেন যে প্রভাকর কুমারিল অপেক্ষা প্রাচীন। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী কুমারিলকে প্রাচীন মনে করেন। এদেশের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে, প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য। সুতরাং তিনি ৬২৫-৭০০ খ্রীস্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন, বলা যায়। প্রভাকর 'বৃহতী' বা 'নিবন্ধন' এবং 'লঘ্বী' বা 'বিচরণ' নামে শবরভাষ্যের দুইটি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। মণ্ডন মিশ্র (৬৫০ খ্রীস্টাব্দোপকাল) ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে 'বিধিবিবেক', 'ভাবনাবিবেক', 'বিভ্রমবিবেক', 'স্ফোটসিদ্ধি' এবং 'মীমাংসাসূত্রানুক্রমণী' নামক পাঁচখানি পূর্বমীমাংসা বিষয়ক। উম্বেকভট্ট (৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) কুমারিলের 'শ্লোকবার্তিকে'র এবং মণ্ডন মিশ্রের 'ভাবনাবিবেকে'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একখানি স্বতন্ত্র নিবন্ধ গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'য় কমলশীল (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ) উম্বেক বা উবেয়কের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন।[১] উম্বেকের পূর্বেও কেহ কেহ কুমারিলের 'শ্লোক-বার্তিকে'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন জানা যায়।[২]

শান্তরক্ষিত সমট ও যজ্ঞট নামক দুইজন মীমাংসাচার্যের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু তাঁহার শিষ্য ও ভাষ্যকার কমলশীল করিয়াছেন।[৩] সুতরাং বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা অন্ততঃ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থ এখন উপলব্ধ নহে।

শালিকনাথ প্রভাকরের 'বৃহতী' এবং 'লঘ্বী'র টীকা রচনা করেন। 'বৃহতী'র টীকা 'ঋজুবিমলা' এবং 'লঘ্বী'র টীকা 'দীপশিখা' নামে খ্যাত।

১। 'তত্ত্বসংগ্রহ', Foreword, xciii-xciv পৃষ্ঠা দেখ।

২। 'শ্লোকবার্তিক'-টীকায় (২২০ পৃষ্ঠা) উম্বেক লিখিয়াছেন, কেহ কেহ নিরালম্বনবাদে'র ১০৯.১-১১৪.১ এই শ্লোকপঞ্চকের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। উহা অযুক্ত।

"অন্যে ত্বালম্বনকথনপরত্বেন শ্লোকপঞ্চকং ব্যাচক্ষতে। তদযুক্তম্," ইত্যাদি।

তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁহার পূর্বেও কেহ কেহ 'শ্লোকবার্তিকে'র ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন।

৩। 'তত্ত্বসংগ্রহ', Foreword, lxxxii পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'প্রকরণপঞ্জিকা' এবং 'মীমাংসাভাষ্যপরিশিষ্ট' নামে দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও তিনি লেখেন। 'ন্যায়কণিকা'য় বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) 'ঋজুবিমলা' হইতে বচন অনুবাদ করিয়াছেন। প্রাচীন কিম্বদন্তী এই যে শালিকনাথ প্রভাকরের শিষ্য। সুতরাং তিনি ৭০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন, বলা যায়। ঐ সময়ে মহাব্রত এবং মহোদধি নামে দুইজন মীমাংসাচার্যও ছিলেন। মহোদধি প্রভাকরের শিষ্য এবং শালিকনাথের সতীর্থ ছিলেন। মহাব্রত কুমারিলের মতানুযায়ী, সম্ভবত তাঁহার শিষ্যও ছিলেন। কথিত আছে যে মহোদধি ও মহাব্রত পরস্পর বিজিগীষু ছিলেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্বমীমাংসা বিষয়ে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাদের একখানি মণ্ডন মিশ্রের 'বিধিবিবেকে'র টীকা-নাম 'ন্যায়কণিকা'। অপরখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উহার নাম 'তত্ত্ববিন্দু'।

পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের পরবর্তী কালের ইতিবৃত্ত আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।[১] পূর্বোক্ত উপলব্ধ গ্রন্থসমূহে অদ্বৈতবাদের যে যে পরিচয় পাওয়া যায়, অতঃপর আমরা তাহা সংগ্রহ করিব।

শবরস্বামী

(২)

আচার্য শবরস্বামী আত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন[২]। তাঁহার পূর্বপক্ষী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন,

"যদি বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বিজ্ঞাতা থাকে, তবে বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করত 'উহা ইহা এবং ঈদৃশ"—এইপ্রকারে নির্দেশ কর। প্রকৃতপক্ষে উহাকে ঐ প্রকারে নির্দেশ করিতে পার না। সুতরাং বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন (বিজ্ঞাতা বলিয়া) অপর কিছুই নাই।" শবরস্বামী নিম্নপ্রকারে এই শঙ্কা নিরাশ করিয়াছেন,—

১। বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্ববিন্দু'র সম্পাদক অধ্যাপক শ্রী ভি. এ. রামস্বামী শাস্ত্রী ভূমিকায় পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুখ্যত উহার আধারে এবং 'তত্ত্বসংগ্রহে'র ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যের ভূমিকার আধারে মীমাংসা সাহিত্যের এই পরিচয় প্রদত্ত হইল। স্বকৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটকে (১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দোপকালে রচিত) কৃষ্ণ মিশ্র কতিপয় মীমাংসাচার্যের নাম করিয়াছেন—গুরু (প্রভাকর), কুমারিল, শালিক, মহোদধি, মহাব্রত, এবং বাচস্পতি। (২।৩)

২। শবরভাষ্য, ১।১।৫; 'বৃহতি', মাদ্রাজ সং, পৃষ্ঠা ২৪০-

"উহা (আত্মা) স্বসংবেদ্য। অপরে উহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। অতএব কি প্রকারে নির্দেশ করিবে? যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি স্বয়ং রূপ দর্শন করে, কিন্তু জন্মান্ধ অপরকে তাহা দর্শন করাইতে পারে না। অপরকে দেখাইতে পারে না বলিয়াই তাহার অসদ্ভাব সিদ্ধ হয় না। সেই প্রকার জীব স্বয়ং নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করে, কিন্তু অপরকে উহা দেখাইতে পারে না। অধিকন্তু উহাকে দর্শন করিবার শক্তিও অপর দ্রষ্টার নাই। ঐ অপর দ্রষ্টাও নিজে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করে, অন্যের আত্মাকে উপলব্ধি করে না; এই প্রকারে সকলেই নিজ নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। সেইহেতু, যদিও পরাত্মাকে উপলব্ধি করে না, আত্মা আছেই। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ (বচন)ও আছে।

"শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ (ইতি) আত্মজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচ।"[১] (জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,) 'বাণী শান্ত হইলে, এই পুরুষের জ্যোতিঃ কি হয়? (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, 'হে সম্রাট্! আত্মাই তখন জ্যোতিঃ হয়।' (একের) আত্মা যে অপর কর্তৃক উপলব্ধ হয় না, সেই বিষয়েও ব্রাহ্মণ আছে—

"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"[২]

'(আত্মা) অগৃহ্য, তাই গৃহীত হয় না।' ইহার তাৎপর্য 'অপর কর্তৃক গৃহীত হয় না' কেন? যেহেতু কথিত হয় যে আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ এই বিষয়েও ব্রাহ্মণ আছে,—

"অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি"[৩]

'এখানে ঐ পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হয়।' তবে কোন উপায়ে অপরের নিকট বিবৃত করা যায়? ঐ উপায় সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণ আছে,—

"স এষ নেতি নেত্যাত্মেতি হোবাচ"[৪]

'(যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, ঐ আত্মা 'ইহা নহে, ইহা নহে' এই প্রকারে

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।১৬; বৃহ উ, ৪।৩।৬ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।৯।২৮; ১৪।৬।১১।৬; ১৪।৭।২।২৭; বৃহ উ, ৩।৯।২৬; ৪।২।৪; ৪।৪।২২; ৪।৫।১৫

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।১।১০; বৃহ উ, ৪।৩।৯

৪। শতব্রা (মাধ্য)
'ইতি হোবাচ' ব্যতীত বৃহ উ, ৩।৯।২৬; ৪।২।৪; ৪।৪।২; ৪।৫।১৫

(নির্দেশ্য)। 'উহা এবংরূপ'—এইপ্রকারে আত্মাকে (অপরের নিকট) নির্দেশ করা যাইতে পারে না। পরন্তু, অপরে যাহা কিছু দেখে, তাহার প্রতিষেধই উহাকে উপদেশ করিবার উপায়। অপরে শরীর দেখিয়া থাকে। সেইহেতু আত্মার উপদেশ করা হয় যে "আত্মা শরীর নহে, শরীর হইতে ভিন্ন বস্তু আছে ; উহা আত্মা।' এইখানে শরীরের প্রতিষেধ দ্বারাই আত্মার উপদেশ করা হইয়াছে। সেই প্রকারে প্রাণাদিও আত্মা নহে। সেইহেতু উহাদেরও নিষেধ দ্বারা আত্মোপদেশ করা হইয়া থাকে। (সুখাদি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হইলেও) লক্ষণসমূহ দ্বারা অপরে উহার উপলব্ধি করিয়া থাকে। সেইহেতু, 'উহারাও আত্মা নহে'—এই প্রকারে উহাদেরও প্রতিষেধ দ্বারা আত্মার উপদেশ করা হয়। অবশেষে, এই যে বলা হয়,—'যে স্বয়ং দেখে, পুরুষ (বা আত্মা) উহা হইতে ভিন্ন নহে।'—তাহাও পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে অনুমান করা হয়। দেখা যায় পুরুষ পূর্বদিনের অসম্পূর্ণ কাজের বাকীটা পরের দিন সম্পূর্ণ করিতে প্রযত্ন করে। অতএব ঐ প্রবৃত্তি হইতে জানা যায় যে ঐ পুরুষ অনিত্য কর্মসমূহ অপেক্ষা আপনাকে নিত্য বলিয়া বোধ করে।

"উপমান প্রমাণ দ্বারাও আত্মার উপদেশ করা হইয়া থাকে। যে প্রকারে তুমি নিজে নিজে আত্মাকে অনুভব করিয়া থাক, তাহার উপমান দ্বারা অবগত যে আমি ও নিজে আমাকে সেই প্রকারে অনুভব করিয়া থাকি। (উপমান প্রমাণের সেই প্রকার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে)। যথা, পুরুষ আপনার বেদনা এই প্রকারে অপরকে জ্ঞাপন করিয়া থাকে,— 'অগ্নিদগ্ধের মত আমার (বেদনা) হইতেছে, "যন্ত্রণাগ্রস্তের মত আমার (বেদনা) হইতেছে,' 'বাধাগ্রস্তের মত আমার (বেদনা) হইতেছে,' ইত্যাদি। এইরূপে নিজে নিজেকে অবগত হয় বলিয়া সিদ্ধ হয় যে ঐ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন আত্মা অবশ্যই আছে।

"তুমি বলিয়াছ যে 'বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করত তাহা নির্দেশ কর।' তাহাতে তুমি উপায়কে প্রতিষেধ করিয়াছ। উপায় ব্যতীত কেহ উপেয়কে জানিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহকে জানিবার ইহাই একমাত্র উপায় যে 'যাহা যে প্রকার বলিয়া অবগত হওয়া যায়, উহা সেই প্রকারই।"··· সেইহেতু বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমরা কোন বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারিব না। অধিকন্তু, এমন কোন নিয়ম নাই যে

প্রত্যয়ের প্রতীতি হইলেই প্রত্যয়ার্থের প্রতীতি হয়। প্রত্যয় অপ্রতীত থাকিলেও বিষয়ের প্রতীতি অবশ্যই হইয়া থাকে। যথা, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ (বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) নহে, কিন্তু বিজ্ঞেয় বিষয় প্রত্যক্ষ হয়। তাহা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব যদি কিছুর পরিত্যাগ করিতেই হয়, তবে বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করা যাউক, বিষয়কে নহে। তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে।

"এইরূপে সিদ্ধ হয় যে সুখাদি হইতে ভিন্ন নিত্য আত্মা আছেই।"

"তুমি বলিয়াছিলে যে

"বিজ্ঞানঘন এতোভ্যো ভূতেভ্যো সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি।"[১]

'বিজ্ঞানঘন এই ভূতসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, প্রেত্যে সংজ্ঞা থাকে না।'—(এই শ্রুতি হইতে সিদ্ধ হয় যে বিজ্ঞান ব্যতীত আত্মা বলিয়া কোন বিজ্ঞাতা নাই)। আমরা বলি, (ঐ শ্রুতির তাৎপর্য প্রকৃতপক্ষে উহা নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বাণী শুনিয়া মৈত্রেয়ীও আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন)

"অত্রৈব মা ভগবন্ মোহান্তমপীপদৎ।"[২]

'হে ভগবান্! এখানে তুমি আমাকে মোহে নিপাতিত করিয়াছ।' তখন (যাজ্ঞবল্ক্য) উত্তর করেন যে তাঁহাকে (মৈত্রেয়ীকে) মোহগ্রস্ত করিবার কোন অভিসন্ধি তাঁহার (যাজ্ঞবল্ক্যের) নাই। (মৈত্রেয়ীর) এই সংশয় অপনোদনপূর্বক তাঁহার মোহ অপনোদার্থ বলেন,

"ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা, মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি।"[৩]

'অহে! আমি মোহজনক কথা বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী; উহার স্বরূপের উচ্ছেদ হয় না। পরন্তু উহার মাত্রাসংসর্গ হইয়া থাকে।' এইরূপে (শ্রুতিপ্রমাণে) সিদ্ধ হয় যে বিজ্ঞান মাত্রই (কেবল বস্তু) নহে। সুতরাং তোমার মত এবং শ্রুতি মতের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।"

১। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৫।৪।২২ ; ১৪।৭।৩।১৩ ("প্রজ্ঞানঘন এব" পাঠান্তরে) ; বৃহ উ, ২।৪।১২ ; ৪।৫।১৩ (প্রজ্ঞানঘন এব" পাঠান্তরে)

২। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।৩।১৪

৩। শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৭।৩।১৫

এইরূপে দেখা যায়, আচার্য শবরস্বামী আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য নির্বিশেষব্রহ্মবাদী ছিলেন। শবরস্বামীর মতও তৎপ্রবণ ছিল মনে হয়। শ্রুতিপ্রমাণে তিনি সিদ্ধ করিয়াছেন যে আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন। যাহা প্রত্যক্ষত দৃষ্ট হয় এবং যাহার সদ্ভাব কোন না কোন লিঙ্গ দ্বারা অনুমান করা যায়, তৎসমস্ত হইতে আত্মা ভিন্ন। সেই হেতু উহাকে 'ইদং ইত্থং' রূপে নির্দেশ করা যায় না। তাই শ্রুতিতে 'নেতি নেতি' ইত্যাদি প্রকারে নিষেধ মুখেই উহা নির্দেশিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে সর্বনিষেধ দ্বারা শূন্যে পর্যবসান হয় না। কেননা, আত্মা আছেই। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে শবরস্বামীর মতে আত্মা নির্বিশেষ সত্তাবিশেষ। উহা স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বরূপ এবং নিত্য। উহা অবিনাশী বিজ্ঞানস্বরূপ। উহার স্বরূপের উচ্ছেদ কোন প্রকারে হয় না। ভূতেন্দ্রিয়সংঘাত সংসর্গে উহা ব্যক্তিত্ব লাভ করে, উহা জীবভাব পরিগ্রহণ করেন। তখন উহার বিশেষ বিজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানোদয়ে ঐ ভূতেন্দ্রিয় সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়। তখন আর উহার বিশেষ বিজ্ঞান হয় না। অপর কথায়, মুক্তিতে পঞ্চভূতাত্মক জগৎ থাকে না; তাই তদুক্ত জীবত্ব বা ব্যক্তিত্বও থাকে না; সুতরাং তখন জীবাত্মা পরমাত্মা হয়। এই সকল সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদানুযায়ীই। শবরস্বামীর ঐ বাদানুবাদে আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পূর্বপক্ষী বিজ্ঞানবাদী বা বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদী বৌদ্ধ শ্রুতিপ্রমাণ বলে আপনার মত সিদ্ধ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। শবরস্বামী দেখাইয়াছেন যে তদুদ্ধৃত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য ভিন্ন; শ্রৌত আত্মবাদ ঐ পূর্বপক্ষীর বাদ হইতে ভিন্ন।

কুমারিল ভট্ট

(৩)

আচার্য শবরস্বামী কর্তৃক প্রপঞ্চিত ঐ আত্মবাদ সম্পর্কে আচার্য কুমারিল ভট্ট বলেন যে বৌদ্ধাদির নাস্তিক্যমত নিরাকরণার্থই ভাষ্যকার ঐ প্রকারে যুক্তিদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব মাত্র সিদ্ধ করিয়াছেন। পরন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র বেদান্তেরই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ নিষেবণ দ্বারা

দৃঢ়রূপে অবগতি হয়।[১] আত্মার বেদান্তগম্য স্বরূপ কি, তিনি ও তাহা ঐখানে স্পষ্টত ব্যাখ্যা করেন নাই। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,[২] আত্মজ্ঞান ব্যতীত অপর সমস্ত বিজ্ঞানই শুদ্ধির উপায় মাত্র, সুতরাং পরাঙ্গ। পরন্তু "সংযোগ পৃথক্ত্ব দ্বারা[৩] যজ্ঞার্থ এবং পুরুষার্থ উভয়েরই সাধক। আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরলোকফলদায়ক কর্মসমূহে প্রবৃত্তি এবং উহাদের হইতে নিবৃত্তি সম্ভব নহে। আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"[৪]

"মন্তব্যো বোদ্ধব্যঃ"[৫]

"আত্মানমুপাসীত"[৬]

"এই প্রকারে জিজ্ঞাসা মনন সহিত আত্মজ্ঞান দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয়ই লাভ হয়। শ্রুতিতে স্পষ্ট বিধান আছে যে আত্মজ্ঞানের ফল কেবল অববোধ পর্যন্ত।[৭] ঐ সঙ্গে সঙ্গে কামবাদ ও লোকবাদ বিষয়ক বচন-সমূহও আছে। যথা,

"স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানাপ্নোতি,"[৮]

"তরতি শোকমাত্মবিৎ"[৯]

"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি।[১০] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে আত্মজ্ঞান দ্বারা অণিমাদি অষ্ট যোগৈশ্বর্য এবং সুখও লাভ হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,

"স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন স পুনরাবর্ততে।"

১। "ইত্যাহ নাস্তিক্য নিরাকরিষ্ণু-
রাত্মাঽস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা।
দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়শ্চ বোধঃ
প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন॥"
—(শ্লোকবার্তিক, ৫ (আত্মবোধ)। ১৪৮; ৭২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

২। তন্ত্রবার্তিক, ১।৩।২৫; ২৪০-১ পৃষ্ঠা

৩। "সংযোগপৃথক্ত্বাৎ" (তন্ত্রবার্তিক, ২৪০ পৃষ্ঠা)। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি?

৪। ছান্দোগ্য উ, ৮।৭।২,৩ ৫। ৬।

৭। "কেবলাববোধপর্যন্তস্পষ্টাত্মতত্ত্বজ্ঞানবিধানাপেলিত……"
—(তন্ত্রবার্তিক, ২৪০ পৃষ্ঠা)

৮ ছান্দো উ, ৮।৭।১,৩ ৯। ছান্দো উ, ৭।১।৩

১০ ছান্দো উ, ৮।২।১-১০

ইহাতে জানা যায় যে আত্মজ্ঞান দ্বারা অপুনরাবৃত্ত্যাত্মক পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। কুমারিল বলেন এই সকল শ্রুতি বচনের সহিত যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নাই। উহারা কেবল অর্থবাদও নহে। পরন্তু উহাদিগেতে কেবলাত্মজ্ঞানের বিধান থাকিলেও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মসমূহের কর্তব্যতা নিবারিত হয় নাই বুঝিতে হইবে।

কুমারিল বলেন, আত্মা চৈতন্যস্বভাব। উহা দেশ ও কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং বিভু এবং নিত্য। বিস্তারিত যুক্তি বিচারে তিনি আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন।[১] প্রসঙ্গত তিনি অণু-আত্মবাদ ও শরীর পরিমাণ-আত্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কোন কোন উপনিষদ্বাক্যে আত্মাকে শ্যামাকতণ্ডুলাদির পরিমাণ বলা হইয়াছে।[২] কিন্তু উহার তাৎপর্য, তিনি বলেন, আত্মার অণুপরিমাণত্ব নির্দেশ করা নহে। কেননা, বাক্যান্তরে শ্রুতি আত্মার বিভুত্ব এবং সদ্রূপত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা সূক্ষ্ম গ্রহণ-গোচর। শ্যামাকতণ্ডুলমাত্রাদি বাক্যে তাহাই মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন একস্থলে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র বলিয়াছেন, সত্য[৩]। পরন্তু উহা "কাব্য শোভার্থ এবং বিস্পষ্ট মৃত্যুব্যবহার-প্রশংসার্থ।" অধিকন্তু উক্ত সমগ্র আখ্যায়িকা পাতিব্রত্য প্রশংসাপরক, সুতরাং অর্থবাদ। অন্যত্র, গীতাদিতে, তিনি নানাপ্রকারে আত্মার সর্বগতত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সিদ্ধ হয় যে আত্মা বিভু।

একাত্মবাদ ও নানাত্মবাদের পরীক্ষাও কুমারিল করিয়াছেন। তাঁহার মতে নানাত্মবাদ নির্দোষ। তিনি একাত্মবাদের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, উপনিষদে এক আত্মার কথা আছে, সত্য; পরন্তু উহার তাৎপর্য ভিন্ন। সমস্ত আত্মাই সর্বগত, অমূর্ত এবং চৈতন্যস্বভাব। ঐ দৃষ্টিতে অবিভাগ হেতু উপনিষদ আত্মাকে এক বলিয়াছেন।[৪] যদি আত্মা বহু এবং বিভু হয়, উহাদের সমস্তেরই সমস্ত শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। সুতরাং একে অপরের সুখ দুঃখাদি অনুভব করে না কেন? অন্য প্রকারে

১। তন্ত্রবার্তিক, ২।১।৫, ৩৭৬-৩৮২ পৃষ্ঠা

২। ছান্দো উ, ৩।১৪।৩

৩। মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৬।

৪। "সর্বেষামপি চ সর্বগতত্বে মূর্তিরহিতত্বাৎ সমানদেশবৃত্ত্যবিরোধঃ। তদপেক্ষয়ৈব চ চৈতন্যাত্মকত্বাদ্যবিভাগাচ্চোপনিষৎস্বৈকাত্ম্যব্যবহারঃ—(তন্ত্রবার্তিক, ২।১।৫, ৩৮১ পৃষ্ঠা)

বলিতে, একই শরীরে সমস্ত আত্মা বর্তমান। তজ্জনিত সুখদুঃখাদি সমস্ত আত্মা অনুভব করে না কেন? নানাত্ববাদের বিরুদ্ধে এই শঙ্কা উত্থাপন করা যায়। ইহার উত্তরে কুমারিল বলেন, যদি দেশসম্বন্ধই আত্মার সুখ-দুঃখাদি উপভোগের একমাত্র হেতু হইত, তবে ঐ শঙ্কা ঠিক হইত। পরন্তু উহার হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ্যতাও। এক আত্মার ধর্মাধর্মজ সুখদুঃখাদি গ্রহণের যোগ্যতা অপর আত্মার নাই। ঐ প্রকার স্বস্বামিভাবব্যবস্থা হেতুতেই সমানদেশসম্বন্ধ সত্ত্বেও 'এক আত্মার সুখ-দুঃখ অন্য আত্মা অনুভব করে না। দেশত এবং কালত অনন্ত বলিয়াই, কুমারিল বলেন, সিদ্ধ হয় যে আত্মা নিশ্চল।

কুমারিল সৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং স্রষ্টার সদ্ভাব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় নাই।[১] সৃষ্টি ও স্রষ্টা বিষয়ক অপরের মতবাদসমূহের তিনি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন।[২]

১। 'শ্লোকবার্তিক ৫ (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার)। ৪৪·২-

"সর্বজ্ঞবত্তু দুঃসাধ্যমিত্যত্রৈতন্ন সংশ্রিতম্ ॥—(৪৪·২), ৬৫০ পৃষ্ঠা

সৃষ্টিকে সত্য মানিলে উহা সাদি হয়। তাহাতে বেদের নিত্যতার হানি হয়। মুখ্যত সেই হেতুতে বেদনিত্যবাদী মীমাংসক সৃষ্টি স্বীকার করেন না।

"এবং যে যুক্তিভিঃ প্রাহুস্তেষাং দুর্লভমুত্তরম্

অন্বেষ্যো ব্যবহারোঽয়মনাদির্বেদবাদিভিঃ ॥" (১১৭) ৬৭৪ পৃষ্ঠা।

শ্রুতি এবং মহাভারত পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থে সৃষ্টি প্রলয়ের বর্ণনা আছে। কুমারিল উহাকে ব্যবহার ও অর্থবাদ মনে করেন এবং সেই হিসাবে উহাকে অভ্যুপগম করিয়াছেন। কেননা, তাহাতে বেদের অনিত্যতা প্রসঙ্গ হয় না।

"অতঃ স্তুতিত্বাত্যাগেনৈব স্বার্থসত্যতাং বর্ণয়ামঃ। মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপ্রামাণ্যাৎ সৃষ্টি-প্রলয়াবিষ্যতে। তত্র সৃষ্ট্যাদৌ প্রজাপতিরেব যোগী···এবং মহতা যত্নেন প্রজাপতিনা চরিতমিতি সর্বং সত্যমেব। প্রতিসৃষ্টি চতুর্লিঙ্গন্যায়েন তুল্যনামপ্রভাবব্যাপারবস্তূৎপত্তের্না-নিত্যতাপ্রসঙ্গ ইতি।"—(তন্ত্রবার্তিক, ১।২।১০, ২৮ পৃষ্ঠা)।

অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে অর্থবাদের বিষয়সমূহ বস্তুত অসত্য হইলেও উহারা যথাভীষ্ট ফলপ্রদান করিয়াই থাকে। সেইহেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাদিগকে, পারমার্থিক নহে বলিয়া জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করেন না। (তন্ত্রবার্তিক, ১।২।১০, ২৭-৮ পৃষ্ঠা)। মীমাংসাদর্শনের ১।৩।২ সূত্রের ভাষ্যের বার্তিকে কুমারিল সৃষ্টি প্রলয় বর্ণনার প্রয়োজন কি তাহা স্পষ্টত নির্দেশ করিয়াছেন।—(শ্লোকবার্তিক, ৮১ পৃষ্ঠা)

২। শ্লোকবার্তিক, ৫ (সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার)। ৮২·২-৮৬, ৬৬২-৩ পৃষ্ঠা।

"স্বয়ং চ শুদ্ধরূপত্বাদসত্ত্বাচ্চান্যবস্তুনঃ।
স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিংকৃতা ॥
অন্যেনোপপ্লবেঽভীষ্টে দ্বৈতবাদঃ প্রসজ্যতে।
স্বাভাবিকীমবিদ্যাং তু নোচ্ছেত্তুং কশ্চিদর্হতি ॥
বিলক্ষণে পপাতে হি নশ্যেৎ স্বাভাবিকী কচিৎ।
ন ত্বেকাত্মাঽভ্যুপায়ানাং হেতুরস্তি বিলক্ষণঃ ॥"—(৮৪-৬)

"পুরুষ বিশুদ্ধস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার জগৎপ্রপঞ্চরূপ অশুদ্ধ বিকৃতি হইতে পারে না। (অশুদ্ধি বা পাপপুণ্যাদি কেবল ধর্মাধর্মজনিত বলা যায় না।)। কেননা ধর্মাধর্মাদি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই অধীন। সুতরাং তজ্জনিত বলা যুক্তি-যুক্ত হয় না। অধিকন্তু ধর্মাধর্মাদি বশত তাঁহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ মানিলে (তৎ বা তাহার সঙ্কল্প) ভিন্ন অপর বস্তুর সদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়। (সৃষ্টি অবিদ্যাজনিত বলিলেও গতি নাই।) কেননা, ব্রহ্ম স্বয়ং শুদ্ধ এবং তদ্ভিন্ন অপর কোন বস্তু নাই। সুতরাং অবিদ্যার স্বপ্নবৎ প্রবৃত্তি কিংনিবন্ধন? যদি উপপ্লব[1] (বা বিবর্ত) অন্যকৃত বলা তোমার অভীষ্ট হয়, তবে দ্বৈতবাদ প্রসক্তি হয়। অবিদ্যা স্বাভাবিক হইলে (সৃষ্টিতে অপর কারণের অপেক্ষা থাকিবে না বটে, পরন্তু) উহার উচ্ছেদ করিতে কেহ সমর্থ হইবে না। কেননা, বিলক্ষণ হেতুর প্রভাবেও স্বাভাবিক বস্তুর বিনাশ কদাপি হইতে পারে না। অধিকন্তু যাঁহারা একমাত্র আত্মারই সদ্ভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রকার বিলক্ষণ হেতুও থাকিতে পারে না। (সুতরাং মুক্তি সম্ভব হইবে না)।"

এই বচনের প্রথমাংশে ব্রহ্মপরিণামবাদের প্রতি এবং অপরাংশে ব্রহ্মো-পপ্লববাদ বা ব্রহ্মবিবর্তবাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মের বিবর্ত অবিদ্যাজনিত। উহা স্বপ্নবৎ। এই বাদ অদ্বৈতীদিগের। এই সকল অনায়াসে বুঝা হয়। ব্যাখ্যাকারগণও তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন।[2]

কেহ কেহ মনে করেন যে সমস্ত জ্ঞানই সবিকল্পক। কেননা, উহাদিগকে শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং নির্বিকল্পক কিছুই নাই। ঐ মতের প্রতিবাদে কুমারিল লিখিয়াছেন, "নির্বিকল্পক জ্ঞান অবশ্যই আছে। উহা শিশু

১। "উপপ্লবাৎ গ্রাহ্যাকারসমারোপাদিত্যর্থঃ" (উম্বেক)
"উপপ্লবাদ্ ভ্রান্ত্যাকারসমারোপাদিত্যর্থঃ"
(পার্থসারথি মিশ্র, ৫ (শূন্যবাদ)। ১৭ ব্যাখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠা)

২। যথা, পার্থসারথি মিশ্র লিখিয়াছেন,
"অন্যমতম, আত্মৈবৈকো জগদাদৌ তিষ্ঠতি, স এব স্বেচ্ছয়া ব্যোমানিলানলজলভূমি-রূপেন পরিণমন্ বিশ্বং প্রপঞ্চমারভত ইতি তদপি নিরাকরোতি পুরুষেতি···যে ত্বাহুঃ নৈবং পরিণামং ক্রমঃ, কিং ত্বপরিণত এবাসাববিদ্যাবশেন পরিণতামিব প্রপঞ্চরূপেণাত্মানং স্বপ্নবৎ পশ্যতীতি, তান প্রত্যাহ স্বয়মিতি। ভ্রান্তির্হ্যবিদ্যা, সা কারণাধীনা, ন চ শুদ্ধবিদ্যা-স্বভাবঃ পুমাংস্তস্যাঃ কারণং বস্ত্বন্তরং চ নাস্ত্যেবেতি নাবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি যন্নিবন্ধনা সৃষ্টির্ভবেৎ, বস্ত্বন্তরোপপ্লবে চাদ্বৈতা (? চ দ্বৈতা) পত্তিরিত্যাহ অন্যেনেতি।"

এবং মূকাদির বিজ্ঞানসদৃশ। উহা শুদ্ধ বস্তুবিষয়ক। তাহাতে বিশেষ কিম্বা সামান্য কিছুরই অনুভব হয় না। পরন্তু উহা তদুভয়েরই আধারভূত (শুদ্ধ) ব্যক্তিবিশেষ।"[১] অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, একমাত্র ঐ মহাসামান্যই বস্তু এবং উহাই সৎ।[২] প্রত্যক্ষ সমস্ত বিশেষবিষয়ের সামান্যবিষয়ত্ব তদাশ্রিত। বিশেষসমূহ সবিকল্পক জ্ঞান দ্বারা প্রতীত হয়, ঐ বিশেষসমূহের কোন কোনটি পৃথক পৃথক দ্রব্যাশ্রিত এবং অপর কতিপয় (সমানভাবে) একাধিক দ্রব্যাশ্রিত। ঐ প্রকার সামান্যবিশেষের সদ্ভাব স্বীকার না করিলে গো এবং অশ্বের জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না"।[৩] কুমারিল ঐ মতবাদে দোষারোপ করিয়াছেন,[৪] তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ মতে ভেদ নাই ("ভেদোনাস্তি"), নানাত্ব অসৎ। উম্বেক লিখিয়াছেন, ঐ মত বেদান্তবাদীদিগের ("বেদান্তবাদিনঃ)। পার্থসারথি মিশ্রও তাহাই মনে করেন। ("বেদান্তিনঃ")। উভয়েরই মতে ঐ বেদান্তীগণ অদ্বৈতবাদীই।[৫] সুতরাং কুমারিল ঐখানে অদ্বৈতমতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী কুমারিল দুইটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ঐ দুইটি আপত্তি 'মৃগেন্দ্রতন্ত্রে' এবং সমন্তভদ্রের 'আপ্তমীমাংসা'য় উত্থাপিত হইয়াছে দেখা যায়।[৬] অদ্বৈতবাদী কি প্রকারে উহাদের পরিহার করে, কুমারিল তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে, যথাপ্রয়োজন, এই বাদানুবাদের পরিচয় দিতেছি।

১। 'শ্লোকবার্তিক', ৪।১১২-৩, ১৬৮-৯ পৃষ্ঠা।

২। উম্বেকের মতে, উহার অর্থ কিঞ্চিৎ ভিন্ন,—"এই মহাসামান্যকে কেহ দ্রব্য বলেন, অপরে সত্তা বলেন।"

৩। 'শ্লোকবার্তিক', ৪।১১৪-৬, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা।

৪। "তদযুক্তং প্রতিদ্রব্যং ভিন্নরূপোপলম্ভনাৎ।
ন হ্যাখ্যাতুমশক্যত্বাদ্ভেদো নাস্তীতি গম্যতে॥" ইত্যাদি। (৪।১১৭-৯)১৭০- পৃঃ

৫। "বেদান্তবাদিনস্তু-মহাসামান্যং নির্বিকল্পকস্য বিষয়মাহুঃ। তচ্চ কেচিৎ সত্তামাহুঃ, অপরে দ্রব্যমিত্যেতদর্শয়তি-'মহাসামান্যমিতি'।......এবং সত্ত্বভেদপ্রতিপাদকস্য 'আত্মা বা ইদং সর্বং' ইত্যেবমাদেঃ আগমস্য নাস্তি প্রত্যক্ষেণ বিরোধঃ। ততশ্চ সিদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধিরিত্যাহ-'তানকল্পয়দিতি'। বিশেষাপ্রতিভাসাদগম্যত্বে চোপজাতস্য নির্বিকল্পকস্য ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। তত্রানন্তরং শ্রোত্রিয়পক্ষমেব তাবদ্বিশেষবিকল্পসিদ্ধ্যর্থং নিরাকর্তুমাহ" ইত্যাদি। (উম্বেকভট্ট)

"তস্মাদনাদ্যবিদ্যানিবন্ধনবিকল্পবিলসিতা এব বিশেষাঃ ন পরমার্থতঃ সন্তি। এবং চাদ্বিতীয়মেকং সংবিদ্রূপমক্ষরমিত্যদ্বৈতশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষাহনুগুণৈব ন প্রত্যক্ষ-বিরোধিনী।" (৪।১১৭ কারিকার পার্থসারথি মিশ্র-কৃত ব্যাখ্যার অবতরণিকা, ১৭০ পৃষ্ঠা)

৬। ইহা বলা উচিৎ যে বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদের বিরুদ্ধেই কুমারিলের দ্বৈতবাদী

দ্বৈতবাদী বলেন,

"যোঽপি তাবৎ পরাসিদ্ধঃ স্বয়ংসিদ্ধোঽভিধীয়তে ॥
ভবেত্তত্র প্রতীকারঃ স্বতোঽসিদ্ধে তু কা ক্রিয়া।
তৎ সাধয়ন্ বিরুধ্যাদ্ধি পূর্বাভ্যুপগমং নরঃ ॥
অসাধিতে তু সাধ্যোঽর্থো ন তেন প্রতিপাদ্যতে।"[১]

'যাহাকে পরাসিদ্ধ এবং স্বয়ংসিদ্ধ বলা যায়, তাহাতে প্রতীকার আছে। পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ না হইলে উপায় কি? কেননা উহাকে সিদ্ধ করিতে গেলে, পূর্বাভ্যুপগমের বিরোধ হয়। আর সাধন না করিলে সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হয় না।' দ্বৈতবাদী আরও বলেন, কোন বস্তুকে সিদ্ধ করিতে, সাধন ও সম্পূর্ণতঃ যথোচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সাধন নির্দোষভাবে সাধ্যানুরূপ না হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও দুষ্ট হইলে সাধ্যের জ্ঞান যথাযথ হয় না। সুতরাং সম্যগ্ সাধন ব্যতীত সাধ্য অসম্ভবই হয়। তথাপি তাহার সম্ভাবে দৃঢ় আগ্রহ করিলে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। আর সম্যগ সাধনের সম্ভাব স্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয়।[২] দ্বৈতবাদীর আপত্তি তাবৎপর্যন্ত এই,—অদ্বৈতবাদীগণ এক অদ্বৈততত্ত্ব ব্যতীত অপর কিছুরই সম্ভাব স্বীকার করেন না। ঐ অদ্বৈততত্ত্বকে যুক্তি প্রমাণে সিদ্ধ করিতে গেলে, তদ্ব্যতিরিক্ত সাধনের সম্ভাব স্বীকার করিতে হয়। উহা স্বীকার করিলে, দ্বিতীয় বস্তুর সম্ভাব হেতু প্রতিজ্ঞাত অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়। আর সিদ্ধ না করিলে অদ্বৈততত্ত্ব অসিদ্ধ থাকে, সুতরাং অপ্রমাণ হয়। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন,

"নন্বু লোকপ্রসিদ্ধেন পূর্বমতেন হেতুনা।
সাধ্যসিদ্ধির্মমাপ্যাসীৎ পরমার্থোঽস্য নাস্তিতা ॥"[৩]

'পূর্বে লোকপ্রসিদ্ধ এই হেতু দ্বারা আমারও সাধ্যসিদ্ধি আছে। পরমার্থত উহা নাই।' অর্থাৎ অদ্বৈতবোধ হওয়ার পূর্বে লোকপ্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রমেয়

এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। মৃগেন্দ্রতন্ত্রাদিতে অদ্বৈতবেদান্তবাদের বিরুদ্ধে ঐ আপত্তি করা হইয়াছে। বস্তুত সর্বপ্রকার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে ঐ আপত্তি করা যায়। তাই উম্বেকভট্ট উহাকে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর বাদানুবাদ বলিয়াছেন।

১। 'শ্লোকবার্তিক', ৫ (নিরালম্বনবাদ)। ১৩১·২-১৩৩·১;
২। 'শ্লোকবার্তিক', ৫ (নিরালম্বনবাদ)। ১৫০-৪ শ্লোক।
৩। 'শ্লোকবার্তিক', ১৫৫ শ্লোক।

ব্যবহার সাংবৃতরূপে আমিও স্বীকার করি। ঐ ব্যবহারিক প্রমাণে আমি অদ্বৈতসিদ্ধ করি। পরমার্থত প্রমাণও নাই, প্রমেয়ও নাই। অপর সাধন এক অদ্বৈততত্ত্বই তখন থাকে।' তাহাতে দ্বৈতবাদী বলেন, যাহাকে এখনও পরমার্থত নাই বলা হয়, তাহার পূর্বাস্তিত্ব আবার কি? যাহা অসৎ, তাহার আবার সাধনত্ব কি? অসৎ শশশৃঙ্গাদি সম্যগ্‌জ্ঞানের কারণ হইতে পারে বলিয়া কখনও দেখা যায় নাই। ধূমরূপে প্রতিভাত বাষ্পাদি হইতে অগ্নির সম্ভাব অনুমিত হয় বটে। পরন্তু ঐ জ্ঞান মিথ্যাই হয়। এইরূপে অপারমার্থিক সাধন দ্বারা পরমার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং যদি কোন বস্তু প্রকৃতই সাধন হয়, তবে উহার পারমার্থিক সম্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অসত্য হেতু দ্বারা সিদ্ধ বস্তু অসত্যই। উহা সত্য নহে, সত্যাভাস মাত্র।[১]

সংক্ষেপে, কুমারিলের লেখা হইতে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এই সকল সন্ধান পাওয়া যায়,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। প্রতীয়মান ভেদবৈচিত্র্য বস্তুত উহাতে নাই, সুতরাং অসৎ। উহা অবিদ্যাজনিত। অবিদ্যাবশত ব্রহ্ম জগদ্বৈচিত্র্যরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে বটে। পরন্তু পরমার্থত উহা নাই। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। প্রকৃত জ্ঞান নির্বিকল্পক। উহার সবিকল্পকভাব অধ্যাস-জনিত। অতএব উহা মিথ্যা। আত্মা এক, বহু নহে। আত্মা বিভু। ব্রহ্ম ও আত্মা একই। এইরূপে দেখা যায়, শঙ্কর কর্তৃক প্রপঞ্চিত অদ্বৈতবাদ সম্যগ্‌রূপে কুমারিলের জানা ছিল। তিনি মীমাংসকের দৃষ্টিতে উহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পূর্বেই উহা প্রচলিত ছিল। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

মণ্ডনমিশ্র*

(৪)

আচার্য মণ্ডনমিশ্রের 'বিধিবিবেকে' প্রসঙ্গক্রমে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"নম্বন্যদেবেদং শব্দপ্রভবাদাত্মতত্ত্বগোচরং জ্ঞানং বিধীয়তে। ন হি শব্দজ্ঞান-

---

১। 'শ্লোকবার্তিক', ১৭৬-৯ শ্লোক।

* আচার্য মণ্ডনমিশ্র প্রণীত মীমাংসাবিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত অদ্বৈতমতবিষয়ক বচনসমূহের উল্লেখ এখানে করা হইবে। 'ব্রহ্মসিদ্ধি' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থে তিনি স্বমতে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। উহার আলোচনা পৃথগ্‌ভাবে করা হইবে।

পরিবেদ্যং ব্রহ্মস্বরূপম্। বাক্যলক্ষণো হি শব্দঃ প্রমাণং, পদার্থসংসর্গাত্মা চ তদর্থঃ, প্রত্যস্তমিতাখিল ভেদপ্রপঞ্চং চাত্মতত্ত্বং, তৎ কথমস্য গোচরঃ? তস্মাৎ প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখমদ্বৈততত্ত্বাবভাসাত্মকং জ্ঞানমন্যদেব শব্দাদ্বিধীয়তে।

"বার্তমেতৎ ন খলু ফলাংশো বিধিগোচরঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসশ্চ ফলমেব ন ততোঽন্যদভীপ্স্যতে। মোক্ষ ইতি চেৎ। ততোঽব্যতিরেকাৎ। সপ্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসো হি সংসারঃ। নিষ্প্রপঞ্চাত্মাবভাসো হি মোক্ষঃ স্বাত্মনি স্থিতিঃ। অন্যথা কার্যত্বাদমোক্ষাৎ। বন্ধহেতুশ্চ কর্মাদিপ্রপঞ্চোঽবিদ্যা, তদুচ্ছেদশ্চ বিদ্যৈব। যদি চ ন কথঞ্চিদপি শব্দজ্ঞানবিষয়ো ব্রহ্ম কথং তজ্‌জ্ঞানবিধিঃ শক্যপ্রতিপত্তিঃ?" ইত্যাদি।[১]

'(পূর্বপক্ষী বলেন) এই আত্মতত্ত্বগোচর জ্ঞান শব্দপ্রভব বিজ্ঞান[২] হইতে অবশ্যই ভিন্ন বলিয়া বিহিত হয়। কেননা, ব্রহ্মস্বরূপ শাব্দজ্ঞানপরিবেদ্য নহে। বাক্যাত্মক শব্দই প্রমাণ। উহার অর্থ পদার্থসংসর্গী। (সংসৃজ্যমান অনেকার্থত্মত্ব হেতু সংসর্গ এক হইলে ও নানাত্বদূষিত)।'[৩] পরন্তু আত্মতত্ত্ব প্রত্যস্তমিতাখিলভেদপ্রপঞ্চ স্বরূপ। উহা কি প্রকারে শব্দবিজ্ঞানগোচর হইবে? সুতরাং প্রলীনসকলাবচ্ছেদোল্লেখ অদ্বৈততত্ত্বাবভাসাত্মক জ্ঞান শাব্দজ্ঞান হইতে অবশ্যই ভিন্ন বলিয়া বিহিত হয়।

সিদ্ধান্তী—উহা ঠিক নহে। ফলাংশ অবশ্যই বিধিগোচর নহে। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বের আভাস ফলই। কেননা, ততোধিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

পূর্বপক্ষী—মোক্ষ (লাভ বাকী) থাকে।

সিদ্ধান্তী—(মোক্ষ) উহা হইতে ভিন্ন নহে। সপ্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসই সংসার। আর নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসই মোক্ষ। উহাই স্বাত্মস্থিতি। যদি উহা স্বাত্মস্থিতি না হয়, তবে কার্যত্ব হেতু অমোক্ষ হইবে। কর্মাদিরূপ প্রপঞ্চই অবিদ্যা। তাহার উচ্ছেদক বিদ্যা। যদি ব্রহ্ম কোন প্রকারে শব্দজ্ঞানের বিষয় না হয় তবে কি প্রকারে উহার জ্ঞানবিধি প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? ইত্যাদি।

১। 'বিধিবিবেক', ২৭৬-৭ পৃষ্ঠা।

২। সম্পাদক মূলে 'শব্দপ্রভবাদাত্মতত্ত্ব' পাঠ করিয়াছেন, পরন্তু ব্যাখ্যা মধ্যে 'শব্দপ্রভবাদ্বিজ্ঞানাদাত্মতত্ত্ব' পাঠ দিয়াছেন। এই পাঠই সমধিক ঠিক মনে হয়।

৩। এই অংশ 'ন্যায়কণিকা' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রশ্নপ্রতিবচন হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম বা আত্মায় কোন প্রকারের ভেদপ্রপঞ্চ বস্তুত নাই। উহা প্রত্যস্তমিতনিখিলভেদপ্রপঞ্চস্বরূপ, নির্বিশেষাদ্বৈত-স্বরূপ। ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চ বলিয়া বোধ হওয়াই সংসার। আর নিষ্প্রপঞ্চ-তত্ত্বাবভাসই মোক্ষ। উহাই স্বরূপস্থিতি।

বাচস্পতি মিশ্রের লেখা হইতে জানা যায়, 'পূর্বমীমাংসাসূত্রকার' মহর্ষি জৈমিনিও নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মবাদী ছিলেন। "নিষ্প্রপঞ্চাত্মতত্ত্বাবভাসশ্চ ফলমেব"—মণ্ডনমিশ্রের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির এই অংশ মহর্ষি জৈমিনির উক্তিবিশেষ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।[১] জৈমিনি কর্মবাদী। কর্মাদি প্রপঞ্চ অবিদ্যা। তিনি যদি সত্যই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদী হন, তবে কর্মের উপদেশ করিয়াছেন কেন? ঐ উপদেশ কি নিরর্থক হয় নাই? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। মণ্ডনমিশ্র বলেন, "কর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অনর্থক নহে। কেননা, উহার প্রয়োজন আছে। উহা দ্বারা আত্মবিজ্ঞানাধিকার সিদ্ধি হয়। জীব স্বভাবতই রাগাদি দ্বারা আবিষ্ট এবং নিশ্চিতফল উপায়সমূহ দ্বারা বিষয়োপার্জনে প্রবৃত্ত। তাহার মন বিষয়বিমুগ্ধ। সুতরাং জীব সর্বদাই বিষয়পক্ষপাতী এবং নিত্য উহা দ্বারাই পরিচালিত হয়। বিগলিতবিষয়প্রপঞ্চরূপ আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও পরিগ্রহণ এবং পরিভাবনা অর্থাৎ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতেও সমর্থ হয় না। উহার সাক্ষাৎকার ত দূরের কথা। সৎকর্মের উপদেশ করিলে, তাহাতে ব্যবস্থিত থাকিলে (স্তেয়দ্যূতস্ত্র্যভিসরণাদি এবং আত্মপরিজনাদির চিন্তারূপ) মানবসুলভ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বিরতি হয়। ক্রমে কৃতকামনিবর্হণ হেতু ঐ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া জীব দান্ত হয়। তখন উপদিষ্ট হইলে, কামসমূহের দ্বারা অবিচলিত চিত্ত জীব তাদৃশ (নিষ্প্রপঞ্চ) আত্মতত্ত্ব পরিগ্রহণ ও পরিভাবনা করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে কর্মপ্রবৃত্তির উপদেশের প্রয়োজন আছে। কর্মবিধিসমূহের আত্মজ্ঞান-লাভের অধিকার প্রাপ্তি রূপ প্রয়োজনও দেখা যায়।"[২]

১। বাচস্পতি লিখিয়াছেন, "যথাহ মহর্ষিঃ। 'তস্য লিপ্সাঽর্থলক্ষণা নিষ্প্রপঞ্চাত্ম তত্ত্বাবভাসশ্চ ফলমেব।" (ন্যায়কণিকা), ২৭৭ পৃষ্ঠা। 'ন্যায়কণিকা'র ৩৭৬, ৩৯৭-৮, ৪৩৪, প্রভৃতি পৃষ্ঠায় তাঁহার লেখা হইতে প্রতীতি হয় যে, এই বচনোক্ত 'মহর্ষি' 'পূর্বমীমাংসাসূত্র'কার মহর্ষি জৈমিনিই।

২। 'বিধিবিবেক', ৪৪১-২ পৃষ্ঠা। আরও দ্রষ্টব্য, "দৃষ্টমেব প্রয়োজনমাত্মপ্রতিপত্তিঃ কর্মভিঃ কৃতকামনিবর্হণেন দান্তেন কামৈরনাগন্ধিতমনসাঽত্মতত্ত্বস্য সুপ্রত্যয়ত্বাৎ।" (৪৬৮ পৃষ্ঠা)

স্ফোটবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে মণ্ডনমিশ্র অধ্যাসবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

"বিনৈকস্ত শব্দাত্মনঃ প্রত্যাসাৎ পরিণামাদ্বিবর্তাদ্বেতি।"[১]

তাঁহার টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ঐ দৃষ্টান্ত সহকারে ঐ বাদত্রয়ের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। স্ফটিক মণি স্বভাবত স্বচ্ছ ধবল। পরন্তু অরুণ লাক্ষারস সন্নিকটে থাকিলে উহা অরুণ বলিয়া প্রতীতি হয়। লাক্ষারসের গুণ স্ফটিকে আরোপণ, স্ফটিক মণি অরুণ এই প্রকার মতিই প্রত্যাস বা অধ্যাস। একই সুবর্ণ কটক-কেয়ূরাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিপরিণত হয়। তেমন একই শব্দতত্ত্ব নানা পদার্থরূপে পরিণত হয়। ইহা পরিণামবাদ। একই মুখ মণি, কৃপাণ, দর্পণ, প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা রূপে এবং বিভিন্ন বর্ণ ও পরিণামযুক্ত এবং বিভিন্ন দেশস্থ বলিয়া বোধ হয়। তেমন একই শব্দতত্ত্ব অনাদ্যবিদ্যাবাসনোপাধিবশত অনেক পদার্থরূপে প্রতিভাত হয়। ইহা বিবর্তবাদ। পরিণামবাদে ভেদসমূহ এক প্রকারে পারমার্থিক। পরন্তু বিবর্তবাদে ঐ সকল পারমার্থিক নহে। বিভিন্ন বর্ণ ও পরিমাণযুক্ত এবং দেশস্থ মুখপ্রতিবিম্বসমূহ যেমন বস্তুত নাই, তেমন প্রতীয়মান অনেক পদার্থসমূহও বস্তুত নাই। অধ্যাসবাদেও সেই প্রকার প্রতীয়মানরূপ পারমার্থিক নহে।

মণ্ডনমিশ্রকৃত ভ্রান্তির সংজ্ঞাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বৌদ্ধাচার্য দিঙনাগ ও ধর্মকীর্তির প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার খণ্ডন করিয়াছেন। দিঙনাগ বলেন, "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্"। অনেকে এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং উহার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই হেতু ধর্মকীর্তি উহাকে কিঞ্চিৎ সংশোধন করেন। তাঁহার মতে, "প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্।" মণ্ডনমিশ্র দেখাইয়াছেন যে ঐ সংজ্ঞাও নির্দোষ নহে। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ভ্রান্তির স্বরূপের আলোচনা করিয়াছেন। "এই ভ্রান্ততা কি? যদি অসদর্থতাই (ভ্রান্ততা হয়), তবে সর্ববেদনাতে উহা তুল্য। (কেননা, অজাত এবং অতিবৃত্ত ও অসৎ।[২]) অনন্তর যদি অত্যন্তাসদর্থতাই ভ্রান্ততা হয়, তবে তৈমিরিকস্বপ্নাদিজ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয়। (কেননা, ঐ সকল বস্তুর অত্যন্ত

১। 'বিধিবিবেক', ২৮৭ পৃষ্ঠা।
২। "অজাতাঽতিবৃত্তয়োরসত্ত্বাৎ।" (ন্যায়কণিকা)

অসত্তা নাই)। কেহ বলেন, অর্থক্রিয়াসংবাদিত্বই অভ্রান্তত্ব।[১] (ইহা ঠিক নহে। কেননা) যদি সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার অর্থ (বা জ্ঞানবিষয়) নিবন্ধন হয়, তবে উপাদানপরিত্যাগের অযোগ্যবিষয়ক বেদনের ভ্রান্তত্ব প্রসঙ্গ হয়। যদি উত্তরোত্তর জ্ঞাননিবৃত্তি (ভ্রান্তত্ব হইলে), ক্ষণিক বিজ্ঞানের ভ্রান্তত্ব প্রসক্তি হয়। সেইহেতু, (পরিশেষে স্বীকার করিতে হয় যে) অতদাত্মবস্তুতে তাদাত্ম্য-প্রতীতিই ভ্রান্তি। ("তস্মাদতদাত্মনি তাদাত্ম্যপ্রতীতির্ভ্রান্তিঃ)।"[২]

'বিভ্রমবিবেকে' আচার্য মণ্ডনমিশ্র নানাবিধ খ্যাতিবাদের পরিচয় দিয়াছেন। তথায় ব্রহ্মাদ্বৈতবাদীর অনির্বচনীয়খ্যাতির নিম্নপ্রকার বিবৃতি আছে।

"ন সংবিদনুসারেণ নিমিত্তং তস্য যুজ্যতে।
অতোঽনির্বচনীয়ত্বং প [? ব] রং ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অবিদ্যায়া অবিদ্যাতুমন্যথা পরিগী [? হী] য়তে।
সত্যে (? ত্বে) ন মিথ্যা শূন্যত্বে দুর্নিরূপং প্রকাশনম্॥ ২৮ ॥
সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যাং তামবিদ্যাং প্রচক্ষতে।
বস্তুনোঽন্বেষণাস্ত [? ণা ত] স্যাং বাহ্যাভ্যন্তরবর্তিনাম্ ॥ ২৯ ॥
ন যুজ্যতে যত্র তত্র বেদ্যবস্তুনি তৎক্ষতেঃ।
নামরূপপ্রপঞ্চোঽয়মবিদ্যৈব চ বর্ণ্যতে ॥ ৩০ ॥
অন্যস্য ত্বন্যথাখ্যাতৌ ন প্রপঞ্চব্যপহ্নবঃ।
অখ্যাতৌ শূন্যমেব স্যাৎ প্রপঞ্চ কিংনিবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥
অপ্রপঞ্চে সপ্রপঞ্চরূপো ভাতীতি যুজ্যতে।
অস্ফুটা [? ট] গ্রহণে কামমা [? স্মা] ভাসি স্ফুটমাত্মনা ॥ ৩২ ॥
অবিদ্যমানা [? নে] তদ্ধ্যা [? ত্তা] স্তে বৈশ্বরূপ্যং বৃথা কৃতম্।
চিত্রো [? ত্তৌ] বিচিত্রকারায়াং প্রপঞ্চাত্মতয়ৈব হি ॥ ৩৩ ॥
অনির্মোক্ষস্তথা চ স্যাদথবা নিত্যতাপতেৎ।
অনেকাকারবিভ্রান্তৌ গন্ধর্বনগরাদিষু ॥ ৩৪ ॥
আকারা ব্যক্তমেকস্যা ধিয়োঽসত্যাশ্চকাসতি।
ন ভূতং চেতসো রূপং নাধ্যারোপাস্ফুটা [? ট] গ্রহৌ ॥ ৩৫ ॥
বিভ্রমেষু বিবর্তত্বমতো ব্রহ্মবিদাংমতম্।"

১। "প্রমাণমবিসংবাদি জ্ঞানমর্থক্রিয়াস্থিতিরবিসংবাদনম্।" এই সংজ্ঞারই প্রতি এইখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বাচস্পতি তাহা বলিয়াছেন।

২। বিধিবিবেক, ১৯২-৪ পৃষ্ঠা।

প্রভাকর

(৫)

আচার্য প্রভাকর লিখিয়াছেন,

"ব্রহ্মবিদ্বিরুদ্ধং ত্বেতৎ যদুতাহংপ্রত্যয়মেয়তাত্মনঃ। মূর্ধাভিষিক্তমিদমনাত্ম-ন্যাত্মজ্ঞানম্ ইত্যুদাহৃতম্—যদুতাহঙ্কৃতির্মমকারশ্চ—ইতি। নির্মুক্তাহঙ্কার-মমকারমাত্মজ্ঞানমিত্যাত্মবিদো মন্যন্তে। তস্মাদনাত্মজ্ঞানবিলাসিতমিদম্—অহং-প্রত্যয়প্রমেয় আত্মা—ইতি।"[১]

'পরন্তু আত্মার অহংপ্রত্যয়মেয়তা ব্রহ্মবিদ্‌গণের মতবিরুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, অহঙ্কার ও মমকারের প্রধান হেতু শরীরাদি অনাত্মায় আত্মজ্ঞান। আত্মবিদ্‌গণের মতে, আত্মজ্ঞান বস্তুত অহঙ্কারমমকারবিহীন। সুতরাং, আত্ম অহংপ্রত্যয়প্রমেয়—এই ধারণা অনাত্মজ্ঞানবিলসিত'। তিনি এই পূর্বপক্ষের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রতিবাদ আন্তরিক মনে হয় না। অধিকারীর জন্য কর্মবিধির সার্থক্য রক্ষার জন্যই তিনি ঐ প্রকার করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গের উপসংহারে তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"'স্বর্গং লোকং যাতি' ইতি কথম্? অধিকৃতকামসিদ্ধেঃ সিদ্ধম্। যদুক্তম্ 'অহঙ্কারমমকারবনাত্মন্যাত্মাভিমানৌ' ইতি, মৃদিতকষায়াণামেবৈতৎ কথনীয়ম্, ন কর্মসাঙ্গিনামিত্যুপরম্যতে। আহ চ ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' ইতি রহস্যাধিকারে। তস্মান্ন বিবৃত-মত্র ভাষ্যকারেণ ভগবতা, বচনানুরোধাৎ, নাজ্ঞানাৎ ইতি,"[২]

'স্বর্গলোকে গমন করে'—ইহা কেমন? অধিকারীর স্বর্গাদি কামনা সিদ্ধি হেতু তাহাও সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, অহঙ্কারমমকার অনাত্মায় আত্মাভিমান মাত্র। যাহাদিগের বিষয়ানুরাগ মৃদিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই ঐকথা বলা উচিত। কর্মাসক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা বলা উচিত নহে। তাই (ঐ বিষয়ের চর্চা হইতে) উপরত হইতেছি। ভগবান দ্বৈপায়নও রহস্যাধিকারে তাহাই বলিয়াছেন—'অজ্ঞানী কর্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না।' সেই

১। 'বৃহতী', ১।১।৫, মাদ্রাজ সং, ২৩০ পৃষ্ঠা।
২। 'বৃহতী', ১।১।৫, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

হেতু, ঐ বচনের অনুরোধেই, ভগবান ভাষ্যকার (শবরস্বামী) এইখানে (অর্থাৎ কর্মমীমাংসাদর্শনে) তাহা বিবৃত করেন নাই, পরন্তু অজ্ঞানতাবশত নহে।' এই উক্তি হইতে মনে হয়, আচার্য প্রভাকর এবং, তাঁহার মতে, আচার্য শবরস্বামীও—অন্তরে অন্তরে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ঐ অনুমানের অপর হেতুও আছে। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,

'প্রমাতৃরূপতা তু জ্ঞানস্যানাশাঙ্কনীয়ৈব, অনাশঙ্কিতত্বাৎ। যুক্তং চেদং নাশঙ্কিতম্, কর্মপ্রবণত্বাৎ কর্মণঃ সকর্মকস্য।" ইত্যাদি।[১]

'পরন্তু জ্ঞানের প্রমাতৃরূপতা বিষয়ে অবশ্যই শঙ্কা করা উচিৎ নহে। কেননা, কেহই সেই বিষয়ে শঙ্কা করেন নাই। আর ঐ বিষয়ে শঙ্কা করা হয় নাই, তাহা যুক্তিযুক্তও হইয়াছে। (যদি বল, জ্ঞাতা ও জ্ঞান, অভিন্ন হইলে কর্মবিধায়ক শাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। কেননা, জ্ঞাতা ও জ্ঞান, কর্তা ও ক্রিয়ার ভেদের উপরই তাহা আশ্রিত। তাহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে) কর্মপ্রবণতাহেতু সকর্মকের জন্যই কর্মের (বিধান। সুতরাং তদ্দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অভিন্নতা অসিদ্ধ হয় না)। এইরূপে দেখা যায়, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ভেদত্রিপুটিকে প্রভাকর বাস্তব মনে করিতেন না। তাঁহার ঐ উক্তির তাৎপর্য তাঁহার শিষ্য ও টীকাকার শালিকনাথ এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সুতরাং জ্ঞানই জ্ঞাত্রাকারে উৎপন্ন হয়। অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা নাই"[২] ঐ ভেদত্রিপুটির অবাস্তবতা একমাত্র অদ্বৈতবাদেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রভাকর ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

"যদি পরং ব্রহ্মবিদামেব নিশ্চয়ঃ—যদুপলভ্যতে, তদসৎ; যন্নোপলভ্যতে; তত্তত্ত্বম্—ইতি নমস্তেভ্যঃ, বিদুষি নোত্তরং বাচ্যম্"[৩]

'যদি পরব্রহ্মবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই হয় যে, (কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি) যাহা (ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে) উপলব্ধ হয়, তাহা অসৎ, আর যাহা (ব্রহ্ম) উপলব্ধ হয় না, তাহাই তত্ত্ব বস্তু—তবে তাঁহাদিগকে নমস্কার। বিদ্বানদিগের প্রতিবাদ উচিত নহে।'

প্রভাকর বৈয়াকরণদিগের শব্দবিবর্তবাদের বিস্তারিত আলোচনা

১। 'বৃহতী', ১।১।৫, ২৫৪-৫ পৃষ্ঠা।
২। "তস্মাৎ জ্ঞানমেব জ্ঞাত্রাকারমুৎপদ্যতে; অতো নাস্তি জ্ঞানাতিরিক্তো জ্ঞাতেতি।" (ঋজু বিমলা)
৩। 'বৃহতী' ১।১।৫, ২৩৯ পৃষ্ঠা

করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শব্দতত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্তিত হয়। একই মুখ মরকত, পদ্মরাগ, প্রভৃতিতে অনেকরূপের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেইরূপ শব্দতত্ত্ব এক হইলেও শ্রোত্রাদি অবচ্ছেদ বশে অনেক রূপের ন্যায় ('ইব') প্রকাশিত হয়।[১] এখন প্রশ্ন হইতে পারে, (তোমার মতে সমস্ত জগৎ একরূপ। সুতরাং) শ্রোত্রাদির ভেদ কিংনিবন্ধন? আমরা বলি বিষয়ভেদ প্রতিপত্তি নিবন্ধন। বিষয়ভেদ প্রতিপত্তি কিংনিবন্ধন? শ্রোত্রাদি ভেদ নিবন্ধন। তাহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও ইতরেতরাশ্রয়তা হয়। (তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে।) হাঁ্যা সত্যই হয়। উহা (ইতরেতরাশ্রয়তা) অবিদ্যামাতৃকা। অতএব পণ্ডিতগণ উহা অবিদ্যা বলিয়া থাকেন।[২] সুতরাং তত্ত্ববিদ্‌গণের উচিত একমাত্র বিবর্তবাদকে আশ্রয় করা। উহাই উপপন্ন হয়।"[৩] ইহার উত্তরে মীমাংসক বলেন, "শ্রোত্রাদি ভেদকে অবিদ্যাকল্পিত বলাতে, বলা হয় যে এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই অবিদ্যাজাল। (বাক্য ও বাক্যার্থের কখন ভেদ, কখন অভেদ বলাতে) তাহা অর্ধভারতী ন্যায় হয় না কি? তাহাতে বিবর্তবাদী বলেন, "তুমি আমার উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পার নাই। কেননা, আমি ব্রহ্মাবস্থায় অভেদ বলিয়াছি। ব্রহ্মরূপে ভেদ নির্দেশ করিতে কেহ সমর্থ নহে। আর শাস্ত্রার্থরূপে শ্রোত্রাদির ন্যায় ভেদের নিরাকরণ করিতে কেহ সমর্থ নহে।" ইত্যাদি।[৪] ইহার তাৎপর্য যেমন শালিকনাথ বলিয়াছেন, ভেদ অবিদ্যাজনিত, পরন্তু পরমার্থত অভেদই। এই বিবর্তবাদী বৈয়াকরণগণ শব্দতত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলেন। সেইহেতু প্রভাকর তাহাদিগকে "একত্ববাদী"[৫] এবং "ব্রহ্মবাদী"[৬]ও বলিয়াছেন।

"অত এক এবায়ং বহুধা বিকল্প্যাবগম্যতে লোকে বেদে চেতি ব্রহ্মবিদো মন্যন্তে। তস্মাদ্বিবর্ত এবায়মিতি ব্রহ্মবিস্তিরবগন্তব্যাম্। বেদস্তিরিত্যর্থঃ।" ইত্যাদি।[৭]

১। 'বৃহতী', ১৪৭-৮ পৃষ্ঠা। শালিকনাথ লিখিয়াছেন, "যদ্যপি পরমার্থতো ভেদো নাস্তি, তথাপি শ্রোত্রাদ্যুপাধিভেদেন ভিন্নবুদ্ধির্ভবতি।" (১৪৮ পৃষ্ঠা)

২। শালিকনাথ ইহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যেয়মিতরেতরাশ্রয়তা ইয়মবিদ্যা মাতৃকা। মাতৃকা সদৃশী। যদি হি কাচিদনুপপত্তির্ন স্যাৎ বিদ্যৈব স্যাৎ, অনুপপন্নার্থৈবাবিদ্যা।" (১৪৯ পৃষ্ঠা)

৩। ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা। ৪। ১৫৫-৬ পৃষ্ঠা। ৫। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ৬। ১।১।২৪, ৩৭০ পৃষ্ঠা।

৭। বৃহতী, ১।১।২৪, ৩৬০-১ পৃষ্ঠা; আরও দ্রষ্টব্য ৩৬৯-৩৭০ পৃষ্ঠা (পরে পৃষ্ঠায় এই এই বচনের এবং তদুপরি শালিকনাথের ব্যাখ্যার উল্লেখ হইয়াছে।)

উম্বেক ভট্ট

(৬)

আচার্য কুমারিলের 'শ্লোকবার্তিকে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য উম্বেকভট্ট অদ্বৈতবাদের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। এখানে তাহার আরও বিশেষ পরিচয় দিতেছি।

বৌদ্ধগণ বহির্জগতের সদ্ভাব স্বীকার করেন না। তথাপি উহার সাংবৃতিক সত্যতা অঙ্গীকার করিয়া প্রামাণ্যাপ্রমাণ্য ব্যবহার এবং ধর্মাধর্মোপদেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। আচার্য উম্বেক বলেন,

"তচ্চেতদাত্মাদ্বৈতবাদিভিরপীষ্টমেব বাহ্যার্থপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বং বদদ্ভিঃ"[১] "বাহ্যার্থপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববাদী আত্মাদ্বৈতবাদিগণেরও তাহা অবশ্যই ইষ্ট'। অন্যত্রও তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন।

"নমু সাংবৃতেন রূপেণ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারোঽস্ত্যেব অতঃ সাংবৃতাদেব প্রমাণাৎ অদ্বৈতরূপং সত্যং প্রতীমঃ; পরমার্থতায়াং তু ন কিঞ্চিৎ প্রমাণং নাপি প্রমেয়ম্; অপি তু অপরসাধনমেকং তত্ত্বম্। ইহং চৈতদেব বেদান্তবাদিভিরপি—'আত্মৈবেদং সর্বম্' ইত্যেবং বদদ্ভিঃ; অয়ং তু সর্বোঽবিদ্যাবিজৃম্ভিতো ভেদপরমর্শঃ, আত্মৈব ইতি তু সত্যমিতি।"[২] (দ্বৈতবাদী মীমাংসক আপত্তি করেন যে অদ্বৈততত্ত্ব ব্যতীত অপর কিছুরই সদ্ভাব অদ্বৈতবাদী বৌদ্ধ স্বীকার করেন না। তাই অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ করিবার কোন সাধন তাঁহার নাই। তাহাতে বৌদ্ধ বলেন যে) 'সাংবৃতরূপে প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার অবশ্যই আছে। সাংবৃত প্রমাণেই আমরা অদ্বৈতরূপকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করি। পরন্তু পরমার্থত-প্রস্থায় কোন প্রমাণও নাই, প্রমেয়ও নাই। তখন স্বতঃসিদ্ধ এক অদ্বৈততত্ত্বই থাকে।' তাহাতে উম্বেক বলেন, বেদান্তবাদীদিগেরও তাহা অবশ্য ইষ্ট। কেননা, তাঁহারা বলেন, এই সমস্ত আত্মাই। দৃশ্যমান এই সমস্ত ভেদবৈচিত্র্য অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত মাত্র, পরন্তু (বস্তুত) আত্মাই। (একমাত্র) তাহাই সত্য। (ভেদপ্রপঞ্চ সত্য নহে)।'

"এবমদ্বৈতাবগতাবপি অবিদ্যাবস্থায়ামুপায়োপেয়ভাবঃ পারমার্থিকো ভব-

১। 'শ্লোকবার্তিক-ব্যাখ্যা' [তাৎপর্য টীকা], ১১৬ পৃষ্ঠা। ২। ঐ, ২২৯ পৃষ্ঠা।

ত্যেব ; অদ্বৈতমেবাবগম্যমানমুপায়স্ত ভ্রান্ততামবগময়তি ; বিদ্যাবস্থায়াস্ত প্রমাণ-প্রমেয়প্রমাতৃপ্রত্যস্তময়ান্ন বিদ্মঃ—কিমেকমুতানেকম্ ইতি।"[১] '(অদ্বৈতবাদী বলেন) অবিদ্যাবস্থায় অদ্বৈতাবগতির জন্য উপায়োপেয়ভাব পারমার্থিকই হয়। অদ্বৈতাবগতি হইলেই উপায়ের ভ্রান্ততা অবগতি হয়, (তৎপূর্বে নহে)। বিদ্যাবস্থায় প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা প্রত্যস্তমিত হয়। সেইহেতু তখন এক কি অনেক কিছুই জানি না'

ইহা হইতে জানা যায় যে উম্বেক 'আত্মাদ্বৈতবাদী এবং বেদান্তবাদীকে অভিন্ন মনে করিতেন। একস্থলে তিনি অদ্বৈতবেদান্তমতকে "শ্রোত্রিয়পক্ষ"ও বলিয়াছেন।[২] তাহাতে অনুমান হয় যে উম্বেক মনে করিতেন যে বেদান্তের তাৎপর্য অদ্বৈতবাদে।

শালিকনাথ

(৭)

'প্রকরণপঞ্চিকা'য় শালিকনাথ আত্মা সম্বন্ধে নানা মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। "কেহ কেহ বুদ্ধিকেই আত্মা মনে করেন। অপরে বহিরিন্দ্রিয়-সমূহকেই আত্মা বলেন। কেহ দেহকেই আত্মা মনে করেন। কেহ কেহ বলেন, আত্মা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর হইতে ভিন্ন এবং অনুমানগম্য। পরন্তু কাহারও মতে আত্মা মানসপ্রত্যক্ষগম্য। কাহারও মতে স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু অপরে মনে করেন যে আত্মা সকল প্রতিপত্তিসিদ্ধ চিন্মাত্র। কেহ আত্মাকে ক্ষণিক মনে করেন। অপরে কূটস্থ নিত্য মনে করেন। আত্মা পরমাণু পরিমাণ, শরীর পরিমাণ, সর্বগত, ইত্যাদি বলিয়া বাদিগণ বিবাদ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন সর্বক্ষেত্রে আত্মা একই, অভিন্ন। অপরে বলেন আত্মা বহু, এবং প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন।"[২] আত্মা সম্বন্ধে এইপ্রকার বহু মতভেদ বর্তমান থাকায় তিনি অপর সমস্ত বাদ খণ্ডন করত প্রভাকর মতে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে অদ্বৈতবাদ সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ এখানে করা যাইবে।

১। 'শ্লোকবার্তিক-ব্যাখ্যা' [তাৎপর্য টীকা], ২০০ পৃষ্ঠা। ২। ঐ, ১৪৯ পৃষ্ঠা।
২। 'প্রকরণপঞ্চিকা', ৮ম প্রকরণ, ১৪১ পৃষ্ঠা।

শালিকনাথ লিখিয়াছেন,

"কঃ পুনরেষ মোক্ষ। অবিদ্যাঽস্তময় ইতি কেচিৎ। এব (?ক) মেবাদ্বিতীয়মসংসৃষ্টং সকলোপাধিপরিশুদ্ধং ব্রহ্ম তদনাদ্যবিদ্যাবশেন শরীরাদি সদ্বিতীয়মিবোপাধিকলুষিতাবভাসমানং লব্ধজীবব্যপদেশং সম্বদ্ধমিব কল্প্যতে। অতোঽনাদ্যবিদ্যৈব সংসারো নিখিলবিকল্পাতীতপরিশুদ্ধবিদ্যোদয়াৎ তদস্তময় এব মোক্ষঃ।"[১] 'মোক্ষ কি? কেহ কেহ বলেন, অবিদ্যাবিনাশই (মোক্ষ)। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, অসংসৃষ্ট এবং সকলোপাধি পরিশুদ্ধ। অনাদি অবিদ্যা বশে উহা সদ্বিতীয়ের ন্যায় হইয়াছে এবং উপাধি দ্বারা কলুষিত বলিয়া অবভাসিত হইয়া জীব সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। উহা সৎস্বরূপ হইয়াও যেন বদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইতেছে। সুতরাং অনাদি অবিদ্যাই সংসার। নিখিল বিকল্পাতীত পরিশুদ্ধ বিদ্যোদয়ে উহার বিনাশই মোক্ষ।' এই মত অদ্বৈতমতই। শালিকনাথ নিজে তাহা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন। তিনি ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন।[২] অদ্বৈতবাদিগণ স্বপক্ষে যেসকল শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তিনি উহাদের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই খণ্ডন-মণ্ডনে অদ্বৈতবাদের স্বরূপের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মীমাংসক—"অদ্বৈততত্ত্ব কোন প্রমাণের গোচর হয় না।"

অদ্বৈতী—"উহা প্রত্যক্ষই। বিধিমাত্রোপক্ষীণব্যাপার এবং অন্যোন্যভেদাপরিপৃষ্ট ঐ একই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া থাকে।"

মীমাংসক—"উহা ঠিক নহে।"……

অদ্বৈতী—"শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারাই অদ্বৈত সিদ্ধ হয়।"

মীমাংসক—"তাহা নহে। কেননা আগমের প্রামাণ্য একমাত্র কার্যবিষয়ক বলিয়া সিদ্ধ হয়; (সিদ্ধ) তত্ত্বে উহার প্রামাণ্য উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু আগম বাক্যার্থে প্রমাণ। উহা অনেকপদার্থাত্মক বাক্যার্থে জ্ঞান উৎপাদন করে। সুতরাং অদ্বৈতর বোধ কি প্রকারে অবভাসিত করিবে।"……

অদ্বৈতী—"'স এষ নেতি নেতি' (উহা ইহা নহে ইহা নহে) ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত উপাধির নিষেধ দ্বারা নানাভূত বস্তুস্তর অপাকরণ করত আগম অদ্বৈত সিদ্ধ করেন।"

১। 'প্রকরণপঞ্চিকা', ৮ম প্রকরণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা ২। ঐ, ১৫৪-৬ পৃষ্ঠা।

মীমাংসক—"তাহাও অসার। 'খবেষ' ইত্যাদি বাক্যে সদ্রূপতয়া যে বস্তু প্রত্যবমৃষ্ট হইয়াছে, অসত্ত্বোপাদক নকারের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। 'আছে' এবং 'নাই'এর যেমন সম্বন্ধ হইতে পারে না, তদ্বৎ। অধিকন্তু শ্রুতির নিষেধ বাক্যসমূহে কোন কিছুর আত্যন্তিক নিষেধ হয় নাই। পরন্তু কচিৎ নিষেধ হইয়াছে। অদ্বৈতাভিমানী তুমি আত্যন্তিক নিষেধই অভিলাষ করিতেছ। প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতাববোধক শ্রুতিবাক্য যথাবস্থিত বলিয়া বিবৃত করা ন্যায্য নহে।

অদ্বৈতী—"প্রত্যক্ষাদির বিরুদ্ধ হইলেও শ্রুতির প্রামাণ্যকেই বলবত্তর মানিতে হইবে। সুতরাং তদ্বলে প্রত্যক্ষাদিরই ভ্রান্ততা মনে করিতে হইবে।

মীমাংসক—"উহা মনোরথ মাত্র। প্রত্যক্ষাদিবিরোধে পদার্থসমূহের অন্বয়-যোগ্যতা থাকে না। সেই হেতু তদ্বিরোধে আম্নায়েরই প্রামাণ্য অনুদয় হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধ হইলে শ্রুতির গৌণ বা লাক্ষণিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। যথা, আনন্দশ্রুতিসমূহ স্বাভাবিক দুঃখাভাব-পরক বলিয়া বলিতে হইবে। লৌকিক আনন্দ অল্প এবং দুঃখানুষক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একত্বশ্রুতিসমূহ একই শরীরে একই আত্মার স্বামিত্ব প্রতিপাদক।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"

এই শ্রুতির তাৎপর্য—একই আত্মা দেহাত্মাভিমানবশত জন্মে জন্মে ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অনেক দেহ পরিগ্রহণ করিলেও আত্মা বস্তুত একই—ইহাই নানাত্ব নিষেধক শ্রুতির তাৎপর্য। 'স এষ নেতি নেতি' শ্রুতি শরীরাদির আত্মত্ব নিষেধ করত আত্মার তদ্ব্যতিরিক্ততা প্রতিপাদন করে মাত্র। বিজ্ঞানশ্রুতিসমূহ চিচ্ছক্তিযোগিত্বাশ্রয় হেতু ব্যোমাদি হইতে পার্থক্য প্রতিপাদন করে। সর্বাত্মকশ্রুতিসমূহ সমস্তেরই আত্মার্থত্ব হেতু উপচারবশত তাদর্থ্যনিমিত্ত। আত্মজ্ঞানই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ ফল প্রদান করে। সুতরাং উহা বিজ্ঞাত হইলে অপর সমস্ত জ্ঞান নিষ্ফল হয়। ইহা মাত্র বুঝাইবার জন্য শ্রুতি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, 'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতম্' (আত্মাকে জানিলে এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই বিজ্ঞাত হয়)

অদ্বৈতী—"জ্ঞান হইতে ভিন্ন অপ্রকাশাত্মক বস্তুর প্রকাশই উপপন্ন হয় না।

যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা তাহা প্রকাশ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপই। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মই। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধ হয়।

মীমাংসক—"ইহা স্বপক্ষবিরুদ্ধ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি প্রকারে ঐরূপ বলেন? কেননা, ঐরূপে নানা ভূতের আকারসমূহের প্রকাশের সহিত অভেদ হওয়াতে প্রকাশেরও নানাভাবাত্মকতা আপতিত হয়। তাহাতে অদ্বৈত বিদূরিত হয়।"

অদ্বৈতী—"এই পরিদৃশ্যমান বিবিধ আকার প্রপঞ্চ অবিদ্যাধ্যাসবশতই অবভাসিত হয়। (সুতরাং তদ্দ্বারা অদ্বৈত হানি হয় না।)

মীমাংসক—"তাহা তোমার নিজ উক্তির বিরুদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে সদাত্মা প্রকাশ পায় এবং উহার সহিত সদাত্মার তাবৎ আকারসমূহ অভিন্ন। তাহা হইলে, ইহা উপপন্ন হয় না। তথা, সত্যপ্রকাশাত্মার ঐ আকারসমূহ কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে। অধিকন্তু অপ্রকাশাত্মকেরই প্রকাশ সম্ভব হয়—বাহ্যার্থ সিদ্ধ করিতে ইহা বলিয়াছিলে। অতএব ইহা মাহাযানিকপক্ষানুপ্রবেশকারী ব্রহ্মবাদিগণের মোহ মাত্র। অধিকন্তু অত্যন্ত অসৎ প্রপঞ্চকে অবিদ্যা কি প্রকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? অসৎখ্যাতি অসিদ্ধ নহে, কিন্তু অগ্রহরূপই—নয়বীথিতে (৪র্থ প্রকরণে) তাহা সিদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব অবিদ্যা বিনাশই মোক্ষ নহে।"

সাংখ্য, অদ্বৈত এবং প্রভাকর-মীমাংসা-এই তিন মতেই আত্মা বিভু। পরন্তু সাংখ্য ও মীমাংসা মতে আত্মা বহু। প্রতি আত্মা এক বিশেষ শরীরের সহিত সম্পর্কিত। এক শরীরে সমস্ত আত্মা বিদ্যমান থাকিলে ও উহার সহিত যে আত্মার বিশেষ সম্পর্ক আছে সেই আত্মাই ঐ শরীরজ সুখদুঃখাদি ভোগ করে, অপর আত্মাসমূহ করে না। পক্ষান্তরে, অদ্বৈত মতে আত্মা একই। উপাধি হেতুই আত্মা বহু বলিয়া প্রতীত হয়। ঘটাদি উপাধিভেদে যেমন একই আকাশ ঘটাকাশাদি বহুরূপে ব্যবহৃত হয়, তেমন একই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া অবভাসিত হয়।"[১] অনেকাত্মাবাদী ইহাতে দোষ দেন যে যদি সমস্ত ক্ষেত্রে আত্মা একই হয়, তবে একের ধর্মাধর্মাদি সকলেরই হইবে। তাহাতে একাত্মবাদী বলেন,

১। প্রকরণ পঞ্চিকা, ৮ম সংস্করণ, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

"যথা প্রতিবিম্বভাব একস্যৈব মণিকৃপাণদর্পণাদ্যুপাধিবশেন ব্যবস্থিতানি শ্যামত্বাদীনি তথৈকস্যাপ্যাত্মনো নানাশরীরোপাধিবশেন সুখাদয়ো ব্যবতিষ্ঠন্ত ইতি।"[১] 'অর্থাৎ সূর্য এক হইয়াও যেমন মণিকৃপাণদর্পণাদি নানা উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু হয় এবং বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, তেমন একই আত্মা নানা শরীরোপাধি সম্পর্কে নানা হয় এবং শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন গুণ সম্পন্ন হয়।' শালিকনাথ এই যুক্তিতে দোষ দিয়াছেন।[২] তাহার উল্লেখ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

অদ্বৈত মতে আত্মা পরমানন্দস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। অপর বেদান্তীগণও তাহা স্বীকার করেন। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন। শালিকনাথ তাহা স্বীকার করেন না।[৩] অদ্বৈতমতে আত্মা কূটস্থ নিত্য; সুতরাং সম্পূর্ণ নির্বিকার। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন। শালিকনাথ বলেন, ঐ সকল শ্রুতি অপ্রমাণ।

"সকলবিকারশূন্যতাপি বিজ্ঞানাদিবিকারোৎপত্তেঃ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধৈবেতি পরস্পরান্বয়াযোগ্যতয়া নানন্দাদিপরত্বম্। অজরামরত্বয়োস্তু প্রমাণান্তর-প্রসিদ্ধেরেবানুবাদত্বাদপ্রামাণ্যমিতি।"[৪]

'বিজ্ঞানাদি বিকারের উৎপত্তি হেতু (আত্মার) সকলবিকারশূন্যতা ও অবশ্য প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ। পরস্পরান্বয়যোগ্যতা হেতু আনন্দাদিপরতাও নাই। প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধির অনুবাদ বলিয়া অজরামরত্ব বিষয়ক শ্রুতির প্রামাণ্য নাই।'

'ঋজুবিমলা'য় ও শালিকনাথ অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] আমরা এখানে বিশেষভাবে একটা বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

"(দর্শয়তি চ জ্ঞানপ্রধানবর্তী বেদঃ অবচ্ছিন্ত্যাববোধকত্বং বেদস্য) "বেদান্তা হি জ্ঞানে প্রধানে বর্তন্তে; তত্র হি জ্ঞানমেব বিধিবিষয়ঃ—ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিতি;

১। 'প্রকরণপঞ্চিকা', ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা। শালিকনাথ অপর এক একাত্মবাদীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। "তত্র কেচিৎ পণ্ডিতমানিনঃ আহুঃ। কাল্পনিকী সুখাদিব্যবস্থা ভবিষ্যতি। যথৈকাস্মিন্নেব শরীরে পাদাদিবেদনাব্যবস্থা ন ব্যতিকীর্যতে তথা নানাশরীরেষু ন ব্যতি-করিষ্যত ইতি। ন হি পাদগতা বেদনা শিরসি শিরোগতা বা পাদে। ন চ বেদনা পাদা-দিষ্বেব সমবেতেতি শক্যতে বক্তুম্।" (১৫৯ পৃষ্ঠা)। এই মত কাহার? যাহা হউক, শালিকনাথ বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় এই বাদেও দূষণ দিয়াছেন।

২। 'প্রকরণপঞ্চিকা', ১৬০ পৃষ্ঠা, আরও দ্রষ্টব্য, ৯৪ পৃষ্ঠা)।

৩। ঐ, ৯৪, ১৫১-৩ পৃষ্ঠা; ৪। 'প্রকরণপঞ্চিকা', ৯৪ পৃষ্ঠা।

৫। 'প্রকরণপঞ্চিকা'য় শালিকনাথ 'ঋজুবিমলা'র নামোল্লেখ করিয়াছেন। (১৪২ পৃষ্ঠা)

তে চ অবচ্ছিন্ত কাল্পনিকং বিভাগং কল্পয়িত্বা বেদস্তাববোধকত্বমিতি। কেন গ্রন্থেন? ("অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্" 'অত যদ্ভূমা তদমৃতম্' ইতি।) নন্বল্পস্তাত্র মর্ত্যতায়া অস্থায়িত্বং দর্শিতম্; (কিং তদল্পম্?) উত্তরম্—(অবচ্ছেদঃ) কথমবচ্ছেদা অস্থায়িন ইত্যত্রাহ—(কল্পনীয়স্তাবচ্ছেদো দৃষ্টঃ, ন পুনস্তত্ত্বস্ত।) তেন কল্পিতবিষয়ত্বাদবচ্ছেদা, অস্থায়িনস্তত্ত্বসাক্ষাৎকরণে। ('যাবদ্বাচো গতম্' ইত্যাদি চ সর্বমুপপন্নার্থং ভবতি)। যদদ্বৈত প্রতিপাদকং তদুপপন্নার্থং ভবতি। (অন্যথা হি বিরোধঃ স্যাৎ)। কর্মবিধীনাং ভিন্নার্থপ্রতিপাদকত্বে, বিরোধঃ কর্মবিধীনাং ভিন্নার্থপ্রতিপাদকানাং বেদান্তানাং চ স্যাৎ; শব্দবিবর্তাত্মকার্থপক্ষে তু ন বিরোধঃ। (বিরোধে চাপ্রামাণ্যম্)। বেদানাং নিশ্চয়াভাবাৎ। (তস্মাদেকাত্মগুণং) একব্রহ্মাত্মগুণং সকলং (ইদং ব্রহ্মরাশিং) বেদরাশিং (আগমবিদো ব্যাচক্ষতে। সোঽয়মাগমঃ)। যদ্ব্যাকরণম্, প্রামাণিকত্বাৎ। (তদিদং তত্ত্বম্)। যদ্ব্যাকরণোক্তম্। (ত ইমে) বৈয়াকরণা (ব্রহ্মবিদঃ, য এবং বিজানতে। তস্মান্নিবর্তস্বৈতস্মাৎ) মীমাংসক! (ভেদগ্রহণাৎ সংসারানুপাতিনঃ) ইতি।"[১] এই বচনে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে বেদান্তের তাৎপর্য অদ্বৈতবাদে। প্রতীয়মান সমস্ত ভেদ কল্পিত, সুতরাং অস্থায়ী। ব্রহ্মই ভেদবৈচিত্র্যরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারে ঐ সকল থাকে না। বেদান্ত জ্ঞানপ্রধান।

১। 'ঋজুবিমলা', মাদ্রাজ সং, ১।১।২৪, ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা। ( ) এই বন্ধনীর অন্তর্গতাংশ মূল 'বৃহতী'র। শালিকনাথ মূল উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মীমাংসাশাস্ত্র নির্ঘণ্ট

(১) শবরভাষ্য

(২) কুমারিল

(১'১) শ্লোকবার্তিক, উম্বেক ভট্টের টীকাসহ, এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০।

(১'২) শ্লোকবার্তিক পার্থসারথি মিশ্রের 'ন্যায়রত্নাকরা'খ্য টীকাসহ।

(১'৩) " সুচরিত মিশ্র কৃত 'কাশিকা'খ্য টীকাসহ।

(২) তন্ত্রবার্তিক, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী সম্পাদিত, Benares Sanskrit Series, 1903.

(৩) টুপ্ টীকা

(৩) প্রভাকর

(১) বৃহতী (তর্কপাদ), শালিকনাথ প্রণীত 'ঋজুবিমলা' নামক টীকাসহ, এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৩৪।

(৪) মণ্ডনমিশ্র

(১) 'বিধিবিবেক', বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়কণিকা'খ্য টীকাসহ, পণ্ডিত রাম শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কাশী ১৯০৭।

(২) 'ভাবনাবিবেক', উম্বেক ভট্টের টীকাসহ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক সম্পাদিত, Sanskrit Bhavan Text Series, Benares, ২ খণ্ড।

(৩) 'বিভ্রমবিবেক', মহামহোপাধ্যায় এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী এবং টি. ভি. রামচন্দ্র দীক্ষিতার কর্তৃক সম্পাদিত। মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ১৯৩২।

(৪) 'স্ফোটসিদ্ধি'

(৫) 'মীমাংসাসূত্রানুক্রমণী'

(৫) উম্বেক ভট্ট

(৬) শালিকনাথ

(১) 'ঋজুবিমলা', 'বৃহতী'র সঙ্গে মুদ্রিত।

(২) 'প্রকরণপঞ্চিকা', পণ্ডিত মুকুন্দ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত। চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১৯০৪।

চতুর্থ অধ্যায়

সাংখ্যশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

(১)

সাংখ্যসাহিত্য

সাংখ্যশাস্ত্রের যতগুলি গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত 'সাংখ্যকারিকা' প্রাচীনতম মনে হয়। উহাতে সর্বসমেত সপ্ততি কারিকাতে সমস্ত সাংখ্যতত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১] সেইহেতু উহা 'সাংখ্যসপ্ততি' নামেও প্রসিদ্ধ। উহার পাঁচখানি প্রাচীন টীকা এখন পাওয়া যায়।[২] তন্মধ্যে আচার্য মাঠরের 'বৃত্তি' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে হয়। একখানি ভাষ্য আচার্য গৌড়পাদ প্রণীত। তিনি এবং 'মাণ্ডুক্যকারিকা'র গৌড়পাদ অভিন্ন কিনা বলা যায় না। তৃতীয় ব্যাখ্যা 'যুক্তিদীপিকা' নামে খ্যাত। উহার রচয়িতার নাম জানা নাই। তবে উহাকে প্রাচীন মনে করিবার হেতু আছে।[৩] চতুর্থ ব্যাখ্যা আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। উহা 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামে খ্যাত। পঞ্চম টীকার নাম 'জয়মঙ্গলা'। উহা গোবিন্দভগবৎপাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য প্রণীত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকার আদি শঙ্করাচার্য হইতে অবশ্যই ভিন্ন ব্যক্তি। তবে মনে হয়, উহা অপ্রাচীন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে উহা 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'রও পূর্বে হইয়াছিল।[৪]

১। মাঠরের বৃত্তিতে ৭৩ কারিকা এবং গৌড়পাদের ভাষ্যে ৬৯ কারিকা আছে বালগঙ্গাধর তিলক গৌড়পাদের ভাষ্য দৃষ্টে এক কারিকা উদ্ধার করিয়া ৭০ সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। ঐসকল ব্যাখ্যায় আছে, এমন এক কারিকা (৬৩তম) পরমার্থের গ্রন্থে নাই। এই পাঠভেদ 'সাংখ্যকারিকা'র অতি প্রাচীনতা খ্যাপন করে।

২। 'মাঠরবৃত্তি', 'গৌড়পাদভাষ্য' এবং 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' কাশীস্থ চৌখাম্বা-সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 'জয়মঙ্গলা' কলিকাতা ওরিয়েন্টাল-সিরিজে (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে) এবং 'যুক্তিদীপিকা' কলিকাতা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালায় (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। 'যুক্তিদীপিকা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪। Haradatta Sarma, "Jayamangala and the other commentaries on Sankhya-Saptati," Ind. Hist. Quart.., vol. 5 (1929), pp. 417-31

ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। গার্বের মতে, তিনি ১০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক বেল্বকর বলেন যে তিনি দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।[১] অধ্যাপক ধ্রুব দেখাইয়াছেন তিনি খুব সম্ভবত তদপেক্ষাও প্রাচীন হইবেন।[২] পরন্তু ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে ঈশ্বরকৃষ্ণ ৩৪০-৩৯০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে জীবিত ছিলেন।[৩] তাঁহার ঐ অনুমানের হেতু সবল মনে হয় না। বৌদ্ধাচার্য পরমার্থ (৪৯৯-৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) 'সাংখ্যসপ্ততি'কে চীন দেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং ব্যাখ্যাসহ উহার চীনভাষান্তর করিয়াছিলেন।[৪] উহা 'কনকসপ্ততি' বা 'সুবর্ণসপ্ততি' নামে প্রসিদ্ধ। 'অনুযোগদ্বারসূত্র' নামক জৈন আগমগ্রন্থে 'কনকসপ্ততি'র ("কনগসত্তরী") উল্লেখ আছে।[৫] ঐ গ্রন্থ প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'কনকসপ্ততি' উহার পরের হইতে পারে না। মাঠর ও গৌড়পাদের ব্যাখ্যা হইতে পরমার্থ কর্তৃক অনূদিত ব্যাখ্যার কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে মাঠরের পূর্বেও 'সাংখ্যাকারিকা'র টীকা বিরচিত হইয়াছিল।[৬] হইলে পরে এবং পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে পরমার্থ কোন না কোন হেতুতে মাঠরের বৃত্তির কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং অপর কোন কোন অংশ অনুবাদে বিকৃত হইয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে বৃত্তিকার মাঠর প্রথম খ্রীষ্টশতকে বর্ত্তমান ছিলেন। কণিষ্কের (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) মন্ত্রী মাঠর ও তিনি অভিন্ন।[৭] বেল্বকর বলেন তিনি পরমার্থ অপেক্ষা প্রাচীন। ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ

১। S. K. Belvalkar, "Mātharavṛtti", Bhandarkar Commemoration Volume, p. 128.

২। —*Proc. 1st Orient. Conf.*, Poona, 1919, pp. 274-5

৩। 'তত্ত্বসংগ্রহ', গায়কবার-ওরিয়েন্টাল-সিরিজ, Foreward, lxx—lxxii পৃষ্ঠা।

৪। অধ্যাপক টাকাকুসু পরমার্থের চীনভাষান্তরের ফরাসীভাষান্তর করেন এবং অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী আবার উহার ইংরাজী ভাষান্তর করিয়াছেন। (মাদ্রাজ ১৯৩৩ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)।

৫।

৬। S. S. Suryanarayana Sastri, "The Chinese Subarna-Saptati and the Māṭhara-Vṛtti," Journ. Orient, Res-Mad., vol. 5. pp, 34-40

৭। Haraprasad Sastri, "Chronology of the Sānkya System," Journ. Bih. Ores. Res. Soc, 1923

ভট্টাচার্যের মতে, মাঠর ৫০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে দিঙনাগের (৩৪৫-৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ) পরে এবং পরমার্থের (৪৯৯-৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্বে বর্তমান ছিলেন।[১] 'অনুযোগদ্বারসূত্রে' 'কনকসপ্ততি' ও' 'ষষ্টিতন্ত্রে'র সঙ্গে সঙ্গে মাঠরের নাম ও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই হেতু, ধ্রুব বলেন,[২] মাঠর তদপেক্ষা প্রাচীন। সম্ভবত মাঠর প্রথম খ্রীষ্ট শতকে ছিলেন।

'সাংখ্যকারিকা'র উপসংহারে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে তিনি 'ষষ্টিতন্ত্রে'র সার সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র।[৩] ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। উহা কাহার দ্বারা কখন রচিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। 'জয়মঙ্গলা' কাব্যের উক্তি মতে উহা আচার্য পঞ্চশিখ প্রণীত।[৪] কেহ কেহ উহাতে শঙ্কা করেন।[৫] যাহা হউক, প্রাচীন 'ষষ্টিতন্ত্রে'র একাধিক সংস্করণ রচিত হইয়াছিল মনে হয়। 'ষষ্টিতন্ত্র' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মত পাওয়া যায়। এক মতে, উক্ত গ্রন্থে মোট ৬০ খণ্ড বা অধিকরণ ছিল, তাই উহা 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে অভিহিত হইত। অপর মতে, উহাতে ৬০ পদার্থের আলোচনা হইয়াছিল।[৬] এক এক অধিকরণে এক এক পদার্থের চর্চা হইয়াছিল এবং মোট ৬০ অধিকরণে ৬০ পদার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিলে ঐ মতদ্বয়ের সমন্বয় হইতে পারে। 'জয়মঙ্গলা'কার বস্তুত তাহাই বলিয়াছেন।[৭] কিন্তু ঐ কল্পনা নির্দোষ নহে। উহার বিরুদ্ধে শঙ্কা করিবার হেতুও আছে। পরন্তু পদার্থ গণনায় মতভেদ দৃষ্ট হয়। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' নামক প্রাচীন পাঞ্চরাত্র আগমে 'ষষ্টিতন্ত্রে'র বিষয়সূচী আছে।[৮] তন্মতে 'ষষ্টিতন্ত্র'

'তত্ত্বসংগ্রহ', Foreword, pp. lxxv—lxxvii

Proc. 1st. Orient. Conf., Poona, 1919, pp, 267-9, 274-7.

৩ "সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থা কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাঃ॥"—(৭২ কারিকা)

পরে দ্রষ্টব্য।

M. Hiriyanna, "The Sastitantra and Varṣagaṇya", Journ. Orient Res. Mad. vol. III (1929), pp. 107-112

৬। "ষষ্টিপদার্থ যস্মিন্ শাস্ত্রে তন্ত্র্যন্তে তৎ ষষ্টিতন্ত্রম্" (মাঠরবৃত্তি ৭১ কারিকার অবতরণিকা)।

৭। "পঞ্চশিখ মুনিনা বহুধা কৃতং তন্ত্রম্। ষষ্টিতন্ত্রাখ্যং ষষ্টিখণ্ডং কৃতমিতি। তত্রৈব হি ষষ্টিরর্থা ব্যাখ্যাতা"—(৭০ কারিকা ভাষ্য)।

৮। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'। ১২।১৮-৩১.১

প্রাকৃত মণ্ডল ও বিকৃত মণ্ডল নামে মুখ্যত দুইভাগে বিভক্ত। প্রাকৃত মণ্ডলে ৩২ "তন্ত্র" বা ভেদ এবং বিকৃত মণ্ডলে ২৮ "কাণ্ড" বা ভেদ আছে। একত্রে সমগ্র গ্রন্থে ৬০ "ভেদ" আছে। কোন কোন তন্ত্র বা কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় কি তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। বিষয় সংখ্যা (১৪+১৮)=৩২।[১] অপরপক্ষে ঈশ্বরকৃষ্ণ নিজে ৫০ ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] তদ্ব্যতীত অপর দশ "মৌলিক" ভেদ আছে। 'তত্ত্বসমাসে' তাহা উক্ত হইয়াছে।[৩] মাঠর একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।[৪] বাচস্পতি মিশ্র 'রাজবার্তিক' নামক গ্রন্থ হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫] ঐ বচন 'যুক্তিদীপিকার' উপোদ্‌ঘাতেও আছে। উহাতেও ঐ ৬০ তত্ত্বভেদের উল্লেখ আছে। অন্যত্রও ঐ প্রকার তত্ত্বগণনা দেখা যায়।[৬] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'তে প্রদত্ত বিষয়সূচী হইতে অন্যত্র প্রাপ্ত বিষয়ের পার্থক্য আছে। এইরূপে 'ষষ্টিতন্ত্রে'র দুইটি সংস্করণের সম্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় সংস্করণেই ৬০ অধিকরণ ছিল বোধ হয়। পরন্তু আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। এই সংস্করণদ্বয়ের কোনটা আগের, কোনটা পরের তাহা নিরূপণের কোন উপায় এখনও পাওয়া যায় নাই। উহাদের কোন একটি মূল ষষ্টিতন্ত্র কিনা, তাহাও বলা যায় না। ঈশ্বরকৃষ্ণ মাঠর প্রোক্ত সংস্করণের অনুসরণ করিয়াছেন। জৈনাচার্য গুণরত্ন (১৪শ খ্রীষ্ট শতক) 'ষষ্টিতন্ত্রোদ্ধার' নামক একটি সাংখ্যগ্রন্থের নাম করিয়াছেন।[৭] উহা প্রাচীন 'ষষ্টিতন্ত্রে'র

১। "ষষ্টিভেদং স্মৃতং তন্ত্রং সাংখ্যং নাম মহামুনে।"—(অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ১২।১৯.১)
"ষষ্টিতন্ত্রাণ্যথৈকৈকযামেষাং নানাবিধং মুনে।
ষষ্টিতন্ত্রমিদং সাংখ্যং সুদর্শনময়ং হরেঃ॥" (ঐ, ১২।৩০।)

২। "পঞ্চবিপর্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তেশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥"—(৪৭ কারিকা)

৩। "দশমূলিকার্থা"

৪। "অস্তিত্বমেকত্বমথার্থবত্ত্বং পারার্থ্যমন্যত্বমতো নিবৃত্তিঃ।
যোগো বিয়োগো বহবঃ পুমাংসঃ স্থিতিঃ শরীরস্য বিশেষবৃত্তিঃ॥"—
(মাঠরবৃত্তি, ৭২ কারিকা)

৫। "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী", ৭২ কারিকা

৬। 'সাংখ্যকারিকা, ৭২ কারিকার বালরামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
পরমার্থের চীনভাষান্তরেও এই ষষ্টি পদার্থের উল্লেখ আছে।

৭। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে'র গুণরত্নবিরচিত 'তর্করহস্যদীপিকা'খ্য টীকা, ৩। ১০৯ পৃঃ

পরিবর্তিত সংস্করণ বিশেষ হইবে। আরো অধিক সম্ভব যে উহাতে গ্রন্থকার বিলুপ্ত 'ষষ্টিতন্ত্রে'র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

'ষষ্টিতন্ত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। 'অনুযোগদ্বারসূত্র', 'নন্দীসূত্র' এবং 'ভগবতীসূত্রে' নামক প্রাচীন জৈন আগমশাস্ত্রে উহার উল্লেখ আছে ("সট্টিতংতং")।[১] 'অনুযোগ-দ্বার সূত্র খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। 'ভগবতী' সূত্র তাহারও পূর্বেকার। উহা ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বোব্দো-পকালে প্রণীত হয়। উহাদিগেতে 'ষষ্টিতন্ত্রে'র উল্লেখ থাকায় বলিতে হয় যে ঐ গ্রন্থ তদপেক্ষা প্রাচীন। অধ্যাপক ধ্রুব বলেন,[২] 'ষষ্টিতন্ত্র' অবশ্যই খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। উহার রচনা কাল, বার্ষ্যগণ্য-রচিত হইলে, ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ প্রায়, পঞ্চশিখ রচিত হইলে, তৎপূর্ব হইবে।

সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্তক ভগবান কপিল। তিনি মহর্ষি আসুরিকে উহার উপদেশ করেন। এবং আসুরি পঞ্চশিখকে উহা শিক্ষা দেন। মহাভারতা-দিতে তাহা বিবৃত হইয়াছে।[৩] ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকরিকা'য়ও তাহার উল্লেখ আছে।[৪] আসুরি কপিলের ঠিক অন্তেবাসী শিষ্য ছিলেন না। কথিত আছে যে "আদি বিদ্বান ভগবান্ পরমর্ষি (কপিল) করুণাবশত নির্মাণচিত্ত গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসু আসুরিকে তন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন।" 'পাতঞ্জল-দর্শনে'র ব্যাস-কৃত ভাষ্যে কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ঐ উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, উহা আচার্য পঞ্চশিখের।[৫] 'মাঠরবৃত্তি'র উপোদ্ঘাতে ঐ ঘটনা বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক ঐ উক্তিস্থ 'তন্ত্র' শব্দে যদি 'ষষ্টিতন্ত্র'কেই বস্তুত লক্ষ্য করা হইয়া

১।

২। *Proc. Ist. Orient. Conf.*, Poona, 1919, pp. 274-5.

'মহাভারতে' বুদ্ধির ৬০ গুণের উল্লেখ আছে। (১২।২৫৫।১২) তথায় বিবৃত হইয়াছে যে আত্মার সঙ্গে সর্বসমেত ৭১ গুণ সংশ্লিষ্ট আছে। (১২।২৫৫ অধ্যায়) শিবের এক নাম 'ষষ্টিভাগ' (১৩।১৭।৭২)

৩। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২১৮।

৪। 'সাংখ্যকারিকা', ৭০ কারিকা দ্রষ্টব্য।

পরমার্থের গ্রন্থের চীনদেশে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মতে আসুরি পঞ্চশিখ ও বিন্ধ্যবাসকে সাংখ্যবিদ্যার উপদেশ দেন। কিন্তু কোরিয়াতে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে বিন্ধ্যবাসের নাম নাই।

৫। 'ব্যাসভাষ্য', ১।২৫ এবং বাচস্পতি মিশ্র কৃত 'তত্ত্ববৈশারদী' নামক উহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

থাকে, তবে বলিতে হয় যে মূল 'ষষ্টিতন্ত্র' ভগবান-কপিল প্রণীত। বেদান্তাচার্য ভাস্কর স্পষ্ট বাক্যে তাহাই বলিয়ছেন,

"কপিলমহর্ষিপ্রণীত ষষ্টিতন্ত্রাখ্য স্মৃতেঃ"[১]

ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, পঞ্চশিখ আসুরি হইতে প্রাপ্ত তন্ত্রকে বহু করিয়াছিলেন।[২] এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মাঠর ও 'যুক্তিদীপিকা'-কারের মতে, উহার প্রকৃতার্থ এই যে পঞ্চশিখ বহুশিষ্যকে সাংখ্যতন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন উহার বহুল প্রচার করিয়াছিলেন।[৩] পরমার্থ এবং 'জয়মঙ্গলা'-কার মনে করেন যে পঞ্চশিখ মূল সংক্ষিপ্ত 'ষষ্টিতন্ত্র'কে প্রপঞ্চিত করিয়া বৃহদাকার করিয়াছিলেন।[৪] অপরে মনে করেন যে পঞ্চশিখ অন্যপ্রকারে মূল সাংখ্যতন্ত্রকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন।[৫] ঐ পরিবর্ধিত বৃহৎ সংস্করণ ও 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে পরিচিত ছিল।

১। 'ব্রহ্মসূত্র', ২।১।১ ভাস্করভাষ্য।

২। "আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন বহুলীকৃতং তন্ত্রম্"—(৭০ কারিকা)
'বহুলী'স্থলে 'বহুধা' পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

৩। এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে মনে করিতে হইবে যে পঞ্চশিখের পূর্বে সাংখ্যমতের বিশেষ প্রচার ছিল না। পরন্তু 'মহাভারতে' দেখা যায়, এমন কি আসুরিরও পূর্বে কপিলের সাংখ্যমতের বিশেষ প্রচার ছিল। আসুরি "কাপিল মণ্ডলে" তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। (শান্তিপর্ব, ২১৮।১১.১ ; ১৪.২)

৪। ? পৃষ্ঠার ? সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পরমার্থ লিখিয়াছেন, পঞ্চশিখের সংস্করণে ৬০০০০ শ্লোক ছিল। এইটা ভুল বা অতিশয়োক্তি মনে হয়।

৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য বলেন, মূল সাংখ্যে ২৪ তত্ত্ব ছিল। তন্মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, পুরুষের অবস্থান্তর মাত্র। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষে মিলিয়া একই তত্ত্ব। একই তত্ত্বের এক (অব্যক্ত) অবস্থার নাম পুরুষ এবং (ব্যক্ত) অবস্থার নাম প্রকৃতি। পুরুষ বহু। সুতরাং প্রকৃতিও বহু। পরবর্তী সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন তত্ত্ব ; পুরুষ বহু, কিন্তু প্রকৃতি এক ; মোট তত্ত্ব ২৫ তত্ত্ব। গুণরত্ন প্রথমটাকে মৌলিক সাংখ্য এবং অপরটাকে উত্তরসাংখ্য বলিয়াছেন।

"মৌলিক সাংখ্যা হি আত্মানমাত্মানং প্রতি পৃথক্ প্রধানং বদন্তি, উত্তরে তু সাংখ্যা সর্বাত্মস্বপ্যেকং নিত্যং প্রধানমিতি প্রপন্নাঃ।" ('ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে'র সাংখ্যভাগের উপর গুণরত্নের টীকা)। এই হিসাবে চরকোক্ত সাংখ্য মৌলিক সাংখ্য এবং ঈশ্বরকৃষ্ণোক্ত সাংখ্য উত্তর সাংখ্য। ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করেন যে সাংখ্যমতের এই পরিবর্তন পঞ্চশিখ করেন। 'মহাভারতে' দেখা যায়, পঞ্চশিখ কখন কখন ২৪ তত্ত্বের, আর কখন বা ২৫ তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, তিনি প্রথমে তত্ত্ব সংখ্যা ২৪ মনে করিতেন, পরে, প্রকৃতি ও পুরুষকে পৃথক্ গণনা করিয়া, ২৫ মনে করিতেন। সেইহেতু বলা হয় যে পঞ্চশিখ প্রাচীন তত্ত্বকে বহু করিয়াছেন। (*Ind. Hist. Quart.*)

এই অনুমান নির্দোষ মনে হয় না। কেননা সাংখ্যমতে মহদাদি সমস্তই প্রকৃতিরই বিকৃতি বা অবস্থান্তর। অথচ তত্ত্বসংখ্যা নিরূপণে তাহাদের পৃথক গণনা হয়। সেই-প্রকারে, প্রকৃতি পুরুষ একই তত্ত্বের অবস্থান্তর হইলেও উহাদের পৃথক গণনা হওয়া উচিত।

যাহা হউক, ইহা জানা যায় যে, আচার্য পঞ্চশিখ-প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থ ও 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে অভিহিত হইত। ঈশ্বরকৃষ্ণ উহারই সার সংগ্রহ করিয়াছেন। উহাতে "আখ্যায়িকা" এবং "পরবাদ"ও ছিল। ঈশ্বরকৃষ্ণ ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণ "শিষ্যপরম্পরাক্রমে" সাংখ্যশাস্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চশিখের পরবর্তী সাংখ্যাচার্য-পরম্পরার উল্লেখ তিনি করেন নাই। মাঠর আরও কতিপয় আচার্যের নাম করিয়াছেন। যথা, পঞ্চশিখ, ভার্গব, উলুক, বাল্মীকি, হারীত, দেবল, প্রভৃতি।[১] 'যুক্তিদীপিকা'কার হারীত, বাদ্ধলি, কৈরাত, পৌবিকর্ষভেশ্বর, পঞ্চাধিকরণ, পতঞ্জলি, বার্ষগণ্য, কৌণ্ডিন্য ও মূকের নাম করিয়াছেন।[২] 'জয়মঙ্গলা'তে গর্গ ও গৌতমের নাম আছে।[৩] 'মহাভারতে' অনেক সাংখ্যাচার্যের নাম পাওয়া যায়।[৪] মাঠরোক্ত (অসিত) দেবল ও ভৃগু (বা ভার্গব), 'যুক্তিদীপিকা'কারোক্ত বার্ষগণ্য এবং 'জয়মঙ্গলা'কারোক্ত গর্গ ও গৌতমের নাম তথায় পাওয়া যায়। জৈনাচার্য অকলঙ্ক কপিল, উলুক, গার্গ্য, ব্যাঘ্রভূতি, বাদ্ধলি ও মাঠরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[৫] পরমার্থের চীনভাষান্তরের মতে, সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্য-পরম্পরা এই—কপিল→আসুরি→পঞ্চশিখ→হো-কিয়া→উলুক→পো-পো-লি →ঈশ্বরকৃষ্ণ। এই সকল বিভিন্ন উক্তি হইতে সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্য-পরম্পরা নিরূপণ করা অসম্ভব মনে হয়।

বার্ষগণ্য এবং বিন্ধ্যবাসী নামে দুই জন সাংখ্যাচার্য এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত কোন গ্রন্থ অধুনা পাওয়া যায় না। পরন্তু প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ আছে এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে

১। 'কপিলাদাসুরিণা প্রাপ্তমিদং জ্ঞানম্। ততঃ পঞ্চশিখেন তস্মাদ্‌ভার্গবোলূক বাল্মীকি-হারীতদেবলপ্রভৃতীনাহংগতম্। ততস্তেভ্য ঈশ্বরকৃষ্ণেণ প্রাপ্তম্।"—(মাঠরবৃত্তি, ৭১ কারিকা)

২। "সংক্ষেপেন তু যাব......হারীত-বাদ্ধলি—কৈরাত—পৌবিকর্ষভেশ্বর—পঞ্চাধিকরণ—পতঞ্জলি—বার্ষগণ্য—কৌণ্ডিন্য—মূকাদিক (?) শিষ্যপরম্পরাগতম্"—(যুক্তিদীপিকা, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

৩। 'মুনেরাসুরে পঞ্চশিখস্তথা গর্গগৌতম প্রভৃতি...অনয়া শিষ্যপরম্পরয়া।"

৪। জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিসেন, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্র এবং কশ্যপ—ইঁহারা গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩১৮।৫৯-৬৩)

৫। অকলঙ্ক-বিরচিত 'তত্ত্বার্থরাজবার্তিক', কাশীসংস্করণ, ৫১ পৃষ্ঠা।

অনূদিত বচন আছে।[১] পরমার্থ লিখিয়াছেন,[২] সাংখ্যাচার্য বিন্ধ্যবাসী বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধমিত্রকে বিচারে পরাস্ত করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অযোধ্যার রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করেন। অতপর তিনি বিন্ধ্যপর্বতে প্রত্যাবর্তন করেন। বুদ্ধমিত্রের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধু গুরুর পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সাংখ্যাচার্যের সহিত বিচারযুদ্ধ করিতে বিন্ধ্যপর্বতে গমন করেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি জানিতে পারেন যে বিন্ধ্যবাসী তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে বিফল মনোরথ হইয়া বসুবন্ধু বিন্ধ্যবাসীর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া "পরমার্থসপ্ততি' নামে কারিকাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহা এখন পাওয়া যায় না। পরন্তু পরমার্থের ঐ উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ হেতু নাই। 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা'য় কমলশীল একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩]

"যদেব দধি তৎ ক্ষীরং যৎ ক্ষীরং তদ্দধীতি চ।
বদতা রুদ্রিলেনৈব খ্যাপিতা বিন্ধ্যবাসিতা॥"

এই বচনে বিন্ধ্যপর্বতবাসী রুদ্রিল নামক সাংখ্যাচার্যকে উপহাস করা হইয়াছে। ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন যে এই বচনটি খুব সম্ভবত, বসুবন্ধুর 'পরমার্থসপ্ততি'র।[৪] যদি তাহা সত্য হয়, তবে জানা যায় যে আচার্য বিন্ধ্যবাসীর আসল নাম রুদ্রিল। তিনি বিন্ধ্যপর্বতে বাস করিতেন। সেই হেতু বিন্ধ্যবাসী নামে খ্যাত হন। বাল গঙ্গাধর তিলক মনে করেন যে ঈশ্বরকৃষ্ণই বিন্ধ্যাচল পর্বতে নিবাস হেতু বিন্ধ্যবাসী নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরমার্থের 'সুবর্ণসপ্ততি'র চীনে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মতে বিন্ধ্যবাসী পঞ্চশিখের সহাধ্যায়ী এবং আসুরির শিষ্য। কোরিয়ায়

১। যথা, আচার্য বিন্ধ্যবাসীর উল্লেখ 'কুমারিল ভট্টের 'শ্লোকবার্তিকে' (বেনারস সং ৩৯৩ ও ৭০৪ পৃষ্ঠা) এবং মেধা তিথির 'মনুস্মৃতিভাষ্যে' (১।৫৫) আছে। আচার্য বার্ষগণ্যের নাম পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে (৩।৫৩), বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশে' এবং বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (৪৭ কারিকা) আছে। উদ্যোতকরের 'ন্যায়ভাষ্যবার্তিকে' (১।১।৪) ও বার্ষগণ্যের বচন অনূদিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের 'তাৎপর্য টীকা' হইতে তাহা জানা যায়।

২। J. Takakusu, 'A Study of Paramartha's Life of Vasubandu and the date of Vasubandu", JRAS, 1905, pp. 33ff.

৩। 'তত্ত্বসংগ্রহ', ১৬ কারিকার পঞ্জিকা, ২২ পৃষ্ঠা। ৪। ঐ, Foreword, p. lxii

প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে বিন্ধ্যবাসীর নাম নাই। কোন হিন্দুর লেখায়ও পাওয়া যায় না যে বিন্ধ্যবাসী আসুরির শিষ্য। সুতরাং পরমার্থের ঐ উক্তি, যদি প্রকৃতও হয়, সত্য নহে। তাকাকুসু লিখিয়াছেন, বিন্ধ্যবাসীর গুরুর নাম বৃষগণ। জেকোব বলেন, বিন্ধ্যবাসী বৃষগণের শিষ্যপরম্পরাগত; সুতরাং তিনি বার্ষগণ্য।[১] তাহা সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইতেই বোধ হয় তাকাকুসু অনুমান করিয়াছেন বিন্ধ্যবাসী বৃষগণের শিষ্য।

বসুবন্ধু আচার্য বার্ষগণ্যের নাম করিয়াছেন। তাঁহার 'অভিধর্মকোশে' বৌদ্ধ বৈভাসিক এবং সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ী আচার্যদ্বয়ের বাদানুবাদের বিবৃতি আছে। এক অবস্থায় সৌত্রান্তিকী বৈভাসিকীর সর্বাস্তিবাদকে বার্ষগণ্যের মতানুযায়িগণের মতবাদের তুল্য বলিয়াছেন। উঁহাদের মতে, "যাহা সৎ, তাহা সদাই আছে। যাহা অসৎ, তাহা সর্বদাই নাই। অসতের উৎপত্তি এবং সতের বিনাশ নাই।"[২] ইহা হইতে জানা যায় যে ঐ বার্ষগণ্য সাংখ্যাচার্য ছিলেন। সাংখ্যাচার্য বার্ষগণ্যের নাম 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চীন পর্যটক হুয়েন সাঙ্গের (ভারতযাত্রা ৬২৯-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) শিষ্য কুত্রই-চি লিখিয়াচেন, "পুরাকালে সাংখ্যমত আঠার শাখায় বিভক্ত ছিল। এক শাখার আদ্য প্রবর্তক ছিলেন বি-লি-ষ। উহার অর্থ 'বর্ষা'। তাঁহার অনুযায়িগণ 'বর্ষা-গণ (=বার্ষগণ্য) নামে অভিহিত হইতেন। 'হিরণ্যসপ্ততি উঁহাদের গ্রন্থ।"[৩]

বিন্ধ্যবাসী ও বুদ্ধমিত্রের বিচার বিষয়ক পরমার্থের পূর্বোক্ত বিবৃতির আধারে ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেন যে বিন্ধ্যবাসী খুব সম্ভবত ২৫০-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুরু বৃষগণ (বা বার্ষগণ্য) ২৩০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। বসুবন্ধু বার্ষগণ্যর নাম করিয়াছেন। সুতরাং বার্ষগণ্য বসুবন্ধু (২৮০-৩৬০ খ্রীষ্টাব্দ) অপেক্ষা

১। JRAS, 1905, p. 356

২। Stcherbatsky, *The Central Conception of Buddhism*, p. 89
চন্দ্রকীর্তিও লিখিয়াছেন, "সাংখ্যবৈভাষিকৌ সৎকার্যবাদিনাবেব। সাংখ্যদর্শনে যৎ সৎ তদেবাস্তি যন্ন সৎ তন্নাস্ত্যেব। অসতোঽনুৎপত্তিঃ সতশ্চাবিনাশ ইত্যভ্যুপগমঃ।... ... বৈভাষিকোঽপি স্বভাবানুভূতাদ্ভবপ্রাপ্তিভিয়া কালত্রয়েঽপি সদেব কল্পয়ন্তি।......বৈশেষিক-সৌত্রান্তিকবিজ্ঞানবাদিনোঽসৎকার্যবাদিনঃ।" (The Catuhsataka of Aryadeva, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য সং, ১২০ পৃষ্ঠা)।

৩। JRAS, 1905, pp. 49

অবশ্যই প্রাচীন।[১] 'মহাভারতে'ও বার্ষগণ্যের নাম আছে। সুতরাং তিনি আরও প্রাচীন হইবেন। অধ্যাপক ধ্রুব মনে করেন যে বার্ষগণ্য ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন।[২]

'পাতঞ্জল-যোগদর্শনে'র ব্যাসভাষ্যে আচার্য পঞ্চশিখের বহু বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩] ঐ সমস্তই গদ্য। গুণরত্ন আচার্য আসুরির গ্রন্থ হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বিবিক্তে দৃক্‌পরিণতো বুদ্ধৌ ভোগোঽস্য কথ্যতে।
প্রতিবিম্বোদয়ঃ স্বচ্ছে যথা চন্দ্রমসোঽম্ভসি॥"[৪]

ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' এবং উহার বৃত্তিভাষ্যাদি ব্যতীত আরও কতিপয় সাংখ্যগ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। যথা, 'সাংখ্যসূত্র', তত্ত্বসমাস, সাংখ্য-ক্রমদীপিকা, প্রভৃতি। আধুনিক লেখকগণ প্রায় সকলেই উহাদিগকে অর্বাচীন মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ ধারণা কতটা সত্য নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। 'সাংখ্যসূত্র' মহর্ষি কপিলপ্রণীত বলিয়া অধুনা খ্যাত। কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচকগণ তাহা বিশ্বাস করেন না। মহর্ষি কপিল বিরচিত একটা "সাংখ্যসূত্র" যে প্রাচীনকালে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধাচার্য আর্যদেবের (২০০ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে।[৫] তবে উপলব্ধ 'সাংখ্যসূত্র' ঠিক উহাই কিনা তাহা নিরূপণ করা যায় না। শ্রীটি. আর. চিন্তামণি দেখাইয়াছেন যে,[৬] সপ্তম খ্রীষ্টশতকের প্রথম পাদে রচিত 'ভগীবদজ্জুক' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত আটটি (বা সাতটি) সাংখ্যবচনের

১। তত্ত্বসংগ্রহ, Foreword, p. lxiv;

২। Proc. 1st. Orient Conf., Poona, 1919, pp. 274-5

৩। 'যোগদর্শন, ১।৪, ২৫, ৩৬; ২।৫, ৬, ১৩; ১৭, ১৮, ২০; ৩।১৩, ৪১ সূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য। ইহা বলা উচিত যে ঐসকল বচন পঞ্চশিখের বলিয়া ব্যাস স্পষ্ট বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "তথাচোক্তম্"। পরন্তু বাচস্পতি স্পষ্টত বলিয়াছেন ঐসকল পঞ্চশিখের বচন।

৪। 'তর্করহস্যদীপিকা', ৩।৪৪, ১০৪ পৃষ্ঠা।

৫। আর্যদেবের ঐ গ্রন্থ ('শতশাস্ত্র') এখন পাওয়া যায় না। অধ্যাপক টুচ্চি উহার চীনভাষান্তরের ইংরাজী ভাষান্তর করিয়াছেন। তাহাতে এই সন্ধান পাওয়া যায়। (G. Tucci, *Pre-Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources*, Gaekwad's Oriental Series, 1929, *Śatasātra*, pps 4, 18, 20, 27, 87.

৬। T. R. Chintamani, "Literary Notes—A Note on the date of the Tattasamāsa", JORM, vol. II, pp. 145-7.,

পাঁচটি যথাযথ 'তত্ত্বসমাসে' পাওয়া যায়।[১] 'ভগবদজ্জুকে'র একটী সূত্র 'আত্মা'। বর্তমান তত্ত্বসমাসে আছে 'পুরুষঃ'। প্রাচীন সাংখ্যে 'পুরুষ'কে 'আত্মা' বলা হইত। সুতরাং ঐ পরিবর্তন বিশেষ দোষের নহে। তাহা হইতে বোঝা যায় 'তত্ত্বসমাস' প্রাচীন গ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্র (৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভগবান বার্ষগণ্যের একটা সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, "পঞ্চপর্বাবিদ্যা"।[২] ঐ সূত্র তত্ত্বসমাসে পাওয়া যায় (১৩ সূত্র)। তবে কি 'তত্ত্বসমাস' ভগবান বার্ষগণ্য প্রণীত? ইহা বিশেষ বিবেচ্য।[৩] হইতে পারে যে কালান্তরে উহাতে কিঞ্চিৎ পাঠভ্রষ্টতা আসিয়া পড়িয়াছে। সেইহেতু 'ভগবদজ্জুকে' অনূদিত একটি সূত্র বর্তমান 'তত্ত্বসমাসে' পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞাকর মতি (৯৭০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল ?) 'সাংখ্যক্রমদীপিকা হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪]

"প্রবর্তমানান্ প্রকৃতেরিমান্ গুণাংস্তমোবৃতত্বাদ্বিপরীতচেতনঃ।
অহং করোমীত্যবুধো হি মন্যতে তৃণস্য কুব্জীকরণেঽপ্যনীশ্বরঃ।"

সুতরাং উহা তদপেক্ষা প্রাচীন।[৫]

মহাভারত পুরাণাদিতে এবং মহর্ষি কাশ্যপ ও চরকের আয়ুর্বেদ-সংহিতায় সাংখ্যমতের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 'চরকসংহিতা' প্রথম খ্রীষ্টশতকের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল।[৬] 'কাশ্যপসংহিতা' আরও প্রাচীন।[৭] উহা খ্রীস্টশকারম্ভের ৬০০ বৎসরেরও পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। কথিত আছে

১। "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, ষোড়শ বিকারাঃ, আত্মা, পঞ্চাবয়বঃ, ত্রৈগুণ্যম্, মনঃ, সঞ্চরঃ, প্রতিসঞ্চারশ্চ"—(ভগবদজ্জুক', প্রভাকর শাস্ত্রী সম্পাদিত' ১৫ পৃষ্ঠা)। মুদ্রিত 'তত্ত্বসমাসে' "সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চারঃ" এক সূত্র (৬)। পরন্তু আদিয়ার পুস্তকশালার পাণ্ডুলিপিতে "প্রতিসঞ্চারঃ" নাই।

২। "অত এব "পঞ্চপর্বাবিদ্যা' ইত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্য"—('সাংখ্যকারিকা', ৭৭ বাচস্পতিভাষ্য)

৩। অবিদ্যার পঞ্চপর্বের উল্লেখ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' এবং 'ব্যাসভাষ্যে'ও পাওয়া যায়।

"ইত্যবিদ্যাং হি বিদ্বান্ স পঞ্চপর্বা সমীহতে"—(বুদ্ধচরিত, ১২।৩৩'১)
"সেয়ং পঞ্চপর্বা ভবতি অবিদ্যা"—(ব্যাসভাষ্য, ১।৮)

৪। 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা', প্রজ্ঞাকরমতি-প্রণীত, লুই দিলা ভালে পুসেঁ-সম্পাদিত, ৪৫৫ পৃষ্ঠা। উদ্ধৃতবচন 'সাংখ্যক্রমদীপিকা'র ৫৩ শ্লোক।

৫। গার্বে কল্পনা করেন যে 'সাংখ্যক্রমদীপিকা' তত প্রাচীন নহে। উদ্ধৃতবচন প্রজ্ঞাকরমতি তথা 'সাংখ্যক্রমদীপিকা' অপর কোথাও হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। চরকোক্ত সাংখ্যমতের বিবরণ পরে পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। 'কাশ্যপসংহিতা', পণ্ডিত শ্রীহেমরাজ শর্মা-কর্তৃক সম্পাদিত, নেপাল-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা'. ১৯৩৮, ৪৫-৬ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে 'পুরুষ'কে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। (৪৫ পৃষ্ঠা)

যে শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিবার পর অনেক মহাত্মার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। অরাড়মুনি উঁহাদের অন্যতম। অশ্বঘোষের (প্রথম খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগ) 'বুদ্ধচরিতে' "অরাড়দর্শনে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।[১] উহাও সাংখ্যদর্শনই। পুনরপি "আত্রেয়-তন্ত্র" নামে একখানি সাংখ্যগ্রন্থের নাম করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ঐ নামে তিনি মহর্ষি চরকের আয়ুর্বেদসংহিতার সাংখ্যমত-সম্বলিত অংশবিশেষকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।[২] কেননা চরকসংহিতার বক্তা মহর্ষি অত্রি। সেই হিসাবে উহা 'আত্রেয়-সংহিতা' বা 'আত্রেয়তন্ত্র' নামেও কথিত হইয়া থাকে। 'মহাভারতে' আত্রেয় নামে একজন আচার্যের নাম পাওয়া যায়।[৩] 'আত্রেয়-তন্ত্র' তৎপ্রণীতও হইতে পারে। ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত যে ঐ সকল গ্রন্থে যে সাংখ্যমতের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্যমত-পরিভাবিত ব্রহ্মবাদই। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'তে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই, পরন্তু ঐ সকল গ্রন্থে হইয়াছে।[৪] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় প্রদত্ত 'ষষ্টিতন্ত্রে'র বিষয়সূচীতে দেখা যায়, উহার প্রথম ভাগের ("প্রাকৃতমণ্ডলে"র) প্রথমতন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ও ব্রহ্ম।

"তত্রাদ্যং ব্রহ্মতন্ত্রং তু দ্বিতীয়ং পুরুষাঙ্কিতম্ ॥"[৫]

(২)

'ষষ্টিতন্ত্র' এখন পাওয়া যায় না। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। উহা হইতে অপর গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত বচনসমূহ হইতে জানা যায় যে উহাতে অদ্বৈতমতানুকূল বচন ছিল।

১। পরে   পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;
২। S. N. Das Gupta, Hist. Ind. Phil., vol 1, p. 213
৩। মহাভারত, ১৩।১৩৭।৩
৪। ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতকের প্রথম পাদে কবি বাণভট্ট কর্তৃক বিরচিত 'কাদম্বরী'তেও সেশ্বর সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। ('কাদম্বরী', উত্তর ভাগ, পিটার্সন সংস্করণ, বোম্বে, ১৯০০ ৩৩৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৫। 'অহির্বুধ্ন্য সংহিতা', ১২।২০.২

(ক) "বাক্যপদীয়ে'র স্বরচিত বৃত্তিতে আচার্য ভর্তৃহরি অদ্বৈতমতপরক ("একান্তপ্রবাদ") কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার একটি এই;

"ইদং ফেনো ন কশ্চিদ্বা বুদ্বুদো বা ন কশ্চন।
মায়েয়ং বত দুষ্পারা বিপশ্চিদিতি পশ্যতি॥
অন্ধো মণিমবিন্দত্তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ।
তমগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চত্তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ॥"[১]

'ইহা (এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ) ফেন, অপর কিছু নহে। ইহা বুদ্বুদ, অপর কিছু নহে। অহো! ইহা দুষ্পার মায়া। বিদ্বানগণ ইহাকে এই প্রকারই দেখিয়া থাকেন। অন্ধ মণির ছিদ্র করিয়াছে; অঙ্গুলিবিহীন সেই মণির মালা গাঁথিয়াছে; গ্রীবাহীন ঐ মালা গলায় পরিয়াছে; এবং জিহ্বাবিহীন উহার প্রশংসা করিয়াছে।'

এই বচন কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ভর্তৃহরি তাহা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার টীকাকার বৃষভদেব লিখিয়াছেন যে উহা 'ষষ্টিতন্ত্রে'র।[২] তিনি উহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ফেনাদি দ্বারা জগতের তুচ্ছতা

১। 'বাক্যপদীয়' (প্রথম খণ্ড), ভর্তৃহরি-বিরচিত, গ্রন্থকারের স্বরচিত বৃত্তি এবং বৃষভদেবকৃত টীকার সংক্ষেপ সহিত, অধ্যাপক শ্রীচারুদেব শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৯১ সম্বৎ, ৮ম কারিকার বৃত্তি, ১৮ পৃষ্ঠা।

২। "ইদং ফেনঃ ইতি। ষষ্টিতন্ত্রগ্রন্থশ্চায়ং যাবদভ্যপূজয়ৎ ইতি।" (বৃষভদেব)
ঐ বচনের দ্বিতীয় শ্লোক বস্তুত 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'র। (১।১১।৫) তথায় "অভ্যপূজয়ৎ" স্থলে 'অসশ্চত' পাঠ আছে। 'ষষ্টিতন্ত্রে' উহা তথা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগদর্শনে'র ব্যাস-কৃত ভাষ্যে (৪।৩১) ও উহা অনূদিত হইয়াছে। তথায় 'অবিন্দৎ' স্থলে "অবিধ্যৎ" পাঠান্তর আছে। এবং 'অভ্যপূজৎ' পাঠও আছে। তাহাতে মনে হয়, ব্যাস 'ষষ্টিতন্ত্র, হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, মূল 'তৈত্তিরীয়ারণ্যক' হইতে নহে। 'অবিন্দৎ' স্থলে 'অবিধ্যৎ' পাঠান্তর ব্যাসের স্বেচ্ছা-কৃতও হইতে পারে, অথবা তাঁহার গ্রন্থের লেখক-কৃতও হইতে পারে। যাহা হউক, তাহাতে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না।
"ইদং ফেনো' ইত্যাদি শ্লোক স্কন্দমহেশ্বর (৬০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)-কৃত নিরুক্ত-টীকায়ও অনূদিত হইয়াছে। প্রায় এই প্রকারের বচন বৌদ্ধশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। যথা আচার্য নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা'য় (ভালে-ডি-পুঁসে কৃত সংস্করণ, ৪১ পৃষ্ঠা)

"ফেনপিণ্ডোপমং রূপং বেদনা বুদ্বুদোপমা।
মরীচিসদৃশী সংজ্ঞা সংস্কারাঃ কদলীনিভাঃ।
মায়োপমং চ বিজ্ঞানমুক্তমাদিত্যবন্ধুনা॥"

কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে এই বচন নাকি 'সংযুক্তনিকায়ে'ও অনূদিত হইয়াছে। (৩।১৪২) (২২।৯৫।১৫)। তত্রোক্ত আদিত্যবন্ধু কে? 'মহাভারতে'ও আছে' "অপাং ফেনোপমং লোকং" ইত্যাদি। ('মহাভারত পুরাণাদিতে অদ্বৈতবাদ', পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রদর্শিত হইয়াছে এবং মায়া দ্বারা বলা হইয়াছে যে জগৎ দৃশ্যমানত বর্তমান হইলেও পরমার্থত নাই। মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে জগৎকারণ প্রধান সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্ন। মণির ছিদ্র করা যেমন অন্ধের পক্ষে সম্ভব নহে, মালাগাঁথা যেমন অঙ্গুলিহীনের পক্ষে সম্ভব নহে, গলাহীনের যেমন মালা গলায় পরা সম্ভব নহে, এবং জিহ্বাহীনের যেমন কাহারো স্তুতি করা সম্ভব নহে, জগতের সত্যতাও তেমন সম্ভব নহে। ইহাই ঐ বচনের অনায়াসলব্ধ তাৎপর্য। জগৎকারণ মায়া বা প্রধান অসত্য বা অবস্তু; সুতরাং তজ্জাত জগতের বাস্তবতাও তেমন সম্ভব নহে। এই ভাবও উহাতে গূঢ় আছে, বলা যাইতে পারে।[১]

(খ) স্বকৃত 'অষ্টসাহস্রী'তে আচার্য বিদ্যানন্দ (৯০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) 'ষষ্টিতন্ত্রে'র অপর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"গুণানাং সুমহদ্রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥
সর্বং পুরুষ এবেদং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
আরামং তস্য পশ্যন্তি ন তং কশ্চন পশ্যতি॥"[২]

'গুণসমূহের পরম রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা

১। জীবন্মুক্তিদশা সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন,

"তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্।"—(যোগসূত্র, ৪।৩১)
'তখন (অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্মরূপ) সমস্ত আবরণ বিদূরিত হইয়া জ্ঞান অনন্ত হয়। সেইহেতু জ্ঞেয় অল্প হয়।' উহারই দৃষ্টান্তরূপে ব্যাস "অন্ধোমণিং" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র বলেন, আবরণ নাশ হইলে পুনরায় জন্ম হয় না কেন, তাহা বুঝাইতে ভাষ্যকার ব্যাস ঐ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। "যদি কারণের সমুচ্ছেদ হইলেও কার্য হইতে পারে, তবে অন্ধাদির দ্বারা মণিবেধাদিও প্রত্যক্ষ হইবে।" পক্ষান্তরে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু মনে করেন যে উহা বৌদ্ধদিগের উপহাস-বাক্য।

"এতাদৃশং সর্বজ্ঞত্বং লোকেঽতীবাশ্চর্যমন্ধমণিবেধাদিবদিতি বৌদ্ধোপহাসমুখেন দর্শয়তি তত্রেদমিতি, যত্র ক্ষুদ্রানামপি জীবানাং যোগবলাদেতাদৃশসার্বজ্ঞ্যে বৌদ্ধৈরিদং দৃষ্টান্তজাতমসম্ভবদর্শনায়োক্তমুপহসদ্ভিরিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ যোগসিদ্ধান্তের প্রতি উপহাস করিয়া বলেন যে ক্ষুদ্র জীব যদি যোগবলে এতাদৃশ সার্বজ্ঞ্য লাভ করিতে পারে তবে "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত চতুষ্টয়ের অসম্ভাবনা কি? বিজ্ঞানভিক্ষুর এই ব্যাখ্যা সত্য নহে। কেননা, ঐ বচনটি বৌদ্ধদিগের নহে, শ্রুতি। আর, ব্যাস ঐ দৃষ্টান্ত সমর্থনার্থ দিয়াছেন, খণ্ডনার্থ নহে।

২। "অষ্টসাহস্রী", গান্ধীনাথারঙ্গ-জৈন-গ্রন্থমালা, ১৭ শ্লোকের টীকা, ১৪৪ পৃষ্ঠা

মায়াই, অতি তুচ্ছ। এই সমস্ত নিশ্চয়ই পুরুষ। ইহাতে নানাত্ব কিঞ্চিন্মাত্র নাই। উহার আরামই লোকে দেখিয়া থাকে। উহাকে কেহই দেখে না।'

এই বচন কোথা হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, বিদ্যানন্দ তাহা বলেন নাই। তবে উহার প্রথম শ্লোক মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র 'ব্যাস-ভাষ্যে'ও অনূদিত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে যে উহা "শাস্ত্রের অনুশাসন"।[১] পরন্তু 'তত্ত্ববৈশারদী' নামক উহার টীকায় আচার্য বাচস্পতি (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) নির্দেশ করিয়াছেন যে ঐ অনুশাসন "ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্রের"। তাহাতে অনুমান হয় যে বিদ্যানন্দ 'ষষ্টিতন্ত্র' হইতে উক্ত শ্লোকদ্বয় অনুবাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পঙক্তি অতি নগণ্য পাঠভেদে 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' পাওয়া যায়।[২]

উক্ত বচনদ্বয় অবশ্যই অদ্বৈতপরক। প্রথম বচন সম্বন্ধে ভর্তৃহরি প্রত্যক্ষ-ভাবে তাহা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় বচন সম্বন্ধে বিদ্যানন্দ প্রকারান্তরে তাহা বলিয়াছেন। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদে দূষণ দিতে গিয়া তিনি ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তৎসম্মত অবিদ্যাবাদ ঐ বচনোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে "সর্বথা অভিন্ন।"[৩] ব্যাস ও জাগতিক বস্তুসমূহের একত্ব নির্দেশ করণার্থ "গুণানাং পরমং রূপং" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিও ভগবান পতঞ্জলি সাংখ্যমতানুযায়ী। তাঁহাদের মতে এই জগৎপ্রপঞ্চ ত্রিগুণাত্মিকা প্রধানের পরিণাম, অব্যক্ত প্রধানের ব্যক্ত রূপ মাত্র। সুতরাং প্রধানরূপে উহারা

১। 'যোগসূত্র', ৪।১৩, ব্যাসভাষ্য। "তথা চ শাস্ত্রানুশাসনং—"গুণানাং পরমং রূপং' ইত্যাদি।" বিদ্যানন্দধৃত পাঠে 'সুমহৎ' আছে। কিন্তু অপর কর্তৃক ধৃত পাঠে 'পরমং' আছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র 'জয়মঙ্গলা' নামক ভাষ্যেও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় "মায়াবস্তু তুচ্ছকম্" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 'ভামতী'তে (২।১।৩) বাচস্পতি 'মায়েব' স্থলে 'মায়ৈব' পাঠান্তরে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে উহা আচার্য বার্ষ্যগণ্যের। কিন্তু জেকোব এই বচনের 'মায়ৈব' পাঠ ধরিয়াছেন। (JRAS, ১৯০৫, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) তৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট 'ব্যাসভাষ্যে' ঐ পাঠই ছিল বোধ হয়। ভালে পুঁসে লিখিয়াছেন, 'মায়ৈব' পাঠে ঐ বচন 'পিতাপুত্রসংহিতা' নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও আছে। উহার মূল 'বৃহদারণ্যক শ্রুতি' (৩।৮।৮) (JRAS ১৯০৮, ৮৮৮-৯ পৃষ্ঠা) মূলগ্রন্থে 'মায়ৈব না 'মায়েব' ছিল নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

২। বৃহ উ, ৪।৩।১৪ ('তস্য' স্থলে 'অস্য' এবং 'পশ্যতি কশ্চন' পাঠান্তরে।)

৩। বিদ্যানন্দের উক্তি এই—"যদি পুনরনাদ্যবিদ্যোদয়াদখিলজনস্যাসহায়রূপনুপলব্ধির্জাত তৈমিরকস্যৈকচন্দ্রানুপলব্ধিবদিতি যত তদা 'গুণানাং সুমহদ্রূপং...পশ্যতি॥" ইত্যাপি কিন্ন স্যাৎ। সর্বথাঽপ্যবিশেষাৎ।"

অভিন্ন।[1] কিন্তু "ষষ্টিতন্ত্র"কার পুরুষরূপেই জাগতিক বস্তুর অভেদ সিদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষই জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাসিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা যাহা প্রতিভাসিত হইতেছে, তৎসমস্ত বস্তুত নিশ্চয়ই পুরুষ। পুরুষে ভেদবৈচিত্র্য অবশ্যই নাই। প্রতীয়মান ভেদবৈচিত্র্য মায়াই।[2] উহা পরমার্থত নাই। সুতরাং জগতের সত্যতা নাই। এইরূপে উক্ত বচনদ্বয় হইতে জানা যায়, অবিদ্যাবাদ বা মায়াবাদ, জগন্মিথ্যাবাদ এবং জীবজগদ্ব্রহ্মবাদের উল্লেখ 'ষষ্টিতন্ত্রে' ছিল।

বৃষভদেবের এবং বাচস্পতির অতিস্পষ্টোক্তি সত্ত্বেও কেহ কেহ উক্ত বচনদ্বয় 'ষষ্টিতন্ত্রে'র কিনা সংশয় করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে 'ষষ্টিতন্ত্র' সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ, সুতরাং উহাতে বেদান্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকা সম্ভাবনা কি? ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। সেই হেতু ঐ সন্দেহ অপনোদন করিবার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু বৃষভদেবের এবং বাচস্পতির সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস এবং অগ্রাহ্য করিবার নিঃসন্দিগ্ধ হেতু যতদিন পাওয়া না যায়, অন্তত ততদিন বিশ্বাস করিতে হইবে যে ঐসকল বচন 'ষষ্টিতন্ত্রে' প্রকৃতই ছিল। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'র উক্তিমূলে পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে 'ষষ্টিতন্ত্রে' ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা ছিল। প্রাচীন সাংখ্যমত অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের দ্বারা পরিভাবিত হইয়াছিল, 'মহাভারত'াদিতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। আমরা পরে তাহার কিছু কিছু প্রদর্শন করিব।[3] এইসকল

১। ভগবান পতঞ্জলি লিখিয়াছেন,

"তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ॥
পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্॥"—(যোগসূত্র, ৪।১৩-৪)

ব্যাস টীকা করিয়াছেন, "সর্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথাচ শাস্ত্রানুশাসনং 'গুণানাং পরমং রূপং' ইত্যাদি।" (ঐ, ৪।১৩ ভাষ্য) বাচস্পতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "মায়েব তু ন মায়া, সুতচ্ছকং বিনাশী; যথা হি মায়াঽস্থায়েবাঽন্যথা ভবতি এবং বিকারা অপ্যাবির্ভাবতিরোভাবধর্মাণঃ প্রতিক্ষণমন্যথা প্রকৃতির্নিত্যতয়া মায়াবিধর্মেন পরমার্থেতি।"

২। বাচস্পতি লিখিয়াছেন, "মায়েব ন তু মায়া"। কিন্তু মূলের পূর্বাপর বিবেচনা করিলে এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না। বিদ্যানন্দের উক্তিও উহার প্রতিকূলে। সাংখ্যযোগবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য বাচস্পতিকে ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। 'এব' অর্থে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। (অধিকন্তু বাচস্পতির 'ভামতী'তে ধৃত ঐ বচনে 'মায়ৈব' পাঠ আছে।) সুতরাং 'মায়েব'—'মায়ৈব'—মায়াই, বলিতে হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলেই মূল বচনের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয়।

৩। পরে অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কারণে মনে হয়, 'ষষ্টিতন্ত্রে',—ভগবান কপিল প্রণীত মূলগ্রন্থে না হইলেও অন্ততঃ উহার কোন না কোন প্রাচীন সংস্করণে[১] অদ্বৈতপরক বচন থাকা অসম্ভব নহে। ইহাও হইতে পারে যে উহাতে পূর্বপক্ষে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে তিনি প্রাচীন 'ষষ্টিতন্ত্র' হইতে 'পরবাদ' বর্জন করিয়াছেন।[২] 'পরবাদ' অর্থ, মাঠরের মতে, "পরের সহিত বাদ" এবং 'জয়মঙ্গলা'-কারের মতে, পরের উক্তি। তাহা হইতে জানা যায় যে প্রাচীন 'ষষ্টিতন্ত্রে' অপরবাদের উল্লেখও ছিল। ঐ পরবাদে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদও থাকিতে পারে। পূর্বপক্ষে কিম্বা সিদ্ধান্ত পক্ষে, যে পক্ষেই হউক না কেন, 'ষষ্টিতন্ত্রে' অদ্বৈতপরক উক্ত বচনদ্বয় ছিল,—ইহাই ঐতিহাসিকের পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, তাহাতে সিদ্ধ হয় যে উহার সময়ে অদ্বৈতমত এদেশে প্রচারিত ছিল।

(৩)

ঈশ্বরকৃষ্ণ

'সাংখ্যকারিকা'য় আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন,

"তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥[৩]

'পুরুষ বন্ধনগ্রস্ত হয় না, (সুতরাং) মুক্তও হয় না, এবং গমনাগমনও করে না। নানাশ্রয়া (অর্থাৎ দেবমনুষ্যতির্যকৃশরীরভূতা) প্রকৃতিই বদ্ধ হয়, মুক্ত হয় এবং সংসরণ করে।' আচার্য মাঠর ইহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"পুরুষো ন বধ্যতে সর্বগতত্বাৎ, অবিকারত্বাৎ, নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ, অকর্তৃকত্বাৎ। যস্মান্ন বধ্যতে তস্মান্ন মুচ্যতে। অবদ্ধঃ কুতো মুচ্যতে। কন্যাভুক্তেন বিশুচী

১। মহাভারত পুরাণাদিতে কপিলমতের, তথা তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্য আসুরি ও পঞ্চশিখের মতের, যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ব্রহ্মবাদপরিভাবিত প্রকৃতি পুরুষবাদই। মহাভারত ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' হইতে অবশ্যই প্রাচীন। সুতরাং উহাতে বিবৃত সেশ্বর সাংখ্যমত, না 'সাংখ্যকারিকা'য় বিবৃত নিরীশ্বর সাংখ্যমত, ভগবান কপিল কর্তৃক প্রবর্তিত মূল সাংখ্যমত, তাহা নিরূপণ করা অতীব কঠিন।

২। পূর্বে পৃষ্ঠার ৫ম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩। ৬২ কারিকা

ভবতি। ন সংসরতি সর্বগতত্বাৎ। সর্বগতস্ত বন্ধমোক্ষৌ কুতঃ। অনধিগত প্রাপনার্থং সংসরণমিত্যুপদিশ্যতে তেন চ সুনিপুণং সর্বং প্রাপ্তম্।" ইত্যাদি। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যাহারা মনে করে যে পুরুষ বদ্ধ এবং মুক্ত হয়, তাহারা মূর্খ।[১] গৌড়পাদও সেইপ্রকার বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীও বলেন বন্ধ মোক্ষ বস্তুত নাই।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥"[২]

তবে যে বন্ধ-মোক্ষ সাধারণের দৃষ্ট হয়, অদ্বৈতমতে উহা মায়িক। 'সাংখ্য-কারিকা'য় তাহা স্পষ্টত ব্যক্ত না হইলেও উহার উক্তির তাৎপর্য তাহাই দাঁড়ায়। অধিকন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি, অদ্বৈতবেদান্তের মায়ার তুল্য।' 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ' স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন,

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"[৩]

ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর প্রকৃতি পুরুষের আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

"যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥"[৪]

শ্রুতিও বলিয়াছেন

"যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি।[৫] এ বিষয়ে মাঠর পরপুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট সাধ্বী কুলস্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আপন গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান সাধ্বী কুলনারী হঠাৎ পরপুরুষকে

১। "পুরুষং ন বিন্দতি যে ত এবং বদন্তি। পুরুষো বদ্ধঃ পুরুষো মুক্তঃ পুরুষঃ সংসরতি...তত্র যঃ পুংসো বন্ধমোক্ষসংসরানি ব্রূতে স মূঢ়ঃ।"

২। 'মাণ্ডুক্যকারিকা' ২।৩২। ঈষৎ পাঠান্তরে এই বচন 'ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ' (১০), 'আত্মোপনিষৎ' (৩২) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

৩। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪। ৬১ কারিকা

৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১৫

ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুভব সম্বন্ধে গৌড়পাদ এবং শঙ্করও সেইপ্রকার বলিয়াছেন। যথা

"বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥"—(মাণ্ডুক্যকারিকা)
"ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ॥
ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্‌ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥"—(বিবেকচূড়ামণি, ৪৮৬-৭)

আসিতে দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া সহসা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ঐ পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে, এই মনে করিয়া আর উহার সম্মুখে উপস্থিত হয় না। সেই প্রকার প্রকৃতি পরমাত্মা পুরুষ কর্তৃক জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইলে লজ্জাবতী কুলস্ত্রীবৎ আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতি নিবৃত্ত হইলে পুরুষের মোক্ষ হয়।"

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষং।
অবিপর্যায়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥"[১]

'(তত্ত্বসমূহ) নাই, আমার নহে এবং আমি নহি—এই প্রকারে তত্ত্বাভ্যাস হইতে নিঃশেষ জ্ঞান হয়। অনন্তর অবিপর্যয় অর্থাৎ অবিদ্যার অভাব হইতে বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়।' এখানেও কথিত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসের ফলে যেমন অহন্তা-মমতা বিনষ্ট হয়, তেমন চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক জগতেরও বিলোপ হয়।[২] কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার বলিয়াছেন যে কেবল জ্ঞানোদয়ের পরেও প্রকৃতি থাকে। পরন্তু তখন পুরুষ আপন শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত থাকিয়া সাক্ষীবৎ প্রকৃতিকে দেখিয়া থাকে।

"প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥"[৩]

তখন প্রকৃতি পুরুষকে আর বিচলিত করিতে পারে না। মাঠর বলেন, প্রকৃতি এবং পুরুষ সর্বগত। সেই হেতু সর্ব প্রকার নিষেধ বলা যায় না। তাই বলা হয়, কেবল সংসারসর্গের বিনিবৃত্তি হয়।"[৪]

এইরূপে 'সাংখ্যকারিকা'য় দুই প্রকার উক্তি দেখা যায়। একটাতে অতীব স্পষ্ট-বাক্যে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানোদয়ের পর প্রকৃতি পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহার উপলব্ধি হয় না তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। সুতরাং এইরূপে বলিতে হয় যে তখন প্রকৃতি বিনষ্ট হয়। অপর উক্তিতে আছে যে প্রকৃতি তখনও থাকে। পুরুষ উহাকে সাক্ষীবৎ দেখে। কিন্তু তাহাতে সংসারগ্রস্ত হয় না। এই উভয় উক্তির সমন্বয় হয় কি প্রকারে?

১। ৬৪ কারিকা

২। মূলের 'নাস্তি' শব্দকে ভাষ্যকারগণ 'জন্ম নাই' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা সমীচিন মনে হয় না। 'যুক্তিদীপিকা'য় 'নাস্মি' পাঠ আছে। পরন্তু 'নাস্তি' পাঠই দীপিকাকারের অভিপ্রেত মনে হয়। কেননা, তিনি উহার তাৎপর্য লিখিয়াছেন। "নাহম্-নাস্তৌ প্রকৃতয়ঃ"।

৩। ৬৫.২ কারিকা ৪। ৬৬ কারিকা ও বৃত্তি।

'সাংখ্যকারিকা'র মতে পুরুষের সাক্ষিত্বও গুণবিপর্যয় বা অবিদ্যাজনিত।[১] সুতরাং সাক্ষিত্ব থাকিলে, প্রকৃতির অদর্শন বলা যাইতে পারে কি ? ইহা বুঝিতে পারিয়াই যেন 'জয়মঙ্গলা'কার "ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত" এই কারিকাংশকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন,—

"ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্ত, দ্রষ্টব্যাভাবাৎ, ততশ্চৈবং সর্বথা প্রকৃতিরাত্মানং প্রকাশয়তি। পুরুষশ্চৈতাং সর্বথা পশ্যতি।"

কিন্তু তাহাতে শ্রুতহানি এবং অশ্রুতকল্পনা দোষ সমুপস্থিত হয়।

আর এক প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটাতে (৬১ কারিকায়) বিদেহ মুক্তি এবং অপরটাতে (৬৫ এবং ৬৬ কারিকায়) জীবন্মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। কেননা, ইহার অব্যবহিত পরবর্তী কারিকায় প্রত্যক্ষত জীবন্মুক্তির কথা আছে।

"সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্মাদীনামকারণ প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমবদ্ধৃত শরীরঃ॥"[২]

তৎপরে শরীরপাত হইয়া বিদেহ মুক্তি লাভ হয়। তখন "প্রকৃতির বিনিবৃত্তি" হয়, পুরুষ আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করে।

"প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥"[৩]

এই অনুমান সত্য হইলে, বলিতে হইবে যে মোক্ষে প্রকৃতির আত্যন্তিক বিনাশ হয়। তখন প্রধান সর্বতোভাবে অদ্বৈতবাদীর মায়ার তুল্য হয়। পুরুষের মোক্ষবন্ধাভাবনির্দেশক উক্তির সহিত ইহার সঙ্গতি হয়। কিন্তু সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্যা।[৪] ঐ অনুমান গ্রহণ করিলে প্রকৃতির নিত্যত্বের হানি হয়। এখন কল্পনা করিতে হইবে যে প্রকৃতিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নিত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আবার পূর্বোক্ত শ্রুতহানিও অশ্রুত কল্পনা দোষ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু সাংখ্য মতে, অন্তত বর্তমানে প্রচলিত সাংখ্যমতে, প্রকৃতি এক এবং পুরুষ বহু। মোক্ষে প্রকৃতির বিনাশ হয় মানিলে, এক পুরুষের মুক্তিতে অপর সকলেরও মুক্তি হয় বলিতে হইবে। তাহা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

১। ১৯.১ ও ৪৭ কারিকা ২। ৬৭ কারিকা
৩। ৬৮ কারিকা ৪। ১০ কারিকা দ্রষ্টব্য

এই দ্বিতীয় আপত্তি ঈশ্বরকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য কিনা বিচার্য। কেননা, তিনি প্রকৃতপক্ষে একপুরুষবাদী না বহুপুরুষবাদী ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। একবার তিনি অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে পুরুষ বহু। "জন্মমৃত্যু ও করণসমূহের প্রতিনিয়ম, অযুগপৎ প্রবৃত্তি, এবং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।"[১] কিন্তু তাঁহার অপর উক্তিবিশেষ হইতে মনে হয়, পুরুষ এক। অন্তত প্রাচীন ভাষ্যকার মাঠর এবং গৌড়পাদ তাহাই বুঝিয়াছিলেন। ব্যক্ত, অব্যক্ত, প্রধান ও পুরুষের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দেখাইতে গিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, (মহদাদি) ব্যক্ত, হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র। আর অব্যক্ত উহার বিপরীত॥"[২] অতএব প্রধান অহেতুমৎ, নিত্য, সর্বগত, নিষ্ক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, "ব্যক্ত ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্মী। প্রধানও তদ্বৎ। আর পুরুষ তদ্বিপরীত এবং তদ্বৎ।"[৩] এই উক্তির অন্তিমাংশের তাৎপর্য মাঠর এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"ইদানীং 'তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্' ইত্যুক্তং, তৎ প্রতিপাদয়তি। তাভ্যাং ব্যক্তাব্যক্তাভ্যাং বিপরীতঃ। তয়োর্যৎ সাধর্ম্যং 'ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মী' ইত্যুক্তম্। ততোঽসৌ বিপরীতো বিধর্মী। অগুণো বিবেকী অবিষয়োঽসামান্যঃ চেতনোঽপ্রসবধর্মী চেতি। বৈধর্ম্যমভিধায় সাধর্ম্যমাহ—'তথা চ পুমানি' তি।·· যথা ব্যক্তাদ্বিসদৃশং প্রধানং তথা প্রধান-সধর্মা পুরুষঃ। তথাহি অহেতুমন্নিত্যো ব্যাপী নিষ্ক্রিয়ঃ একোঽনাশ্রিতোঽলিঙ্গো নিরবয়ব স্বতন্ত্র ইতি।"

গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"অনেকং ব্যক্তং একমব্যক্তং তথা পুমানপি একঃ।"

মাঠর এবং গৌড়পাদের এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে, প্রকৃতির ন্যায় পুরুষও একই।[৪] যদি তাহাই সত্য হয়, তবে তাঁহার বহু-পুরুষবিষয়ক উক্তির সহিত উহার কি প্রকারে সমন্বয় হইতে পারে,

---

১। ১৮ কারিকা ২। ১০ কারিকা ৩। ১১ কারিকা

৪। 'জয়মঙ্গলা'কার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অপর ভাষ্যকারগণ লিখিয়াছেন, একত্ব বিষয়ে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সমতা নাই; পুরুষ অনেক।

তাহা ঐ ভাষ্যকারদ্বয়ের কেহই প্রদর্শন করেন নাই। প্রকৃতির একত্ব সম্বন্ধে মাঠর লিখিয়াছেন, সকলের মূল কারণ বলিয়াই প্রকৃতি এক ("একং সর্বকারণত্বাৎ")।[১] গৌড়পাদের মতও তাহাই। যদি পুরুষও সেই হেতুতে এক হয়, তবে বলিতে হয় যে ঐ এক পুরুষ বহুপুরুষের কারণ। তখন মনে করিতে হইবে যে ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে একই পুরুষ সৃষ্টির পর বহু হইয়াছেন; তিনি সাধারণ ব্যবহার দৃষ্টিতেই পুরুষকে বহু বলিয়াছেন, আর প্রকৃত বা পরমার্থ দৃষ্টিতে পুরুষকে এক বলিয়াছেন। প্রাচীন সাংখ্যবাদী-দিগের কেহ কেহ বস্তুতই সেই প্রকার মতবাদ পোষণ করিতেন। যথা, 'মহাভারতে' দেখা যায়, মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক ব্যাখ্যাত "সাংখ্যদর্শনে"র মতে, পুরুষ প্রলয়ে এক এবং সৃষ্টিতে বহু হন।[২] "মণিমেকলাই" নামক প্রাচীন (—দ্বিতীয় কি তৃতীয় খ্রীষ্টশতকে বিরচিত—) তামিল গ্রন্থে এবং এবং আর্যদেবের (২০০ খ্রীষ্টাব্দ) 'শতশাস্ত্রে' বিবৃত সাংখ্যমত অনুসারেও পুরুষ এক।[৩] সুতরাং সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণকেও সেই প্রকার এক পুরুষ-বাদী মনে করিলে অসম্ভব কল্পনা করা হয় না।[৪] যাহা হউক, এক পুরুষের মুক্তিতে সর্বপুরুষের মুক্তি রূপ পূর্বোক্ত আপত্তি একপুরুষবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায় না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে 'ষষ্টিতন্ত্রে'র মতে, গুণসমূহের পরমরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, আর যাহা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা মায়াই,—অতি তুচ্ছ।[৫] জ্ঞানোদয় হইলে এই পরিদৃশ্যমান তুচ্ছ বস্তুর অবশ্যই বিলোপ হয়, বলিতে হইবে।

১। ১০ কারিকার বৃত্তি; মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, প্রকৃতি প্রলয়ে এক, সৃষ্টিতে নানা।

২। "গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ।"—(মহাভারত ১২।৩০৭।১৬.১)
"একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ যদাঽসৃজৎ॥"—(মহাভারত, ১২।৩০৬।৩৩.২)
"একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ প্রবর্ত্তনাৎ॥"—(মহাভারত, ১২।৩০৬।৫৫.২)

মহর্ষি বশিষ্ঠের মতে ঐ এক পুরুষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই। মাঠর এবং গৌড়পাদের মনেও তাহাই ছিল বোধ হয়। তাই তাঁহারা মুক্ত পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়াছেন।
"পুরুষস্য পরমাত্মনঃ" (মাঠর, ৬১ কারিকর বৃত্তি)
"মোক্ষঃ ততঃ সূক্ষ্মং শরীরং নিবর্ততে পরমাত্মা উচ্যতে" (গৌড়পাদ, ৪৪ কারিকার ভাষ্য)
সুতরাং পুরুষের বহুত্ব ঔপাধিক।

৩। পরে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল 'মণিমেকলাই' ও 'শতশাস্ত্রে'র রচনাকাল হইতে বেশী অন্তর নহে।

৫। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরকৃষ্ণও সেই হিসাবে বলিয়াছেন যে তখন প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয় না, এইপ্রকার বলা যাইতে পারে। পরন্তু যাহা উপলব্ধি হয় না উহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সুতরাং উহাকে নাই বলিতে হইবে। প্রকৃতিবিনাশবাদী সাংখ্যমতও পূর্বে ছিল। দেখা যায়। প্রাচীন সাংখ্যবাদিগণের কেহ কেহ পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়কেই বহু মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে, প্রতি পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, এক এক পুরুষের সঙ্গে মাত্র এক এক প্রকৃতিরই সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা প্রকৃতির নিবৃত্তি অঙ্গীকার করিতেন। সাংখ্যাচার্য পৌরিক তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার মতের উল্লেখ 'যুক্তি-দীপিকা'য় পাওয়া যায়।

"প্রতিপুরুষমন্যৎ প্রধানং শরীরাদ্যর্থং করোতি। তেষাঞ্চ মাহাত্ম্য শরীর-প্রধানং যদা প্রবর্ততে তদেতরাণ্যপি, তন্নিবৃত্তৌ চ তেষামপি নিবৃত্তিরিতি পৌরিকঃ সাংখ্যাচার্যো মন্যতে।"[১]

পুনরপি লিখিয়াছেন, উহাই মৌলিক সাংখ্যমত।[২] এক পুরুষের মুক্তিতে সর্বপুরুষের মুক্তি রূপ পূর্বোক্ত আপত্তি এই সাংখ্যমতেরও বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায় না। কেননা, এক পুরুষের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রকৃতির বিনাশ হইলেও অপর পুরুষগণের প্রকৃতিসমূহ যথাবৎ থাকে, সুতরাং উহাদের বন্ধনও থাকে। 'সাংখ্যসূত্রে' রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে।

"অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যৈবোরগঃ।"[৩] যিনি রজ্জুকে দেখিয়াছেন, তিনি পূর্বদৃষ্ট ভ্রমসর্প হইতে আর ভয়াদিগ্রস্ত হন না, আর যাঁহার রজ্জুর জ্ঞান এখনও হয় নাই, তিনি সর্পকে যথাপূর্ব দেখিতে থাকেন এবং সেইহেতু ভয়াদিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ প্রকৃতি অপরের জন্য সৃষ্ট্যাদি করিতে বিরত না হইলেও জ্ঞানীর জন্য কিছুই করে না। এই রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ভ্রান্তি মাত্র, জ্ঞানোদয়ে উহা থাকে না। শ্রুতিও এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কালে রজ্জুই দেখে, অজ্ঞ ব্যক্তি সেই কালেই উহাকে সর্প দেখে।

১। 'যুক্তিদীপিকা', ১৬৯ পৃষ্ঠা

২। পূর্বে ৫৯ পৃষ্ঠার ৫ম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩। সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৬

সেইরূপ শ্রুতি বলেন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কালে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন, অজ্ঞ ব্যক্তি তখনও তাহাকে জগদ্রূপই দেখিয়া থাকে।[১]

প্রকৃত তত্ত্ব এই মনে হয়, ঈশ্বরকৃষ্ণের বহু পূর্বে সাংখ্যমত অদ্বৈতমত প্রভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সেই প্রভাব হইতে উহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন নাই। তদ্ব্যাখ্যাত সাংখ্যমতে ও অদ্বৈত চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি ও আসিয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, যে পর্যন্ত লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি না হয়, সে পর্যন্ত চিৎস্বরূপ পুরুষের দুঃখ স্বাভাবিক।[২] লিঙ্গ শরীরের বিনাশ হইলে মোক্ষ হয়। সুতরাং দুঃখ থাকে না। শ্রুতিও ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন।

"ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ।"[৩]

(৪)

মাঠর

"সাংখ্যকারিকা'র বৃত্তিতে আচার্য মাঠর (২০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) অদ্বৈতবাদের নানা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের বিরুদ্ধে তিনি এই শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন,—

"ইহ কেচিদাচার্যা বেদবাদিন ইতি মন্যন্তে-একোঽয়ং পুরুষঃ সর্বশরীরে-ষুপলভ্যতে মণিসূত্রবৎ। ইহ রসনায়াং যাবন্তো মণয়স্তেষু সর্বেষ্বেকমেব সূত্রং প্রবর্ততে। এবং মণিভূতেষু শরীরেষু কিমেকঃ সূত্রভূতঃ পরমাত্মা। আহোস্বিৎ জলচন্দ্রবৎ পুরুষ ইতি এক এব বহুষু নদীকূপতড়াগাদিষ্বিবোপলভ্যতে ইতি। অতঃ সংশয়ঃ কিমেকঃ পুরুষো গুণসূত্রন্যায়েন আহোস্বিৎ বহবঃ পুরুষাঃ।"[৪]

১। "সদৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি হ্যশুদ্ধো ভাতি বৈ সদা ॥
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্।"
—(যোগশিখোপনিষৎ, ৪।১০.২-)

আচার্য শঙ্করও এই বচন অনুবাদ করিয়াছেন। (অপরোক্ষানুভূতি, ৬৮)

২। ৫৫ কারিকা ৩। ছান্দো উ, ৮।১২।১

৪। 'মাঠরবৃত্তি', ১৮শ কারিকার অবতরণিকা, ৩১ পৃষ্ঠা।

'বেদবাদী আচার্যগণ মনে করেন যে একই পুরুষ মণিসূত্রবৎ কিম্বা জলচন্দ্রবৎ সর্বশরীরে উপলব্ধ হয়। যেমন মালাতে যতগুলি মণি আছে তৎসমস্তেরই অভ্যন্তরে একই সূত্র বর্তমান, তেমন মণিভূত সমস্ত শরীরে সূত্রভূত একই পরমাত্মা বিদ্যমান। অথবা যেমন একই চন্দ্র বহু নদী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতিতে (প্রতিবিম্বরূপে) বহু বলিয়া উপলব্ধ হয়, তেমন একই পুরুষ (নদীকূপাদিভূত) বহুশরীরে বহুরূপে দৃষ্ট হয়। তাই সংশয় হয়, কি একই পুরুষ মণিসূত্রন্যায় (কিম্বা জলচন্দ্রন্যায়ে) বহু বলিয়া দৃষ্ট হয়?, অথবা (সত্যই) পুরুষ বহু?' ইহা হইতে জানা যায় বেদবাদিগণ এক পুরুষবাদী। তাঁহারা অবচ্ছেদবাদ এবং বিম্বপ্রতিবিম্ববাদের সহায়ে পুরুষের প্রতীয়মান বহুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

পুরুষ অকর্তা—এই সাংখ্যবাদের পূর্বপক্ষে মাঠর লিখিয়াছেন যে বেদবাদিগণের মতে পুরুষ কর্তা।[১]

"কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ"[২]

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, বেদবাদিগণের মতে নির্গুণ পুরুষই জগতের কারণ। তাঁহারা বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ পুরুষই"। ('পুরুষ এবেদং সর্বম্')।[৩]

এইরূপে মাঠরের বৃত্তিতে একজীববাদ এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে জীবের প্রতীয়মান বহুত্ব উপাধিজনিত। অবচ্ছেদবাদ বা বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা তাহা সিদ্ধ করা যায়। একমাত্র অদ্বৈতমতেই এই সকল বাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'মাঠরবৃত্তি'তে অদ্বৈত-মতানুকূল কতিপয় প্রাচীন বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা

১) "অহঙ্কারো ধিয়ং ব্রূতে মৈনং সুপ্তং প্রবোধয়।
প্রবুদ্ধে পরমানন্দে ন ত্বং নাহং ন তজ্জগৎ॥
ময়ি তিষ্ঠত্যহঙ্কারে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তত্ত্ববৃন্দং পরিত্যজ্য স কথং মোক্ষমিচ্ছতি॥
যোহসৌ সর্বেশ্বরো দেবঃ সর্বব্যাপী জগদ্গুরুঃ।
দেহীতিপদমুচ্চার্য হা ময়াত্মা লঘূঃ কৃতঃ॥"[৪]

১। 'মাঠরবৃত্তি', ১৯শ কারিকার অবতরণিকা, ৩২ পৃষ্ঠা। ২। ব্রহ্মসূত্র
৩। 'মাঠরবৃত্তি', ৬১ম কারিকার অবতরণিকা, ৭৫ পৃষ্ঠা।
৪। 'মাঠরবৃত্তি', ৩৭শ কারিকা ৫৩ পৃষ্ঠা।

'অহঙ্কার বুদ্ধিকে বলে, সুপ্ত ইহাকে (জীবাত্মাকে) প্রবুদ্ধ করিও না। ইহা আপন পরমানন্দ স্বরূপে প্রবুদ্ধ হইলে, আমি থাকিব না তুমি থাকিবে না এবং এই জগৎপ্রপঞ্চও থাকিবে না। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব পুরুষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত। অপর তত্ত্ববৃন্দকে পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভে সে কেন ইচ্ছা করে? সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপী, এবং জগদ্‌গুরুদেবই এই দেহী—এই কথা বলিয়া (অর্থাৎ এই জ্ঞান উৎপাদন করিয়া), হায়! আমি আপনাকে হীন করিয়াছি।' এই বচন হইতে জানা যায়, জীব স্বরূপত ব্রহ্মই এবং মোক্ষে জগৎ বিনষ্ট হয়।[১]

২) "দেহে মোহাশ্রয়ে ভগ্নে যুক্তঃ স পরমাত্মনি।
কুম্ভাকাশ ইবাকাশে লভতে চৈকরূপতাম্॥"[২]

'ঘট ভঙ্গ হইলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে একরূপতা প্রাপ্ত হয়, তেমন মোহাশ্রয় এই দেহ নাশ হইলে (অর্থাৎ মোক্ষে) জীব পরমাত্মায় একরূপতা লাভ করে।'

"যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ" ইত্যাদি।[২]

'অর্থাৎ দর্পণ বিনষ্ট হইলে প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয়, তেমন শরীরোপাধি নষ্ট হইলে জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না।

"যথা দর্পণাভাব" ইত্যাদি শ্লোক ভগবান শঙ্করাচার্য-বিরচিত 'হস্তামলকস্তোত্রে' পাওয়া যায়। 'মাঠরবৃত্তি'র সম্পাদক পণ্ডিত তনসুখরাম ত্রিপাঠী এবং অপর কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ শ্লোক এবং অদ্বৈতমতানুকূল অপর শ্লোক-সমূহ 'মাঠরবৃত্তি'তে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথায় 'বিষ্ণুপুরাণে'র এক বচন উহার নামোল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩] কতিপয় বচন ঈষৎ পাঠান্তরে 'বিষ্ণুভাগবতে' পাওয়া যায়।[৪] কেহ কেহ উহাদিগকেও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'বিষ্ণুভাগবত'কে মাঠরবৃত্তি অপেক্ষা অর্বাচীন মনে করিয়াই লোকে এই প্রক্ষিপ্তবাদের কল্পনা করিয়াছেন। ঐ দুই গ্রন্থের রচনা-কাল নিশ্চিতরূপে জানা নাই। সেই হেতুতে ঐ কল্পনাকে একেবারে অমূলক

১। তত্ত্বজ্ঞান হইলে জগৎ থাকে না। ইহারই সমর্থনে মাঠর "অহঙ্কারো ধিয়ং" ইত্যাদি বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

২। 'মাঠরবৃত্তি', ৬৯শ কারিকা, ৫৭ পৃষ্ঠা।

৩। 'মাঠরবৃত্তি', ৩৭ পৃষ্ঠা। ৪। 'মাঠরবৃত্তি', ৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠা।

বলিয়া নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করিবারও কোন উপায় নাই। তাই আমরা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না। "যথা দর্পণাভাব' ইত্যাদি শ্লোক মাঠর ও শঙ্কর উভয়েই কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু যতদিন না ঐ গ্রন্থ পাওয়া যায়, ততদিন ইহাকেও কল্পনা বিশেষ বলিতে হইবে। এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহার তাৎপর্য মূল 'মাঠরবৃত্তি'তে (বা উহার রচনাকালে এদেশে প্রচলিত) ছিল। তাহাই আমরা প্রদর্শন করিতেছি। বৌদ্ধাচার্য পরমার্থ-কৃত 'কনকসপ্ততি' বা 'সুবর্ণসপ্ততি'তে 'মাঠরবৃত্তি'স্থ একজীববাদ বিষয়ক পূর্বপক্ষের উল্লেখ আছে। তন্মতে জীবভাব উপাধিজনিত।

"জীব ব্রহ্মের উপাধ্যবচ্ছিন্ন অংশ বা প্রতিবিম্ব। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ঐ উপাধি ভঙ্গ হইলে জীবভাব পৃথক থাকিবে না, জীব ব্রহ্মলীন হইবে—তাহা স্বাভাবিক। "দেহে মোহাশ্রয়ে" ইত্যাদি এবং "যথা দর্পণাভাব" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং মূল 'মাঠরবৃত্তি'তে এই শ্লোকদ্বয়ের সদ্ভাব সম্বন্ধে, কোন না কোন হেতুতে, শঙ্কা করা যাইতে পারিলেও উহাদের তাৎপর্যের সদ্ভাব সম্বন্ধে শঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই। তন্ত্রোক্ত একজীববাদের তাহাই অবশ্যম্ভাবী ফল।

(৫)

গৌড়পাদ

'সাংখ্যকারিকা'র স্বকৃত ভাষ্যে আচার্য গৌড়পাদ ও পূর্বপক্ষে এক-জীববাদের উল্লেখ করতঃ পরে খণ্ডন করিয়াছেন।[১] তবে ব্যবহারাবস্থায় পুরুষের বহুত্ব ব্যাখ্যা করিতে তিনি অবচ্ছেদবাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করেন নাই।[২]

ঈশ্বরকারণবাদের বিপক্ষে তিনি সাংখ্যাচার্যগণের আপত্তি উল্লেখ করিয়াছেন।

১। ১৮ কারিকার ভাষ্য ও উহার অবতরণিকা।

২। গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, "অথ স কিমেকঃ সর্বশরীরেঽধিষ্ঠাতা মণিরসনাত্মকসূত্রবৎ।" মণিসূত্রের দৃষ্টান্ত মাঠরও দিয়াছেন। বলা উচিৎ যে উহা অবচ্ছেদবাদের সুদৃষ্টান্ত নহে। তথাপি অভিপ্রায় স্পষ্ট।

"অত্র সাংখ্যাচার্যা আহুঃ নির্গুণত্বাদীশ্বরস্ত কথং সগুণতঃ প্রজা জায়েরন্ কথং বা পুরুষান্নির্গুণাদেব। তস্মাৎ প্রকৃতের্যুজ্যতে তথা শুক্লেভ্যস্তন্তুভ্যঃ শুক্ল এব পটো ভবতি কৃষ্ণেভ্যঃ কৃষ্ণ এবেতি। এবং ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ ত্রয়ো লোকাস্ত্রিগুণাঃ সমুৎপন্না ইতি। নির্গুণ ঈশ্বরঃ সগুণানাং লোকানাং তস্মাদুৎপত্তিরযুক্তেতি। অনেন পুরুষো ব্যাখ্যাতঃ।"[১]
'এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, ঈশ্বর নির্গুণ; সেই হেতু তাঁহা হইতে কি প্রকারে সগুণ প্রজা উৎপন্ন হইবে? নির্গুণ পুরুষ হইতেও বা কি প্রকারে জন্মায়? সেই হেতু প্রকৃতি হইতেই (জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে মনে করা) যুক্তিযুক্ত হয়। যেমন শুক্ল তন্তু হইতে শুক্ল পট এবং কৃষ্ণ তন্তু হইতে কৃষ্ণ পট উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমন ত্রিগুণাত্মক প্রধান হইতেই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব জন্মিয়াছে। ঈশ্বর নির্গুণ। তাঁহা হইতে সগুণ লোকসমূহের উৎপত্তি যুক্তি-যুক্ত নহে। ইহা দ্বারা (নির্গুণ) পুরুষও (যে জগতের কারণ হইতে পারে না, তাহাও) ব্যাখ্যাত হইল।' এখানে নির্গুণ ব্রহ্মবাদের উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম নির্গুণ। সেই হেতু তিনি সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। তাই সাংখ্যাচার্যগণ প্রকৃতির সদ্ভাব অঙ্গীকার করেন এবং তাহাকেই সৃষ্টির কারণ মনে করেন।

গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, "প্রকৃতি, প্রধান, ব্রহ্ম, অব্যক্ত, বহুধানক এবং মায়া—এইগুলি পর্যায় শব্দ।"[২] 'ব্রহ্ম' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'যাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত' অথবা 'যাহা বৃদ্ধি পায়।' প্রকৃতি জগৎপ্রপঞ্চের মূল। ব্যক্ত জগৎ হেতুমান, অনিত্য, অব্যাপী, আশ্রিত, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র। অপর পক্ষে প্রকৃতি অহেতুমৎ, নিত্য, সর্বব্যাপী, অনাশ্রিত, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র। সেইহেতু উহা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অপেক্ষা নিশ্চয়ই বৃহৎ। এই দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে; প্রকৃতি এক। উহা জগদ্রূপে বহু হয়। সুতরাং প্রকৃতি জগদ্রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতেও প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে; পরন্তু গৌড়পাদ কোন অর্থে প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাহা বিচার্য। বিশেষতঃ 'ব্রহ্ম' শব্দ রূঢ় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্যয়গত অর্থ লইয়া উহাকে অন্য প্রকারে ব্যবহার করিলে লোকে বুঝিবে না। 'ভগবদ্গীতা'তে প্রকৃতিকে 'মহদ্ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে।[৩] ভাষ্যকারগণ বলেন, ব্রহ্মের অতি সন্নিকৃষ্ট বলিয়াই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। গৌড়পাদও

১। ৬১ কারিকার ভাষ্য ২। ২২ কারিকার ভাষ্য ৩। গীতা, ১৪।৩,৪

যদি সেই অর্থেই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয় যে তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। এখন বিচার্য রহিল ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ তিনি কি প্রকার বলিয়া মনে করিতেন।

গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে বৈরাগ্য দ্বিবিধ। পরিদৃষ্ট বিষয়সমূহের অর্জন, রক্ষা, প্রভৃতিতে দোষ দেখিয়া উহাদের প্রতি বৈতৃষ্ণ্যই বাহ্য বৈরাগ্য। আর

"প্রধানমপ্যত্র স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমিতি বিরক্তস্য মোক্ষেপ্সোর্যদুৎপদ্যতে তদাভ্যন্তরং বৈরাগ্যম্।"[১]

'এই প্রধানও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের তুল্য—বিরক্ত মুমুক্ষুর যে এই প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই আভ্যন্তর বৈরাগ্য।' ইহা হইতে জানা যায় যে, গৌড়পাদের মতে, মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে প্রধানও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের তুল্য। এস্থলে 'অপি' শব্দ থাকায় ("প্রধানমপি") বুঝিতে হইবে যে প্রধান হইতে উৎপন্ন মহদাদিও অর্থাৎ সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের সদৃশ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। উহার বিপরীতবোধ অর্থাৎ জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ, গৌড়পাদ বলেন, তামস জ্ঞান। তাঁহার মতে প্রকৃতির এক নাম মায়া। সুতরাং জগৎ মায়িক। ঐ প্রকৃতি বা মায়া স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল তুল্য বলিয়া, উহাকে পরমার্থ দৃষ্টিতে বাস্তব বলা যায় না। তাহাতে বলিতে হয়, মায়া ব্রহ্মের বাস্তব শক্তি হইতে পারে না। অথচ স্বপ্নকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ সত্য, দর্শনকালে যেমন ঐন্দ্রজালিক বস্তু সত্য, ব্যবহারকালে তেমনই প্রকৃতি এবং তৎজাত বস্তুর সত্যতা অঙ্গীকার করিতে হয়। গৌড়পাদের উক্তির তাৎপর্য ইহাই দাঁড়ায়। উহা অদ্বৈতবেদান্তের মায়াবাদই। গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, পূর্বাচার্যেরা বলেন

"ভূতানামাদিভূতস্তমো বহুলঃ"[২]

'ভূতসমূহের আদিভূত গাঢ় তম।' ইহা বৈদিক ও পৌরাণিক সৃষ্টিমত। মায়া বা প্রধানেরও এক নাম তমঃ। এইরূপে গৌড়পাদ সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈদিক, পৌরাণিক, সাংখ্য এবং অদ্বৈতবেদান্ত মতের সমন্বয় করিয়াছেন। জগতের স্বপ্নবত্তা মুমুক্ষুর অনুভব। সুতরাং উহা বাস্তব। উহাকে উপায়কৌশল্য মনে করা যাইতে পারে না।

১। ২৩ কারিকার ভাষ্য ২। ২৫ কারিকার ভাষ্য

গৌড়পাদ লিখিয়াছেন, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ হয়। মোক্ষে জীবের লিঙ্গ-শরীরও বিনষ্ট হয়। তখন জীব পরমাত্মা হয়।[১] তাহা, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়—ইহা শ্রুতি সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

(৬)

যুক্তিদীপিকা

'যুক্তিদীপিকা'য় একাত্মবাদের উল্লেখ আছে। "জগতে কখন কখন অনেকের একের সহিত সম্বন্ধ দেখা যায়। যেমন শরীরের সহিত শ্রোত্রাদির। আবার কখন একের অনেকের সহিত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশের ঘটাদির সহিত। এই আত্মাও কার্যকারণ-সম্বন্ধবান্। তাই সংশয় হয়, আত্মা কি শ্রোত্রাদির ন্যায় অনেক, না আকাশের ন্যায় এক? এই বিষয়ে আচার্যদিগের মতভেদ আছে। উপনিষদ্বাদিগণের সিদ্ধান্তমতে আত্মা একই ('ঔপনিষদাঃ খলু একশ্চাত্মেতি প্রতিপন্নাঃ')। কণাদ, অক্ষপাদ, অর্হৎ প্রভৃতি অনুযায়িগণের মতে আত্মা অনেক।"[৩] অবশ্য উহাতে আত্মার একত্ববাদ খণ্ডন করিয়া, সাংখ্যীয় নানাত্ববাদ স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'সাংখ্যকারিকা'র মতে "প্রধানের বিনিবৃত্তি হইলে" পুরুষ ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করে। 'যুক্তি-দীপিকা'কার লিখিয়াছেন, ঐ অবস্থাকেই বৌদ্ধগণ নিরুপাধিবিশেষ-নির্বাণলক্ষণ অপবর্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাই ধ্রুব, অমল ও অভয় পরব্রহ্ম এবং উহাতে সমস্ত গুণধর্মসমূহের প্রতিপ্রলয় হয়।"[৪] এইরূপে তিনি সাংখ্যকৈবল্যের সহিত বৌদ্ধ নির্বাণের এবং ঔপনিষৎ

১। "মোক্ষঃ ততঃ সূক্ষ্মং শরীরং নিবর্ত্ততে পরমাত্মা উচ্যতে—(৪৪ কারিকার ভাষ্য)

২। ৪৫ কারিকা।

৩। 'যুক্তিদীপিকা', ৯৮ পৃষ্ঠা।

৪। "অতঃ 'চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ' অতীন্দ্রিয়মসংবেদ্যং লঘু সর্বত্র সন্নিহিতম প্রশস্তমনির্মিতং বিশুদ্ধমক্ষয়ং নিরতিশয়ম্—'একান্ত (ঐকান্তিক?) মাত্যন্তিকমুত্তমং কৈবল্যমাপ্নোতি। এতচ্চাবস্থানং বৌদ্ধৈর্নিরুপাধিবিশেষনির্বাণলক্ষণমপবর্গো ব্যাখ্যাতঃ। এতৎ পরং ব্রহ্ম ধ্রুবমমলমভয়মত্র সর্বেষাং গুণধর্মাণাং প্রতিপ্রলয়ঃ। ইত্যাদি। ('যুক্তিদীপিকা, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

ব্রহ্মভবনের অবিরোধ স্থাপন করিয়াছেন। অন্যত্রও তিনি মুক্তিকে ব্রহ্মভবন বলিয়াছেন।[১]

সাংখ্যমতে, পুরুষের বন্ধন অজ্ঞানজনিত। সুতরাং জ্ঞান দ্বারাই উহার মোক্ষ হয়। 'যুক্তিদীপিকা'কার বলেন যে শ্রুতির সিদ্ধান্তও তাহাই। অনেক শ্রুতি প্রমাণের বলে তিনি উহা সিদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতি বচন মূলে কেহ কেহ অনুমান করেন যে শ্রুতি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদন করে। তিনি ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। সমুচ্চয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত শ্রুতিবচনের বিচার করত তিনি দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সমুচ্চয় সিদ্ধ হয় না; বরং কর্মসন্ন্যাসই সিদ্ধ হয়।[২]

(৭)

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র

'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' অবিদ্যাবাদের খণ্ডন আছে। সাংখ্যবাদী বলেন, আত্মার বন্ধন অবিদ্যাজনিত হইতে পারে না। কেননা, অবিদ্যা অবস্তু। অবস্তুর দ্বারা বন্ধন হওয়া অযৌক্তিক কথা।[৩] অবিদ্যাকে বস্তু মানিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়।[৪] অধিকন্তু ঐ অবিদ্যা বস্তু হইলে অনাত্মবস্তুই হইবে। সুতরাং তাহাতে বিজাতীয় দ্বৈতবস্তুর সদ্ভাবের প্রসঙ্গ হয়।[৫] অবিদ্যাবাদী বলেন, অবিদ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত।[৬] উহা বস্তু এবং অবস্তু উভয়েই, অথবা বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে। অর্থাৎ অবিদ্যা সদসদ-নির্বচনীয়া। তাহাতে সাংখ্য উত্তর করেন যে ঐ প্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত বস্তুর সদ্ভাব প্রতীতি গোচর হয় না।[৭] অধিকন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ। সুতরাং অবিদ্যার সহিত উহার যোগ সম্ভব নহে।[৮] আর যোগ সম্ভব হইলে

১। "একাগ্র একারামোঽবিদ্যাপর্বণোঽতিক্রান্তঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যানন্তরো ভবতি।" (১১৩ পৃষ্ঠা) আরও দ্রষ্টব্য ১২৯ পৃষ্ঠা। ২। ২৫-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। "নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ।"—(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১।২০)

৪। "বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ"—(সা. প্র. সূত্র, ১।২১)

৫। "বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ"।—(সাংখ্য প্র. সূত্র, ১।২২)

৬। "বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ" (সা. প্র. সূত্র, ১।২৩);

৭। "ন তাদৃক্ পদার্থাপ্রতীতেঃ।"—(সা. প্র, সূত্র, ১।২৪)

৮। "নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য।"—(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।১৩)

অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়।[১] কেননা, অবিদ্যা ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না এবং সৃষ্টি না হইলে অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে সংসারকে অনাদি মনে করিলে, ঐ দোষ পরিহার করা যাইতে পারিত বটে। কিন্তু ঐ দৃষ্টান্ত প্রযুজ্য নহে। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন, সংসার সাদি[২]। অতএব সংসার অনাদি নহে[৩]। যদি অবিদ্যা বিদ্যা হইতে ভিন্ন, বিদ্যাবিরোধী হয়, তবে তদ্দ্বারা ব্রহ্মবাধ প্রসঙ্গ হয়।[৪] আর যদি বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার বাধ না হয়, তবে বিদ্যা নিষ্ফল হয়।[৫] অধিকন্তু বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার বাধ হইলে জগৎও অবিদ্যা তুল্য হয়।[৬] তুল্য হইলে জগতের ন্যায় অবিদ্যাও সাদি হয়।[৭] সুতরাং অবিদ্যার অনাদিত্ববাদ খণ্ডিত হয়।

'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' একজীববাদেরও খণ্ডন আছে। ঘটশরাবাদি উপাধি-যোগে একই মহাকাশের ঘটাকাশ, শরাবাকাশ, প্রভৃতি বহুরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। একজীববাদী বলেন, ঠিক সেই প্রকারে বহু উপাধি সম্পর্কে একই আত্মা বহু আত্মা রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।[৮] সাংখ্যবাদী বলেন, ঐ বাদ সঙ্গত নহে। কেননা জগতে জীবের বিচিত্র প্রকার ভাব দেখা যায়। উপাধি দ্বারা আত্মায় নানা ভাবের সদ্ভাব উপপন্ন হয় না। কারণ উপাধিভেদ স্থলে ভেদ উপাধিরই হইয়া থাকে; পরন্তু উপাধিযুক্ত আত্মার নহে।[৯] এই প্রকারে একরূপে সর্বত্রাবস্থিত আত্মার বিরুদ্ধধর্মাধ্যাস হয় না।[১০] ভিন্নধর্মত্ব আত্মায় থাকিলেও, একত্বহেতু আত্মায় উহাদের সদ্ভাব অধ্যারোপ

১। "তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্।"—(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।১৪)

২। "ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ।"—(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫।১৫)

৩। সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 'সাংখ্য প্রবচন সূত্র'কার সংসারকে সাদি সিদ্ধ করিয়াছেন মনে হয়। পরন্তু অদ্বৈতমতে সংসার অনাদি। 'বেদান্তসূত্রে'ও তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

"বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গঃ।"—(৫।১৬)

"অবাধে নৈষ্ফল্যম্"।—(৫।১৭)

"বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্।—(৫।১৮)

"তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্"।—(৫।১৯)

"উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ।"—(১।১৫০)

"উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্।"—(১।১৫১)

১০ "এবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসঃ।"—(১।১৫২)

দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না।[১] আরও উপাধি সহযোগে এক আত্মার বহুত্ব সিদ্ধ করিলে, উপাধির সদ্ভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। তাহাতে আবার দ্বৈত আসিয়া পড়ে।[২] সুতরাং অদ্বৈত থাকে না। উপাধিসমূহকে অবিদ্যাত্মক বলিলেও অদ্বৈত প্রতিপাদক প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়।[৩] কারণ তখন উপাধিবশত দ্বৈতাপত্তি না হইলেও, অবিদ্যাহেতু দ্বৈতাপত্তি হয়। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম এক।

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।"[৪]

'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।' তাহাতে নানাত্বদর্শনের নিন্দাও পাওয়া যায়। যথা

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"[৫]

'অদ্বৈতবাদী বলেন, এই সকল শ্রুতিতে আত্মাকে এক বলা হইয়াছে। আত্মা বহু মানিলে, উহাদের সহিত বিরোধ হয়। তাহাতে সাংখ্যবাদী বলেন,

"নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ।"[৬]

'(আত্মা) বহু মানিলে অদ্বৈত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না। কেননা, (তন্ত্রোক্ত এক শব্দ) জাতিবাচক'। সকল আত্মাই স্বরূপত সমান, সুতরাং একরূপ। শ্রুতি ঐ হিসাবেই আত্মাকে এক বলিয়াছেন। অতএব পুরুষ-বহুত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। তিনি আরও বলেন, শাস্ত্রে বামদেবাদি অনেক মুক্ত পুরুষের কথা শোনা যায়। সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না।[৭] বামদেবাদির মুক্তি আত্যন্তিক মুক্তি নহে,—এই প্রকার আপত্তিও সমীচিন হইবে না। কারণ তাহাতে বলিতে হয় যে অনাদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত কাহারও

১। "অন্যধর্মত্বেঽপি নারোপাত্তৎসিদ্ধেরেকত্বাৎ।"—(১।১৫৩)
২। "উপাধিশ্চেত্তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্।"—(৬।৪৬)
৩। "দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ।"—(৬।৪৭)
৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১ ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, আরও দ্রষ্টব্য, কঠ,
৬। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১।১৫৪
৭। "বামদেবাদির্মুক্ত নাদ্বৈতম্।"—(১।১৫৭)

এই সূত্রের ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রকারে করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে বামদেবাদির মুক্তির উল্লেখ আছে। আত্মা এক হইলে, এক জীবের মুক্তিতে সকল জীব মুক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। বহু বদ্ধ জীব এখনো সংসারে আছে। সুতরাং আত্মা এক নহে।

প্রকৃত মুক্তি হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে ভবিষ্যতেও হইবে না।[১] অতএব তাহাতে মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে।[২]

'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' অন্য প্রকারেও অদ্বৈতবাদে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। জগতে দুই শ্রেণীর বস্তু দেখা যায়—চিৎ ও অচিৎ বা আত্মা ও অনাত্মা। সাংখ্য বলে, আত্মাবস্তুর অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। কেননা, লিঙ্গ দ্বারা আত্মার ভেদ—জীবে জীবে ভেদ—প্রত্যক্ষ প্রতীত হয়।[৩] জগতে নানা প্রকারের জীব আছে। সুতরাং জীব এক নহে। অনাত্ম বস্তুর সহিতও আত্মার অভেদ সিদ্ধ হয় না। কেননা তাহা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ।[৪] ঐ হেতুতে আত্মা এবং অনাত্মা উভয়ের সহিত অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না।[৫] শ্রুতিতে আছে, "আত্মৈবেদং সর্বম্"[৬] (এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ আত্মাই), "ব্রহ্মৈবেদং সর্বং" ('এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই)। অদ্বৈতবাদিগণ ঐ সকল শ্রুতিকে অদ্বৈত প্রতিপ্রাদক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 'সাংখ্য-প্রবচনসূত্র'কার বলেন, ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য অন্য। অবিবেকীগণই উহাদিগকে ভিন্ন প্রকারে (অদ্বৈত প্রতিপাদক বলিয়া) গ্রহণ করিয়া থাকে।[৭] অতএব শ্রুতি কিংবা প্রত্যক্ষ অনুভব কোন প্রকারেই অদ্বৈত সিদ্ধ করা যায় না।[৮] অপর পক্ষে, শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষ উভয় প্রকার প্রমাণ দ্বারাই দ্বৈত সিদ্ধ করা যায়। তিনি অদ্বৈতবাদে অপর দোষও প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈত হইলে আত্মাকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্মা, অবিদ্যা, কিম্বা উভয়ে একত্রে—কোনটাই জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কেননা, আত্মা নিঃসঙ্গ।[৯] নিঃসঙ্গ বলিয়া অদ্বৈত আত্মা নিজে জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারে না। সেই হেতুতে অবিদ্যার সঙ্গে উহার সমবায়ও হইতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যা

"অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্।"—(১।১৫৮)
"ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ।"—(১।৫৯)
"নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ।"—(৫।৬১)
"নানাত্মনাঽপি প্রত্যক্ষবাধাৎ।"—(৫।৬২)
"নোভাভ্যাং তেনৈব।"—(৫।৬৩)
ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২
"অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র।"—(৫।৬৪)
"দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্বমুত্তরং চ সাধকাভাবাৎ।"—(৬।৪৮)
"নাত্মা নাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ।"—(৫।৬৫)

সহায়ে আত্মা জগতের উপাদান হইতে পারে না। অবিদ্যা অবস্তু। সুতরাং উহাকে বস্তুভূত জগতের উপাদান বলা যায় না। আর অবিদ্যাকে বস্তু মানিলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়। ঐ দোষ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদ্বৈত মতে জগৎ স্বপ্ন কিম্বা রজ্জুসর্প, মৃগতৃষ্ণিকা, প্রভৃতির ন্যায় অবস্তু, মিথ্যা। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'কার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্।"[১]

'জগৎ স্বপ্ন কিম্বা রজ্জুসর্প প্রভৃতির ন্যায় বাধিত হয় না। সুতরাং জগৎ অবস্তু নহে। দ্বিচন্দ্র, পীতশঙ্খ, প্রভৃতির ন্যায় জগৎ দুষ্টকারণজনিত নহে। তিমিররোগ বশতই লোকে এক চন্দ্রকে দ্বিচন্দ্র দর্শন করিয়া থাকে। কামলরোগ বশতই লোকে শ্বেত শঙ্খকে পীত দেখিয়া থাকে। জগতের দর্শন সেই প্রকার কোন দুষ্ট কারণজ নহে। সুতরাং সেই প্রকারেও জগৎকে অবস্তু বলা যায় না।

১। ১।৭৯; "জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাৎ বাধকাভাবাৎ।"—(৬।৫২)

পঞ্চম অধ্যায়

যোগশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

আচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের সহিত যোগদর্শনের কোনপ্রকার অনৈক্য নাই। তবে উহাকে অবগত করাইবার কোন কোন উপায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সৃষ্টি-সম্পর্কে, সাংখ্যদর্শনের ন্যায়, যোগদর্শনে জগদুপাদান স্বতন্ত্র প্রধান এবং উহার বিকার মহদাদির উল্লেখ আছে। বেদান্তদর্শনে ঐগুলি স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রের ন্যায় যোগশাস্ত্র উহাদের সদ্ভাব প্রতিপাদন করে না। উহার একমাত্র লক্ষ্য, যোগের স্বরূপ, তাহার সাধন, তাহার অবান্তর ফল যোগবিভূতি এবং তাহার পরম ফল কৈবল্য প্রতিপাদন করা। তদর্থে যোগশাস্ত্র প্রধানাদির অঙ্গীকার করে মাত্র। ব্রহ্মাবগতি করাইবার জন্য যেমন পুরাণসমূহে সর্গ-প্রতিসর্গাদির বিবরণ অবলম্বিত হইয়াছে, তেমন যোগশাস্ত্রে প্রধানাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে কোন দোষ হয় না। কেননা, একই পরমতত্ত্ব অবগত করাইবার জন্য এক বা ততোধিক উপায়কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে।[১] এইরূপে বাচস্পতি মিশ্র দেখাইয়াছেন যে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানে। এই মতের সমর্থনে তিনি প্রাচীন যোগাচার্য বার্ষগণ্যের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বার্ষগণ্যের মতে, জগৎ মায়া মাত্র। (পরে দ্রষ্টব্য)

বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে' যোগমতের সমালোচনা দেখা যায়।[২] বাচস্পতি বলেন, ঐখানে যোগসিদ্ধান্তের নিরাকরণ হয় নাই। যোগ-

১। "ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যমিতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তীকৃতং পুরাণেষিব সর্গপ্রতিসর্গবংশমন্বন্তরবংশানুচরিতং তৎপ্রতিপাদন-পরেষু, ন তু তদ্বিবক্ষিতম্।"—(ভামতী, ২।১।৩)

"যদি প্রধানাদিসত্ত্বাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তশ্রুতিবিরোধেনা-প্রামাণ্যম্, তথা চ তদ্বিহিতেষু যমাদিষপ্যনাশ্বাসঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রধানাদিপরং তৎ, কিন্তু তন্নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপমিত্যুক্তম্।"

২। 'বেদান্তসূত্র', ২।১।৩

শাস্ত্রোক্ত প্রধানাদির সদ্ভাব নিরাকরণ করা হইয়াছে মাত্র। কেহ কেহ ভ্রমবশত মনে করিতে পারেন যে সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনও প্রধানাদিকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ঐ প্রকার ভ্রান্ত অনুমান হইতে সাবধান করিবার অভিপ্রায়ে বেদান্তদর্শনে উহাদিগকেই খণ্ডন করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, বেদান্তশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে বহু সমোক্তি দৃষ্ট হয়। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞানের লাভে যোগের অপেক্ষা আছে। যোগশাস্ত্র-বিহিত যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ সাধন এবং ধারণাদি অন্তরঙ্গ সাধন ব্যতীত ঔপনিষদাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না।[১] এই সকল কারণে যোগ-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণত অপ্রমাণ বলা যায় না। শ্রুতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অপ্রামাণ্য, প্রধানাদির উল্লেখ এবং অভ্যুপগম হেতু, সমস্ত যোগশাস্ত্রের উপর লোকের অপ্রামাণ্য বলিয়া অশ্রদ্ধা হইতে পারে। সেইহেতু তত্রোক্ত যমনিয়মাদি এবং ধ্যান-ধারণাদির উপর লোকের অশ্রদ্ধা হইতে পারে। তাহাতে বেদান্ত জ্ঞানোদয় হইবে না। এই প্রকারে মহা অনর্থের সন্নিপাত হইবে। উহা হইতে জিজ্ঞাসুকে রক্ষার জন্যই 'বেদান্তসূত্রে' বাদরায়ণ যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যাংশের সমালোচনা করিয়াছেন।

অন্যত্র বাচস্পতি লিখিয়াছেন,

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন মত্বা দেবং ধীরো শোকহর্ষৌ জহাতি।"[২]

"যতো নির্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
ততো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্যং মুমুক্ষুণা॥"[৩]

"তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতজ্‌জ্ঞানং চ ধ্যানং চ শেষোঽন্যো গ্রন্থবিস্তর॥"[৪]

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, তথা অনেক স্মৃতিবাক্য, হইতে জানা যায় যোগ মুক্তির হেতু। জ্ঞানের সাধন এবং জ্ঞানের ফল হিসাবে যোগ দ্বিবিধ। ব্রহ্ম-মীমাংসা, সাংখ্য, প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানের বিস্তৃত বিচার আছে। জ্ঞান সাধন যোগেরও উল্লেখ উহাদিগেতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানজন্য যোগের উল্লেখ উহাদিগেতে মোটেই নাই। তাই ভগবান্ পতঞ্জলি দ্বিবিধ যোগের পূর্ণ ও বিশদ আলোচনার্থ 'যোগসূত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপেও বাচস্পতি মনে করেন যে বেদান্তসিদ্ধান্ত এবং যোগসিদ্ধান্ত অভিন্ন।

১। 'বেদান্তসূত্রে'ও তাহা বলা হইয়াছে। (৩।৪।২৭)

যোগশাস্ত্রে

(১)

যোগসাহিত্য

যোগশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ ভগবান্ পতঞ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র' বা 'যোগদর্শন'।[১] কথিত আছে যে তিনি এবং পাণিনি-ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি। ঐ প্রবাদ এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।[২] তাহা সত্য হইলে, বলিতে হয় যে, 'যোগসূত্র' খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বিরচিত হইয়াছিল। আচার্য ব্যাস বিরচিত ভাষ্য অধুনা অতি প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যাসভাষ্যের বিবরণ প্রণয়ন করেন। উহা 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে খ্যাত। ব্যাস-ভাষ্যের আরও অনেক ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায়। উহাদের সমস্তই বাচস্পতির পরবর্তী কালের। ব্যাসের সময় নিশ্চিত রূপ নিরূপণ করা যায় না। অনেক অনুমান করেন যে তিনি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। পরন্তু ঐ অনুমানের কোন বিশেষ ভিত্তি নাই। অধ্যাপক বুড্স্ মনে করেন আচার্য ব্যাস ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতকের পূর্বেকার হইতে পারেন না।[৩] তাঁহার ঐ অনুমান ভ্রমাত্মক। কেননা, যেই হেতু-মূলে তিনি ঐ অনুমান করিয়াছেন, ঐ হেতুই

১। মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত 'যোগদর্শন', ব্যাসকৃত ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র-কৃত 'তত্ত্ব-বৈশারদী' রাঘবানন্দ-কৃত 'পাতঞ্জল-রহস্য', বিজ্ঞানভিক্ষু-প্রণীত 'যোগবার্তিক', প্রভৃতি সহ, 'কাশী সংস্কৃত সিরিজে' প্রকাশিত হইয়াছে ; ১৯৩৫।

২। যথা, একটা প্রাচীন বচনে আছে

> "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং
> মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
> যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং
> পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"

৩। J. H. Woods, Yoga-system of Patanjali, Harvard Oriental Series, 1914

ভুল।[১] ব্যাসের পূর্বেও কেহ কেহ 'যোগসূত্রে'র ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বোধ হয়।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে যোগমতের প্রবর্তক ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ।[২] তথায় প্রাচীন যোগমতের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] শাণ্ডিল্য নামে একজন যোগাচার্যেরও নামোল্লেখ আছে।[৪] 'শাণ্ডিল্যোপনিষৎ' নামে একখানি যোগোপনিষৎ আছে। উহার বক্তা শাণ্ডিল্য এবং মহাভারতোক্ত যোগাচার্য শাণ্ডিল্য অভিন্ন কিনা বিবেচ্য। আরও কতিপয় উপনিষদে নানাপ্রকার যোগের বিবরণ আছে।[৫]

ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একখানি যোগগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য (২০০ খ্রীস্টাব্দ) লিখিয়াছেন যে তিনি একখানি যোগগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।[৬] পুণাস্থ ডেকান কলেজের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে 'যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য' নামক গ্রন্থের দুইখানি পাণ্ডুলিপি আছে।[৭] উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মার নিকটে যোগশিক্ষা করিয়া গার্গীকে উহার উপদেশ দেন। 'তাহাই 'যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য' নামে প্রসিদ্ধ। 'বৃহদ্‌যোগী যাজ্ঞবল্ক্য' নামে একখানি পাণ্ডুলিপিও উক্ত সংগ্রহে আছে।[৮] উহা পূর্বোক্ত

১। ব্যাসভাষ্যে গণিতের স্থানীয়মান-তত্ত্বের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক বুডস্ মনে করিয়াছেন যে উহা ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতকে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাই তিনি অনুমান করেন যে ব্যাস ঐ সময়ের পূর্বেকার হইতে পারেন না। পরন্তু স্থানীয়মানতত্ত্ব উহার বহু শতাব্দী পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য—Bibhuti Bhusan Datta and Avadesh Narayan Singh, History of Hindu Mathematics, Part I, Lahore, 1935, শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত লিখিত "দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৬শ বর্ষ, ১০৭-১২৭ পৃষ্ঠা।

২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫০।৬৪ ৩। পরে দ্রষ্টব্য।

৪। "পৃথগ্‌ ভূতেষু সৃষ্টেষু চতুর্থাশ্রমকর্মসু।
সমাধৌ যোগমেবৈতচ্চ শাণ্ডিল্য শমমব্রবীৎ ॥"—(শান্তি পর্ব, ২৫৪।১৪)

৫। 'যোগোপনিষৎ', উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগী বিরচিত টীকাসহ, পণ্ডিত এ, মহাদেব শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত। এই সংগ্রহে ২০ খানি উপনিষৎ আছে।—(১) অদ্বয়তারক, (২) অমৃতানন্দ, (৩) অমৃতবিন্দু, (৪) ত্রিশিখবিন্দু, (৫) তেজোবিন্দু, (৬) দর্শন, (৭) ধ্যানবিন্দু, (৮) নাদবিন্দু, (৯) পাশুপতব্রহ্ম, (১০) ব্রহ্মবিদ্যা, (১১) মণ্ডলব্রাহ্মণ, (১২) মহাকাব্য, (১৩) যোগকুণ্ডলী, (১৪) যোগচূড়ামণি, (১৫) যোগতত্ত্ব, (১৬) যোগশিক্ষা, (১৭) বরাহ, (১৮) শাণ্ডিল্য, (১৯) হংস এবং (২০) ক্ষুরিক উপনিষৎ। এতদ্ব্যতিরিক্ত আডিয়র হইতে প্রকাশিত নূতন উপনিষৎ-সংগ্রহে ও যোগবিষয়ক উপনিষৎ আছে। একটার নাম যোগরাজোপনিষৎ।

৬। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, ৩।১১০

৭। *Mss.* Nos 91 and 388 ot 1899-1915

৮। *Ms* No 354 of 1875-6

গ্রন্থ হইতে ভিন্ন। মিথিলারাজ জনককে নাকি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উহার উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে 'ভগবদ্‌গীতা', 'মনুস্মৃতি', প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি' হইতেও বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং শেষোক্ত গ্রন্থে উক্ত যোগগ্রন্থ উহা হইতে পারে না। কানে মনে করেন যে 'বৃহদ্‌যোগী যাজ্ঞবল্ক্য' ২০০-৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।[১] 'যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য' ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিরচিত।

পতঞ্জলি ও ব্যাস

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে জীব স্বরূপ লাভ করে।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।"[২]

এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠাই মোক্ষ।

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"[৩]

ব্যাস একাধিক স্থলে তাহা বলিয়াছেন। যথা—

"যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ।"[৪]

'দ্রষ্টার (পুরুষের) স্বরূপোপলব্ধিকেই অপবর্গ বলা হয়।'

"তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।"[৫]

'উহা (চিত্ত) নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়। অতএব শুদ্ধ; সুতরাং মুক্ত, বলিয়া কথিত হয়।'

এইরূপে দেখা যায়, সূত্রকার পতঞ্জলি এবং ভাষ্যকার ব্যাস উভয়েরই মতে স্বরূপলাভই মুক্তি। শ্রুতিও বলিয়াছেন, মোক্ষে জীব

"স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"

'নিজ স্বরূপ লাভ করে।' 'বেদান্তদর্শনে'ও তাহাই আছে।[৬]

এখন প্রশ্ন জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? পতঞ্জলি বলেন,

১। P. V. Kane, History of Dharmasastras. p. 190
২। যোগসূত্র, ১।৩
৩। যোগসূত্র, ৪।৩৪
৪। যোগসূত্র, ২।২৩ (ব্যাসভাষ্য)
৫। যোগসূত্র, ১।৫১ (ব্যাসভাষ্য)
৬। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।"—(বেদান্তসূত্র, ৪।৪।১-২)

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ……।"[১]

দ্রষ্টা (পুরুষ) দৃক্‌শক্তিই অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ এবং শুদ্ধ। 'দৃশিমাত্র' বলাতেই, ব্যাস বলেন, সিদ্ধ হয় যে কোন প্রকার বিশেষণ বা ধর্মের সম্বন্ধ উহাতে নাই। যাহা হউক তিনি প্রত্যক্ষত তাহা বলিয়াছেন,

"চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপং……চিতিরেব পুরুষঃ"[২]

পুরুষ চিৎস্বরূপ। সুতরাং

"তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ ···তথাঽনুৎপত্তিধর্মা পুরুষ ইতি।"[৩]

পৃথিব্যাদি বস্তুর ধর্মসমূহ পুরুষে নাই। উহারা কখনও পুরুষে উৎপন্ন হয় না। পুরুষ নিষ্ক্রিয়। অতএব পুরুষ নির্গুণ এবং অপরিণামী, কূটস্থ নিত্য।[৪] ব্যাস বলেন, পুরুষের স্বরূপ হেয় কিম্বা উপাদেয় হইতে পারে না। কেননা, হেয় বা ত্যাজ্য হইলে উচ্ছেদ বাদ আসিয়া পড়ে এবং উপাদেয় বা গ্রাহ্য হইলে হেতুবাদ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ পুরুষকে জন্য বলিতে হয়। হান ও উপাদান উভয়ের প্রত্যাখ্যান করিলে শাশ্বতবাদ সিদ্ধ হয়। ইহাই সম্যগ্‌দর্শন।[৫]

'কূটস্থনিত্য পুরুষের বন্ধমোক্ষ কি প্রকারে সম্ভব? এই শঙ্কা করা স্বাভাবিক। যোগদর্শন বলে, সংসারদশায় চিত্তের বৃত্তিসমূহ পুরুষে অধ্যস্ত হয়। ব্যাস লিখিয়াছেন, "চিৎস্বরূপ পুরুষ অপরিণামী। সেই হেতু উহার প্রতিসংক্রম (বা বিষয়দেশে গমন) নাই। তবে উহা দর্শিতবিষয়-যাঁহার উদ্দেশে বিষয় দেখান হয় সেই। অর্থাৎ চিত্তই বিষয়রূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে বিষয় দর্শন করায়। বস্তুত পুরুষ শুদ্ধ এবং অনন্ত।[৬] "যেমন কৈবল্যাবস্থায় তেমন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ও পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরন্তু চিত্ত বিষয়াকার ধারণ করিলে পুরুষ সেইরূপে থাকিয়াও থাকে না। অর্থাৎ পুরুষ নিত্য স্বরূপে স্থিত থাকিলেও সংসারদশায়

যোগসূত্র, ২।২০ ২। যোগসূত্র, ১।৯ (ব্যাসভাষ্য)
যোগসূত্র, ১।৯ (ব্যাসভাষ্য)
"……পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ।"—(৪।১৮)
২।১৫ (ভাষ্য)। "কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য"—(৪।৩৩ ভাষ্য)
যোগসূত্র, ১।২ (ব্যাসভাষ্য)।

উপাধিবশত স্বরূপে নাই বলিয়া মনে হয়।"[১] পতঞ্জলিও তাহাই বলিয়াছেন,

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।"[২]

"চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্।"[৩]

চিৎস্বরূপ পুরুষের এবং চিত্তবৃত্তির এই সংযোগ পতঞ্জলির মতে সংসারের নিদান।

"দ্রষ্টৃদৃশয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।"[৪]

"দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্।"[৫]

"বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র"[৬]

"সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ……"[৭]

চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পুরুষের এই সম্পর্ক অনাদি। ব্যাস তাহা বলিয়াছেন।[৮] তিনি আরও বলেন যে ঐ সংযোগবশতই পুরুষের সংসার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, পরন্তু উহা বিকল্পিত।[৯] "বুদ্ধিপ্রত্যয়কে দর্শন করে বলিয়াই পুরুষ বস্তুত তদাত্মক না হইলেও তদাত্মকের ন্যায় ("তদাত্মক ইব") প্রতিভাসিত হয়।[১০] পুরুষ যদি বস্তুতই সুখদুঃখাদি বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মাত্মক হইত, তবে 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। আচার্য পঞ্চশিখের উক্তি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাস স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চশিখ বলেন,

"অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।"

'ভোক্তৃশক্তি পুরুষের পরিণাম এবং প্রতিসংক্রম নিশ্চয়ই নাই। পরিণামী বুদ্ধির বিষয়সমূহে উহাতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া উহার বৃত্তির অনুসরণ

১। "স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা।"—(১।৩ ব্যাসভাষ্য) "থাকিয়াও থাকে না", এই উক্তির তাৎপর্যের জন্য বাচস্পতির 'তত্ত্ববৈশারদী' দ্রষ্টব্য। তিনি শুক্তিকারজতের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

২। যোগসূত্র, ২।২০ ৩। ৪।২২ ৪। ২।১৭

৫। যোগসূত্র, ৪।২৩ ৬। যোগসূত্র, ১।৪

৭। যোগসূত্র, ৩।৩৫ ৮। ১।৪ ও ২।২২ (ব্যাসভাষ্য)

৯। "ন পুরুষান্বয়ী-ধর্মঃ, তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি।" —(১।৯ ভাষ্য)

১০। "তমনুপশ্যন্ন তদাত্মাঽপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে।"—(২।২০ ভাষ্য)

করে। চৈতন্যের উপগ্রহ বা ছায়া রূপা বুদ্ধিবৃত্তির অনুকরণ মাত্র হেতু বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; বুদ্ধির বৃত্তিকেই পুরুষের জ্ঞানবৃত্তি বলা হইয়া থাকে।'

পতঞ্জলি যাহাকে পুরুষ এবং বুদ্ধিবৃত্তির 'উপরক্তি' (৪।২৩) এবং পঞ্চশিখ 'উপগ্রহ' বলিয়াছেন, বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং স্ফটিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাস তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন তিনি বলেন

"দ্রষ্টৃ দৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্বার্থমিত্যুচ্যতে,……সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃ প্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনীভূতত্বাদন্যঃ, সবেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোঽর্থঃ প্রজ্ঞায়াং সেনাবধার্যতে স পুরুষ ইতি।"*

স্ফটিক স্বভাবত স্বচ্ছ এবং ধবল হইলেও লাল জপাকুসুমের সন্নিধানে লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেইরূপ শুদ্ধস্বভাব পুরুষ বুদ্ধিরূপ উপাধিহেতু বুদ্ধিগুণযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। চন্দ্র নির্মলজলে অসংক্রান্ত হইলেও প্রতিবিম্বরূপে সংক্রান্ত বলিয়া মনে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে শুভ্র এবং স্থির স্বভাব থাকিয়াও জলাদির ধর্মবশত নানাধর্মযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই প্রকার পুরুষ স্বীয় শুভ্রস্বরূপে বর্তমান থাকিয়াও বুদ্ধিবৃত্তিতে সংক্রান্ত এবং তদ্ধর্মযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পুরুষ ও বুদ্ধিবৃত্তির উক্ত সংযোগের হেতু, পতঞ্জলি বলেন, অবিদ্যা।

"তস্য হেতুরবিদ্যা"[১]

জীবের ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের প্রত্যেকে আবার প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিভাগে বিভক্ত। সকলেরই মূল ঐ অবিদ্যা।[২] ব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ অবিদ্যারই ভেদ মাত্র। কেননা, অবিদ্যা সমস্ততেই অনুগত আছে। অবিদ্যা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আবৃত হইলেই, অস্মিতাদি ক্লেশসমূহ উহাতে উপপন্ন হয়। বিপর্যাস বা ভ্রম জ্ঞান কালেই উহারা উপলব্ধ হয় এবং অবিদ্যার বিনাশ হইলে উহারা বিনষ্ট হয়।" এইরূপে দেখা যায়, জীবের সংসারবন্ধনের মূল অবিদ্যা।

* ৪।২৩ (ব্যাসভাষ্য)
১। যোগসূত্র, ২।২৪ ২। যোগসূত্র, ২।৪

পতঞ্জলি বলেন,

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"[১]

'অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচি বস্তুতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্মপদার্থে আত্মজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে।' উহাকে তিনি বিপর্যয়ও বলিয়াছেন।

"বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্।"[২]

'যে জ্ঞান বিজ্ঞাতবিষয়রূপে স্থির থাকে না, উহা মিথ্যা জ্ঞান। উহাকেই বিপর্যয় বলে।' ব্যাস এবিষয়ে দ্বিচন্দ্র-দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চন্দ্র বস্তুত এক। কিন্তু চক্ষুর দোষ বশত কখন কখন চন্দ্র দুইটি বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ দ্বিচন্দ্রজ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। কেননা, সত্য এক চন্দ্রের জ্ঞান হইলে ঐ দ্বিচন্দ্রজ্ঞান বাধিত হয়। সুতরাং অবিদ্যা জ্ঞাননাশ্য। উহা অভাবরূপা নহে। পরন্তু ভাবরূপা। ব্যাস বলেন, 'অমিত্র এবং অগোষ্পদের ন্যায় অবিদ্যাকে ভাবপদার্থ বলিয়া জানিবে। 'অমিত্র' শব্দ 'মিত্রাভাব' কিম্বা 'মিত্রমাত্র' বুঝায় না। পরন্তু মিত্রের বিরুদ্ধ 'শত্রু'কে বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ 'অগোষ্পদ' শব্দ 'গোষ্পদের অভাব' অথবা 'কেবল গোষ্পদ' না বুঝাইয়া উহাদের অতিরিক্ত বিপুল দেশ বিশেষ বুঝাইয়া থাকে। সেই প্রকার অবিদ্যা প্রমাণ বা প্রমাণাভাব নহে। পরন্তু বিদ্যার বিপরীত জ্ঞানান্তর-বিশেষই অবিদ্যা।"[৩] বিদ্যার বিপরীত বলিয়াই বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে।

অবিদ্যার বিনাশই মোক্ষ।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।"[৪]

'অবিদ্যার বিনাশ হইলে পুরুষ ও বুদ্ধির সংযোগের অভাব হয়। উহাই হান বা আত্যন্তিক দুঃখোপরম।[৫] তাহাই কৈবল্য।'

যোগসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যাহা যাহা বলা হইয়াছে, অবিদ্যাবাদ, অধ্যাসবাদ, বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ, স্বরূপপ্রতিষ্ঠাবাদ, প্রভৃতি—অদ্বৈতবেদান্তেও সেগুলি স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাবৎমাত্র হইতে বলা যায় না, যে,

---

১। ২।৫ ২। ২।৮

৩। ২।৫ [ব্যাসভাষ্য] ৪। ২।২৫

৫। "তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সংযোগস্যাত্যন্তিকীনিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্‌দর্শনম্‌"...—(২।২৫ ভাষ্য)

যোগসিদ্ধান্ত ও অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অভিন্ন, যেমন বাচস্পতি বলিয়াছেন। কেননা, ঐ সকল বাদ সাংখ্যমতেও স্বীকৃত হইয়া থাকে।

পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সাংখ্য-যোগশাস্ত্র এবং অদ্বৈতবেদান্ত-শাস্ত্রের মধ্যে মতভেদ আছে। উভয়েরই মতে আত্মা স্বরূপত নির্গুণ ও নির্বিশেষ চিন্মাত্র। পরন্তু বেদান্তমতে, আত্মা বা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ও উহা বস্তুত সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[১]

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[২]

ইত্যাদি। সাংখ্যযোগশাস্ত্রোক্ত পুরুষ আনন্দস্বরূপ নহে। 'সাংখ্যপ্রবচন সূত্রে' স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে একই বস্তু চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ হইতে পারে না; কেননা. উভয়ে ভিন্ন।

"নৈকস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ"[৩]

তথায় অধিকন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে শ্রুতি গৌণ ভাবেই—পুরুষের দুঃখ-নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই—ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ নির্দেশ করিয়াই

"দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ"[৪]

সুতরাং সাংখ্যযোগোক্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা এবং বেদান্তোক্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা অভিন্ন নহে।

কোন কোন বিষয়ে যোগমত সাংখ্যমতেরও উচ্চে গিয়াছেন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।"[৫]

"(সত্ত্ব ও পুরুষের) বিপ্লবরহিত বিবেকজ্ঞান সংসারদুঃখোপরমের উপায়।" সাংখ্যমতে ঐ বিবেকই মুক্তি। পরন্তু পতঞ্জলি বলেন, তাবন্মাত্রে পুরুষের সর্বেশ্বরত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়।[৬] তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে সংসারদোষের বীজ নিঃশেষ বিনষ্ট হইয়া কৈবল্য লাভ হয়।[৭] ব্যাস বলিয়াছেন,

---

১। 'তৈত্তিরীয়োপনিষৎ'

২। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩.৯।২৮

৩। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র', ৫।৬৬; ৪। ঐ, ৫।৬৭; ৫। যোগদর্শন', ২।২৬

৬। "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ।"—(৩।৪৯)

৭। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্"—(৩।৫০)

"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।"—(৩।৫৫)

"তদেতেষাং গুণানাং মনসি ক্লেশকর্মবিপাকস্বরূপেনাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিগুণবিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি।"

যাহা হউক, বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রধানের দশা কি হয়, বিচার্য। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন,

"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।"[১]

'প্রকৃতি মুক্তের প্রতি নষ্ট হইলেও অনষ্টই থাকে। কেননা, অন্য (বদ্ধ) পুরুষের প্রতিও উহা সাধারণ।' ব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "মুক্ত পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতির লীলা আর দৃষ্ট হয় না। (পূর্বপক্ষী বলেন) পূর্ব যদি দৃষ্ট না হয়, তবে স্বরূপ বিনষ্ট হওয়াতে, উহার নাশ হয় বলা যাইতে পারে। (সিদ্ধান্তপক্ষী বলেন) পরন্তু উহার বিনাশ হয় না।"[২] মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির কার্য দেখেন না। সেইহেতু, তাঁহার পক্ষে উহা নষ্ট, কিন্তু অপর অমুক্তদের পক্ষে প্রকৃতি অনষ্ট।[৩] ইহা কি প্রকার? একের দৃষ্টিতে নষ্ট এবং অপরের দৃষ্টিতে অনষ্ট কি প্রকার? প্রকৃতি এক। সুতরাং উহা একই সময়ে বস্তুত নষ্ট ও অনষ্ট উভয়াত্মক হইতে পারে না। বহুপুরুষবাদ স্বীকার করাতেই সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে এই কঠিনতাতে নিপতিত হইতে হইয়াছে। পুরুষ বহু কিন্তু প্রকৃতি এক। মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির কার্য্য দেখেন না। প্রকৃতিও স্বরূপত দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই হেতু তাঁহার দৃষ্টিতে প্রকৃতির সদ্ভাবের কোন প্রমাণ থাকে না। তাই বলা হইয়াছে তাঁহার অপেক্ষায় প্রকৃতি বিনষ্ট হয়। এক পুরুষ মুক্ত হইলেও অনেক পুরুষ সংসারে বদ্ধ থাকে। এক পুরুষের মুক্তিতে প্রকৃতি বিনষ্ট হয় মনে করিলে, সমস্ত পুরুষও মুক্ত হইয়া যায় বলিতে হয়। তাহা সমীচীন নহে। তাই বদ্ধ পুরুষ অপেক্ষায় প্রকৃতিকে থাকে বলিতে হয়। প্রকৃতি এবং তৎকার্য থাকিলেও মুক্ত পুরুষ তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে; সুতরাং সুখদুঃখাদিগ্রস্ত হয় না। এই প্রকার বলিলে, ততটা অসঙ্গতি হয় না। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি, তথা

১। ২।২২

২। "কৃতার্থং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ, নতু বিনশ্যতি।" —(২।২১ ভাষ্য)

৩। "কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কর্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি।—(২।২২ ভাষ্য)

ব্যাস, তাহা বলিয়া, অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে মুক্তের পক্ষে প্রকৃতি বিনষ্ট হয়। তাহাতেই ঐ শঙ্কা উত্থিত হয়। রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজত, প্রভৃতি ঐ প্রকারই। পরন্তু তাহাতে জগৎ মিথ্যা হয়।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ।

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ।"[১]

'অর্থাৎ সর্বপ্রকারে বিবেকজ্ঞানের উদয় হইলে ধর্মমেঘ সমাধি হয়। তাহাতে অবিদ্যাদি ক্লেশ এবং ধর্মাধর্মাদি কর্ম নিবৃত্ত হয়।' ব্যাস লিখিয়াছেন, "ক্লেশ ও কর্ম নিবৃত্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞ যোগী জীবিত থাকিলেও বিমুক্ত হয়। কারণ, সংসারবন্ধনের হেতু বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান। যাঁহার বিপর্যয় বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকে কেহ কখনও কোথাও জন্মগ্রহণ করিতে দেখে নাই।"[২] সুতরাং উহা জীবন্মুক্তি দশা। পতঞ্জলি বলেন,

"তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্‌।"[৩]

'তখন সমস্ত আবরণ বিদূরিত হয়। তাহাতে জ্ঞান অনন্ত হয়। সেইহেতু জ্ঞেয় অল্প হয়।' তখন পুরুষ সর্বেশ্বরত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব লাভ করে।[৪] সুতরাং জানিবার বস্তু অতি সামান্যই বাকি থাকে। ব্যাস এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, "যেমন আকাশে খদ্যোত।" অর্থাৎ যেমন অনন্ত আকাশের তুলনায় খদ্যোত অতি সামান্য, তেমন জীবন্মুক্তি দশায় জ্ঞেয় বিষয় অতীব সামান্যমাত্রই থাকে। এই সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত শ্রুতি প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"অন্ধো মণিমবিধ্যত্তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ
অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চত্তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ।"[৫]

'অন্ধ মণির ছিদ্র করিয়াছে। অঙ্গুলিহীন সেই মণির মালা গাঁথিয়াছে। গ্রীবাহীন ঐ মালা গলায় পড়িয়াছে। জিহ্বাহীন উহার প্রশংসা করিয়াছে।' অর্থাৎ মণির ছিদ্র করা যেমন অন্ধের পক্ষে সম্ভব নহে, মালা গাঁথা যেমন অঙ্গুলিহীনের পক্ষে সম্ভব নহে, গলাহীনের যেমন মালা গলায় পরা সম্ভব নহে এবং জিহ্বাহীনের যেমন কাহারও স্তুতি করা সম্ভব নহে, জীবন্মুক্ত

১। ৪।২৯—৩০ ২। ৪।৩০ (ভাষ্য) ৩। ৪।৩১
৪। ৩।৪৯ ৫। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১।১১।৫

পুরুষেরও তেমন কিছু জানিবার থাকা সম্ভব নহে। তাঁহার দৃষ্টিতে জ্ঞেয় জগৎ থাকে না।[১] পতঞ্জলি লিখিয়াছেন,

"ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।"[২]

"অনন্তর গুণত্রয় কৃতার্থ হয় এবং তাহাদের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয়।' ব্যাস বলেন তখন গুণত্রয় এক ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না।

"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।"[৩]

'পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হইলে প্রকৃতিও তৎকার্যের প্রতি বৈতৃষ্ণ হয়। তাহাই পরবৈরাগ্য।' ঐ পরবৈরাগ্য জীবন্মুক্তিরই নামান্তর মাত্র। ব্যাস বলেন পরবৈরাগ্য জ্ঞানের প্রসাদ মাত্র। জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য। কৈবল্য উহা হইতে অন্তরিত নহে। ঐ পরবৈরাগ্যের ফলে চিত্তবৃত্তি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। তখন বিবেকখ্যাতিও নিরুদ্ধ হয়। চিত্ত সর্বপ্রকার আলম্বনশূন্য হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করে। যেমন ব্যাস বলিয়াছেন "ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে" (তখন কিছুরই জ্ঞান হয় না),[৪] তাই উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। তখন গুণসমূহ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া কৈবল্য লাভ হয়। উহাই বিদেহমুক্তি। তখন পুরুষ কিছু গ্রহণ না করিয়া কেবল চিৎস্বরূপ হয় বলিয়াই উহাকে কৈবল্য বলা হয়।[৫] শ্রুতিও বলিয়াছেন

"ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি"[৬]

'মোক্ষে সংজ্ঞা থাকে না'

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতির ন্যায়, পতঞ্জলি ও ব্যাসের মতেও জ্ঞান হইলে জগতের কোন বোধ থাকে না। সুতরাং জগতই থাকে না। ব্যাস এ বিষয়ে 'ষষ্টিতন্ত্রে'র একটা বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্।"[৭]

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য ২। ৪।৩২ ৩। ১।১৬

৪। ১।২ (ভাষ্য)। আরও দ্রষ্টব্য—সংস্কারবীজক্ষয়াদস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে।"
—(৪।২৯ ভাষ্য)

৫। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বানভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাঽবস্থানং কৈবল্যমিতি।"—(৪।৩২ ভাষ্য)

৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৭। ৪।১৩ (ভাষ্য)

'গুণসমূহের পরম রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা মায়া তুল্য, অতীব তুচ্ছ। সুতরাং ব্যাসের মতে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়া।[১] তাই জ্ঞান হইলে জগৎ থাকে না। এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের তুল্যই হইয়াছে। অদ্বৈতমতে জগৎ মায়া। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে উহার বিলোপ হয়। সুতরাং জগৎ মিথ্যা। ব্যাসের এই সিদ্ধান্তের সহিত পূর্বোক্ত প্রকৃতির অনষ্টতা বিষয়ক উক্তির কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য।

'যোগশিখোপনিষদে' (৪।২১) একটা বচন আছে,

> "সদৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি হ্যশুদ্ধো ভাতি বৈ সদা।
> যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্ ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদ সদাই আছে। রজ্জুসর্পভ্রমস্থলে ভ্রান্ত অজ্ঞানী বরাবর সর্পই দেখিয়া থাকে। আর পার্শ্বস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি, যাহার ভ্রম অপগত হইয়াছে সদাই উহার যথার্থরূপ রজ্জুই দেখিয়া থাকে। এই-প্রকারে একই বস্তু দৃষ্টিভেদে সর্বদাই দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আত্মাও সেইরূপ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে সদাই বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর ঐ শ্রুতিবাক্য অনুবাদ করিয়াছেন,[২] এবং তৎস্থলে জগতে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব বিষয়ক মতভেদের সমন্বয় করিয়াছেন। হইতে পারে যে পতঞ্জলি ও ব্যাসও ঠিক সেই প্রকারেই প্রকৃতির বিনাশ ও অবিনাশ বলিয়াছেন। মুক্ত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিনষ্ট হয়। আর অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি থাকে। তাঁহারা এক হিসাবে সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ উক্তির তাৎপর্য যদি প্রকৃতপক্ষে ঐ শ্রুত্যনুযায়ীই হয়, তবে এইখানেও অদ্বৈতমতের সঙ্গে যোগমতের অনৈক্য থাকে না। যোগশাস্ত্রের বহুপুরুষবাদও সেইপ্রকার ব্যবহারিক দৃষ্টিজ বলা যাইতে পারে। পুরুষের নিত্য নির্বিকারতা প্রদর্শন করিতে ব্যাস চন্দ্র ও চন্দ্রপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তদ্দ্বারা পুরুষের বহুত্বকেও ঔপাধিক বলিয়া সিদ্ধ করা যায়। অদ্বৈত বেদান্তে প্রকৃতপক্ষে তাহা করা হইয়াই থাকে। কিন্তু ব্যাস কোথাও তাহা বলেন নাই।

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য   ২। অপরোক্ষানুভূতি, ৬৮ শ্লোক।

অদ্বৈতমতে মুক্তিকে ব্রহ্মভবন বলা হয়। জীবের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মই। সুতরাং স্বরূপলাভে জীব ব্রহ্মই হইয়া থাকে। তখন ব্যবহারিক জীবভাবের লোপ পায়। সুতরাং মুক্তিকে ব্রহ্মনির্বাণও বলা হয়। যোগশাস্ত্রে ঐ সকল ভাব নাই। ব্যবহারিক জীবের বিনিবৃত্তির কথা পতঞ্জলি বলিয়াছেন।[১] কিন্তু উহাকে ব্রহ্মনির্বাণ বলেন নাই। বস্তুতঃ পতঞ্জলি ব্রহ্মের নামও করেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন। পরন্তু অদ্বৈতব্রহ্ম হইতে তাঁহার ঈশ্বরের বিস্তর ভেদ। ব্যাস একস্থলে পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। যোগমতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে চিৎস্বরূপ পুরুষের উপগ্রহ (প্রতিবিম্ব বা অধ্যাস) হওয়াই পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির অবিশিষ্ট বা অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়।[২] এই বিষয় বিশদ করিতে ব্যাস নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং
নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্।
গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং
বুদ্ধিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে॥"

'যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছে, পাতাল, গিরিগহ্বর, অন্ধকার কিম্বা সমুদ্রগর্ভ সেই গুহা নহে। পণ্ডিতগণ উহাকে অবিশিষ্ট (অর্থাৎ পুরুষের সহিত অভিন্নরূপে ভাসমান) বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াই জানেন।" তৎকর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত এই প্রমাণ হইতে অনায়াসে বোধ হয় যে ব্যাস পুরুষকে শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করিতেন।

পতঞ্জলি লিখিয়াছেন প্রণবের জপ ও অর্থভাবনাদ্বারা জীবের আত্মসাক্ষাৎকার হয়।[৩] ব্যাস বলেন, "যেমন ঈশ্বর পুরুষ শুদ্ধ, প্রসন্ন, কেবল এবং উপদ্রবরহিত জীবও তেমন হয়।[৪] এই প্রসঙ্গে তিনি পুরাণ হইতে একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫]

"স্বাধ্যায়ৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥"[৬]

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ব্যাস ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং প্রত্যগাত্মাকে

১। "বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ"—(৪।২৫
২। ৪।২২ সূত্র ও ভাষ্য ৩। ১।২৮-৯ ৪। ১।২৯ ভাষ্য
৫। ১।২৮ (ভাষ্য) ৬। বিষ্ণুপুরাণ,

অভিন্ন মনে করিতেন। এইরূপে মনে হয় যে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সহিত ব্যাসের পরম সিদ্ধান্তের কোন ভেদ নাই। যে সকল সামান্ত বিশেষ ভেদ আছে বলিয়া পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল উপায়কৌশলরূপে অভ্যুপগম করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। উপায় সম্বন্ধেও ব্যাস যথাসম্ভব শ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, তিনি এই বচনটি অনুবাদ করিয়াছেন,[১]

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ॥"

'আগম, অনুমান এবং ধ্যানাভ্যাসরস—এই তিন প্রকারে জ্ঞান বিচার করিয়া উত্তম যোগ লাভ হয়।' শ্রুতিতে আত্মদর্শনের তিনটি উপায় বিবৃত হইয়াছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য: শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য:"[২]

ব্যাসের উক্তিও এই প্রকারই। আত্মার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইহা সিদ্ধ করিতে ব্যাস নিম্নোক্ত শ্রুতি উপস্থিত করিয়াছেন।[৩]

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।"[৪]

যোগদর্শনের ঈশ্বর "পুরুষবিশেষ"। (১।২৪) তিনি নিরতিশয় সর্বজ্ঞ। (১।২৫) ব্যাস বলিয়াছেন, তিনি পরমৈশ্বর্যবান্—তাঁহার সমান ঐশ্বর্য কাহারও নাই। সুতরাং তিনি সগুণ। ঈশ্বর পুরুষবিশেষ। সুতরাং তাঁহার সহিত পুরুষের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পুরুষও সগুণ। উভয়ের বিসাদৃশ্য এই ঈশ্বর নিত্য মুক্ত কিন্তু পুরুষ বদ্ধ ছিল, পরে মুক্ত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষ হইতে ঈশ্বরের পার্থক্য এইখানে। ব্যাস তাহা স্পষ্টত বলিয়াছেন। (১।২৪ ভাষ্য) 'ন্যায় ভাষ্যে' (১।১।২৯) বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন যে যোগমতে পুরুষ "সগুণবিশিষ্টাশ্চেতনা:"। তবে যে যোগসূত্রে বলা হইয়াছে মুক্তিতে পুরুষ নির্গুণ হয় ইহা কি প্রকার? প্রাকৃতিক গুণত্রয় হইতে পুরুষ তখন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। হয়ত সেই দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে যে মুক্তিতে পুরুষ নির্গুণ হয়।

১। ১।৪৮ (ভাষ্য)　২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
৩। ৩।৩৫ (ভাষ্য)　৪। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

(২)

বার্ষগণ্য

আচার্য বার্ষগণ্য-বিরচিত কোন গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে অন্য উপায়ে অপর দার্শনিক লেখক-কর্তৃক উদ্ধৃত তাঁহার কোন কোন বচন হইতে জানা যায় যে তিনি অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতেন। ভগবান পতঞ্জলি-বিরচিত 'যোগসূত্রে'র ব্যাস-কৃত ভাষ্যে বার্ষগণ্যের একটা বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।[১]

"মূর্তি ব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূল পৃথক্ত্বম্"

'মূল বস্তুতে ভেদ নাই। কেননা, (ভেদের কারণ) আকার, ব্যবধান এবং জাতিগত ভেদ উহাতে নাই।' অত্রোক্ত মূলবস্তু কি? সাংখ্যযোগ-সিদ্ধান্তোক্ত ব্রহ্ম? উভয়েই মূল বস্তুকে ভেদবিহীন বলিয়া স্বীকার করে। পরন্তু প্রকরণ হইতে জানা যায়, ভাষ্যকার ব্যাস উহাকে প্রধান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেও অদ্বৈতবেদান্তীর আপত্তি হইবে না। কেননা সাংখ্যযোগশাস্ত্রে যাহাকে জগৎকারণ প্রধান বলা হয়, অদ্বৈত-বেদান্তে তাহাকে অবিদ্যা বলা হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্করের মতে অবিদ্যা ভেদহীনা একরূপা।

আচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) বার্ষগণ্যের নামোল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥"

'গুণসমূহের পরম রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা নিশ্চয়ই মায়া, অতি তুচ্ছ'। বাচস্পতি লিখিয়াছেন, বেদান্তদর্শনের সহিত যোগদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। উহাকে অবগত

১। "অত উক্তং 'মূর্তিব্যবধিজাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বং' ইতি বার্ষগণ্যঃ"—
(যোগসূত্র, ৩।৫৩; ব্যাসভাষ্য)

২। 'ভামতী', ২।১।৩, 'সাংখ্যকারিকা'র ভাষ্যে বাচস্পতি বার্ষগণ্যের আর একটি বচন অনুবাদ করিয়াছেন। (৪৭ কারিকার ভাষ্য)

করাইবার উপায় সম্বন্ধে মতভেদ আছে সত্য। যোগদর্শনে, যথা সাংখ্যদর্শনে জগদুপাদান স্বতন্ত্র প্রধান এবং উহার বিকার মহদাদির উল্লেখ আছে। বেদান্তদর্শনে ঐগুলি স্বীকৃত হয় না। কেহ কেহ মনে করেন যে যোগশাস্ত্র উহাদের সদ্ভাব প্রতিপাদন করে না। পরন্তু "যোগের স্বরূপ, উহার সাধন, উহার অবান্তর ফল ঐশ্বর্যলাভ এবং উহার পরম ফল কৈবল্য প্রতিপাদন করে।" তদর্থে উহাদের অঙ্গীকার করে মাত্র। ব্রহ্মাবগতি করাইবার জন্য পুরাণ-সমূহে যেমন সর্গপ্রতিসর্গাদির বিবরণ অবলম্বিত হইয়াছে, যোগশাস্ত্রে তেমন প্রধানাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে কোন দোষ নাই। কেননা, একই পরমতত্ত্ব অবগত করাইবার জন্য এক বা ততোধিক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।[১] এই মতের সমর্থনে বাচস্পতি বার্ষগণ্যের পূর্বোক্ত বচন অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহাকে তিনি "যোগশাস্ত্রব্যুৎপাদক" এবং "স্বভগবান্" বলিয়া উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।[২] উহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

"যোগং ব্যুৎপাদয়িষতা নিমিত্তমাত্রেণেহ গুণা উক্তা, ন তু ভাবতত্ত্বেষাম-তাত্ত্বিকত্বাদিত্যর্থঃ।"

'যোগপ্রামাণ্য প্রতিপাদক (বার্ষগণ্য) কর্তৃক নিমিত্তমাত্ররূপেই এখানে গুণ-সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, পরন্তু বস্তুরূপে নহে। কেননা, উহারা তাত্ত্বিক নহে। ইহাই তাৎপর্যার্থ।

এইরূপে অনায়াসে জানা যায় যে আচার্য বার্ষগণ্য সাধ্যদৃষ্টিতে বেদান্তী এবং সাধনদৃষ্টিতে যোগখ্যাপক ছিলেন। তাঁহার মতে, যোগশাস্ত্রোক্ত জগৎকারণ প্রধান বস্তুত নাই। ব্রহ্মাবগতির জন্য উহাকে অভ্যুপগম

১। "নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদানস্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে। ন চৈতাবতৈষামপ্রামাণ্যং ভবিতুমর্হতি। যৎপরাণি হি তানি তত্রাপ্রামাণ্যেঽপ্রামাণ্যমশ্নুবীরন্। ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতিতৎপরমফল-কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। তচ্চ কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যমিতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তী-কৃতং পুরাণেষিব সর্গপ্রতিসর্গবংশমন্বন্তরবংশানুচরিতং তৎপ্রতিপাদনপরেষু, ন তু তদ্বিবক্ষিতম্। অন্যপরাদপি চান্যনিমিত্তং তৎপ্রতীয়মানমভ্যুপেয়েত, যদি ন মানান্তরেণ বিরুধ্যেত। অস্তি-তু বেদান্তশ্রুতিভিরস্য বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রান্ন প্রধানাদি-সিদ্ধিঃ—(ভামতী, ২।১।৩)

২। "অত এব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতা স্বভগবান্ বার্ষগণ্যঃ"

করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং তজ্জাত এই জগৎপ্রপঞ্চও বাস্তব নহে। উহা মায়ামাত্র। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে বার্ষগণ্য বিবর্তবাদী ছিলেন।

বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধু (৩০০ খ্রীষ্টাব্দোকাল) বার্ষগণ্য নামে একজন আচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'অভিধর্মকোশে' বৌদ্ধ বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ী আচার্যদ্বয়ের মধ্যে বাদানুবাদের বিস্তারিত বিবৃতি আছে। এক অবস্থায় সৌত্রান্তিকী বৈভাষিকীয় সর্বাস্তিবাদকে বার্ষগণ্যের অনুযায়ীগণের মতবাদের তুল্য বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, "যাহা সৎ তাহা সদাই আছে। যাহা অসৎ তাহা সর্বদাই নাই। অসতের উৎপত্তি এবং সতের বিনাশ নাই।"[১] ইহা হইতে জানা যায়, বার্ষগণ্য সৎকার্যবাদী ছিলেন। সাংখ্যদর্শন সৎকার্যবাদী। অদ্বৈতবেদান্তে ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সৎকার্যবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

'মহাভারতে'র কয়েক স্থলে যোগমতের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা মহর্ষি বশিষ্ঠ মিথিলার রাজা করালজনককে, পরমর্ষি ব্যাস শুকদেবকে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলার রাজা দৈবরাতি জনককে এবং মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে যোগমত, তথা সাংখ্যমত, ব্যাখ্যা করেন। ঋষি জৈগীষব্য ঋষি অসিত দেবলকে যোগতত্ত্বের উপদেশ করেন।

(১) মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন, ধ্যানই যোগীদিগের পরমকৃত্য এবং পরম বল।[২] ধ্যান দ্বিবিধ। পরমধ্যানে বুদ্ধিমান যোগী মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে উহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহার করত আপন আত্মাকে, যাহা প্রকৃতির পরে,

"তিষ্ঠন্তমজরং তং তু যত্তদুক্তং মনীষিভিঃ॥"[৩]

'যাহাকে মনীষিগণ 'তৎ' বলেন, (হৃদয়াভ্যন্তরে) অবস্থিত সেই অজর পরমবস্তুতে সম্যক্‌রূপে সমাহিত করেন। শ্রুতি হইতে জানা যায়, 'তৎ'

১। Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, p. 89.
চন্দ্রকীর্তিও লিখিয়াছেন,

"সাংখ্যবৈভাষিকৌ সৎকার্যবাদিনাবেব। সাংখ্যদর্শনে যৎসত্তদেবাস্তি যন্ন সত্তন্নাস্ত্যেব। অসতোঽনুৎপত্তিঃ সতশ্চাবিনাশ ইত্যভ্যুপগমঃ।...বৈভাষিকোঽপি স্বভাবানুবৃত্ত্যাদ্ভুব-প্রাপ্তিভিরা কালত্রয়েঽপি সদেব কল্পয়তি।...বৈশেষিক সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদিনোঽসৎ-কার্যবাদিনঃ। ন হি তে সতঃ কার্যস্যোৎপত্তিনিরর্থত্ব্যসদেব কার্যমুৎপদ্যত ইতি প্রতিপন্নস্তি।" (The *Catuḥsalāka* of Aryadeva, Reconstructed by Vidhusekhara Bhattacharya, Part II, *Visva-Bharati Series*, No. 2, Calcutta, 1931, p. 120)

২। মহাভারত, ১২।৩০৬।৭ ৩। ১২।৩০৬।১১.২

ব্রহ্মেরই নামান্তর।[১] সুতরাং যোগিগণ ব্রহ্মেরই ধ্যান করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পরে তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন। উহাকে তিনি পরমাত্মাও বলিয়াছেন।[২] যাহা হউক ঐ ধ্যানাবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "যোগবিধিবিধানজ্ঞ ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং বুদ্ধিদ্বারা মনকে স্থির করত যখন পাষাণবৎ নিশ্চল, স্থাণুবৎ নিষ্কম্প এবং পর্বতবৎ নিশ্চল হয়, তখন তাহাকে (প্রকৃত) যুক্ত বলা হয়।"[৩] "তখন (কান) শোনে না, (নাসিকা) শুঁকে না, (জিহ্বা) রস গ্রহণ করে না, (চক্ষু) দেখে না, (ত্বক্) স্পর্শ গ্রহণ করে না এবং মন সঙ্কল্প করে না।

"ন চাভিমন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ।'

কাষ্ঠবৎ কিঞ্চিন্মাত্রও অভিমান করে না এবং কোন কিছুই বোধ করে না। (অর্থাৎ আপন কিম্বা পর কিছুরই জ্ঞান থাকে না)।"[৪]

"তদা প্রকৃতিমাপন্নং যুক্তমাহুর্মনীষিণঃ॥"[৫]

'তখন (যোগী) স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মনীষিগণ তাহাকে (প্রকৃত) যুক্ত বলিয়া থাকেন।'

"তদা তমনুপশ্যেত যস্মিন্ দৃষ্টেঽনুকথ্যতে।
হৃদয়স্থোঽন্তরাত্মেতি জ্ঞেয়ো জ্ঞস্তাত মদ্বিধৈঃ॥"[৬]

'হে তাত! যাঁহাকে দেখিলে (যোগী) মদ্বিধ (জ্ঞানী) ব্যক্তিগণ কর্তৃক হৃদয়স্থ অন্তরাত্মা, যাঁহা জ্ঞেয় ও জ্ঞ নামে অভিহিত হয়, তখন তাঁহাকে দেখে।' এইরূপে দেখা যায়, নিশ্চল সমাধি দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয়। তখন তাহার জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ত্রিপুটিভেদবোধ থাকে না। উহা এক নির্বিশেষ অবস্থা। তাই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে তখন যোগী "নির্লিঙ্গ ও অবিচল হয়; ঊর্ধ (অধ) কিম্বা তির্যক্ কোন প্রকার গতি প্রাপ্ত হন না।"[৭] ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মহর্ষি বলিয়াছেন যে উহা অযোনি,[৮] অমৃত-

১। যথা, দ্রষ্টব্য—
"তদিতি বা এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতি"— 'গীতা'তেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। (১৭।২৩)

২। ১২।৩০৬।২৫.১ ৩। ১২।৩০৬।১৪-৫ ৪। ১২।৩০৬।১৬-৭

৫। ১২।৩০৬।১৭.২ ৬। ১২।৩০৬।১৯

৭। ১২।৩০৬।১৯; শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে"

৮। 'অযোনি' শব্দের অর্থ—'যাহার যোনি নাই' এবং 'যাহা যোনি নহে'—এই উভয় প্রকারেই করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থে জানা যায় যে ব্রহ্ম অজ এবং দ্বিতীয় অর্থে জানা

স্বরূপ, অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতে মহত্তর, বিমল, বিতমস্ক, নির্লিপ্ত, অজর প্রভৃতি।[১] সর্বভূতে উহাই একমাত্র তত্ত্ব। সর্বভূত পরিণামগ্রস্ত হইলেও উহা ধ্রুবরূপে অবস্থিত। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।[২] মহর্ষি বশিষ্ঠের মতে ইহাই যোগদর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব।[৩]

সাংখ্যমত সম্বন্ধেও মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রায় সেই প্রকার বিবৃতি দিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছি।[৪] ঐ উভয়মতের ব্যাখ্যার উপসংহারে তিনি রাজা করালজনককে বারম্বার বলিয়াছেন যে তিনি সনাতন বিশুদ্ধ পরমতত্ত্ব ব্রহ্মই যথার্থত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৫] ঐ পরব্রহ্ম পরম পবিত্র, বিশোক, আদি, মধ্য ও অন্তরহিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, উহা নিরাময়, বীতভয় ও শিব; উহা সর্বজ্ঞানের তত্ত্বার্থ। উহাকে জানিয়া জীব জন্মমরণ হইতে মুক্ত হয়,—অভয় হয়।[৬] বশিষ্ঠ আরও বলেন, ঐ মহাজ্ঞান তিনি সনাতন হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—উগ্রচেতা সনাতন ব্রহ্মাকে যত্নদ্বারা প্রসন্ন করিয়া তিনি উহা প্রাপ্তহইয়াছিলেন।[৭] মহারাজ করালজনক মহর্ষি বশিষ্ঠের সেই সনাতন পরব্রহ্ম কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহাকে ক্ষর ও অক্ষর বলা হয়, যাহা শিব, ক্ষেম্য ও অনাময় এবং যাহাকে পাইলে জ্ঞানিগণের পুনরাবৃত্তি হয় না।[৮] তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে ঐ যোগ ও সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। মহাত্মা ভীষ্ম ঐ উপদেশ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিবৃত করেন। তিনিও বলিয়াছেন যে উহা পরব্রহ্মজ্ঞানই;[৯] ঐ "সনাতন ব্রহ্ম" মহর্ষি বশিষ্ঠ ভগবান হিরণ্যগর্ভ হইতে

যায় যে তিনি বস্তুত জগতের যোনি বা কারণ নহেন। তাঁহার স্বরূপের অমৃতত্ব রক্ষার্থই ঐ প্রকার বলা হইয়াছে।

১। ১২।৩০৬।২১-৭ দ্রষ্টব্য।

২। "তত্তত্ত্বং সর্বভূতেষু ধ্রুবং তিষ্ঠন্ন দৃশ্যতে"। (১২।৩০৬।২২.২)

৩। যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্ত্বতো ময়া।" (১২।৩০৬।২৬.১)

৪। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫। এতাবদেতৎ কথিতং ময়া তে তথ্যং
মহারাজ যথার্থতত্ত্বম্।
অমৎসরত্বং পরিগৃহ্য চার্থং
"সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাদ্যম্"। (১২।৩০৮।৩১), আরও দ্রষ্টব্য—১২।৩০৮।৩৬.১-৩৮

৬। ১২।৩০৮।৩৮-৯ দ্রষ্টব্য। ৭। ১২।৩০৮।৪০-১ ৮। ১২।৩০২।১১-২

৯। ১২।৩০৮।৪২.১, ৪৪.১

প্রাপ্ত হন; মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে দেবর্ষি নারদ, এবং দেবর্ষি নারদ হইতে তিনি (ভীষ্ম) উহা প্রাপ্ত হন। এই সকল স্পষ্টোক্তি, তথা উপরে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে কোন সন্দেহ থাকে না যে মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্তৃক ব্যাখ্যাত যোগমত পরব্রহ্মবাদই এবং উহার প্রবর্তক ভগবান হিরণ্যগর্ভ। উক্ত বিবৃতি হইতে আরও জানা যায় যে উহা নির্বিশেষাদ্বৈতব্রহ্মবাদই। উহাতে মায়া বা অবিদ্যার স্পষ্টোল্লেখ নাই বটে। পরন্তু জ্ঞানোদয়ে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, পূর্বের জীবভাবের, তথা জগতের বোধ তাঁহার থাকে না বলাতে সিদ্ধ হয় যে জীবত্ব ও জগৎ মিথ্যা, উহারা অজ্ঞানজ। যোগমতের আদি প্রবর্তক ভগবান হিরণ্যগর্ভ। মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রদত্ত উহার পরিচয় হইতে জানা যায় যে উহা অদ্বৈতব্রহ্মবাদই।

(২) মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায় পরমর্ষি ব্যাসও "কৃৎস্নযোগকৃত্য" বিবৃত করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলেন,

"একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়ানাং চ সর্বশঃ॥
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্॥"[১]

'হে তাত! বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, (উহাদের বিষয়সমূহ) এবং বিভু আত্মার সর্বপ্রকারে একত্ব জ্ঞানই পরমজ্ঞান।' অনন্তর তিনি বলেন যে ঐ জ্ঞান লাভ করা জিতেন্দ্রিয়, আত্মারাম ও বুদ্ধ (অর্থাৎ বিচারপরায়ণ জ্ঞানীর) কর্তব্য।[২] সুতরাং উহাই, তাঁহার মতে, মুখ্য যোগকৃত্য। উহার ক্রম বিশদ করিয়া বলেন[৩] যে যোগী ইন্দ্রিয়বর্গকে উহাদের বিষয়সমূহ হইতে সাবধানতার সহিত প্রত্যাহার করত মনে স্থাপনা করিবেক। অনন্তর মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মায় সংস্থিত করিবেক। "তদা ব্রহ্ম প্রকাশতে" (অর্থাৎ তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পায়)।[৪] ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যাস বলেন,

"ব্রহ্ম তেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্বমিদং রসঃ॥
এতস্য ভূতং ভব্যস্য দৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্।"[৫]

'ব্রহ্ম তেজোময় ও শুক্র,—এই সমস্ত (জগৎ) সেই শুক্রেরই, ব্রহ্ম উহার

১। ১২।২৩৯/৪০।২.২-৩.১ ২। ১২।২৪০।৩.২-৪.১ ৩। ১২।২৪০।১৬-
৪। ১২।২৪০।১৯.১
৫। ১২।২৪০।৯.২-১০.১, 'রসঃ', 'এতস্য' ও ভবস্য দৃষ্ট' স্থলে যথাক্রমে 'জগৎ' 'একস্য' ও 'ভূতস্য বরং' পাঠান্তরে। এই শ্লোক ব্যাস অন্যত্র বলিয়াছেন। (১২।২৩২।১)

রস। চরাচর (সর্ব) ভূত ঐ ভব্যের (অর্থাৎ বহুভবনোন্মুখ ব্রহ্মের) দৃষ্ট।' এইখানে শ্রুতির প্রভাব পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। তিনি অজ, পুরাণ, অজর ও সনাতন। তিনি অণু হইতেও অণুতর, মহৎ হইতেও মহত্তর।[১] যেহেতু তিনি বিভু, সেইহেতু সিদ্ধ যোগী সর্বজগৎ তাঁহাতে এবং তাঁহাকে সর্বজগতে দেখিয়া থাকে।[২] ব্যাস বলিয়াছেন যে সিদ্ধ যোগীর অণিমাদি নানা প্রকার ঐশ্বর্য লাভ হয়।[৩] তিনি ক্রমশঃ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, অহঙ্কার ও অব্যক্তকে জয় করত তত্তৎ ঐশ্বর্য লাভ করেন।[৪] এমনকি তিনি স্রষ্টৃত্ব লাভ করিতে পারেন, প্রজাপতির ন্যায় আপন শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন, ইত্যাদি।[৫] পরন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তত্ত্ববিদ্ যোগী যোগবলে ঐসকল ঐশ্বর্যলাভ করত উহাদিগকে অনাদর করিয়া আত্মাতে নিবৃত্ত করিবেক,[৬] কেননা, যাহারা যোগৈশ্বর্যকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিতে পারে।[৭] কথিত হইয়াছে যে যখন যোগী পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও অহঙ্কারকে, আত্মভূত বুদ্ধিকে জয় করিতে পারে, তখন সে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন হয়, এবং নির্দোষ (অর্থাৎ সংশয় বিপর্যয়রহিত সম্যক্) জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয়।[৮]

"তথৈব ব্যক্তমাত্মানমব্যক্তং প্রতিপদ্যতে।
যতো নিঃসরতে লোকো ভবতি ব্যক্তসংজ্ঞকঃ॥[৯]

'তাহার ফলে ব্যক্ত জগৎকে যাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া জগৎ 'ব্যক্ত' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অব্যক্তে প্রতিগমন করান। অর্থাৎ তিনি জগৎপ্রপঞ্চকে আর দেখেন না, যাহা পূর্বে দেখিতেছিলেন তাহাকে অব্যক্ত ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন। মুক্ত যোগী "অক্ষর সাম্যতা" লাভ করে।[১০] ব্যাসপ্রোক্ত ঐ যোগমত যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করত মহাত্মা ভীষ্ম বলেন, মনীষী যোগী "পরমেষ্ঠিসাম্যতা" লাভ করেন এবং কল্পান্তকাল ঐভাবে থাকিয়া পরে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লয় পান।[১১] ঐ যোগমত অবশ্যই ব্রহ্মবাদ। তবে উপরের বিবৃতি হইতে উহা সগুণ ব্রহ্মবাদ বলিয়া মনে হয়।

৩। "অজং পুরাণমজরং সনাতনং
যদিন্দ্রিয়ৈরুপলভেত নিশ্চলৈঃ।
অণোরণীয়ো মহতো মহত্তরং
তদাত্মনা পশ্যতি মুক্তমাত্মবান্॥" (১২।২৪০।৩৭)

৪। "সর্বতত্র স সর্বত্র ব্যাপকত্বাচ্চ দৃশ্যতে।" (১২.২৪০।২০.২) ৫। ১২।২৪০।২৩-

৬। ১২।২৩৬।১৫- ৭। ১২।২৩৬।২২ ৮। ১২।২৪০।২৪ ৯। ১২।২৩৬।৪০

১০। ১২।২৩৬;২৬ ১১। ১২।২৩৬।২৭ ১২। ১২।২৪০।২২.২ ১৩। ১২।২৪০।৩৬

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে মহাত্মা শুকদেব যোগবলে দেহত্যাগ করেন। কৈলাসপর্বতের এক অতি নির্জন শিখরে বসিয়া তিনি যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে বুদ্ধিকে শরীরের বিভিন্ন ভাগে ধারণ করেন।[১]

"স দদর্শ তদাত্মানং সর্বসঙ্গবিনিঃসৃতম্॥"[২]

'তখন তিনি আত্মাকে সর্বসঙ্গ হইতে বিমুক্ত বলিয়া উপলব্ধি করেন।' অনন্তর মোক্ষমার্গোপলব্ধির জন্য মহাযোগেশ্বর তিনি যোগ অবলম্বন করত আকাশকে অতিক্রম করেন।[৩] মন ও বায়ু তুল্য বেগে আকাশমার্গ দিয়া গমনকালে সর্বভূত তেজঃপুঞ্জময় তাঁহাকে দর্শন করেন এবং তিনি সমস্ত ত্রিলোককে (ব্রহ্ম বলিয়া) ভাবনা করিতে থাকেন।[৪] ক্রমে তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণকে পরিত্যাগ করেন।[৫]

"ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জিতে।
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্॥"[৬]

"অনন্তর ধূমরহিত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান তিনি নির্গুণ ও নির্লিঙ্গ ব্রহ্ম পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আকাশমার্গে গমনকালে তিনি হিমবৎ ও মেরু পর্বতের শিখর ভেদ করিয়া বেগে অগ্রসর হন, এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আকাশে গমন করত "ব্রহ্মভূত হন।"[৭] তিনি 'সর্বগত, সর্বাত্মা ও সর্বতোমুখ হইয়াছিলেন"।[৮] তিনি

গুণান্ সংত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎ পরম্।"[৯]

'শব্দাদি গুণসমূহকে সম্যক্ পরিত্যাগ করত পরম পদ প্রাপ্ত হন।'

"মহাযোগেশ্বর" শুকদেবের যোগবলে পরমপদ প্রাপ্তির বা ব্রহ্মভবনের এই বিবৃতি হইতে জানা যায় যে যোগীর পরম লক্ষ্য ব্রহ্মভবন। ব্রহ্মকে শব্দাদিবর্জিত, নির্লিঙ্গ, নির্গুণ ও নিত্য বলা হইয়াছে। পরন্তু আকাশ-মার্গে গমনের উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে উহা সদ্যোমুক্তি নহে।

(৩) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলাধিপতি দৈবরাতি জনককে যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত

১। "ধারয়ামাস চাত্মানং যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
পাদপ্রভৃতিগাত্রেষু ক্রমেণ ক্রমযোগ বিৎ॥" (১২।৩৩২।২)

২। ১২।৩৩২।৫.১ ৩। ১২।৩৩২।৬ ৪। ১২।৩৩২।১১-৩

৫। ১২।৩৩৩।২ ৬। ১২।৩৩৩।৩ ৭। ১২।৩৩৩।২০.১

৮। ১২।৩৩৩।২৩.২ ৯। ১২।৩৩৩।২৭.১

"যোগজ্ঞান" তত্ত্ব বর্ণনা করেন।[১] তিনি বলেন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে বিজয় করত যোগিগণ যথা ইচ্ছা তথায় বিচরণ করিতে পারেন। যোগ অষ্টাঙ্গ। তন্মধ্যে মনের ধারণা বা একাগ্রতা এবং প্রাণায়ামকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যোগী ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত মনে নিবেশ করে। অনন্তর ক্রমে মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে (মহত্তত্ত্বে) এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করে।[২]

"এবং হি পরিসংখ্যায় ততো ধ্যায়ন্তি কেবলম্।
বিরজস্কমলং নিত্যমনন্তং শুদ্ধমব্রণম্॥
তস্থুয়ং পুরুষং নিত্যমভেদ্যমজরামরম্
শাশ্বতং চাব্যয়ং চৈব ঈশানং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্॥[৩]

'এইরূপে পরিসংখ্যা (বা প্রবিলাপন) করিয়া (যোগী) অনন্তর কেবল, বিরজস্ক, অত্যর্থ, নিত্য, অনন্ত, শুদ্ধ, অব্রণ, অজর, অমর, অভেদ্য এবং কূটস্থ নিত্য পুরুষের, শাশ্বত, অব্যয়, ও ঈশান অব্যয় ব্রহ্মের ধ্যান করে।'

"স্বযুক্তঃ পশ্যতে ব্রহ্ম যত্তৎ পরমমব্যয়ম্।
মহতস্তমসো মধ্যে স্থিতং জ্বলনসন্নিভম্॥
এতেন কেবলং যাতি ত্যক্ত্বা দেহমসাক্ষিকম্।
কালেন মহতা রাজন্ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥"[৪]

"স্বযুক্ত (যোগী) মহৎ অন্ধকার মধ্যে অগ্নিসদৃশ (উজ্জ্বল) পরম অব্যয় ব্রহ্মকে দর্শন করে। এই প্রকারে দীর্ঘ কাল পরে দেহত্যাগ করত সাক্ষী-ভাবরহিত কেবল হয়। হে রাজন্! ইহাই সনাতন (যোগ) শ্রুতি।'

"সসাংখ্যধারণং চৈব বিদিতাত্মা নরর্ষভ।
জয়েচ্ছ মৃত্যু যোগেন তৎপরেনান্তরাত্মনা॥"[৫]

(৪) মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যোগমতের পরিচয় প্রদান করেন। তাহার

১। "সাংখ্যজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং যোগজ্ঞানং নিবোধ মে" (১২।৩১৬।১.১)

২। ১২।৩১৬।১৩-৫

৩। ১২।৩১৬।১৬-৭

৪। ১২।৩১৬।২৫-৬

৫। ১২।৩১৭।২০

উল্লেখ পূর্বে কৃত হইয়াছে।[১] তিনি বিশেষভাবে যোগ দ্বারা লভ্য যোগৈশ্বর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাও বলিয়াছেন যে, "যোগের পরম ফল ব্রহ্মময়"।[২] "যোগী নারায়ণাত্মা হন। মহাত্মা তিনি সমস্তকে অভিভূত করত মর্ত্যালোক-সমূহ সৃষ্টি করিতে পারেন।"[৩] তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ যোগমত ব্রহ্মবাদই।

১। পূর্বে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। ১২।৩০০।৫৮.১

৩। ১২।৩০০।৬২.২

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

বার্ষগণ্য

চীনদেশীয় হিন্দুসাহিত্যে সাংখ্যমতের অষ্টাদশ উপভেদের উল্লেখ আছে। উহাদের এক প্রধান ভেদের প্রবর্তক ছিলেন বার্ষগণ্য।

Takakusu *BEFEO*, 1904, 58, refered to by Dr. E.H. Johnston, in the Introduction (p. lvi) to his English translation of the Buddhacarita of Asvaghosa.

"ইত্যাবিদ্যাং হি বিদ্বান্ স পঞ্চপর্বা সমীহতে।
তমো মোহং মহামোহং তামিস্রদ্বয়মেব চ ॥৩৩॥
তত্রালস্যং তমং বিদ্ধি মোহং মৃত্যুং জন্ম চ।
মহামোহস্ত্বসংমোহ কাম ইত্যেব গম্যতাম্ ॥৩৪॥
যস্মাদত্র চ ভূতানি প্রমুহ্যন্তি মহান্ত্যপি।
তস্মাদেষ মহাবাহো মহামোহ ইতি স্মৃতঃ ॥৩৫॥
তামিস্রামিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে।
বিষাদং চান্ধতামিস্রমবিষাদ প্রচক্ষতে ॥৩৬॥"

—(বুদ্ধচরিত, ১২শ অধ্যায়)

জনস্টন বলেন, বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি হইতে জানা যায় ৩৩শ শ্লোকে উল্লিখিত আচার্য বার্ষগণ্যই। "অত এব 'পঞ্চপর্বা অবিদ্যা' ইত্যাহ ভগবান বার্ষগণ্য"

[বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যকারিকা'ভাষ্য, (৪৭ কারিকা)]

অবিদ্যার পঞ্চপর্বের উল্লেখ, ব্যাসভাষ্য, ১।৮

পরমার্থ-রচিত বসুবন্ধুর জীবনচরিতে আছে যে, সাংখ্যাচার্য বিন্ধ্যবাসী বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধুর গুরু বুধমিত্রকে বিচারে পরাস্ত করেন। এই উক্তির আধারে শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য নিরূপণ করিয়াছেন যে বিন্ধ্যবাসী খুব সম্ভবত ২৫০-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুরু বৃষগণ (২৩০-৩০০) খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন (*Tattasangraha*, Vol I, Gaekwad's Oriental Series, No 30, Foreward., pp. lxi—lxiv)

'মহাভারতে' (১২।৩১৯।৫৯) গন্ধর্ব অষ্ট বিশ্বাবসুর পঞ্চবিংশতিকতত্ত্বের উপদেষ্টা ১৮ আচার্যের নাম আছে। তন্মধ্যে, জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, ভৃগু, পঞ্চশিখ ও আসুরির সঙ্গে বার্ষগণ্যেরও উল্লেখ আছে।

উদ্যোতকর (অপর কর্তৃক) প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করিয়াছেন। (ন্যায়ভাষ্যবার্তিক, ১।১।৪) 'তাৎপর্যটীকায়' বাচস্পতি মিশ্র বলেন বার্তিকে "তথা শ্রোত্রাদি বৃত্তিরিতি" বাক্যে বার্ষগণ্যের সংজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

উদ্যোতকর অনুমান সম্বন্ধে সাংখ্যবাদীর সংজ্ঞা উদ্ধারপূর্বক সমালোচনা করিয়াছেন।

"সম্বন্ধাদেকস্মাৎ প্রত্যক্ষাচ্ছেষসিদ্ধিরনুমানম্"

'এই সংজ্ঞা কি বার্ষগণ্যের? তাঁহার তৎকৃত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা সমালোচনা হইতে মনে হইতে পারে যে এই সংজ্ঞাও তৎকৃত। (ন্যায়বার্তিক, ১।১।৫) (৫৯ পৃষ্ঠা)

তাকাকুসু লিখিয়াছেন, বৃষগণ বিন্ধ্যবাসীর গুরু। জেকোব বলেন, বিন্ধ্যবাসী বৃষগণের শিষ্যপরম্পরাগত; সুতরাং তিনি বার্ষগণ্য॥

JRAS, 1905, p. 356

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

ন্যায়সাহিত্য

ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ মহর্ষি অক্ষপাদের 'ন্যায়সূত্র'। ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি গৌতম। এদেশের প্রাচীন মতে গৌতম ও অক্ষপাদ অভিন্ন ব্যক্তি। গৌতমের নাম অক্ষপাদ কেন হইল, সে বিষয়ে প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। পরন্তু কোন কোন আধুনিক সমালোচক ঐ প্রাচীন মত গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে গৌতম ও অক্ষপাদ ভিন্ন ব্যক্তি। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, মহর্ষি গৌতম ৫৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দোপকালে[১] 'ন্যায়-সূত্রে'র প্রথমাংশ রচনা করেন এবং ১৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে অক্ষপাদ উহাকে পরিবর্দ্ধিত করেন। ঐ সকল মনীষী সমালোচকগণ আরও বলেন যে অক্ষপাদের পরিবর্দ্ধিত 'ন্যায়সূত্র' যথাযথ মূলরূপে নাই। পরে পরে উহার স্বল্পাধিক বৃদ্ধি ও সংস্কার হইয়াছে। বর্তমান 'ন্যায়সূত্রে' শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, প্রভৃতির খণ্ডন আছে। বিজ্ঞানবাদের আদিমগ্রন্থ 'লঙ্কাবতারসূত্র'। শূন্যবাদের প্রচারক আচার্য নাগার্জুন। তিনি ১৮০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন। এই সকল হেতুতে নব্য সমালোচকগণের কেহ কেহ অনুমান করেন যে 'ন্যায়সূত্রে'র অধুনা প্রচলিত সংস্করণ ২০০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে রচিত হইয়াছিল। 'ন্যায়সূত্রে'র আদিম ভাষ্যকার আচার্য বাৎস্যায়ন। তাঁহারা বলেন, তিনি তৃতীয় খ্রীষ্টশতকে বর্তমান ছিলেন।[২] পক্ষান্তরে অপর নব্য সমালোচকগণ বলেন, 'লঙ্কাবতার-সূত্র' এবং 'মাধ্যমিকসূত্রে'র পূর্বেও বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ সকল গ্রন্থে উহাদের প্রপঞ্চিত রূপ দেখা যায় বটে, পরন্তু উহারা তাহাদের

১। তিনি পরে এই মত পরিত্যাগ করেন। অক্ষপাদ বা গৌতম ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকালে ছিলেন। —S. C. Vidyabhusan "Ancient Indian Logic: An Outline", Bhandarkar Com. Vol. p. 155.

২। 'তত্ত্বসংগ্রহ', Foreword, pp. lviii. In

বহুপূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমান 'ন্যায়সূত্রে' ঐসকল বাদের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে সিদ্ধ করা যায় না যে উহা ঐসকল গ্রন্থের পরের। 'সাংখ্যকারিকা'র 'মাঠরবৃত্তি'তে বাৎস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্যের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাৎস্যায়ন মাঠর অপেক্ষা প্রাচীন। অধ্যাপক ধ্রুব বলেন, মাঠর সম্ভবত প্রথম খ্রীষ্টশতকে ছিলেন। অতএব বাৎস্যায়ন উঁহার একশত হইতে দুইশত বছর আগে ছিলেন।[১] সুতরাং এই মতে 'ন্যায়সূত্র' আরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

আচার্য উদ্যোতকর বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের বার্তিক রচনা করেন। উহা 'ন্যায়বার্তিক' নামে খ্যাত। উহাতে তিনি স্থানে স্থানে বৌদ্ধমতের সমালোচনাও খণ্ডন করিয়াছেন। তত্তৎ স্থলে তিনি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকবর বসুবন্ধুও তাঁহার শিষ্য দিঙ্‌নাগের মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র তাহা স্পষ্টত বলিয়াছেন। সুতরাং উদ্যোতকর দিঙ্‌নাগের (৪০০ খ্রীষ্টাব্দে) পরবর্তী। সপ্তম খ্রীষ্টশতকের প্রথম পাদে বিরচিত কবি সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় উদ্যোতকরের নামোল্লেখ আছে।[২] এই সকল হেতুতে কেহ কেহ মনে করেন, উদ্যোতকর ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতকে বর্তমান ছিলেন।

শান্তরক্ষিত (৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) উদ্যোতকর ব্যতীত অবিদ্ধকর্ণ, শঙ্করস্বামী, প্রশস্তমতি এবং ভাবিবিক্ত নামে আর চারিজন হিন্দু নৈয়ায়িকের মতের সমালোচনা করিয়াছেন।[৩] কোন হিন্দু-ন্যায়-গ্রন্থে তাঁহাদের নাম এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা শান্তরক্ষিতের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। শান্তরক্ষিত প্রায় উদ্যোতকরের এবং প্রশস্তমতির মতের পূর্বে অবিদ্ধকর্ণের মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় অবিদ্ধকর্ণ উদ্যোতকর অপেক্ষাও প্রাচীন।

বৌদ্ধ ও জৈন নৈয়ায়িকগণ উদ্যোতকরের মতের তীব্র সমালোচনা করেন। তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য আচার্য বাচস্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের 'ন্যায়বার্তিকে'র প্রকৃত তাৎপর্য প্রদর্শন করেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থ 'ন্যায়বার্তিক-

১। A. B. Dhruva, "Trividham Anumānam", Proc. 1st. Orient. Conf., Poona, 1919

২। 'বাসবদত্তা', হলের সংস্করণ, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৩। 'তত্ত্বসংগ্রহ', Foreword, pp. lxxxvii—xci

তাৎপর্যটীকা' নামে খ্যাত। তদ্ব্যতীত তিনি ন্যায় সম্বন্ধে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' নামে অপর একটা নিবন্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার নিজের উক্তি মতে উহা "বস্বঙ্কবসুবৎসরে" অর্থাৎ ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। প্রায় ঐ সময়ে জয়ন্তভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী' রচনা করেন। উহাতে অক্ষপাদের কোন কোন সূত্রের ব্যাখ্যা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা এক অভিনব এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম শিশিক্ষুর জন্য। ("বালব্যুৎপত্তয়ে")

বাৎস্যায়ন

'ন্যায়সূত্রে'র ভাষ্যে আচার্য বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষে মুক্তি সম্বন্ধে অপর এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

"তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি। নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে।"[১] 'ঐ মুক্তি অভয়, অজর এবং অমৃত্যুপদ ব্রহ্মই। মোক্ষে আত্মার বিভুত্বের ন্যায় নিত্যসুখস্বরূপত্ব ও অভিব্যক্ত হয়। উহার অভিব্যক্তিতে অত্যন্ত বিমুক্ত হইয়া জীব সুখী হয়। কেহ কেহ এইরূপ মানিয়া থাকেন।'

আচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) মনে করেন[২] যে নামরূপ-প্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের পরিণাম নিষেধার্থই উক্ত বাক্যে 'অজর' শব্দের প্রয়োগ

১। 'ন্যায়সূত্র', মহর্ষি গৌতম প্রণীত, বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্য এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য-কৃত বৃত্তি সমেত, দিগম্বর শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত, 'আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী', পুনা, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১।১।২২ সূত্রভাষ্য, ৩৮ পৃষ্ঠা।

২। 'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা', বাচস্পতি মিশ্র-বিরচিত, পণ্ডিত শ্রীরাজেশ্বর শাস্ত্রী দ্রবিড়-কর্তৃক সম্পাদিত, 'কাশী সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকমালা', ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩৯ পৃষ্ঠা। বাচস্পতি লিখিয়াছেন,

"অভয়মিতি পুনঃ সংসারভয়াভাবমাহ। অভয়ং চ ব্রহ্মেতি অসকৃদভয়শ্রুতেঃ। যে তু ব্রহ্মৈব নামরূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমত ইত্যাহুস্তান্ প্রত্যাহ। অজরমিতি। সর্বাত্মনা পরিণাম একদেশেন বা পূর্বস্মিন্ কল্পে সর্বাত্মনা ব্রহ্মণোঽন্যথাভাববিনাশপ্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে তু সাবয়বত্বেন ঘটাদিবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সূক্তমজরমিতি। বৈনাশিকাঃ প্রাহুঃ প্রদীপস্যেব নির্বাণং মোক্ষঃ তস্য চেতস ইতি, তান্ প্রত্যাহ, অমৃত্যুপদমিতি।......আত্যন্তিকগ্রহণং মহাপ্রলয়াবস্থানিবৃত্ত্যর্থম্। অত্র ভাষ্যম্। নিত্যং সুখমাত্মন ইত্যাদি। তস্যার্থঃ, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যশ্রুতেঃ ব্রহ্মস্বভাবং সুখং, তথা চ ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তদপি নিত্যমিত্যর্থঃ। আত্মনঃ ইতি ষষ্ঠী রাহোঃ শির ইতিবদ্দ্রষ্টব্যা। "তদেতত্তাত্তং ব্যাচষ্টে"।

হইয়াছে। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে প্রদীপনির্বাণবৎ মনে করিয়া থাকেন। উহা পরিহারার্থই মোক্ষকে 'অমৃত্যুপদ' বলা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং আনন্দও নিত্য। জীবাত্মা স্বরূপত ব্রহ্ম, সুতরাং নিত্যানন্দস্বরূপ। মুক্তিতে ঐ স্বরূপই অভিব্যক্ত হয়। ঐ সম্প্রদায়িগণ বলেন, "সংসারাবস্থায় শরীরাদি সম্বন্ধই নিত্যসুখসংবেদনের প্রতিবন্ধক।"[১] এইরূপে দেখা যায় যে বাৎস্যায়নোক্ত দার্শনিকগণের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত; পরিণাম নহে। জীব স্বরূপত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম (কূটস্থ) নিত্য ও বিভু। সুতরাং জীবও স্বরূপত নিত্য ও বিভু। সংসারদশায় শরীরাদি প্রতিবন্ধ হেতু জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধ করে না। মুক্তিতে, ঐ স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং ঐ দার্শনিকগণ অদ্বৈতবাদীই। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিগণের মতে জীব অণু। উক্ত বাক্যে আছে জীব বিভু। সুতরাং উহাতে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

মহর্ষি গৌতম 'সংখ্যৈকান্তবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন।[২] আচার্য বাৎস্যায়ন ঐ বাদের অনেক উপভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের একের মতে

"সর্বমেকং সদবিশেষাৎ"[৩]

'সমস্ত (জগৎপ্রপঞ্চ) একই; কেননা, উহারা সৎ (ব্রহ্ম) স্বরূপে ভিন্ন নহে।' সংখ্যৈকান্তবাদের খণ্ডনার্থ মহর্ষি গৌতম যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ মতে তত্ত্ববস্তু নিরবয়ব; উহাতে সাধ্যসাধন, কার্যকারণ প্রভৃতি ভেদ নাই। বাচস্পতি মিশ্র স্পষ্টতই বলিয়াছেন, উহা "ব্রহ্মাদ্বৈত" মতই। তিনি উহাকে আরও প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।[৪]

১। "স্যাম্মতং সংসারাবস্থশরীরাদিসম্বন্ধো নিত্যসুখসংবেদনহেতোঃ প্রতিবন্ধকত্বেনাবিশেষো নাস্তীতিঃ।"—(বাৎস্যায়ন, ১।১।২২, ৪০ পৃষ্ঠা)

২। 'ন্যায়সূত্র', ৪।১।৪১-৩

৩। 'ন্যায়সূত্র', সম্বন্ধভাষ্য, ৩০৬ পৃষ্ঠা

তিনি বলেন সংখ্যৈকান্তবাদীর অপর কেহ কেহ মনে করেন যে সমস্তই নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিধা বিভক্ত। কেহ কেহ বলেন, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদে সমস্তই ত্রিধা বিভক্ত। অপরে বলেন, সমস্তই প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি—এই চতুর্ধা বিভক্ত। এই প্রকারে অপর ভেদও কল্পনা করা যায়।

৪। "তত্র প্রথমং ব্রহ্মাদ্বৈতমুখাপয়তি। সর্বমেকং কুতঃ সদবিশেষাৎ। ইদমত্রাকূতম্। ন তাবদয়ং নামরূপপ্রপঞ্চ প্রকাশাদ্ভিন্ন সন্ প্রকাশিতুমর্হতি। জড়স্য স্বয়ংপ্রকাশাসম্ভবাৎ। ন চ প্রকাশযোগাৎ প্রকাশত ইতি যুক্তম্। ন খল্বান্তরেণ প্রকাশেনাস্য কশ্চিদ্যোগঃ সম্ভবতি।

বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,

"তে খল্বিমে সংখ্যৈকান্তা বিশেষকারিতস্যার্থবিস্তারস্য প্রত্যাখ্যানেন বর্তন্তে। প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধান্মিথ্যাবাদা ভবন্তি। অথাভ্যনুজ্ঞানেন বর্তন্তে সমানধর্মকারিতোঽর্থসংগ্রহো বিশেষকারিতশ্চার্থভেদ ইত্যেবমেকান্তত্বং জহাতীতি।[১] 'ঐসকল সংখ্যৈকান্তবাদ (বক্রকোটরপাণ্যাদি) বিশেষ কারিত (স্থাণুপুরুষাদি) বিষয় ভেদ প্রত্যাখ্যান করে। তাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল মিথ্যাবাদ। সামান্যাকারে অভেদ এবং বিশেষাকারে ভেদ—এই প্রকার অভ্যুপগম করিলে অদ্বৈত হানি হয়। উদ্যোতকর বলেন, "ভেদ ব্যতীত সামান্য থাকিতে পারে না। সামান্যকে প্রতিপাদন করিতে গেলে, ভেদের সদ্ভাবও স্বীকার করিতে হইবে। আর ভেদকে প্রত্যাখ্যান করিলে, সামান্যকেও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে; কেননা, নির্বিশেষ সামান্য (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় হইতে পারে না।"[২] তাঁহার উক্তিকে বাচস্পতি মিশ্র আরও পরিষ্কার করিয়াছেন।

"যেঽপ্যাহুঃ সত্তাসামান্যমেব তত্ত্বং ভেদাস্তু কাল্পনিকা ইতি তান্ প্রত্যাহ। ন চ ভেদমন্তরেণেতি। যদাহুঃ

'নির্বিশেষং ন সামান্যং ভবেচ্ছশবিষাণবদিতি।"

বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধ ইতি চেন্ন। তত্রাকিঞ্চিৎকরস্য বিষয়িত্বাসম্ভবাৎ। ন চার্থে জ্ঞানং ফলং জনয়তীতি সাম্প্রতম্। অতীতানাগতয়োরর্থয়োস্তদসম্ভবাৎ। ন চ ন তয়োর্বিষয়ভাবঃ। তস্মাজ্জ্ঞানাদ্ভিন্নস্য নামরূপপ্রপঞ্চস্য ন প্রকাসম্ভব ইতি জ্ঞানস্যৈবায়ং বিবর্ত ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।......ন ব্যাবৃত্তা ভাবাঃ পরস্পরং পরমার্থতঃ তদিদমুক্তং সদবিশেষাদিতি। অনাদ্যনির্বচনীয়া বিদ্যানিবন্ধনং তু ভাবানাং ভেদং ন ব্যাসেধামঃ। ন চ জ্ঞাতুরপি জ্ঞানাদ্ভেদগ্রাহকমস্তি-প্রমাণমুক্তাদেব বিশেষাৎ। তস্মান্ন জ্ঞেয়ানাং পরস্পরতশ্চ জ্ঞানাচ্চ ভেদঃ। নাপি জ্ঞাতুর্জ্ঞানাদস্তি ভেদঃ নাপি জ্ঞানানামন্যোন্যস্য, তস্মাৎ প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাশঃ কূটস্থনিত্য আনন্দঘনোঽনাদ্যবিদ্যোপদর্শিতবিবিধবিচিত্রনামরূপপ্রপঞ্চো ব্রহ্মেত্যদ্বৈতসিদ্ধিঃ। অতএব শ্রুতয়ো ভবন্তি।

'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥'

ইত্যেবমাদিকাঃ।"—('ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা', ৬১৫-৬ পৃষ্ঠা)

১। 'ন্যায়সূত্র', ৪।১।৪৩, বাৎস্যায়নভাষ্য ; ৩০৮ পৃষ্ঠা।

২। 'ন্যায়বার্তিক', উদ্যোতকরাচার্য-বিরচিত, পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী-কর্তৃক সম্পাদিত, 'চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ', বারানসী, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

"ন চ ভেদমন্তরেণ সামান্যং লব্ধাবকাশমিতি। সামান্যং প্রতিপাদয়মানেন ভেদোঽভ্যুপগন্তব্যঃ ভেদং চ প্রত্যাচক্ষাণেন সামান্যমপি প্রত্যাখ্যেয়ম্। বিশেষানাধারস্য সামান্যস্যাবিষয়ত্বাৎ।"

'যাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে সন্মাত্রস্বরূপ এবং ভেদসমূহকে কাল্পনিক মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া (বার্তিককার উদ্যোতকর) বলিয়াছেন, 'ভেদ ব্যতীত' ইত্যাদি, কথিত আছে. "নির্বিশেষ সদ্বস্তুর সম্ভাব শশশৃঙ্গের ন্যায় নাই।"

এইরূপে দেখা যায় "সংখ্যৈকান্তবাদ নিরাকরণপ্রকরণে" মহর্ষি গৌতম প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদকেই খণ্ডন করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য স্পষ্টত তাহা বলিয়াছেন।[১] 'ন্যায়সূত্রে'র যে প্রকরণে এই অদ্বৈতমত আলোচিত হইয়াছে, উহার নাম 'প্রেত্যভাব'। জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহই প্রেত্যভাব।[২] অদ্বৈতমতে প্রেত্যভাব বাস্তব নহে; পরন্তু কাল্পনিক। ইহা প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণার্থ মহর্ষি গৌতম ঐ প্রকরণে উহার আলোচনা করিয়াছেন। উদ্যোতকর (৫৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) প্রভৃতি সকল ভাষ্যবার্তিকাদিকারগণ তাহাই বলিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন

মহর্ষি গৌতম স্বকৃত 'ন্যায়দর্শনে (৪।৪১-৩ সূত্রে) 'সংখ্যৈকান্তবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন।

সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ কারণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং—৪।৪১

"কারণের উপলব্ধি ও অনুপপত্তি হেতু সংখ্যৈকান্ত (বাদ) অসিদ্ধ।"

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সংখ্যৈকান্তবাদের নিম্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"সর্বমেকং সদবিশেষাৎ। সর্বং দ্বে-ধা নিত্যানিত্যভেদাৎ। সর্বং ত্রে-ধা জ্ঞাতা, জ্ঞানং, জ্ঞেয়মিতি। সর্বং চতুর্ধা-প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং, প্রমিতিরিতি। এবং যথাসম্ভবমন্যেঽপীতি।"

১। "তদেবমত্র বস্তুসংক্ষেপঃ"—অবিদ্যায়ামসত্যাং সর্ব এবায়ং যথোদাহৃতো ব্যবহার-প্রকারস্তৎকৃত ইতি নাবতিষ্ঠতে, সত্যাং তু তস্যাং নাদ্বৈতমিতি। অত এবাহ সূত্রকারঃ—'সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ প্রমাণোপপত্ত্যনুপপত্তিভ্যাম্' ইতি"—(ন্যায়মঞ্জরী, কাশী সং ২য় খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) "তস্মাদদ্বৈতবাদনিরাকরণপরস্ত এব প্রকরণং সঙ্গচ্ছত ইতি সংক্ষেপঃ।" (বিশ্বনাথ)

২। মহর্ষি গৌতম লিখিয়াছেন, "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ।" (১।১।১৯) উহার ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, "সোঽয়ং জন্মমরণপ্রবন্ধাভ্যাসোঽনাদিরপবর্গান্তঃ প্রেত্যভাবো বেদিতব্য ইতি"

প্রেত্যভাব—প্রেত্যের পরে ভাব' অর্থাৎ মরিয়া জন্মগ্রহণ।

'ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য'কার বাচস্পতি মিশ্র বলেন 'সংখ্যৈকান্তবাদ' 'অদ্বৈত-বাদে'রই অপর নাম। 'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্তভট্ট এবং 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি'কার নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চাননের মতও তাহাই। শ্রীপার্বতীচরণ তর্কতীর্থ তাহাতে সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কেবল অদ্বৈতবাদই মহর্ষির খণ্ডনীয় ছিল, তবে তিনি স্বল্পাক্ষর ও প্রসিদ্ধ 'অদ্বৈত' শব্দের ব্যবহার না করিয়া 'সংখ্যৈকান্ত' শব্দের ব্যবহার করিলেন কেন?

যাহা হউক "সর্বমেকং" ভাষ্যকারের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় ঐ মতে সমস্তই বস্তুত এক। দ্বিত্বাদি ভেদ কাল্পনিক। ঐ কাল্পনিক হিসাবে সম্প্রদায়কে দুই, তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করা যায় বটে। কিন্তু তাহাতে সম্বস্তুর ভেদ হয় না।

"ঈশ্বরোপাদানতা-প্রকরণে" (৪।১।১৯-২১ সূত্রে) মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ—এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। দ্বৈতব্রহ্মবাদী ব্যতীত অপর সকল ব্রহ্মবাদিগণই ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ মানিয়া থাকেন। পরন্তু তাহাদের কেহ কেহ পরিণামবাদী, আর কেহ কেহ বিবর্তবাদী। বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন যে উক্ত প্রকরণে গৌতম ঐ উভয় বাদই খণ্ডন করিয়াছেন।[১] উদয়ন (৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ), বর্ধমান (১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি পরবর্তী অপর কোন কোন ন্যায়াচার্যও স্পষ্টত তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং বার্তিককার উদ্যোতকরের লেখায় উহার কোন আভাস নাই। তাঁহাদের মতে উহাতে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছেন। তবে তিনি বাচস্পতি প্রভৃতির মতেরও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

১। "মা ভূদয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ শূন্যতোপাদনোঽপি তু ব্রহ্মোপাদানো ভবিষ্যতি, ব্রহ্মৈব হি প্রপঞ্চরূপেণ পরিণমতে মৃত্তিকেব ঘটশরাবোদঞ্চনাদিভাবেন। ন চৈবং নিত্যত্বব্যাঘাতঃ। পরিণামেঽপি তত্ত্বাবিঘাতাৎ তল্লক্ষণত্বাচ্চ নিত্যতায়াঃ। যদাহ, 'যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদপি নিত্য'মিত্যেকং দর্শনম্। অপরং চ ব্রহ্মৈবানির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানান্নামরূপ-প্রপঞ্চভেদেন বিবর্ততে মুখমিবৈকমনেকমণিকৃপাণাদিভেদানৈকবিধপ্রতিবিম্বভেদেনেতি। তদেতদ্দর্শনদ্বয়মনেন সূচিতম্।" —(ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা, ৪।১।১৯, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)। "এতদ্দর্শনদ্বয়মপাকরোতি" (২০ সূত্রের সম্বন্ধ টীকা, ৫৯৩ পৃষ্ঠা)

"তদেবমীশ্বরোপাদানত্বং চ ব্রহ্মবিবর্তত্বং চ নিরপেক্ষেশ্বরনিমিত্তত্বং নিরাকৃত্যাভিমতং পক্ষং গৃহ্ণাতি।" (২১ সূত্রের সম্বন্ধটীকা, ৫৯৪ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

প্রাচীন বেদান্তে অদ্বৈতবাদ

শঙ্কর-প্রাক্ অদ্বৈতবাদ

শঙ্করের পূর্বেও এদেশে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। তৎকর্তৃক রচিত ভাষ্য-সমূহ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, তিনি একটা প্রাচীন বচন অনুবাদ করিয়াছেন

"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।"

উহা নাকি "সম্প্রদায়বিদের বচন।"[১] এই বচনটি মণ্ডন মিশ্রের 'ব্রহ্মসিদ্ধি'তে[২] এবং গৌড়পাদের 'উত্তরগীতাব্যাখ্যা'য়[৩] উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপতি পণ্ডিত (পূর্বপক্ষে) সম্পূর্ণ শ্লোকটিই অনুবাদ করিয়াছেন।[৪] উহার দ্বিতীয় পঙ্ক্তি এই—

"শিষ্যাণাং বোধয়িষ্যার্থং তত্ত্বজ্ঞৈঃ কল্পিতং ক্রমাৎ॥"

এই বচনটি কাহার?—তাহা জানা নাই।[৫] পরন্তু তিনি যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, তত্রোক্ত দার্শনিক তত্ত্বসমূহ অপর কোন বাদী স্বীকার করেন। ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্প্রপঞ্চ। জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে অধ্যারোপিত হওয়াতে তিনি সপ্রপঞ্চ বলিয়া মনে হয়। অল্পজ্ঞ শিষ্যকে তত্ত্ব অবগতি করাইবার জন্যই এই পন্থা অবলম্বিত হন। পরে উহার অপবাদ করিতে হইবে। সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ কল্পিত—মিথ্যা। এই সমস্তই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

১। "তথা হি সম্প্রদায়বিদাং বচনম্—অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং" ইত্যাদি। (গীতার শঙ্করভাষ্য, ১৩।১৩) শঙ্করকৃত 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ', ২৯৫ শ্লোক।

২। 'ব্রহ্মসিদ্ধি', মণ্ডনমিশ্র বিরচিত, মহামহোপাধ্যায় এস্ কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, খ্রীষ্টাব্দ, মাদ্রাজ, ১ম ভাগ, ২৬ পৃষ্ঠা।

৩। 'উত্তরগীতাব্যাখ্যা', ১।৭

৪। 'শ্রীকরভাষ্য', শ্রীপতি পণ্ডিত-রচিত, সি, হয়বদনরাও-কর্তৃক সম্পাদিত, ২।১।৭ (২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

৫। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই বচনটি হয়ত আচার্য সুন্দর পাণ্ড্যের। (*Quart. Journ. Orient. Res., Madras*, Vol. I, pp. 1-15)। কিন্তু তাহার কোন হেতু তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই।

শঙ্কর লিখিয়াছেন,

"তত্র কেচিৎ আহুঃ, সর্বকর্মসংন্যাসপূর্বকাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাৎ এব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যতে এব, কিং তর্হি অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্তকর্ম-সহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিঃ ইতি সর্বাসু গীতাসু নিশ্চিতঃ অর্থ ইতি।"— (গীতাভাষ্য, ২য় অধ্যায়ের উপোদ্‌ঘাত)।

"কেচিৎ তু······যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানি কর্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইতি এতদেকান্তেন এব প্রতিষিদ্ধমিতি।"—(ঐ, ৩য় অধ্যায়ের সম্বন্ধভাষ্য)

আনন্দগিরির মতে শঙ্কর এই দুই স্থানে জনৈক বৃত্তিকারের মত উত্থাপন করতঃ খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ বৃত্তিকারের নাম তিনি করেন নাই। যাহা হউক, উদ্ধৃত বচনদ্বয় হইতে জানা যায়, তিনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন। তিনি যে মতটা খণ্ডন করিয়াছেন, উহা সমুচ্চয়বিরোধী। তন্মতে কেবল জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। তাই তাহাতে সর্বকর্ম সংন্যাসপূর্বক একমাত্র আত্মজ্ঞানে মাত্র নিষ্ঠালাভের উপদেশ আছে।

অন্যত্র শঙ্কর লিখিয়াছেন,

"তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্য বদন্তি জন্মাদিষড়্‌ভাববিক্রিয়ারহিতং অবিক্রিয়ঃ অকর্তা একোঽহমাত্মা ইতি ন কস্যচিজ্‌জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সর্বকর্ম-সংন্যাসোপদিশ্যতে।" (গীতাভাষ্য, ২।১১)

আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, এইখানে মীমাংসকের মত উত্থাপন করিয়াছেন। এই মীমাংসক এবং পূর্বোক্ত বৃত্তিকার অভিন্ন কিনা বলা যায় না। হইতেও পারে,। কেননা, উভয়ের মত এক প্রকারই। যাহা হউক, ঐ মীমাংসক যে মতটি খণ্ডন করিয়াছেন, সেই মতটি এই—'আমি জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকার-রহিত নির্বিকার, অকর্তা এবং এক আত্মাই-এই জ্ঞানলাভেই মোক্ষ হয়। এইরূপে দেখা যায়, উক্ত বৃত্তিকার এবং মীমাংসক অদ্বৈতমতকেই খণ্ডন করিয়াছেন।

প্রাচীন অদ্বৈতমত

আচার্য শঙ্কর একটা প্রাচীন অদ্বৈতমতের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মতেও দ্বৈত মৃত্যু—বন্ধন, আর অদ্বৈতই অমৃত—মুক্তি। পরন্তু ঐ বাদিগণ সমস্ত বৈদিক কর্মকেই নিবৃত্তিসাধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন, লোকে বৈদিক কর্মদ্বারা পূর্ব পূর্ব মৃত্যুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া পর পর মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়, কিন্তু উহার কবলে থাকিবার জন্য নহে। এইরূপে সোপানারোহণক্রমে সমস্ত দ্বৈত ক্ষয় হইয়া গেলে মৃত্যুর কবল হইতে প্রকৃত মুক্তি আপেক্ষিক বা গৌণ মুক্তি।[১] আনন্দগিরি ইঁহাদের ঐ সিদ্ধান্তের আরো কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন।

"স্বর্গকামবাক্যে দেহাত্মত্বনিবৃত্তির্গোদোহনবাক্যে স্বতন্ত্রাধিকারনিবৃত্তির্নিত্যনৈমিত্তিকবিধিদ্বর্থান্তরোপদেশেন স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিনিরোধো নিষেধেষু সাক্ষাদেব নৈসর্গিকপ্রবৃত্তয়ো নিরুধ্যন্তে, তদেবং সর্বমেব কর্মকাণ্ডং নিবৃত্তিদ্বারেণ মোক্ষপরমিত্যর্থঃ।" যাহা হউক, এইরূপে তাহারা মনে করেন যে সমস্ত বৈদিক কর্মই অদ্বৈত প্রতিপাদক। শঙ্কর তাঁহাদের ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সর্বমেতদেবম্ অবার্হদারণ্যকম্ ('এই সমস্ত কথা নিশ্চয়ই বৃহদারণ্যক সম্মত নহে')

এই মত কাহার? ভর্তৃপ্রপঞ্চও সেইপ্রকার দ্বৈতদর্শনের নাশ ও পরমাত্মৈকত্বদর্শনের লাভ এবং তদর্থে কর্মের প্রয়োজনীয়তা মানিতেন।[২] সুতরাং ঐ মত কি ভর্তৃপ্রপঞ্চের? যাহা হউক ঐ মতে দ্বৈত সত্য কি মিথ্যা তাহা বলা হয় নাই। সেইহেতু নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে উহা অদ্বৈতমত। উহা ক্রমদ্বৈতাদ্বৈত মতও হইতে পারে।

শঙ্কর লিখিয়াছেন যে কোন কোন ('একে') কর্মকাণ্ডী মীমাংসক জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদের বিরুদ্ধে এই প্রকারে আক্ষেপ করিয়া থাকেন :—কেবলমাত্র এক অসংসারী পরমাত্মাই যদি থাকিতেন, তাঁহা হইতে ভিন্ন বহু সংসারী জীবাত্মা যদি না থাকিত, তবে কর্মকাণ্ডের কেনই আবশ্যক হইত। আর

১। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' ৩য় অধ্যায়ে ২য় ব্রাহ্মণের আভাষভাষ্য ; দুর্গাচরণ সং. ৭৭১ পৃষ্ঠা।

২। ঐ, ৩।২।১৩ ভাষ্য, ৭৯৪ পৃষ্ঠা।

জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎও তখন নিরর্থক হইত। কারণ তখন বদ্ধ কেহ থাকিত না, সুতরাং মুক্তির উপদেশও প্রয়োজন হইত না। পরমাত্মৈকত্বের উপদেশ এবং তাহার ফলের কথাও প্রয়োজন হইত না, অধিকন্তু, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেরও বিরুদ্ধ হয়।

"ন কেবলমুপনিষদো ব্রহ্মৈকত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ স্বার্থবিঘাতং কর্মকাণ্ড-প্রামাণ্যবিঘাতঞ্চ কুর্বন্তি, প্রত্যক্ষাদিনিশ্চিতভেদপ্রতিপত্ত্যর্থৈঃ প্রমাণৈশ্চ বিরুদ্ধ্যন্তে; তস্মাদপ্রামাণ্যমেবোপনিষদাম্ অন্যার্থতা বা অস্তু, ন ত্বেব ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থতা।—(বৃহভাষ্য, ২।১।২০ ; দুর্গাচরণ সং ৫৪৮ পৃষ্ঠা)

শঙ্কর এই আক্ষেপের পরিহার করিয়াছেন। কোন কোন তার্কিকও নাকি বলিতেন যে ব্রহ্মৈকত্ববাদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ।

"তত্র পণ্ডিতম্মন্যাঃ কেচিৎ স্বচিত্তবশাৎ সর্বং প্রমাণমিতরেতরবিরুদ্ধং মন্যন্তে, তথা প্রত্যক্ষাদিরোধমপি চোদয়ন্তি ব্রহ্মৈকত্বে,-শব্দাদয়ঃ কিল শ্রোত্রাদি-বিষয়া ভিন্নাঃ প্রত্যক্ষত উপলভ্যন্তে; ব্রহ্মৈকত্বং ব্রুবতাং প্রত্যক্ষবিরোধঃ স্যাৎ" ; ইত্যাদি—(বৃহভাষ্য, ২।১।২০, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

শঙ্কর তাঁহাদিগকে তীব্র গালি দিয়াছেন,[১] এবং তাঁহাদের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,

"ন হ্যাত্মনঃ পরতো বিশেষমভ্যুপগচ্ছদ্ভিস্তার্কিকশতৈরপি ভেদলিঙ্গমাত্মনো দর্শয়িতুং শক্যতে, স্বতস্তু দূরাদপনীতমেব অবিষয়ত্বাদাত্মনঃ।"—(৫৫১ পৃষ্ঠা) তাহাতে মনে হয় ঐ সকল তার্কিক আত্মার ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিতেন।

এইখানে উক্ত ব্রহ্মৈকত্ব প্রতিপক্ষদল কল্পিত মনে হয় না। তাঁহারা বস্তুতই ছিলেন। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে তাহাদের পূর্বে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

শঙ্কর এই অদ্বৈত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ('কেচিৎ') মনে করেন যে সমস্ত কর্মই নিবৃত্তিসাধক, সুতরাং অদ্বৈতার্থক। ঐ মতে লোক পূর্ব পূর্ব মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া পর পর মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। পরন্তু উহা লাভের অভিপ্রায়েই উহাতে পতিত হয় না, উহা হইতেও নিবৃত্ত

১। "তে তু কুতর্কদূষিতান্তঃকরণা ব্রাহ্মণাদিবর্ণাপসদা অনুকম্পনীয়াঃ আগমার্থবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়বুদ্ধয়ঃ ইতি।" (৫৫০ পৃষ্ঠা) "অহো অনুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্কিকবলী-বর্দৈঃ যো হি আত্মানমেব ন জানাতি স কথং মূঢ়স্তদন্যং ভেদমভেদং বা জানীয়াৎ।" (৫৫১ পৃষ্ঠা)

হইবার উদ্দেশ্যেই উহাতে পতিত হয়। এই প্রকারে তাঁহারা বলেন দ্বৈতক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সমস্তই মৃত্যু ; দ্বৈতক্ষয় হইলেই পরমার্থত মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্তি হয়। তৎপূর্বের মুক্তি আপেক্ষিক বা গৌণ মুক্তি, যথার্থ মুক্তি নহে।[১] তিনি এই মতও খণ্ডন করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে, উহা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ সম্মত নহে।

একস্থলে শঙ্কর লিখিয়াছেন,

"অত্রৈকে বর্ণয়ন্তি......এবঞ্চ দ্বৈতাদ্বৈতাত্মকমেকং ব্রহ্ম। যথা কিল সমুদ্রো জলতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদ্যাত্মক এব, যথা চ জলং সত্যম্, তদুদ্ভবাশ্চ তরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়ঃ সমুদ্রাত্মভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্মাণঃ পরমার্থসত্যা এব, এবং সর্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ম্, সমুদ্রজলস্থানীয়ং তু পরং ব্রহ্ম।

"এবঞ্চ কিল দ্বৈতস্য সত্যত্বে কর্মকাণ্ডস্য প্রামাণ্যম্ ; যদা পুনর্দ্বৈতং দ্বৈতমিবাবিদ্যাকৃতং মৃগতৃষ্ণিকাবদনিত্যম্, অদ্বৈতমেব পরমার্থতঃ, তদা কিল কর্মকাণ্ডং বিষয়াভাবাদপ্রমাণং ভবতি ; তথা চ বিরোধ এব স্যাৎ,— বেদৈকদেশভূতা উপনিষৎ প্রমাণম্, পরমার্থতোঽদ্বৈতবস্তুপ্রতিপাদকত্বাৎ ; অপ্রমাণং কর্মকাণ্ডং, অসদ্দ্বৈতবিষয়ত্বাৎ। তদ্বিরোধপরীজিহীর্ষয়া শ্রুত্যৈতদুক্তম্ কার্যকারণয়ো সত্যত্বং সমুদ্রবৎ 'পূর্ণমদঃ' ইত্যাদিনেতি।" (বৃহভাষ্য, ৫।১ ; দুর্গাচরণ সং ১৪২৬ পৃষ্ঠা)

শঙ্কর ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। আনন্দগিরি লিখিয়াছেন ঐ মত ভর্তৃপ্রপঞ্চের। "যদাপুনর্দ্বৈতং দ্বৈতমিবাবিদ্যাকৃতং মৃগতৃষ্ণিকাবদনৃতম্, অদ্বৈতমেব পরমার্থতঃ"—ভর্তৃপ্রপঞ্চের এই উক্তি হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় অদ্বৈতবাদ তাঁহার পূর্বে প্রচলিত ছিল ; এবং তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

১। বৃহ, ২য় অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, আভাষভাষ্য, ৭৭১ পৃষ্ঠা।

বোধায়ন

'বোধায়নগৃহ্যসূত্রে' (৩।৯।৬) পদকার আত্রেয়, বৃত্তিকার কৌণ্ডিন্য, প্রবচনকার কাণ্ব বোধায়ন এবং সূত্রকার আপস্তম্বের উল্লেখ আছে। 'বোধায়নধর্মসূত্রে'র 'ঋষিতর্পণে' (২।৫।২৭) কাণ্ব বোধায়নের উল্লেখ আছে। তাহাতে জানা যায়, 'বোধায়নধর্মসূত্রে'র রচনা সময়েও কাণ্ব বোধায়ন একজন প্রাচীন ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং তিনি ধর্মসূত্রকার বোধায়ন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। হইতে পারে যে ধর্মসূত্রকার বোধায়ন কাণ্ব বোধায়নের বংশধর। (Kane, *History of Dharmasastras*, vol I, Poona, 1930, p, 21 দ্রষ্টব্য)

বোধায়নধর্মসূত্রে (২ ৭।১৫) একটা প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ("অথাপ্যুদাহরন্তি)"

"যথাহি তূলমৈষীকমগ্নৌ প্রোতং প্রদীপ্যতে।
তদ্বৎ সর্বাণি পাপানি দহ্যন্তে হ্যাত্মযাজিনঃ॥"

ইহা নিম্নোক্ত 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' বাক্য (৫।২৪।৩) হইতে শ্লোকবদ্ধ করা হইয়াছে।

"তদ্যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইত্যাদি।

'অগ্নিপুরাণে' উল্লিখিত পঞ্চবিংশতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রের একটির নাম "বোধায়ন-তন্ত্র" (৩৯।৫.২)

সুন্দর পাণ্ড্য

আচার্য সুন্দর পাণ্ড্য 'পূর্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা'র বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থদ্বয় এখন পাওয়া যায় না। কাহার ভাষ্যের বা বৃত্তির বার্তিক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। আচার্য কুমারিলভট্ট তাঁহার 'পূর্বমীমাংসা-বার্তিক' হইতে পাঁচটি শ্লোক অনুবাদ

করিয়াছেন।[১] আচার্য শঙ্কর তাঁহার 'উত্তরমীমাংসা বার্তিক' হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

"গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ।
সদ্ব্রহ্মাহমিত্যেবং বোধি কার্যং কথং ভবেৎ॥
অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জিতঃ॥
দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

আচার্য শঙ্করের মতে, শাস্ত্রের সমস্ত বিধির এবং অপর প্রমাণসমূহের উদ্দেশ্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্মই) এই বোধ করান। ব্রহ্মাত্মৈক্য অবগতি হইলে শাস্ত্রাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এই মতের সমর্থনে তিনি আচার্য সুন্দরপাণ্ড্যের উক্ত শ্লোকত্রয় প্রমাণরূপে উদাহরণ করিয়াছেন। তাহাতে অনুমান হয় যে সুন্দর পাণ্ড্যও শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

তাঁহার এই উক্তিদ্বয়ও ঐ অনুমানের সমর্থন করে।

'সূতসংহিতা'র স্ববিরচিত 'তাৎপর্যদীপিকা' নামক ব্যাখ্যাতে মাধবাচার্য 'সুন্দরপাণ্ড্যবার্তিক' হইতে বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন সম্মতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

—(৩।৪।১৩ দীপিকা, ২৭৯ পৃষ্ঠা)

ব্রহ্মনন্দি

আচার্য ব্রহ্মনন্দি 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। উহা 'বাক্য' নামে প্রথিত। আচার্য দ্রবিড় উহার একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন বোধ হয়। ঐ গ্রন্থদ্বয় অধুনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এককালে উহারা

১। 'তন্ত্রবার্তিক', বেনারস সংস্কৃত সিরিজ, ৮৫২-৩ পৃষ্ঠা। কুমারিল-ধৃত শ্লোক পঞ্চকের প্রথম তিনটি অমলানন্দও অনুবাদ করিয়াছেন। ('কল্পতরু', ৩।৩।২৫)

২। ব্রহ্মসূত্র—শঙ্করভাষ্য, ১।১।৪

খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল মনে হয়। সেইহেতু প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যে ব্রহ্মনন্দি 'বাক্যকার' নামে এবং দ্রবিড় 'ভাষ্যকার' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মনন্দির অপর নাম টঙ্ক ছিল।[১] তিনি অত্রিগোত্রীয় ছিলেন। সেইহেতু 'আত্রেয়', 'অত্রিবংশ্যমুনি' নামে তিনি কখন কখন অভিহিত হইয়াছেন।[২] 'মুনি' বলাতে জানা যায় তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মনন্দির জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে অপর কিছু জানা যায় নাই। তাঁহার জীবনকালও অজ্ঞাত। আচার্য ভাস্করের পূর্বে কেহ ব্রহ্মনন্দির নামোল্লেখ করিয়াছেন কিনা জানা নাই। আনন্দজ্ঞানের উক্তি মতে জানা যায় যে স্বকৃত 'ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে' (৩৮-৯) আচার্য শঙ্কর দ্রবিড়ের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মনন্দি, তথা দ্রবিড়, শঙ্কর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

ব্রহ্মনন্দির দার্শনিক মতবাদ কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। কেননা, অদ্বৈতবাদী (শঙ্করানুযায়ী), ভেদাভেদবাদী ভাস্কর এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ সকলেই আপন আপন মতের সমর্থনে তাঁহার বচন অনুবাদ করিয়াছেন দেখা যায়। অদ্বৈতবাদিগণ বিবর্তবাদের সমর্থনে, ভাস্কর পরিণামবাদের সমর্থনে এবং রামানুজ স্বকীয় ভক্তিবাদের সমর্থনে তাঁহার বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যে ব্রহ্মনন্দির যে সকল বচন পাওয়া যায় অধ্যাপক হিরিয়ন্ন সেইসকল একত্রে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।[৩]

'কল্পতরু'তে অমলানন্দ ব্রহ্মনন্দির নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৪] "নাসতোঽনিষ্পাদ্যত্বাৎ। প্রবৃত্ত্যানর্থক্যং তু সত্ত্বাবিশেষাৎ। ন সংব্যবহারমাত্রত্বাৎ।" 'কার্য অসৎ নহে। কেননা, তখন উহা নিষ্পন্ন হইত না। (উহা পূর্বে ছিল বলা যায় না)। কেননা, উহার প্রবৃত্তি নিরর্থক হয়। কারণ, উহার সত্তা ত আগে হইতেই আছে। কেননা, (কার্য) সংব্যবহার

১। 'তাৎপর্যদীপিকা' (রামানুজের 'বেদার্থসংগ্রহে'র ভাষ্য), বেনারস সং (১৯১৪), ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২। 'সংক্ষেপ শারীরক', ৩।২১৭-৮

৩। *K. P. Pathak Commemoration Volume*, pp. 157-8

৪। কল্পতরু, ১।৪।২৭, 'সুবোধিনী' নামক 'সংক্ষেপশারীরকে'র টীকায় (৩।২১৭) এই বচন আছে।

মাত্র।' কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত 'বিবর্তবাদে'রই অনুগত। ভাস্কর 'বাক্য' হইতে একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পরিণামস্তু স্যাৎ দধ্যাদিবৎ।"

'(কার্য) দধ্যাদির ন্যায় (কারণের) পরিণাম।' তিনি বলেন বাক্যকার এবং বৃত্তিকার, তথা সূত্রকার, পরিণামবাদী।[১] ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভাস্কর ও অমলানন্দ কর্তৃক ধৃত বাক্যাংশদ্বয় একই বিষয়গত। সুতরাং নিরূপণ করিতে হইবে যে ব্রহ্মনন্দির মত প্রকৃত কি ছিল। তিনি কি হিসাবে বিবর্তবাদ এবং কোন হিসাবে পরিণামবাদ বলিয়াছেন?

রামানুজ ব্রহ্মনন্দি হইতে ছয়টি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১) মুক্তির উপায় বিবৃত করিতে গিয়া শ্রুতি অনেক স্থলে 'বেদন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ সকল স্থলে 'বেদন' শব্দের অর্থ 'উপাসনা'। ব্রহ্মনন্দি বলেন[২] যে 'বেদন' শব্দের অর্থ উপাসনা নহে। কেননা, শ্রুতিতে 'উপাসনা' শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ দেখা যায়। 'উপাসনা' শব্দের অর্থ 'ধ্রুবা অনুস্মৃতি'। শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে তাহা জানা যায়। সুতরাং 'প্রত্যয়ান্তর-ব্যবহিত অনুস্মৃতি'র নাম 'উপাসনা'। 'প্রত্যয়ান্তর-ব্যবহিত অনুস্মৃতি'কে ধ্যান বা 'বেদন' বলা যায়। (২) ব্রহ্মনন্দি বলেন[৩] 'ধ্রুবানুস্মৃতি লাভের জন্য বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ এবং অনুদ্ধর্ষ প্রয়োজন। কেননা, তদ্দ্বারাই উহা সম্ভব, এবং শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন। বিবেক=জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্ত দ্বারা অদুষ্ট অন্ন দ্বারা কায়শুদ্ধি। বিমোক =কামে অনভিষঙ্গ। অভ্যাস=প্রারম্ভিত বিষয়ের পুনঃপুনঃ সংশীলন। ক্রিয়া =পঞ্চমহাযজ্ঞের যথাশক্তি অনুষ্ঠান। কল্যাণ=সত্য, আর্জব, দয়া, দান, অহিংসা এবং অনভিধ্যা। অবসাদ=দেশকাল বৈগুণ্য হইতে জাত শোকাদির অনুস্মৃতি হইতে উৎপন্ন মনের দৈন্য ও অভাস্বরত্ব। উদ্ধর্ষ=পূর্বোক্তের বিপরীত হইতে জাত তুষ্টি।"

(৩) "যুক্তং তদ্‌গুণকোপাসনাৎ।"[৪]

(সগুণ ব্রহ্মে গমনই) যুক্ত। কেননা তদ্‌গুণযুক্তেরই উপাসনা (করা হইয়াছে)।'

১। "সূত্রকারঃ শ্রুত্যনুকারী পরিণামপক্ষং সূত্রয়াংবভূব অয়মেব ছান্দোগ্যে বাক্যকার-বৃত্তিকারাভ্যাং সম্প্রদায়মতঃ সমাশ্রিতঃ। তথা চ বাক্যং 'পরিণামস্তু স্যাদ্‌দধ্যাদিবদিতি।" —(ভাস্করভাষ্য, ১।৪।২৫ ; ৮৫ পৃষ্ঠা)

২। শ্রীভাষ্য (নিঃ সঃ চতুসূত্রী) (৩৪)। ৩। ঐ (৩৭-৮) ৪। ১। ১৬৩

(৪) "আত্মেত্যেব তু গৃহ্ণীয়াৎ সর্বস্য তন্নিষ্পত্তেঃ"[১]
'আত্মা' বলিয়াই (ব্রহ্মকে) গ্রহণ করিবেক। কেননা, সমস্তই উহা হয়।' পূর্বপক্ষে অদ্বৈতমতের পরিচয় দিতে গিয়াই রামানুজ এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মনন্দির ঐ বচন অদ্বৈতমতের অনুকূল বলিয়া রামানুজও স্বীকার করেন। তিনি সেই প্রকারেই উহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন—"তন্নিষ্পত্তেঃ তত্র কল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ।" সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মে কল্পিত। সুতরাং উহাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মই।

(৫) "তস্মিন্ যদন্তরিতি কামব্যপদেশঃ।" (বেদার্থসংগ্রহ, ১৭২ পৃষ্ঠা) এই বচনটি দহরশ্রুতি সম্পর্কে। ব্রহ্মনন্দি বলেন যে ঐ বিদ্যার উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, অপহতপাপ্মাদি অষ্টগুণযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম।

(৬) "হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যত ইতি প্রাজ্ঞঃ সর্বান্তরঃ স্যাৎ লোককামোপদেশাৎ। তথোদয়াৎ পাপ্মনাম্। স্যাত্তদ্রূপং কৃতকমনুগ্রহার্থং তচ্চেতনানামৈশ্বর্যাৎ। রূপং বা অতীন্দ্রিয়মন্তঃকরণপ্রত্যক্ষং তন্নির্দেশাৎ। হিরণ্ময় ইতি রূপসামান্যাচ্চন্দ্রমুখাৎ।" (ঐ, ২৩৮-৪০)

এই সকল বচনের ৪র্থ টি যে অদ্বৈতমতানুকূল, রামানুজ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি পূর্বপক্ষে শঙ্করমত বিবরণে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৩য়, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ বচনে সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনার কথা আছে। সুতরাং ঐগুলি রামানুজের মতানুযায়ী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐখানেও একটা বিষয় বিচার্য আছে। সগুণোপাসনা অদ্বৈতবাদেও স্বীকৃত হয়। সগুণের আশ্রয় ব্যতীত নির্গুণ স্বরূপের ধারণা হয় না। সুতরাং প্রথমে সগুণেরই ধারণা করিতে হয়। পুরাণাদিতে তাহা বারম্বার কথিত হইয়াছে। রামানুজাদির মতে সগুণভাবই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্মনন্দিও যে তাহা মনে করিতেন, তিনি যে নির্গুণতত্ত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহা কিরূপে নিরূপণ করা যায়? যদি তিনি ব্রহ্মস্বরূপকে সগুণ ও সবিশেষ মনে করিতেন, তবে তিনি জগৎকে ব্রহ্মে কল্পিত বলিতেন কি?

১। 'বেদার্থসংগ্রহ, বারাণসী সং, ১৯১৪, ১৭৬ পৃষ্ঠা, ৫০ ও ২১০ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মদত্ত

ব্রহ্মদত্ত প্রাচীন বেদান্তাচার্য। তিনি কখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা যায় না। আচার্য সুরেশ্বর তাঁহার মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে প্রতিপাদিত হয় যে তিনি (ব্রহ্মদত্ত) তাহার পূর্বে বা সমকালে বর্তমান ছিলেন।[১] ব্রহ্মদত্তবিরচিত কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। পরবর্তী আচার্যগণের লেখা হইতে তাঁহার মতবাদের সামান্য পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'তে আচার্য সুরেশ্বর লিখিয়াছেন,

"কেচিৎস্বসম্প্রদায়বলাবষ্টম্ভাদাহুর্যদ্বেদান্তবাক্যাদহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সমুৎপদ্যতে তন্নৈব স্বোৎপত্তিমাত্রেণাজ্ঞানং নিরস্যতি। কি তর্হি? অহন্যহনি দ্রাঘীয়সা কালেনোপাসীনস্য সতোভাবনোপচয়ান্নিঃশেষমজ্ঞানমপগচ্ছতি 'দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি'[২] ইতি শ্রুতেঃ।"[৩]

বেদান্তবাক্য হইতে 'আমি ব্রহ্ম' এই বিজ্ঞান উৎপত্তি হয়। পরন্তু স্বোৎপত্তি মাত্রেই উহা অজ্ঞানকে বিনাশ করে না। তবে কি ? দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিদিন উপাসনার দ্বারা সংসারভাবনা ক্ষীণ হইলে অজ্ঞানের নিঃশেষ বিনাশ হয়। 'দেবতা হইয়া দেবতাকে' প্রাপ্ত হয়', এই শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায়। নিজসম্প্রদায়ানুসারে কেহ কেহ এমন বলিয়া থাকেন'। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র 'বিদ্যাসুরভি' নামক ভাষ্যে জ্ঞানামৃত লিখিয়াছেন, "কেচিৎ ব্রহ্মদত্তাদয়"।[৪] এইরূপে সুরেশ্বরের ঐ উক্তি হইতে ব্রহ্মদত্তের দার্শনিক মতের এই পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) সংসারের মূল অজ্ঞান।

(২) অজ্ঞানের নিঃশেষ বিনাশ হইলে জীব ব্রহ্ম হয়।

(৩) বেদান্ত বাক্য হইতে উৎপন্ন 'আমি ব্রহ্ম' বিজ্ঞানের নিরন্তর ভাবনা দ্বারাই অজ্ঞানের নিঃশেষ বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মদত্ত জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী

১। মধ্বসম্প্রদায়ের নারায়ণ পণ্ডিত-বিরচিত 'মণিমঞ্জরীতে (৬।২-৩) আছে যে আচার্য ব্রহ্মদত্তের সহিত আচার্য শঙ্করের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরন্তু নানা কারণে এই কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

২। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ', ৪।১।২-৭

৩। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি', 'বোম্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ', ১৯২৫ ; ১।৬৭

৪। ঐ ভূমিকা

ছিলেন। টীকাকার জ্ঞানোত্তমও তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন।[১] আনন্দজ্ঞানের উক্তি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মদত্ত নিয়োগবাদী ছিলেন।[২] প্রাচীন বেদান্তশাস্ত্রে দুই প্রকারের নিয়োগবাদের কথা শোনা যায়—নিষ্প্রপঞ্চীকরণনিয়োগবাদ এবং ধ্যান-নিয়োগবাদ।[৩] ব্রহ্মদত্ত ধ্যাননিয়োগবাদী।

(৪) অহংগ্রহোপাসনা এবং মুক্তির পূর্বেও জীব স্বরূপত ব্রহ্মই ছিল। কিন্তু সংসার দশায় জীব তাহা বিস্মৃত থাকে। বেদান্তাভ্যাস দ্বারা ঐ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মদত্ত মায়াবাদী ছিলেন। 'শ্রুতপ্রকাশিকা'কার সুদর্শনাচার্য পূর্বোক্ত নিয়োগবাদী বেদান্তীকে জরন্মায়াবাদী বলিয়াছেন। 'জরৎ' অর্থ 'বৃদ্ধ'। শঙ্কর এবং তদনুযায়িগণকে তিনি সাক্ষান্মায়াবাদী বলিয়াছেন। তাহাতেও জানা যায় যে ব্রহ্মদত্ত মায়াবাদী।

'সর্বার্থসিদ্ধি'তে বেদান্তদেশিক লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মদত্তের মতে "একং ব্রহ্মৈব নিত্যং তদিতরদখিলং তত্র জন্মাদিভাগিত্যাম্নাতং তেন জীবোঽপচিদিব জনিমান্ ।"

'একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য। তদ্ব্যতীত অপর সমস্তই জন্মবান। শ্রুতিতে এই-প্রকার কথিত হইয়াছে। সুতরাং জীব ও জড়বস্তুর ন্যায় জন্মবান্।' পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে ব্রহ্মদত্ত মায়াবাদী। তাঁহার মতে জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। উহার সহিত বেদান্তদেশিকের এই উক্তির বিরোধ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু এক হিসাবে ইহার সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। অদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম অবিদ্যাবশত আপন স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীব সাজিয়াছেন; অবিদ্যানাশে আবার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। সুতরাং জীবভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। কিন্তু জীবের স্বরূপের নহে। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। উহা নিত্য। এই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মদত্ত জীবকে উৎপত্তি-বিনাশবান বলিয়াছেন, মনে হয়। জড় জগৎও সেই প্রকারে উৎপত্তি বিনাশবান। উহাও স্বরূপত ব্রহ্মই। পুরুষও

১। "জ্ঞানস্য…কর্মভিঃ সমুচ্চয়োঽনুপপন্ন ইত্যুক্তম্; তদযুক্তম্। বাক্যজন্য জ্ঞানোত্তর কালীনভাবনোৎকর্ষাদ্ভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারলক্ষণজ্ঞানান্তরৈরেবাজ্ঞানস্য নিবৃত্তেজ্ঞানাভ্যাস-দশায়াং জ্ঞানস্য কর্মণঃ সমুচ্চয়োপপত্তেরিত্যেকদেশিনাং মতমুত্থাপ্য নিরাকরোতি।"

২। সুরেশ্বরাচার্যবিরচিত 'সম্বন্ধবার্তিকে'র ৭৯৬-৭ বার্তিকের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য (১।৪।২১) এবং রামানুজভাষ্য (নিঃ সাঃ সঃ ২৫১, ২৫৪ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

Ref.—M. Hiriyanna, "Brahmadatta : An old Vedantin", *Journal of the Orient Research, Madras*, vol II (1929), pp. 1-9

জগৎকারণ প্রকৃতির উৎপত্তি প্রলয়ের কথা 'বিষ্ণুপুরাণে'ও উল্লিখিত আছে (৬।৪।৩৯)

"প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥"—

দ্রবিড়াচার্য

অদ্বৈতীগণের মতে, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় বিষয়ক শ্রুতিবাক্য সমূহের এইমাত্র অভিপ্রায় ব্রহ্ম, জীব এবং জগতের একত্ব প্রতিপাদন করা, অপর কিছুই নহে। তাহা বুঝাইবার জন্য ঐ সম্প্রদায়ের জনৈক পূর্বাচার্য একটা আখ্যায়িকা ("সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকাং") বলিতেন। আচার্য শঙ্কর তাহা বিবৃত করিয়াছেন।[১] 'কোন রাজপুত্র জাত-মাত্রই পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক ব্যাধের ঘরে লালিত-পালিত এবং বর্দ্ধিত হয়। আপন বংশ-পরিচয় জ্ঞাত না থাকায় সে আপনাকে ব্যাধজাতীয় বলিয়া মনে করিত এবং ব্যাধজাত্যুচিত আচরণ করিত। একদা কোন পরমকারুণিক মহাপুরুষ ঐ (আত্মবিস্মৃত) রাজপুত্রের রাজ্যশ্রী প্রাপ্তির যোগ্যতা বুঝিতে পারিয়া এই প্রকারে তাহার রাজপুত্রত্ব প্রবুদ্ধ করেন—'তুমি ব্যাধ নহ। তুমি অমুক রাজার পুত্র; কোন প্রকারে ব্যাধের ঘরে প্রবেশ করিয়াছ মাত্র'। এই প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়া সে ব্যাধজাত্যভিমান এবং তদুচিৎ আচরণ পরিত্যাগ পূর্বক আপনাকে রাজা মনে করিতে লাগিল এবং আপনার পিতৃপিতামহাদির আচারও রীতির অনুবর্তন করিতে লাগিল। জীবাত্মার বিষয় ঠিক সেই প্রকার। অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদির ন্যায় উহা পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং পরমাত্মস্বভাবই। পরন্তু দেহেন্দ্রিয়াদিময় গহনে প্রবেশ করত স্বরূপতঃ অসংসারী হইয়াও দেহেন্দ্রিয়াদিগত সংসারধর্মের অনুবর্তন করে,— আপনার পরমাত্মতা না জানাতে, আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াত্মক, কৃশ বা স্থূল, সুখী বা দুঃখী প্রভৃতি বলিয়া মনে করে। পরে আচার্য কর্তৃক, 'তুমি এতদাত্মক নহে, তুমি পরব্রহ্মই, তুমি অসংসারী'—এই প্রকারে প্রতিবোধিত

১। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য, ২।১।২০

হইয়া জীব এষণাত্রয় পরিত্যাগ করত 'আমি ব্রহ্মই' এই জ্ঞান লাভ করে।' এই ব্যাধসম্বর্দ্ধিতরাজপুত্রাখ্যায়িকার বিবৃতি অন্যত্রও পাওয়া যায়।[১] আনন্দগিরি বা আনন্দজ্ঞান লিখিয়াছেন যে উহা দ্রবিড়াচার্য-কৃত।[২] যদি তাঁহার উক্তি সত্য হয়—উহাকে মিথ্যা মনে করিবার বা উহার সত্যত্বে সন্দেহ করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় নাই,—তবে বলিতে হয় দ্রবিড়াচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ঐ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য সম্বন্ধে শঙ্কর লিখিয়াছেন "বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তুমি পরব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছ" এই কথা বলিলে আখ্যায়িকাস্থ রাজপুত্রের রাজপ্রত্যয়ের ন্যায় (জীবের) ব্রহ্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়। কেননা, অগ্নি ভ্রষ্ট হইবার পূর্বে স্ফুলিঙ্গের অগ্নির সহিত একত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত এবং দার্ষ্টান্তিকে পরব্রহ্ম হইতে ("পরস্মাৎ") জীবাত্মার "বিভক্ত" বা "ভ্রষ্ট" হওয়ার উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে দ্রবিড়াচার্য জীবাত্মাকে পরমাত্মার বাস্তব অংশ এবং উহা হইতে বস্তুত নির্গত বলিয়া মনে করিতেন। সত্য বটে তথনও জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে ঐ আখ্যায়িকার প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। সুতরাং তাঁহার অংশ জীব ও প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দই। পরন্তু সংসারদশায় জীবের আচার ব্যবহার উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ আত্মবিস্মৃত সচ্চিদানন্দকণাকে আপন স্বরূপে প্রতিবুদ্ধ করাইতে ঐ আখ্যায়িকা সত্যই বলা যাইতে পারে। এই অনুমান সত্য হইলে সৃষ্ট্যাদিকে সত্য বলিতে হয়; জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব বলিতে হয়। পরন্তু শঙ্কর অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন দ্রবিড়ের ঐ আখ্যায়িকার তাৎপর্য উহা নহে। সৃষ্ট্যাদি শ্রুতিসমূহ জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদনপরক; তাহা সিদ্ধ করিবার জন্যই নাকি দ্রবিড় ঐ আখ্যায়িকা বলিতেন। আরও দেখ, ঐ অনুমান সত্য হইলে দ্রবিড়কে ভেদাভেদবাদী বলিতে হয়। যদি তিনি প্রকৃতই তাহা হইতেন অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তাঁহাকে "সম্প্রদায়বিদ্" বলিতেন না। অধিকন্তু বিবিধ ভেদাভেদ বা বিকারবাদ অনুযায়ী সৃষ্টিশ্রুতিসমূহের

১। সুরেশ্বর-কৃত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্তিক' (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৭০৬-৭২৭ বার্তিক, ৯৭০-২ পৃষ্ঠা); হরদত্ত-কৃত 'আপস্তম্বধর্মসূত্রে'র 'উজ্জ্বলা'খ্য টীকা (মহীশূর সং, ১৫২-৪ পৃষ্ঠা)। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' (৪।১) ও উহার উল্লেখ আছে।

২। আনন্দগিরি-কৃত 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র শঙ্করভাষ্যের এবং সুরেশ্বরের 'বার্তিকে'র (৫০৬ বার্তিকের) টীকা দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্যব্যাখ্যাসমূহ খণ্ডনপূর্বক স্বীয় অদ্বৈতবাদানুযায়ী উহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর স্বমতের সমর্থনে পূর্বাচার্যের ঐ আখ্যায়িকা অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ পূর্বাচার্য দ্রবিড়, শঙ্করের মতে, অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

আচার্য রামানুজ কতিপয় স্থলে দ্রবিড়াচার্যের নাম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

(১) "তত্ত্বমসীতিসদ্বিদ্যায়াপামুপাস্যং ব্রহ্ম সগুণং সগুণব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ফলমিত্যভিযুক্তৈঃ পূর্বাচার্যৈর্ব্যাখ্যাতম্। যথোক্তং বাক্যকারেণ—'যুক্তং তদ্‌গুণকোপাসনাৎ' ইতি ব্যাখ্যাতং ত দ্রবিড়াচার্যেণ বিদ্যাবিকল্পং বদতা—'যদ্যপি সচ্চিত্তো ন নির্ভুগ্নদৈবতং গুণগণং মনসানুধাবেৎ তথাপ্যন্তর্গুণামেব দেবতাং ভবতে'—ইতি।" (বেদার্থসংগ্রহ, পণ্ডিতসং ১৩৮ পৃ)

(২) "ভগবদ্বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রবিড়-গুহদেব-কপর্দি-ভারুচি-প্রভৃত্যবিগীতশিষ্ট-পরিগৃহীতপুরাতনবেদবেদান্তব্যাখ্যানসুব্যক্তার্থশ্রুতিনিকরনির্দেশিতোঽয়ং পন্থাঃ।"—(ঐ, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

(৩) শ্রীভাষ্য

তত্ত্বটীকাতে বেদান্তদেশিক লিখিয়াছেন

"অত্র ভাষ্যকারো ব্রহ্মনন্দিবাক্যব্যাখ্যাতা দ্রবিড়াচার্যঃ।"

ইহা হইতে জানা যায়, দ্রবিড়াচার্য ব্রহ্মনন্দির 'বাক্যে'র ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির উক্তি মতে, শঙ্কর দ্রবিড়কৃত ছান্দোগ্যভাষ্যের কথা জানিতেন। 'মাণ্ডূক্যকারিকা' ভাষ্যে শঙ্কর একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সিদ্ধং তু নিবর্তকত্বাদিত্যাগমবিদাং সূত্রম্"

আনন্দগিরি বলেন, এই সূত্র দ্রবিড়াচার্যের। তিনি আরো বলিয়াছেন যে ছান্দোগ্য ৩।৮-১০ ভাষ্যে শঙ্কর "অত্রোক্তঃ পরিহার আচার্যৈঃ" বাক্যে দ্রবিড়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

"যদ্যপি শ্রুতিবিরোধে স্মৃতিরপ্রমাণম্, তথাপি যথাকথঞ্চিদ্বিরোধপরিহারং দ্রবিড়াচার্যোক্তমুপপাদয়তি।"

কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী মনে করেন, শঙ্করোক্ত দ্রবিড় এবং রামানুজোক্ত দ্রবিড় অভিন্ন ব্যক্তি। —Proc. 3rd. Orient. Con., 1924. pp. 468-473.

শঙ্কর লিখিয়াছেন,

"সুখিত্বাদিনিবর্তকং শাস্ত্রমাত্মন্যসুখিত্বাদিপ্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যস্থূলাদি-বাক্যৈরাত্মস্বরূপবদসুখিত্বামপি সুখিত্বাদিভেদেষু নানুবৃত্তোঽস্তি ধর্মঃ। যদ্যনুবৃত্ত-স্তারাধ্যারোপিতসুখিত্বাদিলক্ষণো বিশেষঃ। যথোষ্ণত্বগুণবিশেষবত্যগ্নৌ শীততা। তস্মান্নির্বিশেষ এবাত্মনি সুখিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্ত্বসুখিত্বাদিশাস্ত্র-মাত্মনস্তৎসুখিত্বাদিবিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। "সিদ্ধং তু নিবর্তকত্বাৎ" ইত্যাগমবিদাং সূত্রম্।"—(মাণ্ডুক্যকারিকা-ভাষ্য, ২।৩২)

উদ্ধৃত সূত্রটি, আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, দ্রবিড়াচার্যের।

"উক্তেঽর্থে দ্রবিড়াচার্যসম্মতিমাহ—সিদ্ধংত্বিতি।"

তিনি ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন,

"ব্রহ্মণি পদানাং ব্যুৎপত্ত্যভাবেঽপি সিদ্ধমেব শাস্ত্রপ্রামাণ্যমভাববোধন-ব্যুৎপন্ননঞ্পদসংসৃষ্টৈঃ স্থূলাদিব্যুৎপন্নপদৈঃ স্বাভাবিকদ্বৈতাভাববোধনেনাধ্যস্ত-নিবর্তকত্বাদিতি সূত্রার্থঃ।"

ভর্তৃপ্রপঞ্চ বচন

['বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্তিকে' আনন্দগিরি কর্তৃক ধৃত, পুনা আনন্দাশ্রম সং]

অবিদ্যাবাদ

হিরণ্যগর্ভভাব অবিদ্যাকৃত। তিনি জগদ্রূপে প্রকটিত হন।

(১) "ততঃ প্রচ্যুতানামবিদ্যাকৃতো হিরণ্যগর্ভ আত্মা সর্বসাধারণত্বেনাত্মনা সর্বসত্ত্বাত্মাত্মবস্থি।" ৬৬১ পৃষ্ঠা (১১৪১ বার্তিক)

(২) "স ইদং জগদাত্মত্বেনাভিসম্পন্নোঽভূদবিদ্যয়া।"—৬৬৯ পৃষ্ঠা (১১৭৭)

(৩) "যো হেতাস্মিন্নগুলে বিজ্ঞানাত্মা……এব খল্বিদ্যাকর্মপূর্বপ্রজ্ঞাপরিকৃতঃ বিজ্ঞানাত্মত্বমাপদ্যতে।"—১০০১ পৃষ্ঠা (৫৩)

(৪) "সা বিদ্যাহমেবেদং সর্বমিত্যেতস্যাসংবোধঃ"—৬৬৫ পৃষ্ঠা (১১৫৭)

"স এব সংবোধো নিত্যঃ পরাত্মনি……অনিত্য ইতরস্মিন্ তিরস্কৃতবিজ্ঞানে সাংসারিকে।" ৬৬৫ পৃষ্ঠা (১১৫৮)

"তত্রৈবং সতি যোঽবিদ্যয়া সর্বভাবমিত্থা বিদ্যয়া সর্বাত্মত্বদর্শনেন সর্বভাবমভিসম্পন্ন ·····।"—৬৬৫ পৃষ্ঠা (১১৫৯)

"অবিদ্যা পুনঃ স্ববিজ্ঞানাশ্রয়ৈব (১০৯০)। তদেব বিজ্ঞানং বিকৃত্য বিপরীতগ্রহায় প্রকল্পয়তি।" (১০৯০) ইত্যাদি। ১৬৭৩ পৃষ্ঠা

পরিণামবাদ ও জগৎসত্যবাদ—১৫৮০ পৃষ্ঠা (১১৮৮, ১১৯৪)

ব্রহ্মলয় ও জীবমুক্তি

(১) "অস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মন্যপ্যয়ো বক্তব্যঃ।"—১২৪১ পৃষ্ঠা (১০)

(২) "দ্বিবিধো মোক্ষোঽস্মিন্নেব শরীরে সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মা মুক্ত ইত্যুচ্যতে ন ব্রহ্মণি লীনঃ। তস্য শরীরপাতোত্তরকালং ব্রহ্মণি লয়ো দ্বিতীয়ো মোক্ষঃ স আশাসিতব্যঃ।"—১৩৭৫ পৃষ্ঠা (১০২)

'ব্যাসসংবর্ধিতরাজপুত্রাখ্যায়িকা'—নিম্নলিখিত পুস্তকে উহার বিস্তারিত বিবৃতি আছে।

(১) শঙ্করের 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য'

(২) সুরেশ্বরের বৃহভাষ্যবার্তিক (আনন্দাশ্রম সং, ৫০৬-৫২৭ বার্তিক, ৯৭০-২ পৃষ্ঠা)

(৩) হরদত্ত-কৃত 'আপস্তম্বধর্মসূত্রে'র 'উজ্জ্বলা'খ্য টীকা (মহীশূর সংস্করণ ১৫২-৪ পৃষ্ঠা)

সুরেশ্বরের ৫০৬ বার্তিকের টীকায় আনন্দগিরি স্পষ্টত বলিয়াছেন যে ঐ আখ্যায়িকা দ্রবিড়াচার্যের।

'সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে' ঐ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে।

"রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ"—(সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৪।১)

অষ্টম অধ্যায়

শব্দাদ্বৈতবাদ

আচার্য প্রভাকর (৬৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন,[১]—

"শব্দতত্ত্বমেবেদমর্থরূপতয়া বিবর্ততে—ইত্যুক্ত শব্দবিদ্ভিঃ।"

'শব্দবিদ্‌গণ বলেন, এই শব্দতত্ত্বই অর্থরূপে বিবর্তিত হয়।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,

"অত এব চ শব্দস্বভাবজ্ঞৈরুক্তম্—বিবর্ত এব বেদনাদিভিরাশ্রয়নীয়ঃ ইতি। অত্রাভিধীয়তে কিমনেন বিবর্তপক্ষপাতেন? প্রযুক্তোঽয়মেকত্বানুপলব্ধেঃ। যদ্যেবং প্রযুক্তং তর্হি বেদস্য প্রামাণ্যম্॥[২] শব্দবিদ্‌গণ কি প্রকারে স্বমত সমর্থন করেন, তাহা তিনি পূর্বপক্ষী মীমাংসকের সঙ্গে তাঁহাদের প্রশ্ন-প্রতিবচনরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[৩]

মীমাংসক—"শোত্রাদি ব্যাপারের অপেক্ষা ব্যতীত ও স্বরূপ বিষয়ে অর্থাবগতি হয়; বিবর্তপক্ষে এই কথা বলিতে পার কি?

শব্দতত্ত্ববিদ্—"অবশ্যই। মুখ (প্রকৃতপক্ষে) এক হইলেও যেমন মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিসমূহে অনেকরূপের ন্যায় ("অনেকরূপমিব") প্রতিভাত হয়, তেমন শব্দাদি (বস্তুত) একরূপ হইলেও অনেক রূপের ন্যায় ("একরূপা অপ্যনেকরূপা ইব") প্রতিভাত হয়।

মীমাংসক—"খড়্গাদিতে গ্রাহক একই। খড়্গাদি উপাধি। যেহেতু গ্রাহক এক, সেইহেতু 'মুখ এক'—ইহা বলিতে পার, ভেদসমূহ উপাধিনিবন্ধন।

শব্দবিদ্—"সেইহেতু এখানেও একরূপে প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া সিদ্ধ হয় যে এই (প্রতীয়মান) ভেদ শ্রোত্রাদি উপাধি নিবন্ধন।

১। বৃহতী, ১।১।৫, ১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠা ২। বৃহতী, ১৯৩ পৃষ্ঠা।
৩। বৃহতী, ১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠা।

মীমাংসক—"শ্রোত্রাদির ভেদ কিংনিবন্ধন? (অর্থাৎ "তোমার মতে সমস্ত জগৎ একরূপ সুতরাং শ্রোত্রাদির ভেদ কি প্রকারে হয়?")[১]

শব্দবিদ্—"আমরা বলি, বিষয়ভেদ প্রতিপত্তি নিবন্ধন।

মীমাংসক—"বিষয়ভেদ প্রতিপত্তি কিংনিবন্ধন?"

শব্দবিদ—"শ্রোত্রাদিভেদনিবন্ধন। ইতিপূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে।

মীমাংসক—"এইপ্রকার হইলে ইতরেতরাশ্রয়তা বলা হয়।

শব্দবিদ্—সত্যই বলা হয়। উহা অবিদ্যামাতৃকা (অর্থাৎ অবিদ্যাসদৃশ)। সেইহেতু বিদ্বানগণ উহাকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন।[২] সুতরাং বিবর্তই তত্ত্ববিদ্‌গণের আশ্রয়নীয়। উহাই অবগতির কারণ।"

মীমাংসকপ্রবর প্রভাকর এই শব্দবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসক—"শ্রোত্রাদিভেদের উপবর্ণন করিতে গিয়া তুমি বলিয়াছিলে যে যে "সর্বমেতদবিদ্যাজালম্" (অর্থাৎ 'এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই অবিদ্যাজাল')। এখন কেন এই অর্ধজরতী ন্যায়ের উপন্যাস করিতেছ?

শব্দবিদ্—"হে অনভিপ্রায়জ্ঞ দেবপ্রিয়! যেহেতু ব্রহ্মে ঐ অভেদ উক্ত (হইয়াছে)। ব্রহ্মরূপে কি প্রকারেই বা ভেদ বলিবে? শাস্ত্রাবগতি হইলে শ্রোত্রাদির ন্যায় কি প্রকারেই বা ভেদের অপহ্নব করিতে সমর্থ হইবে?

মীমাংসক—"অপহ্নব হয় না সত্য। পরন্তু অবিদ্যা প্রাপ্তি হয়। বৈদিক অর্থ বিদ্যা বলিয়া পূজিত হয়। কি প্রকারে বলিবে যে অবিদ্যা দ্বারা অভ্যুদয় হয়?

ইত্যাদি।[৩] উপসংহারে মীমাংসক বলিয়াছেন,

"কস্যায়ং বিবর্তঃ, কস্য চ শ্রোত্রাদয় উপাধিতামাপদ্যন্তে? তস্মাদ্বিড়ম্বনৈষা 'বিবর্ততেঽর্থভাবেন' ইতি।"[৪]

১। "শ্রোত্রাদির ভেদ কিংনিবন্ধন?" পূর্বপক্ষীর এই প্রশ্নের অভিপ্রায়, শালিকনাথ বলেন, ইহাই। "অত্রাভিপ্রায়ঃ—ত্বন্মতে সর্বং জগদেকরূপম্; অতঃ শ্রোত্রাদেরপি কথং ভেদ ইতি।" (ঐ, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

২। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য শালিকনাথ এই প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,—
"যেয়মিতরেতরাশ্রয়তা ইয়মবিদ্যামাতৃকা। মাতৃকা সদৃশী। যদি হি কাচিদনুপপত্তির্ন স্যাৎ বিদ্যৈব স্যাৎ; অনুপপন্নার্থৈবাবিদ্যা।" (বৃহতী, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

৩। 'বৃহতী',১।১।৫, ১৫৫-৬ পৃষ্ঠা। ৪। 'বৃহতী', ১৬০ পৃষ্ঠা;

'ঐ বিবর্ত কাহার? কাহারই বা শ্রোত্রাদি উপাধিভাব প্রাপ্ত হয়? সুতরাং "অর্থরূপে বিবর্তিত হয়"—এই উক্তি বিড়ম্বনা মাত্র।'

ঐ শব্দবিদ্‌কে প্রভাকর "ব্রহ্মবিদ্" এবং "বেদবিৎ"ও বলিয়াছেন, যথা, এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,

"অত এক এবায়ং বহুধা বিকল্প্যাবগম্যতে লোকে বেদে চেতি ব্রহ্মবিদো মন্যন্তে। তস্মাদ্বিবর্ত এবায়মিতি ব্রহ্মবিদ্ভিরবগন্তব্যম্। বেদবিদ্ভিরিত্যর্থঃ। কথং পুনঃ বিবর্তপক্ষে নায়ং দোষঃ? একতা গতিস্তাবন্নৈবাস্তি, "শ্রোত্রগ্রহণে হ্যর্থেলোকে' ইত্যনেন প্রতিপাদিতত্বাৎ।[১]

তাঁহার শিষ্য টীকাকার শালিকনাথ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে এইখানে 'ব্রহ্মবিদ্'ও 'বেদবিদ্' নামে 'বৈয়াকরণ'কেই লক্ষ্য করিয়াছেন।[২] উহাদিগকে প্রভাকর 'একত্ববাদী'ও বলিয়াছেন। উহাদিগের মতবাদ পরে পরে বিশেষভাবে শব্দব্রহ্মবাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হয়।

প্রভাকরের ঐসকল উক্তি হইতে জানা যায় যে শব্দাদ্বৈতবাদ মতে, ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বস্বরূপ। উহা অবিদ্যা দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হয়। উহা সম্পূর্ণ ভেদবিহীন একরূপই। পরন্তু উপাধিবশত ভেদযুক্ত এবং অনেকরূপের ন্যায় ('ইব') প্রতিভাসিত হয়। 'ইব' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রতীয়মান ভেদবৈচিত্র্য বা অনেকরূপতা বাস্তব বা সত্য নহে। তাই বলা হয় যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ অবিদ্যাজালই। যুক্তিবিচারে যাহার সত্যাসত্যতা উৎপন্ন হয় না, তাহাই অবিদ্যা। অপর কথায়, অবিদ্যা সদসদনির্বচনীয়া।

ঐ শব্দাদ্বৈতবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রভাকর-কর্তৃক উদ্ধৃত "বিবর্ততেঽর্থভাবেন" এই বাক্যাংশ আচার্য ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়ে'র। তাহাতে জানা যায় যে ভর্তৃহরি শব্দাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার নিজের লেখা হইতেও তাহা অনায়াসে জানা যায়। আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব। অধুনা বিশেষভাবে বক্তব্য এই যে আচার্য ভর্তৃহরি শব্দাদ্বৈত-বাদের প্রথম প্রবর্তক নহেন।

১। 'বৃহতী', ১।১।২৪, ৩৬০-১ পৃষ্ঠা। আরও দ্রষ্টব্য—৩৭০ পৃষ্ঠা।

২। "এক এবায়ং শব্দো বহুধা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগেন বিকল্প্য অবিদ্যমানভেদ এবারোপিতভেদঃ সন্ লোকে বেদে চ প্রতীয়ত ইতি ব্রহ্মবিদো বেদবিদো বৈয়াকরণাঃ মন্যন্তে।...তস্মাদ্বিবর্ত এবায়মিতি ব্রহ্মবিদ্ভিরবগন্তব্যম্। পরব্রহ্মবিদো বেদান্তবিদো যা প্রত্যোক্তস্ত ইত্যাহ ব্রহ্মবিদ্ভির্বেদবিদ্ভিরিত্যর্থ ইতি।" (শালিকনাথ)

তাঁহার অনেক পূর্ব হইতে ঐ মত প্রচলিত ছিল জানা যায়। প্রভাকরের পূর্বপক্ষী একত্ববাদের সমর্থনে একটা 'আগম'-বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

"প্রত্যস্তমিতাশেষাগমবিকল্পং স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশতে।"[১]

'যাহাতে আগমজ (অর্থাৎ ব্যাকরণ-নিবন্ধন প্রকৃত্যাদি) অশেষ বিকল্পসমূহ প্রত্যস্তমিত হয়, সেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়।' তিনি বলিয়াছেন যে ঐ আগমবচন হইতে একত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ বচন কাহার জানা নাই। পরন্তু উহাকে আগম-বচন বলাতে নিশ্চিতরূপে অনুমান হয় যে ঐ বচন প্রভাকরের সময়ে অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। নতুবা তিনি পূর্বপক্ষে উহাকে আগম-বচন বলিতেন না। তাহাতে বুঝিতে হয় যে শব্দাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন।

আচার্য ভর্তৃহরিও কখন কখন স্বমতের সমর্থনে পূর্বাচার্যের বচন অনুবাদ করিয়াছেন। শব্দই জগতের মূল—এই মতবাদের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ("তথাঽপরেঽপ্যাহুঃ")[২],

"বাগেবার্থং পশ্যতি বাগ্ ব্রবীতি
বাগেবার্থ নিহিতং সন্তনোতি।
বাচ্যেব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং
তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে॥"

'বাক্ ই অর্থ দেখে, বাক্ ই বলে, এবং বাক্ ই অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যক্ বিস্তার করে। এই বহুরূপ বিশ্ব নিশ্চয় বাক্যেই নিবদ্ধ। লোকে সেই এককে (বহুরূপে) প্রবিভক্ত করিয়া উপভোগ করে।' অন্যত্র তিনি আর একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] যথা

"ভেদোদ্গ্রাহবিবর্তেন লব্ধাকারপরিগ্রহা।
আম্নাতা সর্ববিদ্যাসু বাগেব প্রকৃতিঃ পরা॥
একত্বমনতিক্রান্তা বাঙ্‌নেত্রা বাঙ্‌নিবন্ধনাঃ।
পৃথক্ প্রত্যবভাসন্তে বাগ্বিভাবাঃ গবাদয়ঃ॥
ষড়্ দ্বারাং ষড়ধিষ্ঠানং ষট্ প্রবোধাঃ ষড়ব্যয়াম্।
তে মৃত্যুমতিবর্তন্তে যে বৈ বাচমুপাসতে॥"

১। 'বৃহতী', ১।১।২৪, ৩৬২ পৃষ্ঠা। ২। 'বাক্যপদীয়', ১।১১৯, ভর্তৃহরি-বৃত্তি।
৩। ঐ, ১।১২৭, ভর্তৃহরি-বৃত্তি

ভর্তৃহরি-ধৃত অপর একটি প্রাচীন আচার্যবচন এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।[১] কেননা, তাহাতে সমস্ত শব্দাদ্বৈতবাদ অতীব সংক্ষেপে, সুন্দরভাবে এবং সম্যগ্ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

"যঃ সর্বপরিকল্পনামাভাসেঽপ্যনবস্থিতঃ।
তর্কাগমানুমানেন বহুধা পরিকল্পিতঃ॥ ১॥
ব্যতীতো ভেদসংসর্গৌ ভাবাভাবৌ ক্রমাক্রমৌ।
সত্যানৃতে চ বিশ্বাত্মা প্রবিবেকাৎ প্রকাশতে॥ ২॥
অন্তর্যামী সঃ ভূতানামারাদ্দূরে চ দৃশ্যতে।
সোঽত্যন্তমুক্তো মোক্ষায় মুমুক্ষুভিরুপাস্যতে॥ ৩
প্রকৃতিত্বমপি প্রাপ্তান্ বিকারানাকরোতি সঃ।
ঋতুধামেব গ্রীষ্মান্তে মহতো মেঘসংপ্লবান্॥ ৪॥
তস্যৈকমপি চৈতন্যং বহুধা প্রবিভজ্যতে।
অঙ্গারাক্ষিতমুৎপাতে বারিরাশেরিবোদকম্॥ ৫॥
তস্মাদাকৃতিগোত্রস্থাদ্ব্যক্তিগ্রামা বিকারিণঃ।
মারুতাদিব জায়ন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ॥ ৬॥
ত্রয়ীরূপেণ তজ্জ্যোতিঃ প্রথমং পরিবর্ততে।
পৃথক্তীর্থপ্রবাদেষু দৃষ্টিভেদনিবন্ধনম্॥ ৭॥
শাস্ত্রবিদ্যাত্মকঃ যোঽসৌ তত্র দ্বৈতদবিদ্যয়া।
তয়া গ্রস্তমিবাজস্রং যা নির্বক্তুং ন শক্যতে॥ ৮॥
সর্বতঃ পরিবর্তানাং পরিমাণং ন বিদ্যতে।
তস্যা যা লব্ধসংস্কারাঃ ন স্বাত্মন্যবতিষ্ঠতে॥ ৯॥

১। 'বাক্যপদীয়ে'র প্রথম কাণ্ডের প্রথমশ্লোকের স্বকৃত বৃত্তিতে ভর্তৃহরি "তথা চ্যুক্তম্" বলিয়া এই বচন অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় উহা তাঁহার নিজের নহে। পরন্তু টীকাকার বৃষভদেবের লেখা হইতে মনে হয়, তিনি উহাকে ভর্তৃহরির বলিয়া মনে করিতেন। তদন্তর্গত ১০-১ শ্লোক পরবর্তী অনেক লেখককর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভট্ট নারায়ণকণ্ঠ (১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং অপ্পয়দীক্ষিত (১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) উহাদিগকে স্পষ্টবাক্যে ভর্তৃহরির বলিয়াছেন। তাঁহার 'বাক্যপদীয়ে' ঐ বচন নাই। তিনি অপর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা নাই। ভর্তৃহরির গ্রন্থে পাইয়াছিলেন বলিয়াই ঐসকল লেখক ঐ বচনকে ভর্তৃহরির বলিয়াছিলেন মনে হয়। ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত আরও আছে।

যথা বিশুদ্ধমাকাশং তিমিরোপপ্লুতো জনঃ।
সঙ্কীর্ণমিব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্যতে॥ ১০ ॥
তথেদমমৃতং ব্রহ্ম নির্বিকারমবিদ্যয়া।
কলুষত্বমিবাপন্নং ভেদরূপং বিবর্ততে॥ ১১ ॥
ব্রহ্মেদং শব্দনির্মাণং শব্দশক্তিনিবন্ধনম্।
বিবৃত্তং শব্দমাত্রাভ্যস্তাস্বেব প্রবিলীয়তে॥ ১২ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বপরিকল্পাতীত। কোন প্রকার পরিকল্পের আভাসও তাঁহাতে নাই। তথাপি তর্ক, আগম এবং অনুমানদ্বারা তিনি বহুধা পরিকল্পিত হন, সেই বিশ্বাত্মা সর্বপ্রকার ভেদ সংসর্গের অতীত। ভাব ও অভাব, ক্রম ও অক্রম, সত্য ও মিথ্যা, ইত্যাদি ভেদ তাঁহাতে নাই। অবিবেকবশতই তাঁহাতে ঐসকল ভেদবিকল্প দৃষ্ট হয়। প্রকৃষ্ট বিবেকদ্বারাই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী। তিনি অন্তরে ও বাহিরে এবং নিকটে ও দূরে সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি অত্যন্ত মুক্ত। মুমুক্ষুগণ মোক্ষলাভার্থ তাঁহার উপাসনা করেন। যেমন গ্রীষ্মান্তে বর্ষা মহান্ মেঘ-সংপ্লবসমূহ উৎপন্ন করে, তেমন তিনি প্রলয়ে প্রকৃতিতে অতি সূক্ষ্মভাবে লীন,—যেন প্রকৃতিত্বপ্রাপ্ত বিকার বস্তুসমূহকে উৎপন্ন করেন। তাঁহার চৈতন্য অভিন্ন এক হইলেও, বহুরূপে প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। যেমন অঙ্গার হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, বারিরাশি হইতে জলকণাসমূহ বা তরঙ্গসমূহ নির্গত হয় এবং বায়ুমণ্ডল হইতে বৃষ্টিমান মেঘসমূহ উৎপন্ন হয়, তেমন তাঁহা হইতে সমস্ত বিকার বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়। জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি সর্বপ্রথমে বেদরূপে পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হন। ঐ বেদের আধারে তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন জনে দৃষ্টিভেদ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্বাচন করিয়া থাকে। তিনি শান্ত বিদ্যাস্বরূপ। পরন্তু অনির্বচনীয়া অবিদ্যাদ্বারা—উহার দ্বারা যেন গ্রস্ত হইয়া তিনি চারিদিকে অসংখ্যরূপে বিবর্তিত হন। পরন্তু ঐ অবিদ্যোৎপন্ন বস্তুসমূহ তাঁহার নিজ স্বরূপে প্রকৃতপক্ষে নাই। যেমন তিমিরোপপ্লুত ব্যক্তি বিশুদ্ধ আকাশকে বিচিত্র রূপসমূহ দ্বারা যেন পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তেমন এই অমৃত এবং নির্বিকার ব্রহ্ম অবিদ্যা দ্বারা যেন কলুষত্ব

প্রাপ্ত হইয়া বহু ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিবর্তিত হয়। শব্দনির্মাণ এবং শব্দশক্তিনিবন্ধন এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ[১] ব্রহ্মই। তাহা শব্দমাত্রাসমূহ হইতে বিবর্তিত হইয়া উহাদিগেতেই প্রবিলয় প্রাপ্ত হয়।'

'বাক্যপদীয়ে'র স্বকৃতবৃত্তির স্থানে এইপ্রকার পূর্বাচার্যের বচন ভর্তৃহরি আরও উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থের স্থানে স্থানেও অপরের মতের উল্লেখ ও সমালোচনা আছে।[২] অধিকন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে আচার্য পরম্পরাক্রমেই তিনি ব্যাকরণাগম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩] এইসকল হইতে সহজে প্রতীতি হয় যে শব্দাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন।

বেদ ও পুরাণ

ভর্তৃহরি আরও বলিয়াছেন যে শব্দব্রহ্মবাদ বৈদিক।

"শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্তত ॥"[৪]

'বেদবিদ্‌গণ জানেন যে এই জগৎ শব্দেরই পরিণাম।'—'এই বিশ্ব নিশ্চয়ই ছন্দঃসমূহ হইতে প্রথমে বিবর্তিত হইয়াছে।' টীকাকার পুণ্যরাজ মনে করেন "ছন্দোভ্য এব" ইত্যাদি শ্লোকাংশ বেদবচন। উহা কোন বেদের তাহা তিনি বলেন নাই, আমরাও জানি না। যাহা হউক, "বেদে সংহৃতভোগ্যভোক্তৃশক্তিস্বরূপ বাগাত্মার কারণত্ব বহুধা আম্নাত হইয়াছে"—নিজের এই মতের সমর্থনে উক্ত শ্লোকের বৃত্তিতে ভর্তৃহরি চারিটি বেদবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"স উ এবৈষ ঋঙ্‌ময়ো যজুর্ময়ঃ সামময়ো বৈরাজঃ পুরুষঃ। পুরুষো বৈ লোকঃ। পুরুষঃ যজ্ঞঃ। তদৈতা লোকম্পৃণাস্তিস্র আহুতয়স্তা এব ত্র্যালিখিতা বৈ এয়ো লোকাঃ।"

১। ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন,—"অর্থজাতয়ঃ সর্বাঃ শব্দাকৃতিনিবন্ধনাঃ"—(১।১৫.১)। আরও দ্রষ্টব্য—১।১১৯

২। যথা দ্রষ্টব্য—বাক্যপদীয়, ১।৬৮-৭০, ৯৪, ১০৭-, ইত্যাদি

৩। ঐ, ২।৪৮৮-৪৯০ (২৮৫-৬ পৃষ্ঠা)।

৪। বাক্যপদীয়, ১।১২১; 'শব্দস্য' স্থলে 'ছন্দস্য' পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

"এষ বৈ ছন্দস্যঃ সামময়ঃ প্রথমোঽক্ষন্ বৈরাজঃ পুরুষো যোঽন্নমসৃজত। তস্মাৎ পশবোঽন্বজায়ন্ত। পশুভ্যো বনস্পতয়ো বনস্পতিভ্যোঽগ্নিঃ" ইত্যাদি।

"ইন্দ্রাচ্ছন্দঃ প্রথমং প্রাস্যদন্নং তস্মাদিমে নামরূপে বিষূচী।
নাম প্রাণাচ্ছন্দসো রূপমুৎপন্নমেকং ছন্দো বহুধা চাকশীতি॥"—ঋগ্বেদ
"বাগেব বিশ্বা ভুবনানি যজ্ঞে বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্যম্।
অথেদ্বাগ্‌বুভুজে বাগুবাচ পুরুত্রা বাচো ন পরং যচ্চনাহ॥"

'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী'র প্রথম ভাগে আমরা বৈদিক শব্দব্রহ্মবাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি।

শব্দব্রহ্মবাদের উল্লেখ পুরাণের স্থানে স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।[১] ভর্তৃহরি নিম্নোক্ত "পুরাকল্প" বচন ও অনুবাদ করিয়াছেন।

"বিভজ্য বহুধাঽত্মানং স ছন্দস্য প্রজাপতিঃ।
ছন্দোময়ীভির্মাত্রাভির্বহুধৈব বিবেশ তম্॥
সাধ্বী বাগ্‌ভূয়সী যেষু পুরুষেষু ব্যবস্থিতা।
অধিকং বর্ততে তেষু পুণ্যং রূপং প্রজাপতেঃ॥
প্রাজাপত্যং মহত্তেজস্তৎপাত্রৈরিব সংবৃতম্।
শরীরভেদে বিদুষাং স্বাং যোনিমুপধাবতি॥
যদেতন্মণ্ডলং ভাস্বদ্ ধাম চিত্রস্য রাধসঃ।
তদ্ভাবমভিসম্ভূয় বিদ্যায়াং প্রবিলীয়তে॥"

(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে আছে যে মহাকল্পের প্রথমে ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন।[২] তিনি ব্যক্তাব্যক্তাত্মক। পরব্রহ্ম তাঁহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ। পরব্রহ্মই নানাশক্তি দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া সর্বত্র প্রকাশিত হইতেছে।[৩]

"স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥"[৪]

১। যথা দ্রষ্টব্য—(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণ, ৩।১১।৩৪; ৩।১২।৪৬.২-৪৮, ৩।২৬।৩৩, ৩৫-; ১১।১২।১৭-৯; ১১।২১।৩৫-; শিবপুরাণ, বায়ুসংহিতা, ২৩।১৫-; কৈলাসসংহিতা, ৩।৬.২-, ৯।৩১.২-; স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড (উত্তরার্ধ), ৭৩।৭৭-; ইত্যাদি।

২। (বিষ্ণু) ভাগ, ৩।১১।৩৪; ৩। ঐ, ৩।১২।৪৮; ৪। ঐ, ১১।১২।১৭;

'এই তিনিই (শব্দব্রহ্মই) বিবরপ্রসূতি (অর্থাৎ হৃদয় বিবর দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া প্রসূত) জীব (হইয়া) প্রাণ ও ধ্বনি সহ হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রথমে সূক্ষ্ম মনোময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া পরে মাত্রা, স্বর ও বর্ণ—এই স্থূলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' অর্থাৎ ব্রহ্মই উপাধিতে উপহিত হইয়া জীব হইয়াছেন এবং তিনিই মাত্রাস্বরাদি রূপে প্রকট হইয়াছেন।

ভর্তৃহরি

ব্রহ্ম—আচার্য ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন,

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততে অর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥
একমেব যদাম্নাতং ভিন্নশক্তি ব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ততে॥"[১]

ব্রহ্ম আদি ও অন্তরহিত এবং অক্ষর। উহা স্বরূপত শব্দতত্ত্ব। উহা অর্থরূপে বিবর্তিত হয় এবং তাহা হইতে জগতের প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। শ্রুতিতে উহাকে এক (ও অদ্বিতীয়) বলা হইয়াছে। পরন্তু বিভিন্ন শক্তিসমূহের ব্যপাশ্রয় হেতু উহা অনেক ভেদযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহা শক্তিসমূহ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নের ন্যায় অবস্থিত আছে। প্রথম শ্লোকের বৃত্তিতে তিনি ঐ বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—যাহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়, তাহা স্বরূপত সর্বপরিকল্পের এবং ভেদসংসর্গের[২] অতীত তত্ত্ব। বিবর্তিত অবস্থায় সমস্ত শক্তিসমূহদ্বারা বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপ প্রবিভাগ যুক্ত বলিয়া মনে হইলেও, উহা বস্তুত প্রবিভাগরহিত। কালভেদ দর্শনের ও মূর্তিভেদ ভাবনার অনাদি সংস্কারজনিত ব্যবহারের

১। বাক্যপদীয়, ১।১-২

২। টীকাকার বৃষভদেব মনে করেন যে 'ভেদ' অর্থ 'ব্যতিরেক' এবং 'সংসর্গ' অর্থ 'একত্ব'। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ ভেদসংসর্গের অতীত বলাতে বুঝা যায় যে উহাকে প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত বা দ্বৈত কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক, ভর্তৃহরি স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

অনুপাতি ধর্মাধর্মসমূহদ্বারা উহা অসংস্পৃষ্ট। সুতরাং সর্বাবস্থায় উহা আদি এবং অন্তরহিত। ইহাই ভর্তৃহরির প্রতিজ্ঞা।

ব্রহ্মকে আদি এবং অন্তরহিত বলাতে সিদ্ধ হয় যে উহা দেশত এবং কালত, তথা বস্তুত,—সর্বপ্রকারে পরিচ্ছেদ বিরহিত। টীকাকার ঋষভদেব তাহাই মনে করেন। ভর্তৃহরি নিজেও তাহা পরিষ্কার বলিয়াছেন,—

"ন হি কার্যকারণাত্মকস্য বিভক্তাবিভক্তস্যৈকস্য ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রবাদেষপূর্বাপরে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকোটীপরিসংখ্যায়তে। ন চাস্যোর্ধমধস্তির্যগ্ বা মূর্তপরিবর্ত-প্রত্যঙ্গানাং কচিদবচ্ছেদোঽভ্যুপগম্যতে।"[১]

সুতরাং ব্রহ্ম অনন্ত।

সম্যক্‌ভেদবিরহিত এক ব্রহ্ম বিবর্তের ফলে অনন্তভেদবৈচিত্র্যময় সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বীজ হইয়াছেন এবং নানাবিধ ভেদত্রিপুটিরূপে অবস্থিত আছেন। ঐরূপেও তাহার একত্ব প্রতিপাদনার্থ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন,[২]—কারণাবস্থায় একত্ব এবং কার্যাবস্থায় পৃথকত্ব দৃষ্ট হইলেও কার্য এবং কারণ সমস্তই বস্তুত ব্রহ্ম বলিয়া তদ্দারা ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না। শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।[৩] পরন্তু ঐপ্রকারে বস্তুগত্যা একত্ব সিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ শঙ্কা করিতে পারে যে ব্রহ্মের কার্যকারণাবস্থা বাস্তব বলিয়া অঙ্গীকার করিলে কার্যকারণভেদ সত্য হয় এবং ব্রহ্মের স্বগতভেদ, অন্ততঃ কার্যাবস্থায়, সত্য হয়; সুতরাং তাহাতে ব্রহ্মকে নিত্য সম্যক্‌ভেদরহিত বলা যায় না। ঐপ্রকার শঙ্কা নিরাসার্থ ভর্তৃহরি বলেন,

"বিকারমাত্রাগতং ভেদরূপং তত্রাধ্যারোপয়তি" (অর্থাৎ সর্বপ্রকার কার্য-বস্তুরূপ ভেদ উহাতে অধ্যারোপিত হয় মাত্র)।[৪] অধ্যারোপিত বলিয়াই ভেদ ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে। তিনি বলেন, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্বশক্ত্যাত্মক।

১। বাক্যপদীয়, ১।১ বৃত্তি

২। "যাবদ্বিকারবিকারিবিষয়মেকত্বরূপং বা সর্বং তৎপ্রকৃত্যেকত্বানতিক্রমেণেত্যত-দাম্নাতম্।"

৩। স্বকৃত বৃত্তিতে ভর্তৃহরি এই নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সলিল একৈকো দ্রষ্টাঽদ্বৈত এক এবাভবৎ"

—(বৃহউ, ৪।৩।৩২, কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—(ছান্দোউ, ৬।২।১)

"প্রণব এবৈকস্ত্রেধা ব্যবস্থিত"—ইত্যাদি

৪। বাক্যপদীয়, ১।৩ বৃত্তি

তাহাই যুক্তি বিচার দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্ত। কার্যবস্তুসমূহের নানাত্বদৃষ্টে শক্তিরই ভেদ অভ্যুপগম করা সমীচীন, ব্রহ্মের স্বরূপগত ভেদ কল্পনা করা অনর্থক। সুতরাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সমস্তই একই ব্রহ্মের বিভিন্ন লক্ষণ (ব্যাপারসমূহ হইতে অনুমেয়) শক্তিসমূহ।"[১] এই বিষয়ের অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে। যাহা হউক, ভর্তৃহরি সর্বশক্ত্যাত্মক বলিয়া ব্রহ্মকে সর্বকার্যের কারণ এবং কালশক্তির উপাশ্রয়ে শক্তিসমূহের পরিণাম দ্বারা জন্মাদি ছয় ভাববিকারের যোনি মনে করা হইয়া থাকে।[২] "ভোক্তা ভোক্তব্য ও ভোগ—ইত্যাদি প্রকার বহুবিধ (ভেদত্রিপুটি) রূপে অবস্থিত এই সর্ববীজ একেরই।"[৩] "শব্দ ও অর্থরূপ ভেদদ্বয় একই আত্মারই। উহারা (ভেদদ্বয়রূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে) অভিন্ন ('অপৃথক্স্থিতৌ')। প্রকাশ্য ও প্রকাশক, কার্য ও কারণ, (ইত্যাদি সমস্ত ভেদ) সেই অন্ত-র্মাত্রাত্মক (অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ) শব্দতত্ত্বেরই। অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-সামর্থ্য ও উহাতে সম্যক্ অবস্থিত। উহা (বস্তুত ঐসকল) ক্রমবিরহিত হইলেও (সকল লোক) ব্যবহার নিবন্ধন (ঐ সমস্ত) ক্রম উহাতে প্রতিভাসিত হয়।"[৪] "প্রাচীন আচার্যপরম্পরাগত সিদ্ধান্ত ('বৃদ্ধেভ্যঃ আগমঃ') এই যে (পরম তত্ত্বে) তত্ত্ব ও অতত্ত্বের (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগৎ, সত্য ও অসত্য ইত্যাদি) ভেদ নাই। যাহাকে অতত্ত্ব বলিয়া (কেহ কেহ) মনে করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অবিচারিত তত্ত্বই। তত্ত্ব নিশ্চয়ই নির্বিকল্প। (অবিচারিত দৃষ্টিতে) উহা নানাবিধ ভেদবিকল্পগ্রস্ত হয়। উহাতে কাল-ভেদ নাই। (তথাপি) উহা কালভেদও গ্রহণ করে।"[৫] ("সমস্ত) আকৃতির বিনাশে যাহা (সকলের) অন্তে ব্যবস্থিত থাকে, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। তাহা শব্দবাচ্য। সেই শব্দতত্ত্ব ভেদভিন্ন নহে।

১। "সর্বশক্ত্যাত্মভূতত্বমেকস্যৈবেতি নির্ণয়ঃ।
ভাবানামাত্মভেদস্য কল্পনা স্যাদনর্থিকা॥
তস্মাদ্ ব্যাদয়ঃ সর্বাঃ শক্তয়ো ভিন্নলক্ষণাঃ।"
—(বাক্যপদীয়, ৩।১।২২-২৩.১ (২৩-৪ পৃষ্ঠা))।

২। বাক্যপদীয়, ১।৩; আরও দ্রষ্টব্য—৩।১।৩৮-৯ (৩০-৩ পৃষ্ঠা);

৩। ঐ, ১।৪

৪। বাক্যপদীয়, ২।৩১.২-৩ (৮২ পৃষ্ঠা)

৫। বাক্যপদীয়, ৩।২।৭-৮ (৮৯ পৃষ্ঠা)। এই বচনে 'কালভেদ' অর্থ—কালের নিমেষাদি ভেদ কিম্বা ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভেদ গ্রহণ করিলে, সেই সকলও অধ্যা-রোপিত। (পরে দ্রষ্টব্য)।

তাহাকে আছে বলা যায় না। নাইও বলা যায় না। তাহা একও নহে, পৃথক্ ও নহে। তাহা সংসৃষ্ট ও নহে, বিভক্ত ও নহে। তাহাকে বিকৃত বলা যায় না, অবিকৃত ও বলা যায় না। (অর্থাৎ তাহা সর্বব্যপদেশাতীত)। (আবার অবিদ্যাবশত মনে হয় যে) তাহা আছে এবং নাইও; তাহা এক এবং পৃথক্ পৃথক্ও; তাহা সংসৃষ্ট এবং বিভক্তও; তাহা বিকৃত এবং অবিকৃতও। সেই একেরই শব্দার্থরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। তাহাই দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা এবং দর্শনের প্রয়োজন। যেমন কুণ্ডলাদির বিকার অপগত হইলে স্বর্ণ সত্য, তেমন (জগৎপ্রপঞ্চরূপ) বিকার অপগত হইলে (শব্দতত্ত্ব) সত্য। তাহাকে 'পরা প্রকৃতি'ও বলা হয়। তাহাই সর্বশব্দের বিদ্যা। শব্দসমূহ তাহা হইতে পৃথক্ নহে। অপৃথক্ হইলেও উহাদের সম্বন্ধ নানাত্মার ন্যায় ('নানাত্মনোরিব')। যেমন স্বপ্নে একই চিত্তের আপন ও পর, প্রিয় ও দ্বেষ্য, বক্তা, বাচ্য, ও তাহার প্রয়োজন ইত্যাদি বিরুদ্ধ রূপসমূহ উপলব্ধ হয়, তেমন (অবিদ্যাবশত একই) জন্মরহিত, পৌর্বাপর্যবিবর্জিত এবং নিত্য তত্ত্বে জন্মাদিরূপ বিরুদ্ধ ভাব উপলব্ধ হয়।[১] "সুতরাং (সর্বপরিকল্পাতীত) এক নিত্য বস্তু শব্দ ব্যবহারার্থ শক্তির বিভাগ দ্বারা সদসদাত্মক বহুরূপে প্রকাশিত হয়"।[২] পর ব্রহ্ম এক হইলেও মনুষ্য কর্তৃক প্রক্রিয়াভেদে বহু প্রকারে প্রবিভক্ত হইয়া থাকেন।[৩]

কাল অধ্যাসজনিত

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে কাল ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ, কালশক্তির আশ্রয়-বশত ব্রহ্ম শক্তিপরিণাম দ্বারা জন্মাদি ছয় ভাববিকার সমূহের কারণ হয়। অন্যত্র ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে কাল ক্রিয়াভেদার্থ কল্পিত হয়।[৪] উৎপত্তি-স্থিতিবিনাশবান বস্তুর উৎপত্ত্যাদির নিমিত্ত কালই। উহাকে এই লোকযন্ত্রের

১। বাক্যপদীয়, ৩।২।১১-৮ (৯০-৪ পৃষ্ঠা)।

"আত্মা পরঃ প্রিয়ো দ্বেষ্যো বক্তা বাচ্যং প্রয়োজনম্।
বিরুদ্ধানি যথৈকস্য স্বপ্নে রূপাণি চেতসঃ।
অজন্মনি তথা নিত্যে পৌর্বাপর্যবিবর্জিতে।
তত্ত্বে জন্মাদিরূপত্বং বিরুদ্ধমুপলভ্যতে॥" (৩।২।১৭-৮)

২। ঐ, ৩।৩।৮৫ (১৩৮ পৃষ্ঠা)

৩। ঐ, ১।২২; দ্রষ্টব্য—"তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে" (পূর্বে ৩ পৃষ্ঠা)

৪। বাক্যপদীয়, ৩।৯।২.২ (৩৪২ পৃষ্ঠা); আরও দ্রষ্টব্য—"কালাৎ ক্রিয়া বিভজ্যন্তে" —(ঐ, ৩।৭ (অধিকরণাধিকার) ৬.১ (২৮০ পৃঃ)।

সূত্রধার মনে করা হইয়া থাকে। উহা প্রতিবন্ধ ও অভ্যনুজ্ঞা বিশ্বব্যাপারে পৌর্বাপর্য বিভাগ করিয়া থাকে।[১] শক্তিসমূহের সম্প্রয়োগের হেতুও কালই। যতক্ষণ কালের প্রতিবন্ধ থাকে ততক্ষণ কারণশক্তি কার্য উৎপাদন করিতে পারে না। কাল দ্বারা অভ্যনুজ্ঞাত হইয়াই কারণ কার্য উৎপন্ন করে। উৎপন্ন কার্যের স্থিতি ও কালায়ত্ত এবং কালেই উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কাল দ্বারা পরিণাম কৃত হয় বলিয়াই বিভিন্ন বস্তুসমূহের বিভিন্ন প্রকারের আনুপূর্বিক বৃদ্ধি ও হ্রাস পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হয়। সর্গ, স্থিতি এবং লয় কালের প্রতিবন্ধ এবং অভ্যনুজ্ঞা বশে সম্ভব হয় বলিয়া সমস্তই বিশ্বাত্মা কালেরই ব্যাপার বলিয়া কথিত হয়।[২] কালকে ব্রহ্মের রূপ বিশেষ ও বলা হয়।

"কালবিচ্ছেদরূপেণ তদেবৈকমবস্থিতম্।
স হ্যপূর্বাপরো ভাবঃ পররূপেণ লক্ষ্যতে॥"[৩]

'সেই একই (ব্রহ্মই) কালবিভাগরূপে অবস্থিত। সেই ভাব (ব্রহ্ম) নিশ্চয়ই অপূর্ব এবং অপর (অর্থাৎ পূর্বাপরবিভাগরহিত, যদিও) উহা পররূপে (অর্থাৎ পূর্বাপরবিভাগরূপে অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে) পরিলক্ষিত হইতেছে'।

"জলযন্ত্রভ্রমাবেশ সদৃশীভিঃ প্রবৃত্তিভিঃ।
সকলাঃ কলয়ন্ সর্বাঃ কালাখ্যা লভতে বিভুঃ।"[৪]

'অর্থাৎ কূপ হইতে জলোত্তলনের যন্ত্র অরঘট্ট যেমন ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকে, নানা প্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারসমূহকে তেমনভাবে পর্যায়ক্রমে কলনা করেন বলিয়া বিভু (ব্রহ্ম) 'কাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "ক্রমো হি ধর্ম কালস্য' (অর্থাৎ ক্রম কালেরই ধর্ম)।[৫] কাল ক্রিয়াজনক শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধ এবং অভ্যনুজ্ঞা রূপ শাশ্বতী বৃত্তি দ্বারা বিভজ্যমান হইয়া ক্রমরূপতা প্রাপ্ত হয়।[৬] অন্যত্র ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে "কেবল (অর্থাৎ নির্বিভাগ) এক বস্তুতে ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা যায় না (অর্থাৎ ক্রিয়া হয় না)। পূর্বোত্তরাদিবিভাগ দ্বারাই ক্রম সমবস্থাপিত হয়।"[৭] পরন্তু পূর্বোত্তরাদি বিভাগ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয় মাত্র।

১। ঐ, ৩।৯।৩-৪ (৩৪৩ পৃষ্ঠা)
২। ঐ, ৩।৯।৯-১৩ (৩৪৫-৬ পৃষ্ঠা)।
৩। ঐ, ৩।৭।৪২ (২০১ পৃষ্ঠা)
৪। ঐ, ৩।৯।১৪ (৩৪৬ পৃষ্ঠা)
৫। ঐ, ২।৫১.১ (৮৮ পৃষ্ঠা)
৬। ঐ, ৩।৯।৩০ (৩৭২ পৃষ্ঠা); আরও দ্রষ্টব্য—৩।৯।৪১-২ (৩৫৬-৭ পৃষ্ঠা)
৭। বাক্যপদীয়, ৩।৮।১০.২-১১ (৩১০ পৃষ্ঠা)

"একঃ সোঽপ্যসদধ্যাসাদাখ্যাতৈরভিধীয়তে।"

'তিনি (ব্রহ্ম নির্বিভাগ) এক হইলেও অসৎ অধ্যাস হেতু (পূর্বোত্তরাদি) সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন।' সুতরাং ক্রম ব্রহ্মে অধ্যস্ত মাত্র। আরও দেখ আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ, প্রভৃতি অসৎ বস্তুর পূর্বাপরভেদকল্পনা সম্ভব নহে, সুতরাং উহাদিগের ক্রম নাই। সদ্‌ব্রহ্মেরও সেইরূপ ক্রমভেদ নাই, কেননা উহা নিত্য একরূপেই অবস্থিত থাকে; সুতরাং উহার ও পূর্বাপর অবস্থাভেদকল্পনা সম্ভব নহে।[১] অতএব ব্রহ্মে পূর্বোত্তর অবস্থাভেদ কল্পনা অধ্যারোপজনিত মাত্র। সুতরাং কাল, তথা জগতের সৃষ্ট্যাদিবিষয়ক উহার ক্রিয়াসমূহ, ব্রহ্মে অধ্যস্ত মাত্র। অন্যত্র ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, ক্রম ও ব্রহ্মের আত্মভূত। তাহাতে কাল দর্শন হয়। কাল পৌর্বাপর্যাদিরূপে প্রবিভক্তের ন্যায় ("প্রবিভক্তমিব") স্থিত।[২] এইখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইতে নিশ্চিত হয় যে ভর্তৃহরি পৌর্বাপর্যাদি বিভাগকে, বা ক্রমকে, বাস্তব মনে করিতেন না। তিনি বলেন

"অক্রমে ক্রমনির্ভাসে ব্যবহারনিবন্ধনে॥"[৩]

অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণাদি ক্রমরহিত। তথাপি সকল লোক-ব্যবহারনিবন্ধন ঐ সকল ক্রম উহাতে প্রতিভাসিত হয়। কালতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন আছে। কেহ কেহ উহাকে শক্তি, কেহ কেহ উহাকে আত্মা বা জীব আর কেহ কেহ দেবতা মনে করিয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলেন সমস্তই অবিদ্যান্তর্গত; কালদর্শন অবিদ্যায় প্রথম; বিদ্যোদয়ে যাহা থাকে না তাহাই অবিদ্যা।[৪] যেমন টীকাকার দেখাইয়াছেন, ইহার তাৎপর্য এই,—জগৎপ্রপঞ্চের মূল কারণ অবিদ্যা, জগৎ ভেদাবভাসময়, ভেদ দেশ ও কাল দ্বারাই হয়, তন্মধ্যে কালভেদ জগৎসৃষ্টির আদ্য, পশন্তীরূপা সংবিৎ নিশ্চয়ই ক্রমবিরহিত, পরন্তু প্রাণ প্রবৃত্তিতে সমারূঢ় হইয়া ক্রম পরিগ্রহণ করত কালরূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই বাক্যপদীয়ে নির্ণীত হইয়াছে।

কালের ভেদের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন

১। বাক্যপদীয় ৩।৯।৩৬ (৩৫৪ পৃষ্ঠা)।

২। বাক্যপদীয়, ৩।১।৩৭ (৩২ পৃষ্ঠা)

৩। ঐ, ৩।৯।৪৮-৯ (৩৬০ পৃষ্ঠা)

৪। "শক্ত্যাত্মদেবতাপক্ষৈর্ভিন্নং কালস্য দর্শনম্।
প্রথমং তদবিদ্যায়াং যদ্বিদ্যায়াং ন বিদ্যতে॥"
—বাক্যপদীয়, ৩।৯।৬২ (৩৬৫ পৃষ্ঠা)

হইলেও অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ করা যাইতেছে। ভর্তৃহরির মতে কাল ভেদবিহীন একই। উহার যে সকল ভেদ সাধারণত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অথবা ব্যবহারে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই অধ্যারোপিত মাত্র।[১] যেমন কর্মভেদে একই কর্তার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হয়, তেমন কালেরও দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, প্রভৃতি আখ্যা হয়।[২] "ধর্মান্তরাণামধ্যাসভেদাৎ" অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসমূহের অধ্যাসজনিত ভেদ হেতু কালের আরম্ভকাল, ক্রিয়াকাল, নিষ্ঠাকাল, ইত্যাদি ভেদ হইয়া থাকে।[৩] প্রকৃতপক্ষে উপাধিভেদেই কালের বহুপ্রকার ভেদ করা হইয়া থাকে।[৪] ক্রিয়োপাধিবশত উহার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদ ব্যবহার হইয়াছে এবং উহাদের প্রত্যেকেরও আবার একাধিক ভেদ ব্যবহার হয়।[৫] একই কালের সমত্ব এবং বিষমত্ব বা তাল এবং মন্দ বিচার ও ঔপচারিক।[৬] কালের এই প্রকারের নানাবিধ ভেদ ব্যবহার লোকমধ্যে প্রচলিত থাকিলেও তদ্দ্বারা উহার বাস্তব ভেদ হয় না।[৭]

"ন নিত্যঃ পরমাত্রাভিঃ কালো ভেদমিহার্হতি।
ব্যাবৃত্তিনীনাং মাত্রাণামভাবে কীদৃশঃ ক্রমঃ॥"[৮]

উপাধির দ্বারা নিত্য কালের বাস্তব ভেদ হয় না। পরস্পর ব্যাবৃত্ত উপাধি-সমূহের অভাবে ক্রমও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কাল জ্ঞানও হয় না। সম্যক্ ভেদবিরহিত কাল স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা সমস্ত বস্তুসমূহে বহু প্রকারে যেন ক্রীড়া করিতেছে বলিয়া ("আক্রীড় ইব") পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহাতে স্বয়ং ভেদগ্রস্ত হয়।[৯]

সমস্ত শক্তিই অধ্যারোপিত—কালের ন্যায় দিক্ বা দেশ, সাধন এবং ক্রিয়াও ব্রহ্মের শক্তিমাত্র।[১০] বৈশেষিক দর্শনে মৌলিক পদার্থ ছয়

১। "অধ্যাহিত কলাং……কালশক্তিং"—(১।) হেলরাজ "অব্যাহত কলাঃ" পাঠ দিয়াছেন।

২। বাক্যপদীয়, ৩।৯।৩২ (৩২৩ পৃষ্ঠা)   ৩। ঐ, ৩।৯।৩৫ (৩৫৩ পৃষ্ঠা)

৪। বাক্যপদীয়, ৩।৯।৬-৮ (৩৪৪ পৃষ্ঠা)   ৫। ঐ, ৩।৯।৩৭-৮ (৩৫৫ পৃষ্ঠা)

৬। বাক্যপদীয়, ৩।৯।৫১ (৩৫৩ পৃষ্ঠা)

৭। "কালস্যাপ্যপরং কালং নির্দিশন্ত্যেব লৌকিকাঃ।
ন চ নির্দেশমাত্রেণ ব্যতিরেকোঽনুগম্যতে॥"
—(বাক্যপদীয়, ৩।৩।৮০ (১৫৭ পৃষ্ঠা)

৮। বাক্যপদীয়, ২।২৪ (৭৮-৯ পৃষ্ঠা)   ৯। ঐ, ৩।৯।৭২ (৩৭০ পৃষ্ঠা)

১০। বাক্যপদীয়, ৩।৬।১ (১৫৭ পৃষ্ঠা)

বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, বিশেষ ও সমবায়। ভর্তৃহরিও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে তিনি অধিকন্তু মনে করেন যে "দ্রব্যাদয়ঃ সর্বাঃ শক্তয়ো ভিন্নলক্ষণাঃ" ("দ্রব্যাদি সমস্তই একই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাত্মক শক্তিসমূহ।[১] সুতরাং জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শক্তিসমূহ মাত্র। অপর কথায় বলিতে, অনন্তধর্মময় এই জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তবিধ শক্তিসমূহের সমষ্টি মাত্র।[২] জাগতিক পদার্থ অনন্ত প্রকার। সেইহেতু শক্তিও অনন্ত বলিয়া মনে হয় বটে। পরন্তু তত্ত্বত শক্তি ষট্‌বিধ, ততোধিক নহে। ঐ ষট্‌বিধ শক্তিই দ্রব্যাকারাদিভেদে অনন্ত প্রকার বলিয়া মনে হয়।[৩] আরও বলিতে একই মূলশক্তি নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছয় শক্তি বলিয়া প্রতীতি হয়।[৪] শক্তিসমূহের একত্ব-নানাত্ব-বিচার প্রকৃতপক্ষে অপারমার্থিক। ভর্তৃহরি বলেন "শক্তিমানদিগের (অর্থাৎ ছয় মূল পদার্থের) স্থিতি যে প্রকার শক্তিসমূহের ভেদ সেই প্রকার নহে। উহাদিগের নিজেদের মধ্যে লৌকিক একত্বও নাই।"[৫] "পরমার্থে নানাত্ব ব্যতীত একত্ব থাকে না এবং একত্ব বিনা নানাত্ব থাকে না;—উহাদের (একত্ব ও নানাত্বের) মধ্যে এই ভেদ অত্যন্ত নাই।"[৬] "যদি নানাত্ব কল্পনা করা না যায়, তবে একত্ব ব্যবস্থিত থাকিবে না; আর যদি একত্ব কল্পনা করা না যায়, তবে নানাত্ব থাকিবে না।"[৭] সুতরাং পরমার্থ দৃষ্টিতে একত্ব বা নানাত্ব বিচার দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না।

"বুদ্ধিপ্রবৃত্তিরূপং চ সমারোপ্যাভিধাতৃভিঃ।
অর্থেষু শক্তের্ভেদানাং ক্রিয়তে পরিকল্পনা।"[৮]

'বুদ্ধির ব্যাপারের প্রতিভাস বাহ্যবিষয়সমূহে সমারোপ করত বক্তাগণ শক্তির ভেদসমূহের পরিকল্পনা করিয়া থাকে।' অর্থাৎ বস্তুর শক্তির ভেদপরিকল্পনা মনোবিলাস মাত্র। পরে প্রদর্শিত হইবে যে ভর্তৃহরির মতে সমস্ত বাহ্যবস্তু-

---

১। বাক্যপদীয় ৩।১।২৩.১ (২৪ পৃষ্ঠা)

২। "শক্তিমাত্রসমূহস্য বিশ্বস্যানেকধর্মণঃ।"— ঐ, ৩।৭।২ (১৭৪ পৃষ্ঠা)।

৩। বাক্যপদীয়, ৩।৭।৩৬ (১৯৯ পৃষ্ঠা)

৪। "নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তিঃ প্রতীয়তে।
যোঢ়া কর্তৃত্বমেবাহুস্তৎপ্রবৃত্তের্নিবন্ধনম্।"— ঐ, ৩।৭।৩৭ (১৯৯ পৃষ্ঠা)

৫। বাক্যপদীয়, ৩।৬।২৭ (১৭২ পৃষ্ঠা)   ৬। ঐ, ৩।৬।২৬ (১৭২ পৃষ্ঠা)

৭। বাক্যপদীয়, ৩।৬।২৮ (১৭২ পৃষ্ঠা)   ৮। বাক্যপদীয়, ৩।৭।৬ (১৭৮ পৃষ্ঠা)

সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ মনোবিলাস মাত্র। সুতরাং উহাদের শক্তিসমূহ এবং তাহাদের অন্তর্ভেদসমূহকে যে তিনি বুদ্ধির কল্পনা মাত্র বলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ব্রহ্মের দিক্‌শক্তি সম্বন্ধে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে "সেই (দিক্) শক্তির পূর্বাদিভেদ (সূর্যাদি) দ্রব্যান্তরাশ্রয়জনিত। পরন্তু উহার। ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।"[১] দিক্‌শক্তি প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণেরই ধর্ম, যদিও বাহিরে অবস্থিত বলিয়া অবভাসিত হইতেছে।[২] সুতরাং উহার উপভেদসমূহের একত্ব-নানাত্ব-বিচার নিষ্ফলই।

"একত্বমাসাং শক্তীনাং নানাত্বং বেতি কল্পনে।
অবস্তুপতিতে জ্ঞাত্বা সত্যতো ন পরামৃশেৎ॥
বিকল্পাতীততত্ত্বেষু সঙ্কেতোপনিবন্ধনাঃ।
ভাবেষু ব্যবহারা যে লোকস্তত্রানুগম্যতে॥"[৩]

'দিক্‌রূপ অবস্তুবিষয়ক বলিয়া জানিয়া এই সকল শক্তির একত্ব বা নানাত্ব কল্পনা সত্যত বিচার করিবে না। বিকল্পাতীত ভাববস্তুসমূহে সঙ্কেতোপ-নিবন্ধন যেসকল ব্যবহার (প্রসিদ্ধ আছে), লোক সেই সকল (যথাযথ) অনুসরণ করিয়া থাকে।' ব্রহ্মের অপরাপর শক্তিসমূহ এবং উহাদের উপভেদ-সমূহ সম্বন্ধেও সেই কথা সমভাবে প্রযুজ্য। কালশক্তির ভেদসমূহও যে বাস্তব নহে, ঔপচারিক মাত্র, অধ্যারোপিত মাত্র তাহা পূর্বে সংক্ষেপে নির্দেশিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় ভর্তৃহরির মতে ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিরই অন্তর্ভেদ যুক্তিবিচারে পারমার্থিক নহে, ঔপচারিক মাত্র বলিয়া সিদ্ধ হয়,—যদিও ব্যবহারকালে উহাদিগকে লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে বিধান ও অবিধান সকলেরই গ্রহণ কর্তব্য। ব্রহ্ম ও তাহার শক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম "তাঁহার শক্তিসমূহ হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নের ন্যায় ('পৃথক্ত্বেনেব') অবস্থিত আছেন।"[৪] এইখানে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ হইতে পরিষ্কার প্রতীতি হয় যে ভর্তৃহরির মতে ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির ভেদ প্রাতিভাসিক মাত্র, বাস্তব নহে। অন্যথা 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। অন্যত্র সমবায়শক্তি সম্বন্ধে ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে উহা

১। বাক্যপদীয়, ৩।৬।২০ (১৬৯ পৃষ্ঠা)
২। বাক্যপদীয়, ৩।৬।২৩ (১৭০ পৃষ্ঠা) পরে দ্রষ্টব্য।
৩। ঐ, ৩।৬।২৪-৫ (১৭১ পৃষ্ঠা) ৪। বাক্যপদীয়, ১।২.২।

"ভেদাভেদাবতিক্রান্তাং" অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ উভয়েরই অতীত।[১] সমস্ত শক্তি সম্বন্ধেই সেই কথা।

বিবর্ত—ভর্তৃহরির মতে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত। এই বিবর্ত সংজ্ঞা কোন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই স্পষ্টত নির্দেশ করিয়াছেন।

"একস্য তত্ত্বাদপ্রচ্যুতস্য ভেদানুকারেণাসত্যবিভক্তান্যরূপোপগ্রাহিতা বিবর্তঃ স্বপ্নবিষয়প্রতিভাসবৎ।"[২]

অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না হইয়াও এক বস্তুর অন্য বস্তু রূপে প্রতিভাসিত হওয়াই বিবর্ত। ঐ প্রাতিভাসিক অন্যরূপ অসত্য। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন

"অবিদ্যাকারণং জন্মপরিণামাসংসর্গং বিবর্তং"[৩]।

'অবিদ্যাবশত (ভিন্ন প্রকারে) জন্মরূপ পরিণামের সংসর্গ ব্যতীতও (ভিন্ন রূপে প্রতিভাসের নাম) বিবর্ত।'

"একস্য হি ব্রহ্মণস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং চানিরুক্তাবিরোধিশক্ত্যুপগ্রাহ্যস্যাসত্যরূপপ্রতিভাসস্য স্বপ্নবিজ্ঞানপুরুষবদবহিস্তত্ত্বাঃ পরস্পরবিলক্ষণা ভোক্তৃ-ভোক্তব্যভোগগ্রন্থয়ো বিবর্তন্তে।[৪]

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক। তিনি একত্বাবিরোধী পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিসমূহ উপগ্রহণ করিয়াছেন। সেই শক্তি তত্ত্বান্যত্বরূপে কিম্বা সদসদ্রূপে অনির্বচনীয়। তদ্ধেতু ব্রহ্ম পরস্পর-বিলক্ষণ ভোক্তৃ, ভোক্তব্য ও ভোগ ত্রিপুটিরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। পরন্তু ব্রহ্মের ঐ প্রবিভাগ প্রকৃত পক্ষে অসত্য। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বদাই সম্যক্‌ভেদবিহীন একই আছেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বপ্নবিজ্ঞানময় পুরুষ। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ নিজ একত্ব এবং স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও স্বপ্নে নানারূপে অবস্থান করিয়া থাকে। স্বপ্নে দৃষ্ট জগৎ যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার বাহিরে নহে, পরন্তু মনোমধ্যে, সেইরূপ ব্রহ্মের ভোক্ত্রাদি প্রবিভাগ ও তাঁহার বাহিরে নহে। বিবর্ত সম্বন্ধে স্বপ্নের দৃষ্টান্ত ভর্তৃহরি অন্যত্রও দিয়াছেন।[৫] তৎসম্পর্কে তিনি এক প্রাচীন বচনও অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে স্বপ্ন দৃষ্টান্তের রহস্য খুব পরিষ্কার হয়।

১। বাক্যপদীয়, ৩।৩।১০ (১০১ পৃষ্ঠা)   ২। বাক্যপদীয়, ১।১ বৃত্তি।

৩। বাক্যপদীয়, ১।১২১ বৃত্তি   ৪। ঐ, ১।৪ বৃত্তি

৫। বাক্যপদীয়, ১।১২৮ বৃত্তি। "প্রবিভক্তসাধ্যসাধনরূপো হি শব্দব্রহ্মণো বিবর্তঃ।" (ঐ)

"প্রবিভজ্যাত্মনাঽঽত্মানং সৃষ্ট্বা ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
সর্বেশ্বরঃ সর্বময়ঃ স্বপ্নে ভোক্তা প্রবর্ততে॥"[১]

'স্বপ্নে ভোক্তা নিজে নিজেকে প্রবিভক্ত করিয়া পৃথগ্‌বিধ ভাবসমূহ সৃষ্টি করিয়া সর্বেশ্বর এবং সর্বময় রূপে প্রবর্তিত হয়।' তিনি আরও স্পষ্টত বলিয়াছেন,

"অকুর্বাণোঽথবা কিঞ্চিৎ স্বশক্ত্যৈবং প্রকাশতে॥"[২]

'অথবা তিনি কিছু না করিয়াও (অর্থাৎ কোন প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়াও) স্বশক্তি দ্বারা এই প্রকারে (অর্থাৎ জগদ্রূপে) প্রকাশিত হয়।' ইহার তাৎপর্য, যেমন টীকাকার হেলরাজ প্রদর্শন করিয়াছেন,

"তত্ত্বাদপ্রচ্যুতস্য নিষ্ক্রিয়স্য সক্রিয়স্যেব প্রকাশনঃ বিবর্তো দ্যোতিতঃ।[৩]

'বিবর্ত' সংজ্ঞার এই স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনে ভর্তৃহরি জনৈক পূর্বাচার্যের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"মূর্তিক্রিয়াবিবর্তৌ অবিদ্যাশক্তিপ্রবৃত্তিমাত্রং তৌ বিদ্যাত্মনি তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনাখ্যেয়ৌ। এতদ্ধি অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বম্।[৪]

'মূর্তিবিবর্ত এবং ক্রিয়াবিবর্ত[৫] অবিদ্যাশক্তিরই কার্যমাত্র। উহাদিগকে বিদ্যাত্মায় তত্ত্বান্যত্বরূপে নির্বচন করা যায় না। উহাই অবশ্য অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব।' এই প্রকারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হয় যে ভগবান শঙ্করাচার্য প্রমুখ অদ্বৈতবেদান্তী যে অর্থে জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া থাকেন, আচার্য ভর্তৃহরিও ঠিক সেই অর্থে করিয়াছেন।[৬]

১। বাক্যপদীয়, ১।১২৮ বৃত্তি।

'স্পন্দকারিকা'র স্বকৃত বিবরণে আচার্য রামকণ্ঠ (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) ও এই কারিকা অনুবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে উহা ভর্তৃহরির। উহার সম্বন্ধে 'বাক্যপদীয়'কার ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন "আহ চ"। সুতরাং উহা তাঁহার নহে মনে হয়। তবে কি ঐ ভর্তৃহরি তদপেক্ষাও প্রাচীন? অপর কেহ?

২। বাক্যপদীয় (৩য় খণ্ড), ত্রিভদ্রম সং, ক্রিয়াসমুদ্দেশ, ৩৩.২ শ্লোক, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৩। ঐ, ৩৪ শ্লোকের টীকা   ৪। ১।১ বৃত্তি

৫। টীকাকার বৃষভদেব লিখিয়াছেন, 'মূর্তিক্রিয়াবিবর্তৌ' ইতি। দেশভেদাবগ্রহরূপেণাবস্থানং মূর্তিবিবর্তঃ। উৎপাদবিনাশাদিক্রিয়োপহিতরূপাবস্থানং ক্রিয়াবিবর্তঃ।" ইত্যাদি।

৬। আচার্য ভর্তৃহরি কখন কখন 'বিবর্ত' ও 'পরিণাম' শব্দদ্বয়কে সমানার্থে ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। যথা, একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন,

"শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্তত॥"—(বাক্যপদীয়, ১।১২১)

'এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দের (অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের) পরিণাম। ছন্দঃ (=ব্রহ্ম) হইতেই এই বিশ্ব

জগৎ মনোবিলাস মাত্র—যেহেতু জগৎ স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক মাত্র সেই হেতু উহা মনোবিলাস মাত্র। তাই ভর্তৃহরি লিখিয়াছেন, "আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, সমুদ্র, নদী, দিক্ প্রভৃতি (অর্থাৎ সমস্ত বস্তু) অন্তঃকরণেরই ভাবসমূহ (মাত্র, যদিও উহারা) বাহিরে অবস্থিত (বলিয়া প্রতীতি হয়)। সেই একই (ব্রহ্মই) কালবিভাগরূপে অবস্থিত। সেই ভাব (ব্রহ্ম) নিশ্চয় অপূর্ব এবং অপর (অর্থাৎ পূর্বাপর বিভাগরহিত, যদিও) উহা পররূপে (অর্থাৎ পূর্বাপরবিভাগযুক্তরূপে অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে) লক্ষিত হইতেছে।"[১] "বুদ্ধির অবস্থান্তরসমূহ বশত ভেদ পরিকল্পিত হইলে, একের কর্মত্ব, করণত্ব এবং কর্তৃত্ব উৎপন্ন হয়। অপর সতের সহিত অবিশিষ্ট হইলে ও (অর্থাৎ স্বীয় নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সৎস্বরূপ হইতে পৃথক না হইলেও জগতের) জন্মের কর্তা হয়।"[২] এইরূপে দেখা যায়, সমস্ত জাগতিক বস্তু, পঞ্চভূত, দিক, দেশ ও কাল ভেদ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এবং ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্বাদি সমস্তই ভর্তৃহরির মতে, বুদ্ধিরই বিলাস মাত্র। উপসংহারে তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন,

"বুদ্ধিশব্দৌ প্রবর্তেতে যথা ভূতেষু বস্তুষু।
তেষামন্যেন তত্ত্বেন ব্যবহারো ন বিদ্যতে॥"[৩]

'ভূতবস্তুসমূহে বুদ্ধি এবং শব্দ যথা যথা প্রবর্তিত হইতেছে। অপর তত্ত্বের সহিত উহাদের ব্যবহার নাই।' যেমন টীকাকার হেলরাজ পরিষ্কার বলিয়াছেন, এই বচনের তাৎপর্য এই যে "বুদ্ধির বিলাস ব্যতীত ব্যবহার্য বস্তুসমূহের কোনো বাহ্য সত্তা নাই।" অন্যত্র বিশেষভাবে কালকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তাহাদিগের (অর্থাৎ পূর্বাপরীভূতা পদার্থমাত্রা সমূহ) হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। উহা একাকী বিভাগরহিত। পরন্তু উহা স্বশক্তি বশত ভিন্নের ন্যায় হয়,—ক্রমোল্লেখের বাসনাবশত উহা ক্রমের আশ্রয় হয় (এবং তাহাতে কালব্যবহার উৎপন্ন হয়)। ঐ বুদ্ধিতে (বাসনারূপে

প্রথমে বিবর্তিত হইয়াছে।' আচার্য শঙ্করের লেখায়ও একস্থলে সেইপ্রকার প্রয়োগ দেখা যায়। (বেদান্তভাষ্য, ২।২।১)। ষড়্ভাববিকারের একটি বিপরিণাম। আচার্য যাস্ক বলেন, "বিপরিণমতে ইত্যপ্রচ্যবমানস্য তত্ত্বাদ্বিকারম্।" (নিরুক্ত, ১।২)। লেখকের "বিবর্তবাদ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১। বাক্যপদীয়, ৩।৭।৪১-২ (২০০-১ পৃষ্ঠা)

২। বাক্যপদীয়, ৩।৭।১০২-৩ (২৪৪-৫ পৃষ্ঠা)

৩। ঐ, ৩।৭।১০৮ (২৪৭ পৃষ্ঠা)

সর্ববস্তুর) বীজ নিহিত আছে। ঐ বীজকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্তত্ত্বরূপে নির্বচন করা যায় না।"[১] এইরূপে দেখা যায়, বস্তুসমূহ হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, আবার বুদ্ধিতে সমস্ত বস্তু বীজরূপে নিহিত আছে; এইপ্রকারে বুদ্ধি ও বস্তুসমূহ পরস্পরোৎপন্ন বলার তাৎপর্য এই যে উহারা অভিন্ন,—উহাদিগকে "পৃথগ্‌তত্ত্বরূপে নির্বচন করা যায় না।" সুতরাং সর্ববস্তু বুদ্ধিরই বিলাস মাত্র। দিক্‌, কাল, প্রভৃতিকে ভর্তৃহরি ব্রহ্মের শক্তিও বলেন। উহাদের বাহ্যার্থত্ব অঙ্গীকার করিয়াই তিনি ঐ প্রকারে বলেন। তিনি আরও বলেন,

"অন্তঃকরণধর্মো বা বহিরেবং প্রকাশতে।
অস্যাং স্বন্তর্বহির্ভাবঃ প্রক্রিয়ায়াং ন বিদ্যতে॥"[২]

'অথবা অন্তকরণের ধর্মই এই প্রকারে (অর্থাৎ দিগাদিরূপে) বাহিরে অবভাসিত হইতেছে। পরন্তু এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্বহির্ভাব (প্রকৃতপক্ষে না থাকে, তবে বাহ্যকেও অসৎ বলিতে হয়। তবে ইহা কি করিয়া বলা যায় যে অন্তঃকরণের ধর্মই বাহিরে দিগাদি বিষয়রূপে অবভাসিত হয়? এই শঙ্কার উত্তরে ভর্তৃহরি উক্ত শ্লোকের উত্তরার্ধে বলিয়াছেন যে এই প্রক্রিয়াই অন্তর-বাহির-ভেদ ও প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক। অনাদি অবিদ্যাবশতঃ ঐ মিথ্যা কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে।

"সাধনব্যবহারশ্চ বুদ্ধ্যবস্থানিবন্ধনঃ।
সন্নসন্‌ বার্থরূপেষু ভেদো বুদ্ধ্যা প্রকল্প্যতে॥"[৩]

'বস্তুসমূহ (যথাপ্রতীত) রূপে (প্রকৃতপক্ষে বাহিরে) থাকুক বা না থাকুক; উহাদের সাধন (অর্থাৎ ক্রিয়াভিনিষ্পত্তিসামর্থ্য)[৪] ব্যবহার-ও বুদ্ধির অবস্থা-নিবন্ধন। সদসদ্‌ভেদও বুদ্ধি দ্বারাই প্রকল্পিত হইয়া থাকে।'

জগৎ অবাস্তব

যেহেতু জগৎ মনোবিলাস মাত্র, সেইহেতু উহা অবাস্তব ও অসত্য। পরন্তু যাহার স্বরূপ নাই, তাহারই আত্মা নিরূপিত হয়।"[৫] এইখানে তিনি "প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণপরিচ্ছিন্ন রূপকে 'স্বরূপ' বলিয়াছেন এবং পরমার্থ সত্যকে

১। বাক্যপদীয়, ২।২৪.২-২৬ (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)
২। বাক্যপদীয়, ৩৬।২৩ (১৭০ পৃষ্ঠা) ৩। বাক্যপদীয়, ৩।৭।৩ (১৭৫ পৃষ্ঠা)
৪। ঐ, ৩।৭।১ (১৫৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।
৫। "স্বরূপং বিদ্যতে যস্য তস্যাত্মা ন নিরূপ্যতে।
নাস্তি যস্য স্বরূপং তু তস্যৈবাত্মা নিরূপ্যতে॥"
—(বাক্যপদীয়, ২।৪২৩ (২৬০ পৃষ্ঠা)।

'আত্মা' বলিয়াছেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-পরিসিদ্ধ রূপ আছে বটে। পরন্তু তদ্দ্বারা উহার আত্মা বা পরমার্থ সত্যতা নিরূপিত হয় না, সুতরাং জগৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসত্য। পরন্তু তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্মবস্তুর পরমার্থ সত্যতা সিদ্ধ হয়। নির্বিশেষে দর্শন বা জ্ঞান অবশ্যই পরমার্থ সত্য, পরন্তু বস্তুসংসর্গাবগাহী জ্ঞান সেইরূপ সত্য নহে। বস্তুসংসর্গরূপে যে জ্ঞান হয় তাহা তদ্রূপবিরহিত বলিয়াই নিরূপিত হয়।[১] জাগতিক বস্তুসমূহের সাধ্য-সাধন ব্যবহার দৃষ্ট হয় বটে। পরন্তু ভর্তৃহরি বলেন- তদ্দ্বারা বস্তুসমূহের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। কেননা, সাধ্যসাধনও তাহাদের অভিসম্বন্ধ সমস্তই কাল্পনিক; কেবল প্রযোক্তৃসমীহা মাত্রই তাহাদের উপজীব্য।[২]

"লক্ষণাদ্ব্যবতিষ্ঠন্তে পদার্থা ন তু বস্তুতঃ।
উপকারাৎ স এবার্থঃ কথংচিদনুগম্যতে॥"[৩]

অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা যখন যে পদার্থের যে রূপে নির্দিষ্ট হয়, তখন উহার সেই রূপ ব্যবস্থিত থাকে। পরন্তু সেই পদার্থ অন্য সময়ে অপর কোন উপযোগ হেতু অন্যথা অনুজ্ঞাত হইয়া থাকে। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে পদার্থসমূহের স্বতঃ কোন রূপ ব্যবস্থিত নহে। সুতরাং উহারা বস্তুত নাই।

"সম্প্রত্যয়ার্থাদ্বাহ্যোঽর্থ সদসদ্বা বিভজ্যতে।
বাহ্যীকৃত্য বিভাগস্তু শক্ত্যোপপদ্মারলক্ষণঃ॥"[৪]

'সম্প্রত্যয় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই (বাহিরে) অর্থরূপে প্রতিভাসিত হয় এবং তদ্ধেতু বাহ্য অর্থ সৎ ও অসৎরূপে বিভক্ত হয়। (বস্তুসমূহ প্রকৃতপক্ষে বাহিরে না থাকিলেও যখন) বাহিরে বলিয়া প্রথিত হয়, তখনই ঐ বিভাগ (প্রাপ্ত হয়)। উহা শক্ত্যোপদ্দারলক্ষণ অর্থাৎ তদ্দ্বারা পদার্থের শক্তিসমূহ পৃথক্কৃত হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সর্বশক্ত্যাত্মভূত এক ব্রহ্মই অনেকভেদভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইয়াছে। দ্রব্যগুণকর্মাদি সমস্তই ব্রহ্মের বিলক্ষণ-ব্যাপারানুমেয়া শক্তিসমূহ। এক পরব্রহ্ম মহাসত্তাই সমস্ত পদার্থে অনুস্যূত

১। "দর্শনস্যাপি যৎসত্যং ন তথা দর্শনং স্থিতম্।
বস্তুসংসর্গরূপেণ তদরূপং নিরূপ্যতে॥"—(ঐ, ২।৪২৯ (২৬২ পৃষ্ঠা))।

২। বাক্যপদীয়, ২।৪৩৫ (২৬৪ পৃষ্ঠা)।

৩। বাক্যপদীয়, ২।৪৪৪ (২৬৭ পৃষ্ঠা)।

৪। বাক্যপদীয়, ২।৪৪৯ (২৬৮ পৃষ্ঠা)।

আছে। ভর্তৃহরি বলেন, "সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ঃ স্মৃতাঃ"[১] অর্থাৎ সমস্ত ভেদপ্রত্যয়ে যে অবাধিত মহাসত্তা আছে, তাহা জাতি এবং ভেদপ্রত্যয় ব্যক্তি; জাতি সত্য এবং ব্যক্তিসমূহ অসত্য। "সা নিত্যা সা মহানাত্মা তামাহুস্ত্বতলাদয়"[২] ('সেই মহাসত্তা নিত্যা এবং তাহাই মহানাত্মা। পরন্তু তাহা ত্বতলাদি নামেও কথিত হয়)। এইরূপেও সিদ্ধ হয় যে, ভর্তৃহরির মতে, ব্রহ্ম সত্য এবং জগন্মিথ্যা। ইহাও বলা উচিত যে ঘটশরাবাদি যেরূপ মৃত্তিকার পরিণাম, কুণ্ডলবলয়াদি যেরূপ সুবর্ণের পরিণাম, জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্মের সেইপ্রকার পরিণাম মনে করিলেও উক্ত জাতি-সত্য-ব্যক্তি-অসত্য-বাদ অনুসারে বলিতে হয় জগৎ অসত্য।

সৃষ্টি অবাস্তব

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম কালশক্তির আশ্রয়েই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারের কারণ হয়,—কালেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়। পরন্তু কাল অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মে অধ্যস্ত মাত্র। সুতরাং জগতের সৃষ্ট্যাদি রূপ, উহার ক্রিয়াসমূহ ও তথা ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম ও অধ্যাস- জনিত মাত্র। তখন ইহাও বলা হইয়াছে যে ঐসকল ব্যবহারিক মাত্র।[৩] ভর্তৃহরি আবার বলিয়াছেন

"নির্ভাসোপগমো যোঽয়ং ক্রমবানিব দৃশ্যতে।
অক্রমস্যাপি বিশ্বস্য তৎ কালস্য বিচেষ্টিতম্॥"[৪]

'বিশ্ব ক্রমবিরহিত হইলেও এই যে নির্ভাস প্রাপ্ত হয়, উহা যে ক্রমবানের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা কালেরই ক্রিয়া।' সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ই বিশ্বের প্রতীয়মান মুখ্য-ক্রম। এই বচনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে বিশ্ব ঐ ক্রমযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে অক্রম। 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করত ততোধিক জোর দিয়া ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে ঐ প্রতীয়মান ক্রম বাস্তব নহে। অন্যথা 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁহার মতে, জগতের সৃষ্ট্যাদি বাস্তব নহে। সৃষ্ট্যাদি বস্তুত না থাকিলেও যে আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ তিনি বলেন,

---

১। বাক্যপদীয়, ৩।১।৩২.২ (২৮ পৃষ্ঠা)। ২। বাক্যপদীয়, ৩।১।৩৪ (২৯ পৃষ্ঠা)
৩। পূর্বে দ্রষ্টব্য ৪। বাক্যপদীয়, ৩।৯।৪৬ (৩৫৯ পৃষ্ঠা)

কাল। কাল, তাঁহার মতে অবিদ্যাকল্পিত ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয় মাত্র। সুতরাং ইহাতেও সিদ্ধ হয় যে জগতের সৃষ্ট্যাদি অবিদ্যা দ্বারা অধ্যস্ত মাত্র। ভর্তৃহরি প্রকারান্তরেও সৃষ্টির অবাস্তবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পূর্বধর্ম হইতে প্রচ্যুত হইয়া উত্তর পদ প্রাপ্ত না হইয়া অন্তরালে ভেদসমূহের আশ্রয় হয় বলিয়া 'জন্ম' বলা হয়।"[১] "পূর্বাবস্থাকে ছাড়িয়া এবং উত্তর ধর্মকে স্পর্শ করিয়া সংমূর্ছিতের ন্যায় অর্থভাবকে 'জায়মান' বলা হয়।"[২] সুতরাং জন্ম পূর্বাপর অবস্থাভেদের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যাহা অসৎ, যেমন আকাশকুসুমশশবিষাণাদি, তাহার পূর্বাপর অবস্থাভেদ হইতে পারে না। আর যাহা সৎ,—নিত্য একরূপে কূটস্থভাবে অবস্থিত আছে, যেমন পরব্রহ্ম, তাহারও অবস্থান্তর কল্পনা সম্ভব নহে।[৩] সুতরাং সৎ বা অসৎ বস্তুর জন্ম সম্ভব নহে। সেইহেতু তৎপরবর্তী অপর পাঁচ ভাববিকারও সম্ভব নহে। তাহাতে জগতের সৃষ্টাদি সম্ভব নহে বলিতে হয়। তাই পূর্বপক্ষী এই বলিয়া শঙ্কা করেন যে "আত্মলাভের লভ্য সত্তাকে 'জন্ম' বলা হয়। যদি (বস্তু) সৎ হয়, তবে কোথা হইতে জন্ম হইবে? আর যদি অসৎ হয়, তবে কি প্রকারে জন্ম হইবে? সম্বন্ধর গমন গম্য বস্তু থাকিলেই হইতে পারে। যদি গন্তার ন্যায় হয়, তবে তাহাকে জন্ম বলা যায় না। আর যদি ঐ প্রকার না হয়, তবে জন্মই হয় না।"[৪] তাহাতে সিদ্ধান্তবাদী উত্তর করেন, "পরন্তু উপচার দ্বারা (সত্তকে) কর্তা বলা যায় এবং তদাশ্রয়ে কর্ম ও ক্রিয়া হয়। সুতরাং ত্রিজগতের ঔপচারিক সত্তা অবশ্য স্বীকার্য। পরন্তু জন্মের বিরোধী বলিয়া মুখ্য সত্তা নাই।"[৫] অস্তিত্বাদিও সেই প্রকার ঔপচারিক।[৬] এইরূপে ভর্তৃহরির মতে জগতের সৃষ্টাদি ঔপচারিক, বাস্তব নহে। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়াছেন।

"আকাশস্য যথা ভেদশ্ছায়ায়াশ্চলনং যথা।
জন্মনাশাবভেদেঽপি তথা কৈশ্চিৎ প্রকল্পিতৌ॥"[৭]

'আকাশের ভেদ এবং ছায়ার চলন যে প্রকার (উপাধি সম্পর্কে কল্পিত হইয়া থাকে) অভেদে (অর্থাৎ অদ্বৈতব্রহ্মে বা অদ্বৈতবাদেও) সেই প্রকারে

১। বাক্যপদীয়, ৩।১।৩৯ (৩৩ পৃষ্ঠা)
২। বাক্যপদীয়, ৩।৭।১১৬ (২৫১ পৃষ্ঠা)।
৩। পূর্বে দ্রষ্টব্য
৪। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৪৩-৪ (১১৮পৃষ্ঠা)।
৫। ঐ, ৩।৩।৫৫-৬ (১১৮-৯ পৃষ্ঠা)
৬। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৪৭-৮ (১২০ পৃষ্ঠা)।
৭। বাক্যপদীয়, ৩।৭।১০৯ (২৪৮ পৃষ্ঠা)।

কাহারও কাহারও দ্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রকল্পিত হইয়া থাকে।[১] আকাশের স্বগত কোন ভেদ নাই। পরন্তু ঘটাদি উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া উহা মহাকাশ ঘটাকাশাদিরূপে ভেদগ্রস্ত হইয়া থাকে। ঘটাদির সম্পর্কেই উহা মহাকাশ ঘটাকাশাদিরূপে জন্মলাভ করে এবং ঘটাদির বিনাশে ঘটাকাশাদির বিনাশ হয়। অভেদ ব্রহ্ম হইতে ভেদভিন্ন জগৎপ্রপঞ্চের জন্ম ও বিনাশ এবং আকাশ হইতে ঘটাকাশাদির উৎপত্তি ও বিনাশের ন্যায় উপাধি সম্পর্কেই হইয়া থাকে। কোন নিশ্চল ও নিষ্কম্প বস্তুর ছায়ার উৎপত্তি, স্থিতি, গতি ও বিনাশ সূর্যাদি জ্যোতিষ্কের উদয়াদি অথবা দর্পণাদি সম্পর্কেই হইয়া থাকে। কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম হইতে বিকারশীল জগৎপ্রপঞ্চের জন্মাদিও সেই প্রকার উপাধি সম্পর্কেই হইয়া থাকে। উপাধির জন্মাদিকে উপচারক্রমে উপহিতে অধ্যারোপ করতঃ উহার জন্মাদি বলা হয়। শব্দতত্ত্বের জন্মাদি সম্বন্ধে কেহ কেহ সর্পের কুণ্ডলী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন।[১] সর্প কখন কুণ্ডলী পাকাইয়া, আর কখন কুণ্ডলী পরিত্যাগ করতঃ সোজা বা দণ্ডাকারে অবস্থান করে। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অনেক বস্তু কখন কখন একত্রে সঙ্ঘাতরূপে, আর কখন কখন বিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করে। কুণ্ডলীর বা সঙ্ঘাতের উৎপত্তি ও বিনাশে সর্পের বা ক্ষুদ্রবস্তুসমূহের কোন বিকার হয় না। শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি কেহ কেহ ঐপ্রকার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ভর্তৃহরি তাহা মানেন না। কেননা, তাহাতে শব্দতত্ত্বের অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা পূর্বাপরীভাব অঙ্গীকার করিতে হয়, সুতরাং উহাকে অক্রম বলা যায় না। তিনি স্পষ্টত বলিয়াছেন,

"আবির্ভাবতিরোভাবৌ জন্মনাশৌ তথাপরে।
ষট্‌সু ভাববিকারেষু কল্পিতৌ ব্যবহারিকৌ॥"[২]

ষট্‌ভাববিকারের প্রথমটি জন্ম এবং অন্তিমটি বিনাশ। এই দুইটিকে যথাক্রমে সৎকার্যবাদিগণ আবির্ভাব ও তিরোভাব বলেন; আর অসৎকার্যবাদিগণ অপূর্বোৎপত্তি ও প্রধ্বংস বলেন। তদুভয়ই কল্পিত এবং ব্যবহারিক মাত্র। অপর চারি ভাববিকার উহাদের অন্তর্নিহিত বলিয়া, সেইগুলিও সেই প্রকার কল্পিত এবং ব্যবহারিক মাত্র।[৩] ভর্তৃহরি আরও বলেন যে আবির্ভাব

১। বাক্যপদীয়, ৩।৭।১০৫ (২৪৬ পৃষ্ঠা)।
২। বাক্যপদীয়, ৩।৮।২৬ (৩২০ পৃষ্ঠা)। ৩। ঐ, ৩।৮।২৭ (৩২০ পৃষ্ঠা)

তিরোভাব শব্দ ও পরিণাম ও সক্রিয়তাসূচক। কেননা, বিভু বস্তু কোন দেশ বা কালে যখন অতি সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন তাহার তিরোভাব হইয়াছে বলা হয়, আর যখন ঘনীভূত বা সংহত হইয়া স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় তখন আবির্ভাব হইয়াছে বলা হয়। সদ্ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। সুতরাং উহাতে ঐ প্রকার আবির্ভাব ও তিরোভাব কল্পনা সম্ভব নহে। তাই বলিতে হয়,

"অকুর্বাণোঽথবা কিঞ্চিৎ স্বশক্ত্যৈবং প্রকাশতে॥"[১]

'অথবা কিছু না করিয়াও স্বশক্তিবলেই ঐ প্রকারে প্রকাশিত হয়।' সুতরাং ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্তিত হয় মাত্র। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন শক্তির বিকাশও সঙ্কোচ দ্বারা ব্রহ্মে ক্রমের ও ভাগের সম্ভাব আপতিত হয়। ভর্তৃহরি উহাদের সঙ্গে 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করতঃ নির্দেশ করিয়াছেন যে উহারা বাস্তব নহে।[২]

অবিদ্যা

কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্তিত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের দুই অবস্থার—প্রথম অবিবর্তিত অবস্থার এবং পরে বিবর্তিত অবস্থার—সম্ভাব কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য। সুতরাং তাহাতে ঐ প্রকার অবস্থাভেদ হইতে পারে কি? ঐ প্রকার শঙ্কার নিরাসার্থ ভর্তৃহরি বলেন, 'পরন্তু (কূটস্থ) নিত্য বস্তুতে পূর্ব ও পর (অবস্থাভেদ) পরমার্থত হইতে পারে না। তথাপি ব্রহ্ম যে ঐ প্রকারে (পূর্বাপরভেদভিন্নরূপে) অবভাসিত হইতেছে, তাহা সেই একেরই শক্তি।"[৩] পূর্বাপরক্রমভেদ হইতে কালবোধ হয় এবং কাল দ্বারাই জগতের সৃষ্টাদি হয়। সুতরাং ব্রহ্মের জগদ্রূপে বিবর্তিত হওয়ার কারণ ঐ শক্তি। ব্রহ্মের ঐ শক্তি "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং চানিরুক্তা' (অর্থাৎ তত্ত্ব বা অতত্ত্বরূপে এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়) এবং উহার কার্য মূর্তিবিবর্ত ও ক্রিয়াবিবর্তকেও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে তত্ত্ব বা অতত্ত্ব-রূপে নির্বচন করা যায় না ("তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনাখ্যেয়ৌ")[৪]। বিদ্যা (বা ব্রহ্মজ্ঞান) উৎপন্ন হইলে ঐ শক্তি থাকে না। সেইহেতু উহাকে 'অবিদ্যা' বলা হয়।[৫]

১। বাক্যপদীয়, ৩।৮।৩২.২ (৩২৫ পৃষ্ঠা)

২। "সর্বরূপস্য ন তস্য যৎক্রমণেব দর্শনম্।
ভাগৈরিব প্রক্লৃপ্তিশ্চ তাং ক্রিয়ামপরে বিদুঃ॥"
—(বাক্যপদীয়; ৩।৮।৩৩ (৩২৫ পৃষ্ঠা))

৩। ঐ, ২।২২ (৭৭-৮ পৃষ্ঠা) ৪। পূর্বে ১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৫। ঐ, ৩।১।৩২.২;

উহাকে যে সৎ কিম্বা অসৎ তত্ত্ববিশেষরূপে নির্বচন করা যায় না, ভর্তৃহরি বলেন, তাহাই অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব, এবং সেই কারণেই অবিদ্যার অভ্যুপগম দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বহানি হয় না। কালাদি ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিই অবিদ্যান্তর্গত। অবিদ্যাকে ভর্তৃহরি কখন কখন ব্রহ্মের 'স্বশক্তি', 'আত্মভূতশক্তি' প্রভৃতি বলিয়াছেন। পরন্তু উহা তাঁহার মতে বাস্তব নহে। কেননা, অজ্ঞান দশায় তিনি উহার সদ্ভাব অঙ্গীকার করিলেও, জ্ঞান দশায় উহা থাকে না বলিয়াছেন। এই বিদ্যাবিদ্যা প্রবিভাগও প্রকৃতপক্ষে কল্পিত। ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ব্রহ্মে অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল? তাহার কোন উত্তর প্রদানের চেষ্টা ভর্তৃহরি করেন নাই। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, কোন কোন বৈদিক ঋষিগণ "সত্তাস্বরূপ মহান্ আত্মাকে অবিদ্যাযোনি বলিয়া অবগত হন।"[১] তাঁহার টীকাকার ঋষভদেব মনে করেন যে ঐখানে 'অবিদ্যাযোনি' শব্দের অর্থ 'অবিদ্যাত্মক অসত্যস্বভাব কার্যপ্রপঞ্চের যোনি বা কারণ।' সুতরাং তদ্দ্বারা অবিদ্যার উৎপত্তি নিরূপিত হয় না। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন যে ঐসকল ঋষিগণের মতে "অবিদ্যাব্যবহার আগন্তুক এবং সমস্তই ঔপচারিক।" স্বপ্নে জাগ্রদবস্থায় যেমন একই পুরুষ অভিন্নরূপে প্রবর্তিত হয়, তেমন নিত্য ব্রহ্ম অবিদ্যাবশতঃ অনন্তবৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হয়।[২]

শব্দতত্ত্ব

ভর্তৃহরির মতে, ব্রহ্ম "সর্বপরিকল্পাতীত তত্ত্ব"। আবার তিনি ব্রহ্মকে "শব্দতত্ত্ব"ও বলিয়াছেন। যাহা সর্বপরিকল্পাতীত তাহাকে কি প্রকারে শব্দতত্ত্ব বলা যায়, তাহা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"তত্র ভিন্নরূপাভিমতানামপি বিকারাণাং প্রকৃত্যন্বয়িত্বাচ্ছব্দোপগ্রাহ্যতয়া শব্দোপগ্রহিতয়া চ শব্দতত্ত্বমিত্যাভিধীয়তে।"[৩]

উহার তাৎপর্য সংক্ষেপে এই,[৪]—দেখা যায় সমস্ত বিকারবস্তু উহাদের প্রকৃতি বা মূল উপাদান সমন্বিত। সেই কারণে বলিতে হয়, বিভিন্ন রূপত্বা অভিমত[৫]

১। "সত্তালক্ষণং মহান্তমাত্মানমবিদ্যাযোনিং পশ্যন্তঃ"—(১।১৪৬ ভর্তৃহরি বৃত্তি)
২। বাক্যপদীয়, ১।১৪৬ (ভর্তৃহরি বৃত্তি) ৩। বাক্যপদীয়, ১।১ বৃত্তি।
৪। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে টীকাকারদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়।
৫। "ভিন্নরূপা ইত্যাভিমতাঃ। অবিদ্যাবশাদভিমানমাত্রং তদিত্যর্থঃ।" (বৃষভদেব)

জাগতিক বস্তুসমূহ উহাদের প্রকৃতি ব্রহ্ম দ্বারা অন্বিত। ব্রহ্মই প্রপঞ্চরূপ স্বীকার করিয়াছে। প্রপঞ্চান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের জ্ঞান শব্দ দ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং 'বস্তুসমূহ শব্দরূপানুগত বা [শব্দরূপই। তাহাতে বলা যায় যে শব্দ ব্রহ্মের উপগ্রাহ্য বা স্বীকর্তব্য। আবার শব্দ ব্রহ্মের উপগ্রাহী বা প্রতিপাদনকারী, কেননা ব্রহ্মের প্রতিপত্তি শব্দনিবন্ধন। এইরূপে শব্দোপগ্রাহ্যতা এবং শব্দোপগ্রাহিতা হেতু ব্রহ্মকে 'শব্দতত্ত্ব' বলা হইয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলেন, ব্রহ্মই সর্বশব্দের বিষয়।[১] শব্দই জগতের মূল। "এই বিশ্বের নিবন্ধনী শক্তি শব্দেই আশ্রিত। তাহাই (অর্থাৎ শব্দই) বাচ্যবাচকাদি ভেদরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।"[২] এই বিষয়ে তিনি অনেক প্রাচীন আচার্যের মতও উদ্ধৃত করিয়াছেন, "বাগেবার্থং পশ্যতি" ইত্যাদি।[৩] "যেমন ষড়্জাদিভেদ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াই নিরূপিত হয় (তেমন) অর্থবিধ (অর্থাৎ পদার্থরূপে প্রতীয়মান) সমস্তই (শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াই নিরূপিত হয়)। সেইহেতু তৎসমস্তই সুনিশ্চিতা শব্দমাত্রা।[৪] তিনি আরও বলিয়াছেন, শ্রুতি মতে জগৎ শব্দেরই বিবর্ত। "বেদবিদ্‌গণ জানেন যে এই জগৎ শব্দেরই পরিণাম (—বিবর্ত)।... এই বিশ্ব নিশ্চয়ই ছন্দঃসমূহ হইতে প্রথমে বিবর্তিত হইয়াছে।"[৫] নানা শ্রুতি ও স্মৃতি বচন দ্বারা তিনি ঐ মত সমর্থন করিয়াছেন।[৬]

> "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
> অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে॥
> বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
> ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী॥"[৭]

'যাহা শব্দানুগত নহে, সেই প্রত্যয় লোকে নাই। সমস্ত জ্ঞান শব্দ দ্বারা যেন অনুবিদ্ধ হইয়া প্রতিভাত হয়। বাগ্‌রূপতা পরিত্যাগ করিয়া অবরোধের শাশ্বতী প্রকাশ প্রকাশিত হয় না। উহাই প্রত্যবমর্শিনী"। শব্দের জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধ করিতে ভর্তৃহরি আরও বলিয়াছেন, "স্বমাত্রা কিম্বা পরমাত্রা[৮]

১। বাক্যপদীয়, ৩।২।১৬ (১৩ পৃষ্ঠা) ২। ঐ, ১।১১৯
৩। পূর্বে দ্রষ্টব্য ৪। বাক্যপদীয়, ১।১২০
৫। বাক্যপদীয়, ১।১২১; ৬। পূর্বে দ্রষ্টব্য ৭। বাক্যপদীয়, ১।১২৪-৫
৮। টীকাকারের মতে 'স্বমাত্রা ও পরমাত্রা' শব্দ দ্বারা ভর্তৃহরি এই মনে করিয়াছেন, "সর্বো হি বিকার আত্মমাত্রেতি, কেষাঞ্চিদ্দর্শনম্। স চ প্রতিপুরুষমন্তঃসন্নিবিষ্টো বাহ্য ইব

যেরূপেই শ্রুতি (পদার্থসমূহের) প্রত্যয় করাইয়া থাকে, সেই প্রকারেই রূঢ়তা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রুতিদ্বারাই বস্তু বিনিশ্চিত হইয়া থাকে[১] (সেইহেতু ঐ দৃঢ় প্রত্যয় যথাযথ গ্রহণ করিতে হইবে)। অলাতচক্রাদির অত্যন্ত অতথাভূত নিমিত্তে ও শ্রুতির আশ্রয় হেতু বস্তাকার নিরূপণ হয়, দেখা যায়।"[২] পক্ষান্তরে তিনি বলিয়াছেন, "যাহা বাক্যব্যবহার দ্বারা কখনও উপগৃহীত হয় না, তাহা অসত্তেরই তুল্য। শশশৃঙ্গাদি যে অসৎ তাহা সংসারে অতি প্রসিদ্ধ। গন্ধর্বনগরাদি বাক্য দ্বারা সমুত্থাপ্যমান আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াই মুখ্য সত্তা যুক্তের ন্যায় তত্তৎ কার্যসমূহে প্রত্যবভাসিত হইয়া থাকে।"[৩]

"অপি প্রযোক্তুরাত্মানং শব্দমন্তরবস্থিতম্।
প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিষ্যতে ॥"[৪]

'অধিকন্তু (শব্দের) প্রযোক্তার (শরীরের) অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মাকে, তথা যাহার সহিত উহার সাযুজ্য লাভ হয় সেই মহান্ ঋষভকেও (অর্থাৎ বিভু স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকেও) (বিদ্বানগণ) শব্দ বলিয়া থাকেন।' যাহাতে সমস্ত ভেদ প্রত্যস্তমিত হইয়াছে সেই বাণীর উত্তম রূপই পরব্রহ্ম। উহা বিশুদ্ধ (অর্থাৎ মায়োপপ্লবরহিত) জ্যোতিঃস্বরূপ।[৫] ঐ প্রকাশ বৈকৃত মূর্তিব্যাপার দর্শনের (অর্থাৎ দেশকালভেদের) সম্যক্ অতীত এবং আলোক ও অন্ধকারের (অর্থাৎ সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অথবা প্রাকৃত ও বৈকৃত ধ্বনির)[৬] অতীত।[৭] ঐ পুণ্যতম জ্যোতিঃ রূপবিভাগপ্রাপ্ত বাণীর পরম রস।[৮]

প্রত্যবভাসতে বস্তুতত্ত্বস্যৈকত্বাদমূর্তত্বাদরূপত্বাচ্চ ব্যবহারমাত্রমিদমন্তর্বহিরিতি অপরেষাং মতম্। একস্য চিতিতত্ত্বস্যায়ং পরিণাম ইত্যাদি ঋমাত্রাবাদিনাং দর্শনং। চৈতন্যং ভূতযোনিতিলক্ষোদরসবৎ প্রবিভজ্যত ইত্যেকেষাং মতম্। অন্যেষাং তু দর্শনং যথা মহতোঽগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সূক্ষ্মা বায়োরভ্রসংঘাতশ্চন্দ্রকান্তমিত্তাসিপাত্তোয়ধারাঃ পৃথিব্যা বাসাবা য়োঽপ্রসবাস্ত্রগ্রোধা ইত্যবমাদি পরমাত্রাবাদিনাং দর্শনং......।"

১। ভর্তৃহরি বিশেষভাবে শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী। (১৩০-৪০, ১৩৮- দ্রষ্টব্য)

২। বাক্যপদীয়, ১।১২৯-১৩০;

৩। বাক্যপদীয়, ১।১২২ (বৃত্তি)

৪। বাক্যপদীয়, ১।১৩১

৫। বাক্যপদীয়, ১।১৮

৬। ধ্বনি দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও বৈকৃত। স্ফোটাভিব্যঞ্জক বলিয়া প্রাকৃত ধ্বনি 'আলোক' এবং স্ফোটানভিব্যঞ্জক বলিয়া বৈকৃত ধ্বনি 'তমঃ' বা অন্ধকার।

৭। বাক্যপদীয়, ১।১৯

৮। বাক্যপদীয়, ১।১২

পরমার্থ সত্য

ভর্তৃহরি বলেন,

"নৈকত্বমস্তি নানাত্বং বিনৈকত্বং নেতরৎ।
পরমার্থে তয়োরেব ভেদোঽত্যন্তং ন বিদ্যতে॥"[১]

'পরমার্থে নানাত্ব ব্যতীত একত্ব থাকে না এবং একত্ব ব্যতীত অপরটি (নানাত্ব) থাকে না; উহাদের মধ্যে এই ভেদ অত্যন্ত নাই।' পরেও তিনি বলিয়াছেন, 'পরন্তু পরমার্থে একত্ব পৃথক্ত্ব হইতে ভিন্নলক্ষণাত্মক নহে; (কেননা), পৃথক্ত্ব ও একত্বরূপে তত্ত্বই প্রকাশিত হইতেছে। যাহা অসন্দিগ্ধ পৃথক্ত্ব, তাহা একত্ব হইতে ভিন্ন নহে এবং যাহা অসন্দিগ্ধ একত্ব, তাহা পৃথক্ত্ব হইতে ভিন্ন নহে।"[২] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে একত্ব ও নানাত্ব, ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার পরোপাধি সম্পর্কেই হইয়া থাকে। সুতরাং অসংসৃষ্ট বা নিরুপাধিক বস্তুতে ঐ সকল ভেদপ্রপঞ্চ হইতে পারে না।[৩]

"যত্র দ্রষ্টা চ দৃশ্যং চ দর্শনং চাবিকল্পিতম্।
তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বং শ্রিতাস্ত্রয্যন্তবেদিনঃ॥"[৪]

'যাহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন (ইত্যাদি প্রকারের সমস্ত ভেদত্রিপুটি) বিকল্পিত হয় নাই, বেদান্তবিদ্‌গণ সেই (নির্বিকল্প) বস্তুরই সত্যত্ব আশ্রয় করিয়া থাকেন।' সুতরাং পরমার্থ সত্য বস্তু সর্বপ্রকার ভেদবিহীন,—অদ্বৈতই, যদিও প্রকৃত পক্ষে উহাকে অদ্বৈতও বলা যায় না। অতএব প্রতীয়মান ভেদপ্রপঞ্চ অসত্য।

"অদ্বয়ে চৈব সর্বস্মিন্ স্বভাবাদেকলক্ষণে।
পরিকল্পেষু মর্যাদা বিচিত্রৈবোপলভ্যতে॥"[৫]

অর্থাৎ ঐ অদ্বয় বস্তু নিশ্চয় বিভু এবং স্বভাবত সর্বত্র একলক্ষণ। উহাতে পরিকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চে নানা প্রকার মর্যাদা পরিদৃষ্ট হয়। সমস্ত ভেদ-প্রপঞ্চের বিনাশে যাহা পরিশেষ থাকে, তাহাই সত্য এবং তাহাই নিত্য।[৬]

১। বাক্যপদীয়, ৩।৬।২৭৬ (১৭২ পৃষ্ঠা) ২। বাক্যপদীয়, ৩।৭।৩৯-৪০ (২০০ পৃষ্ঠা)
৩। বাক্যপদীয়, ৩।১।২০-১ (২৩ পৃষ্ঠা), আরও দ্রষ্টব্য—৩।২।১২-৩
৪। বাক্যপদীয়, ৬।৩।৭০ (১৬২ পৃষ্ঠা) ৫। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৬৪ (১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা)
৬। ঐ, ৩।২।১১ (৯০ পৃঃ)

যাহা নিত্য তাহা এক স্বভাব। সেই হেতু তাহার অবস্থান্তর পরমার্থত হইতে পারে না। সুতরাং তাহাতে পূর্বাপর ভাবও সম্ভব নহে। অতএব পরমার্থত নিত্যবস্তু কালাতীত। তবে এক পরমার্থত নিত্য পরব্রহ্মে যে পূর্বাপরভাব সুতরাং কাল অবভাসিত হয়, তাহা সেই একেরই শক্তি, তাহা অবশ্যই সত্য নহে।[১] ব্রহ্মের সেই অবিদ্যা শক্তি যে তত্ত্ব বা অতত্ত্বরূপে অনির্বচনীয়া, সুতরাং সেই হেতু যে ব্রহ্মের দ্বৈতাপত্তি হয় তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

শুদ্ধজ্ঞান অভিন্ন

ভর্তৃহরি বলেন, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপ উপাশ্রয় নিরপেক্ষ অথচ সর্বার্থরূপ তাহা শুদ্ধ জ্ঞান। আর যাহা সর্বার্থরূপও নহে, সম্যক্ নীরূপ তাহা পরম শুদ্ধ জ্ঞান।[২] সুতরাং প্রথম শুদ্ধজ্ঞান সর্বাত্মক, আর দ্বিতীয় পরমশুদ্ধ জ্ঞান সর্বাতীত, সুতরাং অভিন্ন। ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা উভয়েতেই অবশ্য নাই। বাহ্যবিষয় সংসর্গে জ্ঞানের উপপ্লব বা বিপর্যয় হয়। তখন ঐ সংসর্গ-বশত জ্ঞান যেন ব্যতিভেদজাত কলুষতা প্রাপ্ত হয়।[৩] "অভিন্নমপি জ্ঞানম-রূপং সর্বজ্ঞেয়রূপোপগ্রাহিত্বাদ্‌ভেদরূপতয়া প্রত্যবভাসতে" (অর্থাৎ পরমশুদ্ধ-জ্ঞান অরূপ এবং অভিন্ন হইলেও সর্বজ্ঞের রূপোপগ্রাহিতা হেতু সর্বাত্মকরূপে এবং ভেদভিন্নরূপে প্রতিভাসিত হয়)।[৪] ভর্তৃহরি বলেন, বেদের মতে "বিশুদ্ধি বিদ্যা" (বা পরম শুদ্ধ জ্ঞানই) সত্য। উহা "একপদাগমা" (অর্থাৎ একাক্ষর ব্রহ্মই উহার শ্রুতি)। প্রণবরূপে উহা সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবিরোধী। সুতরাং উহাই যুক্তা অর্থাৎ পরমার্থ।[৫]

ব্রহ্মপ্রাপ্তি

ব্রহ্ম এক হইলেও তৎপ্রাপ্তি বা মুক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। ভর্তৃহরি উহাদের কতিপয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।[৬]

১। বাক্যপদীয়, ২।২২ (৭৭-৮ পৃষ্ঠা) ২। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৫৬ (১২৫ পৃষ্ঠা)

৩। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৫৭ (১২৭ পৃষ্ঠা); আরও দ্রষ্টব্য—১।৮৭ (এই শ্লোক আচার্য মণ্ডন মিশ্রের 'স্ফোটসিদ্ধি'র ২১তম শ্লোকের তাঁহার স্বকৃত ব্যাখ্যায় ধৃত হইয়াছে।)

৪। বাক্যপদীয়, ১।৮৭ (হরি বৃত্তি)

৫। "সত্যা বিশুদ্ধিস্তত্রোক্তা বিদ্যৈবৈকপদাগমা।
যুক্তা প্রণবরূপেণ সর্ববাদাবিরোধিনী॥"—(বাক্যপদীয়, ১।৯)

৬। বাক্যপদীয়, (ভর্তৃহরির বৃত্তি)

(১) অহন্তামমতারূপ অহংকারগ্রন্থির সম্যক্ অতিক্রম মাত্রই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

(২) বিকারসমূহের প্রকৃতিতাবাপত্তিই (অর্থাৎ প্রপঞ্চবিলয়) ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

(৩) বৈকরণ্য অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির নিবৃত্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।[১] কেননা সংসার করণনিমিত্ত। সুতরাং করণ নিবৃত্ত হইলে সংসারও নিবৃত্ত হয়।

(৪) অসাধনা পরিতৃপ্তি। বাহ্যবিষয়সংস্পর্শজনিত তৃপ্তিও হইয়া থাকে। যে তৃপ্তি কোন বিষয় সম্পর্কজনিত নহে, তাহাই মুক্তি।

(৫) আত্মতত্ত্ব (? তৃপ্ত), আত্মকামত্ব এবং অনাগন্তকার্যত্বই (অর্থাৎ অপর কোন বস্তুর কামনারাহিত্যই) মুক্তি।

(৬) পরিপূর্ণশক্তিত্ব (বা সার্ষ্টিতাই) ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

(৭) সর্বপ্রকারে নৈরাত্ম্যই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

তন্মধ্যে প্রথমটাই ভর্তৃহরির নিজ মত, বাকীগুলি অপরের। তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম অহন্তামমতারহিত; অনাদি অবিদ্যা বশত অহন্তামমতাগ্রস্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ঐ অহন্তামমতাকে সম্যক্রূপে অতিক্রম করিলেই জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তিনি বলেন, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করে,[২] "ব্রহ্মামৃত লাভ করে।"[৩] ইত্যাদি ঐ সকল উক্তি দ্বারা তিনি ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব লাভকেই মনে করিয়াছেন। কেননা, তৎ কর্তৃক ধৃত একটা বচনে তাহা পরিষ্কার বিবৃত হইয়াছে; "পরেণ জ্যোতিষৈকত্বং ছিত্বা গ্রন্থীন্ প্রপদ্যতে" (জীব অবিদ্যা গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন করত পরজ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়)।[৪]

শাস্ত্র অবিদ্যাবিষয়ক

ভর্তৃহরি বলেন, "যেহেতু শাস্ত্রার্থ প্রক্রিয়া (অজ্ঞানীর জ্ঞানোৎপাদন রূপ) ব্যবহারার্থ বলিয়া (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) মানিয়া থাকেন, (সেই হেতু শাস্ত্রোক্ত বিষয়সমূহকে বাস্তব বলা যায় না)।"[৫]

১। দ্রষ্টব্য—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" (কঠউ, ২।৩।১০)

২। দ্রষ্টব্য—বাক্যপদীয়, ১।১৩১ ৩। বাক্যপদীয়, ১।১৩২

৪। বাক্যপদীয়, ১।১৩২ (ভর্তৃহরি বৃত্তি)

৫। বাক্যপদীয়, ২।২৩৪.২ (১৭৮ পৃষ্ঠা)।

"শাস্ত্রেষু প্রক্রিয়াভেদৈরবিদ্যৈবোপবর্ণ্যতে।
অনাগমবিকল্পা তু স্বয়ং বিদ্যোপবর্ততে॥"[১]

'শাস্ত্রসমূহে নানা প্রকার প্রক্রিয়াতে একমাত্র অবিদ্যাই উপবর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু (তাহাতে) শাস্ত্রপ্রক্রিয়াবিকল্পবিরহিত বিদ্যা স্বয়ং প্রকটিত হয়।' অর্থাৎ যদিও শাস্ত্রে নানা প্রকার প্রক্রিয়া ভেদে অসত্য অবিদ্যাত্মক জাগতিক বিষয়সমূহেরই বর্ণনা হইয়াছে, তথাপি শাস্ত্রের চর্চা এবং অনুসরণের ফলে সত্য নিষ্প্রপঞ্চ বিদ্যা লাভ হয়।[২] সেইহেতু অজ্ঞানীর জ্ঞানোৎপাদনের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং সার্থক্য আছে। অধিকন্তু ভর্তৃহরি বলেন, বিদ্যা একমাত্র শাস্ত্রলভ্য। "আগম বিনা কেবল তর্ক দ্বারা ধর্মাধর্ম নিশ্চয় করা যায় না। এমন কি ঋষিদিগের জ্ঞানও আগমপূর্বক।"[৩] তিনি নানা যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে ধর্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে প্রসিদ্ধ এবং পরম্পরাক্রমে আগত শাস্ত্রকে তর্ক দ্বারা বাধিত করা যায় না। সেই হেতু শাস্ত্র অপৌরুষেয় এবং সনিবন্ধন।[৪] "যেমন নিরূপাখ্য (অর্থাৎ নামরূপবিহীন) এবং অনিবদ্ধ (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধ কোন প্রকারে নিবদ্ধ করা যায় না, সেই প্রকার) কার্য কারণসমূহে থাকে, সেইরূপ অনাখ্যেয় বিদ্যাও নিশ্চয় শাস্ত্ররূপ উপায় (দ্বারা) লক্ষিত হয়। (শাস্ত্রের) অভ্যাসই (লোকের নিকট) বাণীর অর্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। ঐ অভ্যাস অনাদি এবং মিথ্যাত্মক[৫] হইলেও স্বাভাবিকের ন্যায় ("স্বভাব ইব") প্রতিভাত হয়।"[৬]

"সত্যং বস্তু তদাকারৈরসত্যৈরবধার্যতে।
অসত্যোপাধিভিঃ শব্দৈঃ সত্যমেবাভিধীয়তে॥"[৭]

অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ সত্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অসত্য। ঐ অসত্য জগৎপ্রপঞ্চ দ্বারা প্রকৃত সত্য বস্তু (ব্রহ্ম) অবধারিত হয়। শাস্ত্র

১। বাক্যপদীয়, ২।২৩৫ (১৭৮-৯ পৃষ্ঠা), ৩।১৪।৭৮ (৪৮৯ পৃষ্ঠা)

২। "অবিদ্যোপমর্দনেন হ্যত্তরকালমাগমবিকল্পরহিতা শাস্ত্রপ্রক্রিয়াঃ প্রপঞ্চশূন্যা বিদ্যোপাবর্ততে প্রকটীভবতি। এতদুক্তং ভবতি 'অবিদ্যৈব বিদ্যোপায়' ইতি।" (পুণ্যরাজ)

৩। বাক্যপদীয়, ১।৩০ ৪। ঐ, ১।৩১-৪৩

৫। বেদ অপৌরুষেয় এবং অনাদি, সুতরাং বেদের অভ্যাস ও অনাদি। বেদ শব্দময়। শব্দসমূহ মিথ্যা। সুতরাং বেদের অভ্যাস মিথ্যাত্মক।

৬। বাক্যপদীয়, ২।২৩৬-৭ (১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা)

৭। বাক্যপদীয়, ৩।২।২ (৮৬ পৃষ্ঠা)

অসত্যোপাধিবিশিষ্ট শব্দসমূহ দ্বারা সত্যকে ব্যাখ্যা করে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ভর্তৃহরি এই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল দেবদত্তের গৃহ কোনটি? অপরে উত্তর করিল এই যে গৃহের উপর কাক বসিয়াছে সেইটি। এইখানে কাকরূপ নিমিত্ত সহায়ে দেবদত্তের প্রকৃতগৃহ নির্ণীত হইল। পরন্তু ঐ নিমিত্ত অধ্রুব। কেননা, দেবদত্তের গৃহের উপর সর্বদা কাক থাকে না। প্রশ্নকর্তা ঐ কাককে পরিত্যাগ করিয়া গৃহকে জানিল। সেইরূপ শাস্ত্র জগদ্রূপ উপাধিকে নিমিত্ত করিয়া শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া থাকে। ঐ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম অবশ্যই অশুদ্ধ। কেননা, ঐ উপাধি সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসত্য এবং উহা ব্রহ্মে নিত্য থাকে না। পরন্তু ঐ শাস্ত্রবাক্য হইতে নিরুপাধিক শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে।[১] ঐ বিষয়ে অপর দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন।[২] যেহেতু শব্দ-সমূহ সামান্য কিংবা বিশেষ (উভয়কেই) বিশেষের ন্যায় করিয়া থাকে, সেই হেতু উহা অসত্য ভেদসমূহেই ব্যবস্থিত।"[৩] সুতরাং সমস্ত শব্দ ব্যবহার অসত্যার্থনিষ্ঠ। "লোকের ব্যবহার পরিকল্পিত পদার্থসমূহ দ্বারা (হইয়া থাকে)। শাস্ত্রে লৌকিক পদার্থই কার্যার্থ প্রবিভক্ত হয়।"[৪] যাহা হউক, শাস্ত্র দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয়। যাহারা শাস্ত্র চর্চা করিয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই তাহাদের বৃথা পরিশ্রম মাত্র সার হইয়াছে। তাই ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, "(শাস্ত্রসমূহ) জিজ্ঞাসুগণের (বিদ্যালাভের) উপায়, আর অজ্ঞদিগের (পক্ষে) প্রতারণা।[৫] (জিজ্ঞাসু) অসত্য (রূপ শাস্ত্র) মার্গে স্থির থাকিয়া, অনন্তর সত্যকে (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হয়।"[৬]

১। বাক্যপদীয় ৩।২।৩ (৮৬ পৃষ্ঠা) ২। বাক্যপদীয়, ৩।২।৪-৬ (৮৭-৮ পৃষ্ঠা)

৩। বাক্যপদীয়, ৩।৩।৭১ (১৩২ পৃষ্ঠা)

৪। "ব্যবহারশ্চ লোকস্য পদার্থৈঃ পরিকল্পিতৈঃ।
শাস্ত্রে পদার্থঃ কার্যার্থং লৌকিকঃ প্রবিভজ্যতে।"—(বাক্যপদীয়, ৩।৩।৮৬ (১৩৮ পৃঃ) আরও দ্রষ্টব্য—২।১৪।১০৪-৫ (৫০৩ পৃষ্ঠা)

৫। কাশীর সংস্করণে মুদ্রিত পাঠ "বালানামপলাপনা।", "বালানামুপলালনা" পাঠও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়।

৬। বাক্যপদীয়, ২।২৪০ (১৮০ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

পাঞ্চরাত্রাগমে অদ্বৈতবাদ

(১)

পাঞ্চরাত্র সাহিত্য

পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মূল গ্রন্থসমূহ 'সংহিতা' বা 'তন্ত্র' নামে খ্যাত। উহাদের আধারে অপর এক শ্রেণীর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। উহাদিগকে 'প্রয়োগ' বা 'বিধি' বলা হয়। কথিত আছে যে মূল সংহিতাসমূহ কোন না কোন দেবতা কর্তৃক রচিত; আর অপরগুলি মনুষ্য রচিত। মূল পাঞ্চরাত্র-সংহিতা ১০৮টা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু উহা সংশয়াত্মক। কেননা ১০৮ সংহিতার নামোল্লেখ করিতে গিয়া উপলব্ধ কোন কোন সংহিতা তদপেক্ষা অধিকের, অপর কোন কোন সংহিতা তদপেক্ষা অল্পের নাম করিয়াছে, দেখা যায়। অধিকন্তু নাম সম্বন্ধেও পার্থক্য দেখা যায়। ঐসকল নামরাশির সমাহার করিলে ২১০টি সংহিতা বা তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় সংহিতার ও সদ্ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

পাঞ্চরাত্র মত প্রাচীন। 'মহাভারতে' উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।[২] কোন কোন পুরাণেও উহার উল্লেখ আছে। পাঞ্চরাত্র-সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে উহাদের মূল 'একায়ন বেদ' বা 'একায়ন শ্রুতি।'[৩] কোথাও কোথাও ইহাও বলা হইয়াছে ঋগাদি চতুর্বেদ অপেক্ষাও

১। F. O. Schrader, Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita, Adyar, 1916 pp. 6ff.

২। 'মহাভারত', শান্তিপর্ব, ৩৩৪-৩৪৮ অধ্যায়। উহার প্রাচীনত্বের বিবৃতি, ক্রমে ক্রমে উহার প্রবর্তন ও প্রচারের বিবৃতি বিশেষভাবে ৩৪৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

৩। "বেদমেকায়নং নাম বেদানাং শিরসি স্থিতম্।
তদর্থকং পাঞ্চরাত্রং মোক্ষদং তৎক্রিয়াবতাম্।" —শ্রীপ্রশ্নসংহিতা, ২।৩৮

"একায়নীয় শাখা"র উল্লেখ 'জয়াখ্যসংহিতা'রও আছে। (২০।২৬৯-'২)। 'ছান্দোগ্যোপনিষদো'ক্ত (৭।১।২ প্রভৃতি) 'একায়ন বিদ্যাকেও কেহ কেহ ঐ একায়ন বেদ বলেন।

প্রাচীন উহাদের মূল।[১] যাহা হউক এই প্রকারে সিদ্ধ করিতে প্রচেষ্টা হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্র মত অতি প্রাচীন। পরন্তু উপলব্ধ পাঞ্চরাত্র-সংহিতা সমূহের কোনটাই বেশী প্রাচীন মনে হয় না, কেননা, কোন কোন মুখ্য দার্শনিকবাদ সম্বন্ধে 'মহাভারতো'ক্ত পাঞ্চরাত্রমত হইতে সংহিতোক্ত পাঞ্চরাত্রমতের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়,[২] এবং 'মহাভারতো'ক্ত মতকেই প্রাচীন বলিতে হইবে। পাঞ্চরাত্র-সংহিতাসমূহে তান্ত্রিকতার প্রাচুর্য দেখিয়াও কেহ কেহ উহাদিগকে অর্বাচীন মনে করেন। কিন্তু সংহিতাসমূহের রচনা কাল, কিম্বা রচনার পৌর্বাপর্য নিরূপণ করা অতীব কঠিন। যাহা হউক, উহাদের কতকগুলি হিন্দুস্থানের উত্তরভাগে এবং অপরগুলি দক্ষিণভাগে রচিত হইয়াছিল মনে হয়, যথা, 'ঈশ্বরসংহিতা'য় দেবতার সম্মুখে "দ্রাবিড়ীশ্রুতি"র (তথা-কথিত 'তামিল বেদে'র) পাঠের বিধান আছে,[৩] এবং মহীশূরের মেলকোটের মাহাত্ম্যের কথা আছে।[৪] তাহা হইতে মনে হয় যে উহা দাক্ষিণাত্যে, তামিলপ্রদেশে, বিরচিত হইয়াছিল। ঐ প্রকারের কতিপয় হেতুতে শ্রেডার মনে করেন যে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' কাশ্মীরে প্রণীত হইয়াছিল।[৫] পৌষ্কর-সংহিতা আর্যাবর্তের মধ্যদেশে বিরচিত হইয়াছিল মনে হয়।[৬] দাক্ষিণাত্যে বিরচিত সংহিতার সংখ্যা আর্যাবর্তে বিরচিত সংহিতার সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। পাঞ্চরাত্রমতের প্রথম প্রবর্তন উত্তর-ভারতে, খুব

১। যথা, "মহতো বেদবৃক্ষস্য মূলভূতো মহানয়ম্।
স্কন্ধভূতো ঋগাদ্যাস্তে শাখাভূতাশ্চ যোগিনঃ।" ইত্যাদি—('ঈশ্বরসংহিতা', ১।২৪-৬)

২। যথা, পাঞ্চরাত্রমতের একটা মুখ্য বাদ চতুর্ব্যূহবাদ। 'মহাভারতে' আছে, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীব, তাঁহা হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মন এবং তাঁহা হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। (১২।৩০৯।৩২-৪১) বেদান্তভাষ্যে (২।২।৪২) শঙ্কর এবং 'আগম-প্রামাণ্যে' (৫৪ পৃষ্ঠা) পূর্বপক্ষে যামুন এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন সংহিতায় উক্ত প্রাচীন মতকে ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে। যথা, 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' (৬।৯-১৪) বলা হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণাদি 'যেন' লীলাময় বাসুদেবের জীব, মন বা বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। 'বিষ্বকসেন-সংহিতা'র মতে সঙ্কর্ষণ বস্তুত সমস্ত জীবের এবং প্রদ্যুম্ন মনের অধিষ্ঠাতা। ('তত্ত্বত্রয়', ১২৫-৬ পৃষ্ঠা) যামুনও এই মত অঙ্গীকার করিয়াছেন। (আগমপ্রামাণ্য, ৫৫ পৃষ্ঠা) ভাস্কর লিখিয়াছেন ব্যূহবাদ "অবান্তর", উহা "তন্ত্রান্তরে" পাওয়া যায়, সর্বত্র নহে। (বেদান্তভাষ্য, ২।২।৪১)

৩। 'ঈশ্বরসংহিতা', ১১।২৩৫, ২৫১

৪। 'ঈশ্বরসংহিতা'

৫। শ্রেডারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৯৬-৭ পৃষ্ঠা।

৬। পৌষ্করসংহিতা, যদুগিরি যতিরাজ সম্পৎকুমার রামানুজ মুনি কর্তৃক সংস্কৃত, ১৮৫৭ শক, বাঙ্গালোর, ৩৬।২৯২ দ্রষ্টব্য।

সম্ভব উত্তর-পশ্চিমভাগে হইয়াছিল।[১] পরে তথা হইতে উহা দক্ষিণ-ভারতে প্রচারিত হয়। সেই কারণে বলিতে হয় যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতীয় গ্রন্থগুলি উত্তর ভারতীয় গ্রন্থগুলির পরাক্‌কালীন। অর্বাচীন গ্রন্থসমূহে ইহার বিপরীত ক্রমও দেখা হয়। কেননা দক্ষিণভারতে মত প্রসারের পরও উত্তর-ভারতে কতিপয় সংহিতাগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল।

কাশ্মীরের উৎপল বৈষ্ণব-বিরচিত "স্পন্দপ্রদীপিকা'য় 'পৌষ্করসংহিতা', 'সাত্বতসংহিতা', 'জয়াখ্যসংহিতা', 'হংসপারমেশ্বর-সংহিতা', 'বৈহায়স-সংহিতা' এবং 'কালপর-সংহিতা'র নামোল্লেখ আছে।[২] কোন গ্রন্থবিশেষের নামোল্লেখ ব্যতীতও উহাতে 'পাঞ্চরাত্র', 'পাঞ্চরাত্র শ্রুতি' এবং 'পাঞ্চরাত্রোপনিষৎ' হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩] উহাদের একটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তনে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় পাওয়া যায়।[৪] উৎপল দশম খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার কিঞ্চিৎকাল পরে দাক্ষিণাত্যের যামুনাচার্য (জন্ম ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) স্বপ্রণীত 'আগমপ্রামাণ্য' নামক গ্রন্থে পাঞ্চরাত্র আগমসমূহকে বেদবৎ প্রামাণিক সিদ্ধ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। তিনি 'পরমসংহিতা', 'ঈশ্বরসংহিতা', 'পদ্মোদ্ভবসংহিতা', 'সনৎকুমারসংহিতা' এবং 'ইন্দ্ররাত্রে'র (='মহাসনৎকুমারসংহিতা'র তৃতীয় রাত্র) নাম করিয়াছেন।[৫] সুতরাং ঐ সকল সংহিতা যে তাঁহাদের প্রাক্‌কালীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু যেহেতু উৎপল পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রকে অথবা বিশেষ করিয়া বলিতে, অন্ততঃ কোন কোনটাকে শ্রুতি মনে করিতেন, সেইহেতু মনে হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ তাঁহার অনেক পূর্বকালের।[৬] শ্রেডার মনে করেন যে উহারা অন্তত নবম খ্রীষ্টশতকের পূর্বেকার। 'ঈশ্বরসংহিতা' প্রভৃতি কোন কোন সংহিতায় পাঞ্চরাত্রমতের প্রাচীন আচার্য পরম্পরার মধ্যে শঠকোপের নাম

১। R. G. Bhandarkar, Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, pp, 3-4, 3S-9

২। 'স্পন্দপ্রদীপিকা', বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ, কাশী, পৃষ্ঠা, ৩,৯,১৮,২০,৩৩,৩৪,৫৩

৩। 'স্পন্দপ্রদীপিকা', পৃষ্ঠা, ২,৮,২২,২৯,৩৫,৩৯,৪০,৪১,৭৪ দ্রষ্টব্য।

৪। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ১৭।৭১ এবং 'স্পন্দপ্রদীপিকা' ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। 'আগমপ্রামাণ্য', রামমিশ্র শাস্ত্রী-সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, ৮,৮০-১ পৃষ্ঠা।

৬। যামুন পাঞ্চরাত্রকে স্মৃতি বলিয়াছেন বটে। তবে উহাকে শ্রুতিবৎ প্রামাণ্য মনে করেন। ঐ স্মৃতি তাঁহার সময়ের অনেক পূর্বের না হইলে তিনি ঐ প্রকারে উহাদের প্রামাণ্যের দাবী করিতে সাহস করিতেন না।

উল্লিখিত হইয়াছে।[১] তিনি অষ্টম খ্রীষ্টশতকে প্রাদুর্ভূত হন।[২] সুতরাং বলিতে হয়, ঐ সকল সংহিতা ঐ সময়ের পরবর্তী। 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা' প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে আচার্য রামানুজের (জন্ম ৯৩৮ শকে বা ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে) নামও পাওয়া যায়।[৩] সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ একাদশ খ্রীষ্টশতকেরও পরে বিরচিত হইয়াছে।[৪] আচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপূর্ববর্তী আচার্য ভাস্কর পাঞ্চরাত্রিকদিগের একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[৫]

"আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্‌জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥"

এই বচনটি কোন সংহিতার তাহা তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই, এবং এপর্যন্ত তাহা নিরূপণ করিতেও পারা যায় নাই।

'ঈশ্বরসংহিতা'র মতে[৬] পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে 'পৌষ্কর-সংহিতা' 'সাত্বত-সংহিতা' ও 'জয়াখ্যসংহিতা' মুখ্য, এবং 'পারমেশ্বরসংহিতা' 'ঈশ্বর-সংহিতা' ও 'পাদ্মসংহিতা' যথাক্রমে উহাদেরই বিস্তার। ইহা হইতে অনুমান করা যায় না যে পৌষ্করাদি সংহিতাত্রয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কেননা, 'সাত্বত-সংহিতা'য় 'পৌষ্করসংহিতা', 'বারাহসংহিতা' এবং 'প্রাজাপত্য (বা ব্রাহ্ম) সংহিতা'র নাম আছে।[৭] তাহাতে মনে হয় এই সংহিতাত্রয় 'সাত্বতসংহিতা'

১। 'ঈশ্বরসংহিতা', ৮।১৭৭। এই সংহিতায় উক্ত "দ্রাবিড়ী-শ্রুতি" ও শটকোপাদি রচিত।

২। M. Raghava Iyengar, "The Date of Sri Āṇḍal, "*Journal of Oriental Research, Madras*, Vol. I (1927), pp. 157-166; K.G. Sankar, "The Date of the Tiruppavai," *Ibid*, pp. 167.9; 'The Contemporaries of Periyalvar," *Ibid*, pp. 336-349 স্বামীকন্নু পিল্লৈ এবং শঙ্করের মতে নম্ম আলোয়ার বা শঠকোপ ৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আয়েঙ্গার মনে করেন তিনি উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে, কিন্তু ঐ ৮ম শতকেই প্রাদুর্ভূত হন।

৩। 'বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা', ২।৭।৬৬

৪। মুদ্রিত 'ঈশ্বরসংহিতা'য় আছে যে ভগবান নারায়ণ বলরামকে বলেন যে তিনি পূর্বে ও শেষ এবং লক্ষ্মণরূপে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

"কলাবপি যুগে ভূয় কশ্চিদ্ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
নানাবিধৈর্ভোগজালৈরর্চনং মে করিষ্যসি॥" —(২০।২৭৫'২)

সাম্প্রদায়িক প্রসিদ্ধি অনুসারে শেষাবতার ঐ ব্রাহ্মণ রামানুজই। তাহাতে বলিতে হয় যে উপলব্ধ 'ঈশ্বরসংহিতা' যামুনোক্ত 'ঈশ্বরসংহিতা' হইতে ভিন্ন, অথবা উহার রূপান্তরিত সংস্করণ, অথবা ঐ বচন প্রক্ষিপ্ত।

৫। বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত 'ভামতী' (১।৪।২১) এবং ভাস্কর-প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' (১।৪।২০) দ্রষ্টব্য। শেষোক্ত গ্রন্থের চৌখাম্বা সংস্করণে 'তু' স্থলে 'চ' পাঠ আছে। পরন্তু 'তু' পাঠই অধিক সঙ্গত।

৬। 'ঈশ্বরসংহিতা', ১।৬৪

৭। 'সাত্বতসংহিতা', ৯।১৩৩

অপেক্ষা প্রাচীন। পরন্তু 'পৌষ্করসংহিতা' 'পারমেশ্বরাগম' ও 'সাত্বতসিদ্ধান্তে'র উল্লেখ আছে এবং কথিত হইয়াছে যে 'পারমেশ্বরাগম' সর্বাগমের আদ্য।[১] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় "সংহিতাপুস্তকাদি"র উল্লেখ আছে।[২] পরন্তু অপর কোন বিশেষ গ্রন্থের নাম নাই। উপনিষৎকে যেমন 'শ্রুতির শির' বলা, তেমন, 'ঈশ্বরসংহিতা' বোধ হয় মনে করে যে পৌষ্কর, সাত্বত ও জয়াখ্য সংহিতা পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের শির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ভাগ। কিন্তু এই বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা, 'পাদ্মতন্ত্রে'র মতে 'পাদ্ম', 'সনৎকুমার', 'পরম', 'পাদ্মোদ্ভব', 'মাহেন্দ্র' এবং 'কাণ্ব এই ছয় সংহিতা পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের ষটরত্ন।[৩] 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা'য় সাত্বত এবং 'জয়াখ্য' সংহিতার নামোল্লেখ আছে।[৪] সুতরাং এই সংহিতাদ্বয় উহার আগেকার।

সাধনপদ্ধতির এবং বর্ণমালার রূপের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে জয়াখ্য-সংহিতা' খুব সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টশতকে বিরচিত হইয়াছিল।[৫] 'অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা' উহার পরে রচিত। শ্রেডার মনে করেন যে তাহা উহার বেশী কাল পরের নহে।[৬] ভগবানের প্রাদুর্ভাব বা অবতারসমূহের মধ্যে বুদ্ধের নাম 'পৌষ্করসংহিতা'য় আছে, 'সাত্বতসংহিতা'য় নাই।

১। 'পৌষ্করসংহিতা', ৩১।১৮ ২। 'জয়াখ্যসংহিতা', ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যের Foreword সহ, এম্বর কৃষ্ণমাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, গায়কবাড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, বরোদা, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ ; ১৮।৪৪-১

৩। 'পাদ্মতন্ত্র', ৪।৩৩।১৯৭ এ. গোবিন্দাচার্য স্বামী লিখিত "The Pāñcarātras or Bhagavataśāstra" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain*, 1911, pp. 935-961)

৪। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', ৫।৫৯

৫। 'জয়াখ্যসংহিতা', Foreword, ২৬-৩৪ পৃষ্ঠা।

৬। শ্রেডারের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৯৭-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২)

জয়াখ্য-সংহিতা

ব্রহ্ম

'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ।[১] উহা বিভু, নিত্যতৃপ্ত, নিরঞ্জন, নিত্য, শুদ্ধ এবং সুনির্মল।[২] উহা সর্বহেয়বিবর্জিত, স্বসংবেদ্য, সর্বক্রিয়াবিবর্জিত এবং সর্বাশ্রয়। উহা অনৌপম্য অর্থাৎ উহার তুল্য কিছুই নাই। সুতরাং উহাই পরমতত্ত্ব এবং (জীবের) পরাগতি।"[৩] "হেয়বিবর্জিত" বলাতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে উহা কল্যাণযুক্ত। পরন্তু ঐ অনুমান ঠিক হইবে না, বোধ হয়। কেননা, ইহাও স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম "হেয়োপাদেয়রহিত"।[৪] উহা "কল্পনারহিত",[৫] "ভাবাতীত এবং স্ফটিকবৎ শুদ্ধ।"[৬] ব্রহ্মের কোন নাম বা রূপ নাই।[৭] উহা অমূর্ত।[৮] উহাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না, কিম্বা সদসৎও বলা যায় না।[৯] প্রকৃত পক্ষে উহার স্বরূপ প্রমাণ দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নহে।[১০] তাই উহা কোন প্রকারে নির্দেশ করা যায় না। সুতরাং উহা "অনির্দেশ্য।[১১] উহা "অপ্রতর্ক্য, অনির্দেশ্য, অনৌপম্য, অনাময়, সূক্ষ্ম, সর্বগত, নিত্য, ধ্রুব এবং

১। "যৎ সর্বব্যাপকং দেবং পরমং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
চিৎসামান্যং জগত্যাস্মিন্ পরমানন্দলক্ষণম্ ॥" —(৪।৩)

২। "ব্যাপকে তু জগন্নাথে নিত্যতৃপ্তে নিরঞ্জনে।
ইচ্ছারূপধরে নিত্যে শুদ্ধে বুদ্ধে সুনির্মলে ॥" —(১।১৫)

৩। "আনন্দলক্ষণং ব্রহ্ম সর্বহেয়বিবর্জিতম্ ॥
স্বসংবেদ্যমনৌপম্যং পরা কাষ্ঠা পরাগতিঃ।
সর্বক্রিয়াবিনির্মুক্তং সর্বেষামাশ্রয়ং প্রভুঃ ॥" —(৪।৬০,২-৬১)

৪। "হেয়োপাদেয়রহিতং সুমিতানন্দবিগ্রহম্।
প্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যং যত সংবিন্ময়ং মহৎ ॥" —(৪।১০৫)

৫। "কল্পনারহিতং যতঃ"-(৪।৯৮-১)

৬। "ভাবাতীতং পরং ব্রহ্ম স্ফটিকামলসন্নিভম্।" —(৪।১০৯.১)

৭। "তদ্ব্রহ্ম হ্যনামকম্"—(১।১৯.২); "বর্ণৈর্বিরহিতং সর্বৈর্নীরূপত্বাৎ সিতাদিকৈঃ ॥" —(৪।৯৭.২)

৮। "অমূর্তঃ" (৪।২০.২), "অমূর্ত এব সর্বেশো হ্যভ্যাসাদুপলভ্যতে ॥"—(৪।১০২২)

৯। "অনাদি তদনন্তং চ ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।" —(৪।৬৩.১)

১০। "প্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যং"—(৪।১০৫.২)

১১। ৪।১০৭.২ ; ১৬।২৮৮.২

অব্যয়।"[১] উহা "বাক্যাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত। (তাই বলিয়া উহা শূন্য বা অভাব নহে)। উহা স্বানুভাব মাত্র। উহাকে আছে বা সৎ মাত্র বলা যায়। উহার কোন তুলনা নাই, কোন আলম্বন নাই।"[২] উহা "কেবল ও নির্গুণ।"[৩] উহা দেশ ও কালের অতীত।[৪] এই রূপে জানা যায়, ব্রহ্ম নির্বিশেষ।

উপরে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের পরম স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মের অপর একটি রূপ ও 'জয়াখ্যসংহিতা'য় বর্ণিত হইয়াছে। উহা সহস্রশির, সহস্রকর, সহস্রপাদ, ইত্যাদি।[৫] ঐ দৃষ্টিতে ব্রহ্ম "সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বেশ্বর ও সর্বশক্তিমান; তিনিই সব। তিনি স্বাধীন, প্রভু ও পরমেশ্বর।"[৬] সুতরাং এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। এই রূপ পূর্বোক্ত রূপের বিপরীত। এই প্রকারে 'জয়াখ্যসংহিতা'য় কখন কখন ব্রহ্ম পরস্পরবিরুদ্ধগুণযুক্ত, কোন কোন গুণযুক্ত এবং রহিত বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। যথা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম "সকল ও নিষ্কল",[৭] "বিভক্ত ও অবিভক্ত",[৮] "চল ও অচল",[৯] "নির্গুণ ও গুণভোক্তা",[১০] "ইন্দ্রিয়যুক্ত ও ইন্দ্রিয়বর্জিত",[১১] "সর্ববর্ণরসহীন ও সর্বগন্ধ-রসান্বিত",[১২] "সর্ব ও সবাতীত"[১৩] ইত্যাদি।

ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ব্রহ্ম কি সমকালে এবং সর্বদাই পরস্পরবিরুদ্ধ গুণযুক্ত, না ক্রমে ঐ প্রকার হন? অপর কোথায়, পরস্পরবিরুদ্ধগুণসমূহ কি ব্রহ্মে সমভাবে সহাবস্থান করে, না দেশ ও কাল ভেদে অবস্থান করে? এই শঙ্কা মনে উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক? 'জয়াখ্যসংহিতা'য় তাহা উল্লিখিত

১। ১৬।২৮৮.২—২৮৯.১

২। "সর্বোপমানরহিতং বাগতীতং স্বসংবেদনম্।
অস্তীতি পরমং বস্তু নিরালম্বনমতীন্দ্রিয়ম্॥"— (৫।২৯)
'কঠোপনিষদে'ও আছে।

৩। "কেবলং চিৎস্বরূপশ্চ গুণগুণ্যশ্চ নির্গুণঃ।" —(১।১৭.২)
"গুণগুণ্যঃ" স্থলে "গুণশূন্যঃ" পাঠও দৃষ্ট হয়। ঐ পাঠই উত্তম মনে হয়। ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ গুণের দ্বারা শূন্য আছে।

৪। "নাবচ্ছিন্নং হি দেশেন ন কালেনান্তরীকৃতম্॥" —(৪।৭৭.২)

৫। ২।৬— ; ৪।৬৬.২— ; ৪।১২৭—১৩০॥ ৬। ৪।৬৯.২—৭০.১

৭। "সকলো নিষ্কলাত্মকঃ"—(২।২৮-২) ৮। ৪।৬৭.১

৯। "চলাচলং তু তদ্বিদ্ধি"—(৪।৬৬.১) ১০। "নির্গুণো গুণভোক্তা চ"—(৪।৬৫.২)

১১। "সগুণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বৈর্ভাসিতং চৈব বর্জিতম্"—(৪।৬৪.২)
"সেন্দ্রিয়ৈস্তু গুণৈরেবং সংযুক্তশ্চাপি বর্জিতঃ।" —(৪।৮৫.১)

১২। "সর্ববর্ণরসৈর্হীনং সর্বগন্ধরসান্বিতম্।"—(৪।৬৯.১) ১৩। (৪।৬৯.২, ৭৪.১)

হইয়াছে।[১] কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম দেশ ও কালের অতীত; উহাদের দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন। সুতরাং দেশ ও কাল ভেদে তিনি গুণবিশেষ দ্বারা যুক্ত ও রহিত বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না, ব্রহ্মের পরম স্বরূপ অচ্যুত, অক্ষর ও অক্ষোভ্য। উহা শাশ্বত ও সনাতন।[২] সুতরাং উহা কূটস্থ নিত্য। অতএব উহার কোন প্রকার বিকার হইতে পারে না। উহার কোন প্রকার ক্রিয়া হইতে পারে না। উহা নির্বিকার[৩] এবং সর্বক্রিয়ারহিত। ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত এবং নিরঞ্জন।[৪] কোন প্রকার ক্রিয়ার সম্বন্ধও তাঁহাতে নাই।[৫] সুতরাং নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ হইতে পারেন, বলা যায় না। যাহা হউক, 'জয়াখ্যসংহিতা'র বিশেষভাবে দৃষ্টিভেদে, উপাধিসম্পর্কে এবং উপচার ক্রমেই পূর্বোক্ত শঙ্কার সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মের চলাচলত্ব সম্বন্ধে তথায় ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। আকাশ স্থির। উহার গতাগতি নাই। পরন্তু ঘটের গতাগতি আছে। ঘট এক স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইলে তন্মধ্যস্থ আকাশও স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। এইরূপে ঘটের চলতা আকাশে উপচরিত হইলে অচল আকাশ সচল মনে হইয়া থাকে। ব্রহ্মের চলাচলত্ব ও সেই প্রকারে প্রতীতি হইয়া থাকে।[৬] ঘটের অন্তরে ও বাহিরে যেমন আকাশ, অথবা জলান্তর্গত ঘটের ভিতরে ও বাহিরে যেমন জল, তেমন সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই ব্রহ্ম সতত বিরাজমান।[৭] জগতের গতাগতির উপচারবশত ব্রহ্ম চলাচল মনে হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম স্বরূপত নীরূপ ও নীরস। পরন্তু জগতের বিচিত্র রূপরসাদির উপচারক্রমে তিনি সর্বরূপরসাদিযুক্ত বলিয়া মনে হইয়া

১। নারদ ভগবানকে বলেন,

"সর্বতঃ পাণিপাদাদ্যৈর্যত্ত্বক্তং লক্ষণৈস্তয়া।
ন চৈকমুপপদ্যেত ঘটতে তদ্যথাঽদিশ॥" —(৪।৭২)

২। "যত্তদক্ষরমক্ষোভ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥" —(১।২১·২), "শাশ্বতে চাক্ষরেঽচ্যুতে" (১।১৪·২); "পরমং ব্রহ্ম শাশ্বতম্" (৪।৩·১)

৩। "যোঽবিকারঃ পরঃ শুদ্ধঃ স্থিতঃ সংবেদনাৎপরে।" —(৬।২২০·২)

৪। "নিত্যতৃপ্তে নিরঞ্জনে" (১।১৫·১)

৫। "অবিকারমসম্বন্ধং যদ্রূপং তৎ পরং বিভোঃ॥" —(১।৭৭·২)

৬। ৪।৮৮·২—৮৯

৭। ৪।৮৭·২—৮৮·১

থাকেন।[১] তিনি সর্বপ্রকার ভেদরহিত হইলেও ভূতোপাধি হেতু ভেদভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন।[২] ব্রহ্মের অপরাপর বিরুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। সমস্তই ঔপচারিক। সংক্ষেপে, উপচার ক্রমেই তিনি বিরাট বা বিশ্বরূপ, পরমার্থত নহেন।[৩]

ঐ সকল উপাধি স্বাভাবিক না আগন্তুক? উহারা সত্য না মায়িক? এই সকল প্রশ্নই এখন বিশেষ বিচার্য। কেননা, উপাধিসমূহ সত্য হইলে, ব্রহ্মকে দ্বৈতাদ্বৈত বলিতে হয়। ভেদাভেদ সম কিংবা ক্রম যাহাই হউক না কেন, উহাকে সত্য বলিতে হয়।[৪] আমরা দেখিয়াছি, জগৎকেই বিশেষভাবে ব্রহ্মের উপাধি বলা হইয়াছে। সুতরাং উপাধি সত্য হইলে জগৎ সত্য হয়। পরন্তু 'জয়াখ্যসংহিতা'য় অতি স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম সর্বোপাধিবিবর্জিত।"[৫] সুতরাং তাঁহাতে কোন প্রকার উপাধি বস্তুত নাই। অতএব বলিতে হয় যে ঐ সকল উপাধি সত্য নহে, মায়িক। আবার মায়া ও ব্রহ্মে বস্তুত নাই। কেননা, তাঁহার স্বরূপ "মায়াবিবর্জিত"[৬] কোন কোন স্থলে অজ্ঞানকে উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে। কথিত হয় যে ব্রহ্ম অতি দূরে এবং অতি সমীপে।[৭] 'জয়াখ্যসংহিতা' বলে, অজ্ঞানবশতই ব্রহ্ম অতি দূরে মনে হয়, পরন্তু জ্ঞান হইলে উহাকে অতিসমীপে, আত্মস্বরূপ বলিয়া অবগতি হয়।[৮] ব্রহ্মে অপরাপর ধর্মের সদ্ভাব প্রতীতি ও সেইপ্রকার অজ্ঞানজ হইতে পারে। এই বিষয়ে অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে।

১। "বর্ণৈর্বিরহিতং সর্বৈর্নীরূপত্বাৎ সিতাদিকৈঃ॥
মধুরাদিরসৈস্তদ্বৎ কল্পনারহিতং যতঃ।
ময়ূরকণ্ঠবৎসর্বৈর্বর্ণৈস্তদুপপদ্যতে॥
অনুভবাত্রসানা চ তথা সর্বরসাত্মকঃ।
সর্ববর্ণরসৈর্হীনো যুক্তশ্চাতঃ স্বতোঽচ্যুতঃ॥" —(৪।৯৭·২—৯৯)

২। "ভূতেভ্যশ্চাবিভক্তং তদ্বিভক্তমুপলভ্যতে—(৪।৬৭·১)

৩। "তথা সহস্রমূর্ধা যঃ সহস্রাক্ষসহস্রপাৎ" ক্রমে আরম্ভ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে "মুখেঽগ্নিরাপঃ স্বেদো বৈ গ্রহা ঋক্ষাদয়ো মলম্।" (৪।১২৭—১৩০·১ ; অতঃপর বলা হইয়াছে যে

"মলমস্যোপচারত্বাদ্যত্ত্বেবং পরমার্থতঃ॥" (৪।১৩০·২)

৪। কোথাও কোথাও প্রকৃতই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে।

৫। "এষ নারায়ণো দেবঃ সর্বোপাধিবিবর্জিতঃ॥" —(৪।১০৬·২) ; ৬। ৪।১০৬·১

৭। "দূরস্থিতস্তথা হৃৎস্থঃ পরমাত্মা পরঃ প্রভুঃ॥" —(৪।৬৬·২)

৮। "অজ্ঞানাচ্চাতিদূরস্থং জ্ঞানাৎ সম্ভাব্যতে হৃদি।
যদা তদা সমীপস্থং স্বসংবেদ্যশ্চিদাত্মকঃ॥" —(৪।৯১)

কথিত হইয়াছে বিষ্ণুর ভোগমোক্ষপ্রদ মন্ত্রমূর্তি সকল ও নিষ্কলভেদে দ্বিবিধ।[১] তাঁহার ধ্যানে উহাদের সম্পর্ক এই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

"নির্মলং স্ফটিকং যদ্বদুপরাগেন কেনচিৎ।
স্ফটিকং চোপরাগস্য নান্তরং সংবিশেদ্‌যথা॥
উপরাগস্তমিচ্ছাতঃ সংবিশেৎ স্ফটিকান্তরম্।
এবং হি সকলং রূপং নিষ্কলেন সহ স্মরেৎ॥[২]

'নির্মল স্ফটিক কোন রঙ্গীন বস্তুর সমীপস্থ হইলে ঐ রং যুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। স্ফটিক ঐ উপরাগের মধ্যে প্রবেশ করে না, উপরাগই স্ফটিকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উহাতে অর্থাৎ ঐ উপরাগ গ্রহণে স্ফটিকের কোন ইচ্ছা নাই। ঐ প্রকারে নিষ্কল সকল বলিয়া প্রতীতি হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুর সকল ভাব অধ্যস্ত, বাস্তব নহে। অন্যত্র আছে যে বিষ্ণুতত্ত্ব এক ও অনেক ভেদগ। তিনি স্বরূপত নিরাশ্রয়, সঙ্কল্পবিহীন, অচল, ধ্রুব, এবং গ্রাহ্যগ্রাহক ধর্মসমূহ হইতে নির্মুক্ত একই। ঐ স্বরূপ হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন না, সুতরাং স্থিরই থাকেন ("স্বরূপাদচ্যুতং স্থিরম্")। তথাপি তিনি ব্যাপ্তব্যাপক-ভেদে অনেকধা স্থিত বলিয়া প্রতীতিগোচর ও বিবৃত হইয়া থাকেন।[৩]

জগৎ

জগৎ সম্পর্কে ব্রহ্ম পরম কারণ।[৪] তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, তাঁহাতেই জগতের লয় হয় এবং তিনিই জগৎ[৫]। তিনিই সর্ব। সুতরাং তিনি জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ। ঐ দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে বাসুদেব বলা হয়। বাসুদেব স্বীয় তেজ দ্বারা আপনাকে ক্ষুভিত করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অচ্যুতকে সৃষ্টি করেন। অচ্যুত আবার বাসুদেবের আশ্রয়ে আপনাকে ক্ষুভিত করিয়া, সমুদ্র যেমন বুদ্বুদ উৎপন্ন করে সেই প্রকারে সত্যকে উৎপন্ন করে। সত্য আবার ঐ প্রকারে পুরুষ নামক অনন্তকে উৎপন্ন করে। অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই পুরুষ হইতে তাঁহার ইচ্ছা

১। জয়াখ্যসংহিতা, ৪।৩০-
২। জয়াখ্যসংহিতা, ১২।১০০—১
৩। জয়াখ্যসংহিতা, ১৬।১০.২—১২.১
৪। "কারণায় পরায় চ" (২।৫.২); "পরমং কারণম্" (২।৬০.২)
৫। "সত্ত্বরূপায় শান্তায় নমো বিশ্বাত্মনায় চ।
ভবায় ভবসূত্রে "চ সর্গস্য প্রভবায় চ॥" —(২।৮)

ব্যতীত ও ("অনিচ্ছতঃ") দেবমনুষ্যাদি জীবনিবহ উৎপন্ন হয়। তিনি উহাদের সকলের আশ্রয়, অন্তর্যামী এবং পরমেশ্বর। অবতারাদিও তাঁহারই অংশ।[১]

বাসুদেব, অচ্যুত, সত্য এবং পুরুষ পরস্পর সম্যক্‌ ভিন্ন নহে। পুরুষ সত্য হইতে অভিন্ন। একাত্মকরূপে পুরুষ ও সত্য অচ্যুত হইতে অভিন্ন। অচ্যুতও সেই প্রকারে বাসুদেব হইতে অভিন্ন। এইরূপে পুরুষ, সত্য ও অচ্যুত-এই চিদ্রূপ ত্রিতয় আশ্রিত ও আশ্রয়রূপে অভেদে শান্ত সংবিৎস্বরূপ বাসুদেবে অবস্থিত।[২] তাঁহারা সকলেই সঙ্কল্পরহিত। সুতরাং প্রত্যেকটি উহার পূর্ববর্তীটি হইতে উহার অনিচ্ছায় উদিত হইয়াছে।[৩] তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অসাঙ্কল্পিক সৃষ্টি, পারস্পরিক সংক্রান্তি এবং অভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "দীপ যেমন সঙ্কল্প ব্যতীতই নিজেকে ও পরকে আলোক প্রদান করে, সেইরূপ উহাদের একে অন্যরূপে সংস্থিত। দর্পণসমূহ যেমন অতীব নির্মলতা হেতু পরস্পরের প্রতিবিম্ব অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, উহাদের পরস্পর-সংক্রান্তিও তদ্বৎ। ব্যোম ও স্ফটিকের ভেদ যেমন প্রতীত হয় না, প্রকাশাত্ম উহাদের অভিন্নতাও তদ্রূপ।"[৪]

এই সকল দৃষ্টান্তের গূঢ় রহস্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীপ ও স্বচ্ছ দর্পণ যেমন বিনা সঙ্কল্পে আপন আপন স্বভাববশত যথাক্রমে আলোক প্রদান করে এবং প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, প্রকাশাত্মক বাসুদেবাদিও ঠিক সেই প্রকারে বিনাসঙ্কল্পে অচ্যুতাদিকে উৎপন্ন করে। সুতরাং এই দৃষ্টান্তদ্বয়ে এই প্রকারে উপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতি আছে। পরন্তু ব্যোম ও স্ফটিকের দৃষ্টান্ত সঙ্গত কি? ব্যোম ও স্ফটিকের অভেদ-প্রতীতি উহাদের স্বভাববশত

১। "সঃ বাসুদেবোভগবাংস্তদ্ধর্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
স্বদীপ্তং ক্ষোভয়িত্বা তু বিদ্যাবৎ স্বেন তেজসা।
প্রকাশরূপী ভগবানচ্যুতশ্চ (? তং চা) সৃজদ্দ্বিজ ॥ ৪ ॥" ইত্যাদি—(৪।৩—১১)

২। ৪।১২—১৪·১

৩। "সোঽন্তর্যামী প্রকাশাত্মা চিদ্রূপঃ স প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
ত্রিতয়ে যস্তথারূপোঽনিচ্ছাত উদিতঃ সদা।
অসঙ্কল্পাত্মকা সর্বে প্রসরন্তি পরস্পরম্ ॥" —(৪।১৪·২—১৫)

৪। "দীপবন্মুনিশার্দুল স্বপরালোকদাস্তু বৈ।
সঙ্কল্পেন বিনা তদ্বদন্যোঽন্যত্বেন সংস্থিতাঃ ॥
গৃহ্ণন্তি প্রতিবিম্বত্বং দর্পণেষিব দর্পনম্
অতীব দ্বিজ নৈর্মল্যাৎ সংক্রান্তানাং পরস্পরম্ ॥
প্রবিভাগো ন জায়তে ব্যোমস্ফটিকয়োর্যথা।
ভাসাত্মস্য বিপ্রেন্দ্র তথা তেষামভিন্নতা ॥" —(৪।১৬—৮)

হইলেও ইন্দ্রিয়দোষজ বা অজ্ঞানজ। বাসুদেবাদির পারস্পরিক অভিন্নতাও সেই প্রকার অজ্ঞানজ? যদি তাহাই হয়, তবে ভেদকে সত্য বলিতে হয়, অভেদকে প্রাতীতিক বলিতে হয়। বলা হইয়াছে যে অচ্যুতাদিতে বাসু-দেবাদিতে সংক্রান্তিও দর্পণে প্রতিবিম্ব সংক্রান্তির তুল্য। দর্পণের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্ব আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, বস্তুত নাই। ("দর্পণেম্বিব") সুতরাং এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অচ্যুতাদির বাস্তবতা থাকে না, অতএব উহাদের পারস্পরিক ভেদও বাস্তব হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তত্রয় হইতে পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ঐ প্রতিবিম্ববাদ মতে দেবমনুষ্যাদিও পুরুষের, এবং তৎক্রমে বাসুদেবের, প্রতিবিম্ব হয়।

এইখানে আরও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। কথিত হইয়াছে যে বাসুদেবাদি নিজেকে ক্ষুভিত করিয়া ("ক্ষোভয়িত্বা") ক্রমে অচ্যুতাদিকে উৎপন্ন করেন। আবার বলা হইয়াছে যে বাসুদেব শান্ত সম্বিৎস্বরূপ। বাসুদেব কখন শান্ত থাকেন এবং কখন বিক্ষুব্ধ হন, মনে করিলে ঐ উক্তি-দ্বয়ের সমন্বয় হয়। পরন্তু ব্রহ্ম এবং বাসুদেবের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? তাঁহারা ভিন্ন কি অভিন্ন তত্ত্ব? তাহা বিচার্য। কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের পরম স্বরূপ কূটস্থ নিত্য, "অক্ষর এবং অক্ষোভ্য"। বাসুদেবকে শান্ত মাত্র মনে করিলে ব্রহ্ম হইতে উহাকে অভিন্ন বলা যাইতে পারে। পরন্তু উহা কখন শান্ত থাকে এবং কখন ক্ষুভিত হয় মনে করিলে, ব্রহ্ম হইতে উহাকে ভিন্ন বলিতে হইবে। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় প্রকৃত পক্ষে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম বাসুদেবাদি হইতে ভিন্ন। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে তত্ত্বত বাসুদেব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, বাসুদেব ব্রহ্মধর্মী।

"বাসুদেবাদিভিন্নং তু বহ্ন্যর্কেন্দুশতপ্রভম্।
স বাসুদেবো ভগবাংস্তদ্ধর্মা পরমেশ্বরঃ॥"[১]

বাসুদেব যদি ব্রহ্মের ঔপাধিক রূপ কিম্বা প্রতিবিম্ব হয়, তবে ঐ সমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির সঙ্গতি অতি সহজে হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উপাধি-

---

১। ৪।৩; 'জয়াখ্যসংহিতা'র সম্পাদক পণ্ডিত কৃষ্ণমাচার্য মনে করেন যে, "বাসুদেবাদি-ভিন্নং" স্থলে "বাসুদেবাদভিন্নং" পাঠ হইবে। এই অনুমান সত্য হইলে ব্রহ্ম ও বাসুদেব অভিন্ন হন। এক স্থলে তাহা স্পষ্টত বলা হইয়াছে

"সঃ ব্রহ্মপরমমেতি বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্॥" —(৬।৫৯·২)

পরন্তু এই অভেদ কি পূর্ণতয়া, না আংশিক? অচ্যুতাদিকে যে হিসাবে বাসুদেবাদি হইতে

বাদেরই সহায়ে ব্রহ্মবিষয়ক পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও বাসুদেবের সম্পর্ক সম্বন্ধেও উহার উপয়োগ করা যাইতে পারে। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে অচ্যুতাদি বাসুদেবের প্রতিবিম্বস্বরূপ। বাসুদেবকেও সেই প্রকারে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহাতে ঐ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির সঙ্গতি হয়। এই প্রকারে বলা যায় যে ব্রহ্মস্বরূপে নিশ্চল স্থিত থাকিয়াও বাসুদেবাদি জগদ্রূপ হইয়াছেন। উক্ত দৃষ্টান্তত্রয় হইতে নারদ, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বুঝিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং অমূর্ত থাকিয়াই মূর্ত হইয়াছেন।[১] তাই তিনি বাসুদেবাদির তত্ত্ব অবগত হইয়াও ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।[২] ঔপাধিক রূপ পরিজ্ঞাত হইলেও বস্তুর নিরুপাধিক প্রকৃত স্বরূপের সম্যক জ্ঞান হয় না। প্রতিবিম্বের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেও বিম্বের স্বরূপ যথার্থত অবগতি হয় না। সুতরাং নারদের ঐ জিজ্ঞাসা সম্যক্ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। এবং ঐ জিজ্ঞাসা হইতেও সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্ম স্বরূপত "বাসুদেবাদি হইতে ভিন্ন।"

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জাগতিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন, তিনি

অভিন্ন বলা হইয়াছে, বাসুদেব কি সেই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, না সর্বপ্রকারে অভিন্ন? ব্রহ্ম ও বাসুদেব সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে। কেননা, ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য, আর বাসুদেব কখন শান্ত এবং কখন বিক্ষুব্ধ। যেখানে উভয়কে অভিন্ন বলা হইয়াছে সেখানে স্পষ্টতই বাসুদেবকে "অব্যয়" বলা হইয়াছে।

১। "ময়ৈতদ্বিদিতং সর্বং সর্বেশ ত্বদনুগ্রহাৎ।
যথা হ্যস্য (সি ?) ত্বমব্যক্তো হ্যমূর্তো মূর্ততাং গতঃ॥" --(৪।২০)

২। নারদ বলেন,

"জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভগবন্ স্বরূপং তে যথার্থতঃ।
স্থূলং সূক্ষ্মং পরং চৈব অধ্যাত্মনি যথা বহিঃ।
ভবৎপ্রসাদসামর্থ্যাদ্ভিন্নৈতত্ত্রিতয়ং কথম্।
ব্যজতে বিষয়স্থানাং কুরু মেঽনুগ্রহং বদ॥" —(৪।২১-২)

উত্তরে ভগবান স্থূলাদিরূপের বর্ণনা করত (৪।২৩-৩৩) জীবের ব্রহ্মসমাপত্তি ও তাহার সাধন বর্ণনা করেন। (৪।৩৪-৫৮) এই প্রাসঙ্গিক প্রকরণের অবসানে নারদ ব্রহ্মস্বরূপ-যাহা পরাতীত তুরীয়, (৬।২০৯)—বিষয়ে তাঁহার পূর্বজিজ্ঞাসা স্মরণ করাইয়া দেন।

"আচক্ষ ভগবন্ ব্রহ্ম প্রাগ (গ্ স্ব ?)ৎ সঞ্চোদিতং ময়া।
তন্মে ন বিদিতং সম্যগ্ যদর্থে ক্রিয়তে ক্রিয়া॥
যৎ প্রাপ্য ন পুনর্জন্ম ভবেহস্মিন্ প্রাপ্যতে বুধৈঃ।" —(৪।৫৯—৬০'১)

তখন ভগবান পরব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থত বিবৃত করেন। (৪।৬০-২—১১৮'১) আমরা তাহা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি।

সর্ব। উহার কিঞ্চিদ্‌ বিশেষ বিবৃতিও আছে। তিনি নানারূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। তিনি তেজ, বায়ু ও চন্দ্ররূপে, জীবসমূহে প্রাণবায়ুরূপে, ঔষধিসমূহে ষড়্‌রসরূপে এবং সমস্ত পার্থিব ধাতুরূপে অবস্থিত আছেন। তিনি ঈশ্বর, পুরুষ, শিব, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সোম, শব্দ, জ্যোতি, জ্ঞান, কাল, জীব, ক্ষেত্র ও ভূত প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হন। সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে তিনি পদ্মতন্তুর অযুতের কোট্যংশ প্রমাণে এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল বস্তুসমূহে কিঞ্চিৎ স্থূল প্রমাণে সংস্থিত আছেন। প্রকৃত বিচারে তিনি বিভুই।[১] বস্তুত, "তাঁহার কোন মান, রূপ (ও নাম) নাই। তিনি এক হইয়াও বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন মানে, রূপে (ও নামে) অবস্থিত আছেন।"[২] ইহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে ব্রহ্মের নামরূপাদি সমস্তই ঔপাধিক কিংবা ঔপচারিক। তাঁহার স্বরূপ যে নামরূপবিহীন ("অনামকং," অমূর্তঃ", "নীরূপত্বাৎ") অপ্রমেয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জগদ্রূপ উপাধি তাঁহাতে আছে এবং নাইও। প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "হে দ্বিজ! নির্মল দর্পণ মধ্যে (প্রতিবিম্বরূপ) কিঞ্চিদ্বস্তু অবস্থিত আছে (বলিয়া প্রতিভাত হয়); উহা যেমন দর্পণ মধ্যে আছে এবং নাইও, সেইরূপ এই মায়াময় বিশ্বে ইন্দ্রিয়গুণাদি সমস্ত তাঁহাতে আছে এবং নাইও।"[৩] এখানে প্রতিবিম্বকে 'কিঞ্চিদ্বস্তু' বলাতে বুঝা যায় যে উহা প্রকৃত বস্তু নহে, বস্ত্বাভাস মাত্র। বিশ্বপ্রপঞ্চও সেইরূপ বস্ত্বাভাস মাত্র। আবার উহাকে মায়াময় বলাতে বুঝা যায় যে উহা মায়িক প্রতিভাস মাত্র। অন্যত্রও ঐ দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে প্রতিবিম্ব দর্পণ মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয় মাত্র, ("দর্পণেষ্বিব"), পরন্তু বস্তুত তথায় নাই। সেই প্রকারে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আছে বলিয়া প্রতিভাত হয় মাত্র, কিন্তু

১। ৪।১১১-৭

২। "নানাভেদেন ভেদানাং নিবসত্যেক এব হি।
ন তস্য বিদ্যতে মানং ন চ রূপং মহাত্মনঃ॥" —(৪।১১০)
"এবমেকঃ পরো দেবো নানাশক্ত্যাত্মরূপধৃৎ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নিষ্ঠা সন্‌ ব্রহ্মবেদিনাম্‌।" —(৪।১১৭·২—১১৮·১)

৩। "নির্মলে দর্পণে যদ্বৎ কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিতিষ্ঠতি।
ন চ তদ্দর্পণস্যাস্তি অস্তি তস্য চ তদ্দ্বিজ॥
সোঽস্ত্রিয়ৈস্তু গুণৈরেবং সংযুক্তস্তাপি বর্জিতঃ।
অস্মিন্মায়াময়ে বিশ্বে ব্যাপী সর্বেশ্বরঃ প্রভুঃ॥" —(৪।৮৪-৫)

বস্তুত তাহাতে নাই। 'ভগবদ্গীতা'য়ও আছে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে আছে এবং নাইও।[১] পরন্তু তথায় প্রদত্ত আকাশ এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত[২] অপেক্ষা 'জয়াখ্য-সংহিতা'য় প্রদত্ত দর্পণ ও প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত অধিকতর সঙ্গত। এখানে আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্ত কিঞ্চিদ্ ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আকাশ ও বায়ুর মধ্যে যেমন ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও সেইরূপ ভেদ এবং অভেদ সম্পর্ক আছে।[৩] এই ভেদাভেদ সম্পর্ক বুঝাইতে অগ্নি এবং উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে।[৪] এই দৃষ্টান্তদ্বয়কে সুপ্রযুক্ত বলা যায় না। কেননা এই সকল দৃষ্টান্তে ভেদ বাস্তবিক, অভেদ প্রাতীতিক। প্রাতীতিক অভেদকে খণ্ডন করত ভেদ সিদ্ধ করিতে উহারা উপযোগী। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহাকে প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। অভেদ কিম্বা ভেদাভেদ যদি থাকে, উহাকেই দেখাইতে হইবে। ঐ দৃষ্টান্তদ্বয় এই বিষয়ে অনুপযোগী। অধিকন্তু দর্পণপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তের সঙ্গে উহাদের ঠিক সঙ্গতি হয় না। যদি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ সম্পর্ক বুঝাইতেই ঐ দৃষ্টান্তদ্বয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে উহাদিগকে নির্দোষ বলা যায়। ঐ প্রসঙ্গে প্রদত্ত অপর দৃষ্টান্তসমূহ পর্যালোচনা করিলে, ঐ অনুমান যথার্থ মনে হয়।

ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, আবার সংহার করেন। তিনিই জগৎ পালন করেন।"[৫] এক অভিন্নরূপে থাকিয়াই ("একেনাভিন্নরূপেন"[৬]) তিনি এই সকল বিরুদ্ধ কর্ম করিয়া থাকেন। আলোক এবং অন্ধকার যে প্রকার সূর্যাধীন, সেই প্রকারে স্বতন্ত্র তিনি সৃষ্টি ও সংহার করেন।[৭] অর্থাৎ প্রকাশমান সূর্য যেমন উপাধিযোগে অন্ধকার উৎপন্ন করে, তেমন নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম উপাধিযোগে সৃষ্টি ও সংহার ক্রিয়া করেন।

বাসুদেব হইতে অচ্যুতাদি ক্রমে সৃষ্টিকে-যাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে—

১। গীতা, ৯।৪-৫

২। "যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥"—(গীতা, ৯।৬)

৩। "আকাশস্য (শঃ স ?) চ যো বায়ুস্তদ্বয়োরপ্যভেদতঃ (দিতা ?)।
তথা তস্য (স্যা ?) বিভক্তৈক্যং ভূতস্য হি পরস্য চ॥" —(৪।৯২)

৪। ৪।৮৩ ৫। ২।১৬·২—১৭; ৪।৬৭·২ ৬। ৪।৯৪·১

৭। "যথৈব সূর্যাধীনে তু প্রকাশতমসী দ্বিজ।
তদ্বৎ সৃষ্টিং সসংহারাং স্বতন্ত্রঃ প্রকরোতি চ"। —(৪।৯৪·২—৯৫·১)

"শুদ্ধ সর্গ" বলা হয়। তদ্ব্যতীত "ব্রাহ্ম সর্গ" এবং "প্রাধানিক সর্গ" নামে আরও দুই প্রকার বিবৃত হইয়াছে।[১] কথিত হইয়াছে যে শুদ্ধ সর্গ সর্বশ্রেষ্ঠ; প্রাধানিক সর্গ ব্রাহ্ম সর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্ম সর্গ পুরাণাদিতে বর্ণিত ব্রাহ্ম সৃষ্টিরই অনুরূপ। যাহা "বিজ্ঞপ্তিমাত্ররূপে" ভগবানের অন্তঃকরণে অবস্থিত ছিল তাহাকে ভগবান "জ্ঞানযোগ প্রভাবে" নাভিরন্ধ্র দিয়া কমলরূপে প্রকট করেন; তাহাতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন; তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন ইত্যাদি।[২] এই ব্রাহ্ম সর্গ রূপ পরিণাম দ্বারা ভগবানের কোন বিকার হয় না ("স্বকারণমনির্জিত্য")।[৩] উহা মহাপ্রলয়ান্ত সৃষ্টি বা কল্পসৃষ্টি।[৪] সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়-পরম্পরা ক্রমে তরঙ্গাকারে চলিতেছে। পরন্তু ঐ তরঙ্গ-প্রবাহের প্রথম উদ্ভব কোথা হইতে অর্থাৎ মূল সৃষ্টিতত্ত্ব তাহা ব্রাহ্মসর্গ হইতে জানা যায় না। বোধ হয় তাহার জন্যই অপর সর্গদ্বয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সর্গদ্বয় ব্রাহ্মসর্গ হইতে সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও শ্রেষ্ঠ। প্রাধানিক সর্গ অনেকাংশে সাংখ্যমতোক্ত সৃষ্টির তুল্য। তবে উহা হইতে ইহার কিঞ্চিৎ ভিন্নতাও আছে। প্রধান সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা, উহাদের সাম্যাবস্থা-রূপ। উহা অনাদি, অজ এবং অব্যক্ত।[৫] উহা জড়। সুতরাং স্বতঃ সৃষ্টি ক্রিয়ায় সমর্থ নহে।[৬] অয়স্কান্তমণির প্রভাবে জড় লৌহখণ্ড যেমন অজড়বৎ ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমন চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বদ্বারা প্রেরিত হইয়া অচিৎ প্রধান চিন্ময়বৎ প্রতিভাত হয়।[৭] অদ্বৈতবাদের সহিত এই সকল বাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাই উহাদের বর্ণনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা উচিত মনে করি। কথিত হইয়াছে যে অনাদিবাসনাযুক্ত জীবের বাসনাসমূহ অপনোদন করত উহাকে মোক্ষপ্রদানার্থ পরব্রহ্ম সঙ্কল্প করেন। এক বিশ্বাত্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে তৎক্ষণাৎ উদিত হইয়া শুদ্ধসর্গক্রমে আসিয়া প্রত্যেকচেতন জীবকে আশ্রয় করে। উহা অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য, শুদ্ধ, পরমানন্দরূপী এবং ব্রহ্মধর্মী।[৮] উহাই প্রধান। প্রকৃতিই

১। সৃষ্টি নাকি প্রকৃত অসংখ্য প্রকার। সকলই ব্রাহ্ম সর্গের ন্যায় স্থূল (২।৭৪)

২। ২।৩৪·২-

৩। ২।৩৪·১

৪। ২।৩২—৩

৫। ৩।২

৬। ৩।৯·২—১০

৭। "চিদ্রূপমাত্মতত্ত্বং যদভিন্নং ব্রহ্মণি স্থিতম্।
তেনৈতচ্ছুরিতং ভাতি অচিচ্চিন্ময়বদ্দ্বিজ॥"—ইত্যাদি (৩।১৪।৫)

৮। ৩।১৭-২১

জীবের বন্ধননাশ করত মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে।[১] ইহা সাংখ্য-মতানুরূপ।[২]

উপরে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্ম সর্গ এবং প্রাধানিক সর্গ পরিণামই—কারণের পরিণাম দ্বারা কার্য উৎপন্ন হইয়াছে। তবে ইহা বলা হইয়াছে ঐ পরিণাম দ্বারা কারণের কোন বিকার হয় না। পরন্তু মূল শুদ্ধ সর্গ সম্বন্ধে—যাহার সহিত ব্রহ্মের অতি সন্নিহিত সম্পর্ক আছে সেই সৃষ্টিতে পরিণামবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমে কথিত হইয়াছে বাসুদেবাদি ক্ষুভিত হইয়া অচ্যুতাদিকে উৎপন্ন করে। আবার বলা হইয়াছে যে অচ্যুতাদি বাসুদেবাদির প্রতিবিম্ব। সুতরাং শুদ্ধসর্গকে প্রতিবিম্ব-পরিণাম বলা যাইতে পারে। তাহাতে মূলবিম্ব ব্রহ্ম প্রকৃতই অবিকৃত থাকে। পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ উভয়কে রক্ষার জন্যই যেন এই প্রতিবিম্ব পরিণামবাদ উদ্ভাবিত হইয়াছে। পরিণামবাদে জগৎ সত্য এবং বিবর্তবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা হয়। 'জয়াখ্যসংহিতা' কিছু এদিকে এবং কিছু ওদিকে গিয়া যেন উভয়কূল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহা হউক, তাহাতে উহা সমর্থ হয় নাই। পাঞ্চরাত্রে সাধনার একটা মুখ্য অঙ্গ মন্ত্রসাধনা। তাহাতে মন্ত্রমূর্তিতে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। বলা হইয়াছে যে অক্ষরসমূহ ভগবানের অংশ; উহারা অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর সঙ্গত হইয়া মন্ত্ররূপ ধারণ করে। সুতরাং মন্ত্রসমূহও ভগবদংশ।[৩] পরন্তু "ব্রহ্ম অবিকার, পর, শুদ্ধ এবং সংবেদনাতীত। তিনি বিভু। সুতরাং কিপ্রকারে মন্ত্রমূর্তি ধারণ করেন?"[৪] অর্থাৎ যিনি অবিকার তাঁহার অক্ষর রূপে বিকাশ কি প্রকারে হয়? যিনি বিভু তিনি কি প্রকারে মন্ত্ররূপে সাকার হন? সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে যেই প্রশ্ন, অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রশ্ন। অবিকারের বিকার বা পরিণাম কি প্রকারে সম্ভব? নারদের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেন,

১। "তমোময়াভ্যাং মূর্তাভ্যাং দোষাভ্যাং নাশনায় বৈ।
সৈবাবতিষ্ঠতে লোকে প্রকৃতির্বিশ্বপালিনী॥
যা করোত্যেবমাদীনি কর্মাণ্যস্মিন্ ভবোদরে।
ভক্তানাং মোক্ষয়ত্যাশু কৃত্বা বন্ধপরিক্ষয়ম্॥" —(৪।৩২-৩)

২। 'সাংখ্যকারিকা'

৩। ৬।৫৯—৬০·১

৪। "যোঽবিকারঃ পরঃ শুদ্ধঃ স্থিতঃ সংবেদনাৎ পরে॥
স কথং ব্যাপকং ব্রহ্ম মন্ত্রমূর্তিত্বমাগতঃ। —(৬।২২০·২—২২১·১)

"তস্যৈকাং পরমাং শক্তিং বিদ্ধি তদ্ধর্মচারিণীম্ ॥ ২২১ ॥
যয়োপচর্য্যতে বিপ্র সৃষ্টিকৃৎ পরমেশ্বরঃ।
বৃষ্মিতো যদ্ বৃহত্ত্বেন নিত্যানন্দোদিতস্তথা ॥ ২২২ ॥
সর্বদা নিত্যশুদ্ধো যস্তস্যৈতন্নোপপদ্যতে।
শক্ত্যাত্মকঃ স ভগবান্ সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ২২৩ ॥" ইত্যাদি।[১]

অর্থাৎ সর্বদা নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে এই পরিণাম উপপন্ন হয় না। পরন্তু সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর শক্ত্যাত্মক। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁহার এক পরমা শক্তি আছে। তিনি তদ্দ্বারা উপচরিত হইয়া অক্ষরত্বরূপ ধারণ করেন। অতএব জগদ্রূপে পরিণাম ব্রহ্মের নহে, সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরেরই। আবার তাঁহার পক্ষেও উহা ঔপচারিক। ব্রহ্মের সঙ্গে ঐ সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক কি, তাহা স্পষ্টত বলা হয় নাই, তিনি অদ্বৈত বেদান্তের মায়াশবল ব্রহ্মেরই তুল্য। ঐ প্রকার পরিণামবাদ অদ্বৈত বেদান্তেও স্বীকৃত হয়।

মায়া ও অবিদ্যা

অনন্তবৈচিত্র্যময় এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়া দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

"যদিদং পশ্যসি ব্রহ্মন্ মায়য়া নির্মিতং জগৎ।
কালাদিবহুভির্ভেদৈর্ভিন্নং নানাস্বরূপকৈঃ ॥"[২]

মায়াসৃষ্ট এই জগৎ মায়াময়ই ("অস্মিন্ মায়াময়ে বিশ্বে")[৩]। মায়া গুণময়ী। মায়িক গুণরাগরঞ্জিত হইয়াই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অল্পজ্ঞ জীব সাজিয়াছেন।[৪] স্বরূপের অবিবেকবশতই আত্মা গুণাত্মক মায়াভোগে রঞ্জিত হয়।[৫] উহার আধার অর্থাৎ শরীরও মায়াময়।[৬] মায়ার অপর নাম অবিদ্যা, তাই কথিত হইয়াছে যে অবিদ্যাবশতই একরস জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম নানা রূপ হয়।[৭] ঐ গুণময়ী অবিদ্যার স্বরূপ কি? নারদ তাহা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন।

"কাঃ গুণাখ্যাঽবিদ্যা চ যত্র জ্ঞানময়ঃ প্রভুঃ ॥
ত্বয়োক্তং যত্ (তত্ত্ব?) তামেতি ভেদৈর্নানাবিধৈর্বিভো।"[৮]

১। ষষ্ঠ পটল। ২। ২।৩১ ৩। ৪।৮৫·২
৪। ৪।৫৭·২—৫৮ ৫। ৩।২৭ ৬। ৩।২৪-৫
৭। ৪।৫৩·২-৫৪·১ ৮। ৪।৫৪·২-৫৫·১

ভগবান বলেন

"গুণত্রয়স্য যৎ সাম্যং সাঽবিদ্যাঽনেকরূপিনী॥
রাগাদীনাং চ দোষাণামুৎপত্তিস্থানমেব চ।"[১]

অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অবিদ্যা, উহা রাগাদিদোষসমূহের আকর। এইরূপে দেখা যায়, উহা সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি বা প্রধানেরই তুল্য। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় প্রধানেরও উল্লেখ আছে। উহার লক্ষণ এই—

"অনাদিমজমব্যক্তং গুণত্রয়ময়ং দ্বিজ।
বিদ্ধি প্রদীপস্থানীয়ং ভিন্নমেকাত্মলক্ষণম্॥
বিভক্তং চ তদুৎপন্নং ক্রমাৎ সত্ত্বং রজস্তমঃ।"[২]

আবার বলা হইয়াছে যে উহা গুণত্রয়ের সাম্যস্বরূপ, রাগাদির আস্পদ এবং চেতনাচেতন সমস্তেরই উৎপত্তি স্থান।

"গুণসাম্যস্বরূপস্য রাগাদেরাস্পদস্য চ।
সন্তান একো হ্যেকস্য চেতনাচেতনস্য চ॥"[৩]

প্রধান অচেতন। উহা এক হইয়াও অনেকরূপে অবস্থিত।[৪] অবিদ্যাও অনেকরূপিনী।[৫] এইরূপে দেখা যায়, মায়া, অবিদ্যা, প্রধান বা প্রকৃতি অভিন্ন।

উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'জয়াখ্যসংহিতা'র মতে জগৎ মায়াসৃষ্ট এবং মায়াময়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে মায়া ব্রহ্মে নাই, ব্রহ্ম "মায়াবিবর্জিত।"[৬] তিনি মায়াতীত।[৭] ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ, আর অবিদ্যা বা অজ্ঞান তমঃরূপা। সুতরাং প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে তমঃরূপা অজ্ঞান থাকিতে পারে না।[৮] "আলোক যেমন অন্ধকার হইতে ভিন্ন সেইরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞান হইতে ভিন্ন।"[৯] তাই বোধহয় বলা হইয়াছে যে মায়া বা প্রধান ব্রহ্ম হইতে

১। ৪।৫৫.২-৫৬.১ ২। ৩।১-৩.১

৩। ৩।১২, "প্রকৃতিগুণসাম্যাঽবিভাগিনী"—(১২।১৯.১)

৪। "অচেতনং……এতদ্গুণাস্পদং তত্ত্বং যচ্চৈকং নৈকধা স্থিতম্।

৫। "সাঽবিদ্যাঽনেকরূপিনী"—(৪।৫৫.১) ৬। ৪।১০৬.১

৭। "সৃষ্টং ত্বয়া যথা সর্বমাব্রহ্মভবনাস্তিমম্।
গগনক্রান্তিমায়েন দুস্তরং তবদস্ব মে॥" —(২।২৬)

৮। "প্রকাশ্যং জ্যোতিষাং তচ্চ অজ্ঞানাৎ পরতঃ স্থিতম্।" —(৪।৬৮.১)
"প্রকাশো জ্যোতিষাং তচ্চ"—(৪।৯৫.১)।

৯। "তমসোঽন্যো যথাঽলোকস্তাজ্ঞানাত্তৎপরস্তথা॥" —(৪।৯৬.২

উৎপন্ন হইলেও উহার আশ্রম প্রত্যগাত্মা জীব। "কর্মবর্গের ক্ষয় হইলে মায়াক্রান্ত চিদাত্মক প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্মতা লাভ করে।"

"ত্বিষাঽক্রান্তস্বরূপশ্চ প্রত্যগাত্মা চিদাত্মকঃ।
ব্রহ্মণৈক্যাত্মতাং যাতি কর্মবর্গে ক্ষয়ং গতে॥"[১]

জীব চিৎস্বরূপ; পরন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত এবং সেইহেতু অনাদিবাসনাযুক্ত।[২] চিৎস্বরূপ আত্মা ব্রহ্মে অভিন্নভাবে ছিল।

"চিদ্রূপং আত্মতত্ত্বং যদভিন্নং ব্রহ্মণি স্থিতম্।"[৩]

স্বরূপের অবিবেকবশত উহা মায়িক ভোগে আসক্ত হইয়া বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে এবং জীব সাজিয়া বারম্বার জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে। আত্মা এইরূপে বাসনাযুক্ত হইলেও বাসনা দ্বারা অপর কোন বিকার প্রাপ্ত হয় নাই, উহা অবিকারই আছে।[৪] সুতরাং আত্মার বন্ধন ও ভোগ কেবল অজ্ঞানাত্মকই।

মুক্তি

মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত ঐকাত্ম্য লাভ করে।

"ব্রহ্মণৈক্যাত্মতাং যাতি"[৫]

সুতরাং ব্রহ্মই হয়। উহাকে আর জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই ব্রহ্মসমাপত্তি এবং অপুনর্ভবতাই মুক্তি।[৬] নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে মুক্ত জীবের কোন ভেদ এবং

১। ৩।২২

২। "ত্বিষাঽক্রান্তস্বরূপশ্চ প্রত্যগাত্মা চিদাত্মকঃ।" —(৩।২২'১)
"জ্ঞানমাত্রস্বরূপং চ মায়া তদ্রঞ্জিকা তু বৈ।" —(৪।৫৮'২)
"অনাদিবাসনাযুক্তো জীবোঽয়ং বৈ চিদাত্মকঃ।" —(৩।১৭'১)
"অনাদিবাসনাযুক্তো যো জীব ইতি কথ্যতে।" —(৪।৫১'২)
"চৈতন্যং জীবভূতং যৎ প্রস্ফুরত্তারকোপমম্"—(১০।৫৮'১)

৩। ৩।১৪; আরও দ্রষ্টব্য
"যত্তৎস্থিতং চ চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যান্যনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেন স আত্মা কথিতো দ্বিজ।" —(৪।৫৭'২—৫৮৩)

৪। "নির্বিবেকোঽথ রজ্যতে মায়াভোগে গুণাত্মকে।
সবাসনো বাসনাভিরবিকারশ্চ বধ্যতে॥
লয়োদয়ৌ তথাঽঽপ্নোতি স বিভ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।" — (৩।২৭—২৮'১)

৫। ৩।২২'২ ৬। ৪।৫২'১

ব্যক্তিত্ব থাকে না। "মেঘ হইতে জল বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া পতিত হয়। কিন্তু পৃথিবীতে পড়িয়া সব ঐক্যতাপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সমস্ত যোগিগণ ব্রহ্মে একত্ব লাভ করে। যেমন বহু ইন্ধন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হইয়া বিলীন এবং অলক্ষ্য হয়, সেইরূপ উপাসকগণ ব্রহ্মে (বিলীন হয়; তাঁহারা আর পৃথক্‌ভাবে লক্ষিত হন না)। বহু নদনদী হইতে জল সমুদ্রে পতিত হইলে, সমুদ্রজল হইতে উহাদের ভেদ যেমন লক্ষিত হয় না, পরব্রহ্মে গত যোগিগণেরও সেইপ্রকার (ভেদ থাকে না)।"[১] পূর্বেও জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই ছিল। মোক্ষেও আবার অভিন্ন হয়। সুতরাং মুক্তিতে উপনিষদের ভাষায় স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

মুক্তির সাধন

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জীবের বন্ধন অজ্ঞানজ। সুতরাং একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাহার বিনাশ হইতে পারে। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই সেই জ্ঞান। 'জয়াখ্যসংহিতা'য় তাহা অতি স্পষ্টবাক্যে কথিত হইয়াছে।[২] আরো কথিত হইয়াছে যে ঐ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যজ্ঞ স্বাধ্যায় দানাদি কর্ম কিংবা তপস্যাদি অপর কিছু দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে পারে না।[৩] তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পক্ষে ক্রিয়াদি সহায় হইয়া থাকে। উহারা অত্যাবশ্যক। তাই বলা হইয়াছে যে জ্ঞান দ্বিবিধ—সত্তাজ্ঞান ও ক্রিয়াজ্ঞান। ক্রিয়াজ্ঞান হইতেই সত্তাজ্ঞান উদয় হয় এবং স্থির ("ধৃতি") হয়।[৪] নিয়ম ও যমভেদে ক্রিয়া-জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যম শ্রেষ্ঠ এবং উহা স্বাভাবিক। নিয়মজ্ঞান পূর্ণ হইলে যমজ্ঞান সিদ্ধিপ্রদ হয়।[৫] শৌচ, ইজ্যা, তপ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়ম। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, শুইতে নিত্য অনাসক্তি এবং ধ্যানই যম।[৬]

১। ৪।১২১—৩ ব্রহ্ম সমাপত্তিহোমেও ঐ প্রকার অভেদচিন্তার কথা আছে,
"ক্ষীরং ক্ষীরং যথা বিপ্র নীরমেকত্র চিন্তয়েৎ।
শিষ্যং চৈব তথাঽত্মানং বিষ্ণুং সর্বগতং বিভুম্॥
নিস্তরঙ্গে মুনিশ্রেষ্ঠ একত্র সমতাং গতম্।" —(১৬।২৯১—২৯২'১)
আরও দ্রষ্টব্য—১৬।২৩৭-৮

২। "নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্‌জ্ঞানেনাধিগম্যতে॥" —(১।৬১'২)
"জ্ঞানেন তদভিন্নেন পরিজ্ঞাতেন নারদ।
জায়তে ব্রহ্মসংসক্তিস্তস্মাজ্জ্ঞানং সমভ্যসেৎ॥" —(৪।৩৮)

৩। ১।১৩-৬ ৪। ৪।৪০ ৫। ৪।৪২—৪৩'১ ৬। ৪।৪৪'২—৪৯

সত্তাজ্ঞান হইতে ব্রহ্মাভিন্ন জ্ঞানোদয় হয়। তাহার ফলে ব্রহ্ম সমাপত্তি হয়।[১] ব্রহ্ম সর্বোপাধিবিবর্জিত ও একান্ত বিশুদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মাভিন্নজ্ঞানও সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত এবং একান্ত নির্মল।[২] (পরে দ্রষ্টব্য)—সম্যগভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের প্রাগবস্থায় ঈষদ্‌ভিন্নতা থাকে। সুতরাং ভেদাভেদবোধ হয়।[৩] উহা জীবন্মুক্তি দশা। এই দশায় সর্বাত্মভাব লাভ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য নানা প্রকার ধ্যানের কথা আছে। তন্মধ্যে যেগুলির সহিত অদ্বৈতবাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, সেগুলিরই উল্লেখ করা যাইতেছে। ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞানই যখন পরম ইষ্ট, তখন অভেদ-ভাবনাই শ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ সাধন।

"অহং স ভগবান্ বিষ্ণুরহং নারায়ণো হরিঃ।
বাসুদেবো হ্যহং ব্যাপী ভূতাবাসো নিরঞ্জনঃ॥"[৪]

'আমি সেই ভগবান বিষ্ণু। আমি নারায়ণ হরি বা ভূতাবাস বাসুদেব। আমি বিভু এবং নিরঞ্জন।' এইরূপে সুদৃঢ়ভাবে অভেদ ধ্যান করিতে করিতে সাধক অচিরে তন্ময়, অর্থাৎ বিষ্ণুময় হয়।[৫] বিষ্ণুর স্বরূপ, বিশ্বরূপ, কিংবা অপর যে কোন অভিমত রূপের সঙ্গে অভেদ ধ্যান করা যায়। সর্বত্রই আপনাকে বিষ্ণু মনে করিতে হইবে।[৬] তাহাতে সাধক বিষ্ণু হন। শ্রুতিও বলিয়াছেন

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।"[৭]

স্বরূপ-ধ্যান অবশ্যই সর্বোত্তম। তাহার পরে বিশ্বরূপের সহিত অভেদ ধ্যান। তাহা দ্বারা সাধক সর্বাত্ম্য লাভ করেন। এই উভয় ধ্যান যতিগণেরই কর্তব্য। যথাভিমত বিগ্রহবান্ বিষ্ণুর সহিত অভেদ ধ্যান তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ঐরূপ ধ্যান দ্বারা বিষ্ণুময় হইয়া সাধককে আবার মানসযজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করিতে হইবে।[৮] অন্যত্রও আছে

১। "ব্রহ্মণ্যভিন্নং সত্তাখ্যাং জ্ঞানাজ্‌জ্ঞানাং ততো ভবেৎ॥
ব্রহ্মাভিন্নাত্ততো জ্ঞানাদ্ব্রহ্ম সংযুজ্যতে পরম্।" —(৪।৫০·২—৫১·১)

২। "সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং জ্ঞানমেকান্তনির্মলম্।"—(৫।২·১)

৩। "যৎসম্যগ্‌ব্রহ্মবেতৃত্বং মনাগ্‌যা চৈব ভিন্নতা॥
ঈষদ্ব্রহ্মসমাপত্তিস্তদভিন্নং তু বৈ স্মৃতম্।" —(৪।৫২·২-৫৩·১)

৪। ১১।৪১ ৫। ১১।৪২ ৬। ১১।৩৯·২-৪০ ৭। বৃহউ

৮। "এবং বিষ্ণুময়ং ভূত্বা স্বাত্মনা সাধকঃ পুরা।
মানসেন তু যাগেন ততো বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ॥" —(১২।১)

"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রপঞ্চ বিলয় এবং জীবভাব বিলয়ের ভাবনা করিবার বিধানও আছে। প্রপঞ্চবিলয় সাধনায় পৃথ্বীতত্ত্বকে জলতত্ত্বে, জলতত্ত্বকে তেজতত্ত্বে, ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেক তত্ত্বকে উহার কারণতত্ত্বে বিলয়ের ভাবনা করিতে হয়। পরিশেষে আকাশতত্ত্বকেও বিলয় করত ব্যোমাতীত, নিষ্কল এবং নিরঞ্জনকে আশ্রয় করিতে হয়। ঐ নিরঞ্জন অবশ্যই সত্যাদিরও পরে।[১] অপর সাধনায় আত্মতত্ত্বকে ভৌতিক দেহপিঞ্জর হইতে ক্রমে নির্গত করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হওয়ার ভাবনা করিতে হয়।

সর্বপ্রকার ধ্যানেই মনকে অপর সমস্ত বস্তু হইতে সযত্নে প্রত্যাহার করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করিতে হয়। উহার পরিপক্ব অবস্থাতে সমাধিলাভ হয়। আত্মলাভই সমাধি। তখন ধ্যাতা-ধ্যেয়-ভেদ থাকে না। ধ্যানও থাকে না। সুতরাং উহা এক নির্বিশেষ অবস্থা। তখন জীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম।[২] ব্রহ্মের জ্ঞান যদিও জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, তথাপি বিচার করিলে অবগতি হয় যে উহারা প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

"যুক্তিতস্তদাভিন্নং চ ভেদবৎ প্রতিভাতি যৎ।"[৩]

তাই বলা হইয়াছে যে, "তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞান। ধ্যানে তাহা অবগতি হয়।"[৪] "ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহাতে গ্রাহ্যগ্রাহক ভেদ নাই।

১। ১০।২৩-৫৭; আরও দ্রষ্টব্য ১৬।২৩৩-২

২। ৩৩।১৪-৫৯; বিশেষ দ্রষ্টব্য—

"সমাধিস্ত্বাত্মলাভঃ স্যাদাত্মজঃ পরিকীর্তিতঃ।
স তু লক্ষ্যং পরিত্যজ্য মন্ত্রোচ্চারণবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
সদা বিভজ্যতে ব্রহ্মণ্ কলাংশবিধিবর্জিতম্
সমাধৌ পরিনিষ্পন্নে পরমাপ্নোতি পুরুষম্ ॥ ১৭ ॥
... ...
ধ্যানমেবং সমুদ্দিষ্টং যাবদ্ব্যোমাস্পিমং ভবেৎ।
তাবচ্চ ভাবয়েল্লক্ষ্যং যাবল্লক্ষ্যং ন ভাবয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
ভাবে হ্যভাবমাপন্নে স্বস্বভাবঃ পরঃস্মৃতঃ।
... ...
স্বয়ং বিলীনো যত্রৈব তত্রৈব পরমং পদম্। ৫১।"

৩। ৫।২১'১

৪। "জ্ঞানং তদেব জ্ঞেয়ং চ তদ্ধ্যানেনাধিগম্যতে ॥" —(৪।৬৮-২)
কথিত হইয়াছে যে "জ্ঞানং তদেব জ্ঞেয়ং চ বক্ষ্যেহখিলা যথৈব হি।" (৪।২৭'১) পরন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে "জ্ঞানং...যতঃ স্যাজ্জ্ঞেয়সমতা"—(৫।৩-২—৪'১)

বিশুদ্ধচিত্ত তন্ময় মহাত্মাগণ তাহা অনুভব করেন।"[১] এইরূপে দেখা যায় যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটি ভেদ থাকে না। তাই উহাকে "নির্বাণদ ও অসঙ্কীর্ণ" বলা হয়।[২] উহা হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নাই।[৩]

(৩)

পৌষ্করসংহিতা

"পৌষ্করসংহিতা'র,—অথবা খুব যথার্থত বলিতে, উহার মুদ্রিত ও প্রকাশিত সংস্করণের,[৪] প্রারম্ভে শিষ্যকে দীক্ষার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলেন যে তত্ত্বজ্ঞ গুরু যথোপযুক্ত পাত্রকে দীক্ষা প্রদান করিবেন। "হে কমলোদ্ভব! (প্রথমে) যাগদীক্ষা সমাপন করত অনন্তর গুরু তাহার (শিষ্যের) অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রাকৃত বন্ধসমূহকে (ভাবনা দ্বারা) অগ্নিতে হবন করিবেন। (এইরূপে) বন্ধসঙ্ঘ[৫] পরিক্ষীণ হইলে শরীরির (দেহেন্দ্রিয়াদি) কুল সহ[৬] তত্ত্বব্যাপ্তিসমেত স্থিতি যথাযথ বলিবেন।"[৭]

"তদ্বুদ্ধিদর্পণোপেতং[৮] হৃদয়স্থং তু সর্বগম্।
সর্বাভাসমনাভাসং চিৎসদানন্দলক্ষণম্॥
ব্যক্তাব্যক্ততয়া মুক্তং নির্লেপং গগনোপমম্।
তেনেদং তদভিব্যক্তং যত্রস্থঃ সমতাং ব্রজেৎ॥

১। "গ্রাহ্যগ্রাহকনির্মুক্তং সংবিদানন্দলক্ষণম্।
তন্ময়াস্তং প্রপশ্যন্তি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥" —(৬।২১০)

২। ৫।:০২ ৩। ৫।২১·২

৪। এই সংস্করণে বহু ত্রুটি আছে। যথা, স্থানে স্থানে কোন গ্রন্থাংশ নাই এবং যে সকল অংশ আছে, তাহাতে বহু পাঠাশুদ্ধি আছে। সেই হেতু অনেক স্থলে গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না। গ্রন্থের সংস্কর্তা শ্রীসম্পৎকুমার রামানুজমুনি মহারাজ তাহা সরলভাবে স্পষ্টত স্বীকার করিয়াছেন। আমরা কখন কখন যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠ দিয়াছি।

৫। মূলে "বন্ধুসঙ্ঘ" পাঠ আছে। পূর্বে বন্ধসমূহের উল্লেখ আছে বলিয়া আমরা 'বন্ধসঙ্ঘ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। পরন্তু মূল পাঠ রাখিলেও বচনের অর্থ থাকে। যে সকল প্রাকৃত বা অনাত্মবিষয়ে জীবের বন্ধুভাব অর্থাৎ মমত্ববুদ্ধি হয়, সেই সকল উহার 'বন্ধুসঙ্ঘ' তথা 'বন্ধসঙ্ঘ'।

৬। মুদ্রিত পাঠ 'শরীরিসকুলাস্থিতি'। উহা শুদ্ধ কিনা তৎসম্বন্ধে গ্রন্থসম্পাদক সন্দেহ করিয়াছেন। প্রকৃত পাঠ 'শরীরিসকুলস্থিতি' বা 'শরীরিসকলস্থিতি'। উভয় পাঠে প্রায় একই অর্থ পাওয়া যায়।

৭। 'পৌষ্করসংহিতা', ১।৩৭·২-৩৯ ৮। মুদ্রিত পাঠ 'তদ্বুদ্ধিদর্পণোপেতান্'

কৃতকৃত্যং তু সংজ্ঞাত্বা জ্ঞানতত্ত্বং বিমৃশ্য চ।
সংসারভয়ভীরূণামবশ্যং সততং ত্বয়া ॥
যোজনা চ পরে তত্ত্বে কর্তব্যা সম্পরীক্ষ্য চ।
পাত্রস্থমাত্মজ্ঞানং চ কৃত্বা পিণ্ডং সমুৎসৃজেৎ ॥
নান্তর্ধানং যথা[1] যাতি জগদ্বীজমবীজকৃৎ।
পাবনং পরমং জ্ঞানমজ্ঞানতিমিরাপহম্ ॥"[2]

'যাহাতে অবস্থিত হইলে (দেহী আত্মা) উহার সমতা প্রাপ্ত হয়, উহা হৃদয়স্থ এবং বুদ্ধিরূপ দর্পণে উপস্থিত, পরন্তু বিভু। উহা সর্বাভাস ও অনাভাস। উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ব্যক্ত (=কার্য) ও অব্যক্ত (=কারণ) ভাব হইতে নির্মুক্ত এবং আকাশবৎ নির্লেপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ উহার দ্বারা উহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ-রূপে বিবেচনা করত (তাহারা) কৃতকৃত্য হইয়াছে, উত্তমরূপে পরীক্ষা করত তাহা সম্যক্ জানিয়া তুমি সতত সংসারভয়ে ভীত শিষ্যগণকে অবশ্যই পরতত্ত্বে যোজনা করিবে। আত্মজ্ঞান পাত্রস্থ করত দেহপিণ্ড (ভাবনা দ্বারা) সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবে, যাহাতে জগদ্বীজ অবীজকৃত হইলেও বিলুপ্ত না হয়। এই পরম জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকারের বিনাশকারী, (সুতরাং) অতি পবিত্রকর।' এই বচন হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে,

১। ব্রহ্ম বা ভগবান বিষ্ণু সচ্চিদানন্দস্বরূপ, উহা বিভু এবং আকাশবৎ নির্লেপ।

২। উহা নিজে নিজেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন;

৩। উহা হৃদয়স্থ বুদ্ধিদর্পণে উপস্থিত হইয়া জীব হইয়াছেন; জীবাত্মা দেহপিণ্ড হইতে অবশ্যই ভিন্ন;

৪। মুক্ত জীব ব্রহ্মের সমতা প্রাপ্ত হয়;

৫। এইরূপে ব্রহ্ম সর্বাভাস অর্থাৎ চিদচিৎ সর্বজগৎপ্রপঞ্চরূপে আভাসিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অনাভাস অর্থাৎ বস্তুত জগদ্রূপ হন নাই। বস্তুত উহা

১। মুদ্রিত পাঠ 'যতো'। পাদটীকায় উক্ত হইয়াছে যে এক মাতৃকোশে 'যথা' পাঠ ছিল। ঐ পাঠ আমাদের নিকট অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। তাই আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি।

২। ১।৪০-৪

কার্য বা ব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ এবং উহার কারণ অব্যক্ত হইতে নির্মুক্ত, উহা কার্যকারণাতীত। উহা বস্তুত বা স্বরূপত জগতের বীজ নহে।

৬। জগদ্বীজত্ব ব্রহ্মের পরমতত্ত্ব নহে। পরমতত্ত্ব অবীজ। পরন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তিকে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে গেলে প্রথমে বলিতে হয় যে উহা জগতের বীজ বা সৃষ্ট্যাদির কারণ—জগতের নিমিত্ত, উপাদান এবং সহকারী সর্ববিধ কারণ ব্রহ্মই। এতাবৎ জ্ঞান উত্তমরূপে অধিগত হইলে, পরে বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত জগতের কারণ নহে। এইরূপে অবীজকৃত হইলেও ব্রহ্মের সদ্ভাবের বিলোপ হয় না, উহা শূন্যে পর্যবসিত হয় না।

জগৎ

ব্রহ্ম এবং জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ঐখানে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আরও একাধিক স্থলে কোন না কোন প্রকারে, অল্পাধিক বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে যথা,

"আধেয়মজসম্ভূত স্নেহবিকারে স্বরূপিণি।
স্বয়মাত্মস্তয়ো রুদ্ধং সূত্রে মণিগণা যথা॥
প্রাগাধারাত্মনা চৈব বিশ্বাকারতয়া ততঃ।
নানামন্ত্রাত্মনা হ্যর্থে নিস্তরঙ্গো হি তত্ত্বতঃ॥
অভ্যস্তবাসনানাং চ কর্মিণাং কর্মশান্তয়ে।
তদিচ্ছাবিকৃতানাং চ ভোগকৈবল্যসিদ্ধয়ে॥
অনাদ্যবিদ্যাবিদ্ধানামিয়ৎ তেষাং হি বস্তুনি।
নাথোর্ধ্বে ন ত্বদৃষ্টীনাং তত্ত্বতো বাঽথ পৌষ্কর॥
ন তির্যগ্‌ব্রহ্ম পূর্বে চ ন হেয়াদি বিকল্পনা।
যা বিশেষবিকল্পৈস্তু প্রত্যস্তমিতলক্ষণা॥
শক্তির্ভগবতো বিষ্ণোঃ সাঽধারাখ্যাঽভিধীয়তে।
প্রাগ্যদাসনসামর্থ্যং বীজমাদায় চেচ্ছয়া॥
অব্যক্তব্যক্তরূপা চ যথাঽদিত্যকদম্বকম্॥
ভাবি প্রসরধর্মত্বাদ্বিশ্ববীজচয়স্তু চ॥

ইত্যাদি।[১] অর্থাৎ বিশ্বরূপে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় অধিকারস্বরূপে আধেয়।

১। ২২।২

ঐ বিশ্বরূপে সূত্রস্থ মণিসমূহের ন্যায় আদিতে ও অন্তে নিরুদ্ধ। কেননা, তিনি প্রথমে আধারভাবে এবং পরে নানা মন্ত্রাত্মক বিশ্বাকাররূপে আধেয়-ভাবে অবস্থিত থাকিলেও তাহার উর্ধ্বে অর্থাৎ বিশ্বরূপভবনের পূর্বে এবং বিশ্ববিলয়ের পরে এবং তত্ত্বতও তিনি নিশ্চয় নিস্তরঙ্গ।[১] অর্থাৎ তিনি প্রকৃত নির্বিকার,—সুতরাং আধারাধেয় ভাব তাঁহাতে বস্তুত নাই। অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানী জীবগণ ("অদৃষ্টীনাং") পুনঃ পুনঃ বাসনাবশত নানা প্রকার কর্ম করিতেছে। তাহাদিগের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভগবান তাহাদিগের সেই কর্ম বাসনাসমূহের শান্তির জন্য, তাহাদিগের ভোগ এবং কৈবল্য সিদ্ধির জন্য বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন,—স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তাহাদিগেরই জগদ্বিষয়ে এই পরিমাণ বা সীমা। অনন্তর ইহার উর্ধ্বে উহা নাই এবং তত্ত্বতও উহা নাই। সৃষ্টির পুর্বে নিকৃষ্টভাব নাই, সুতরাং হেয়াদি বিকল্পনাও নাই। যাহাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বিকল্প প্রত্যস্তমিত হয় ভগবান বিষ্ণুর সেই শক্তিকেই আধার বলা হয় কেননা, তাহা স্বেচ্ছায় বীজভাব পরিগ্রহণ করিয়া পূর্বোক্তরূপে আধার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। তাহা ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপা। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত সূর্যগোলক। অস্তকালে কিরণসমূহ সূর্যগোলকে সংবৃত হয় এবং উদয়ে উহারা তথা হইতে প্রসৃত হয়। সেই-প্রকার প্রলয়ে বা অব্যক্তাবস্থায় সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ শক্তিতে সংবৃত হইয়া বীজ-ভাবে থাকে এবং সৃষ্টিকালে বা ব্যক্তাবস্থায় বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহা হইতে অঙ্কুরিত হইয়া সর্বত্র প্রসারিত হয়। এই বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত কূর্ম। কূর্ম যেমন আপন অঙ্গসমূহকে অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করে এবং পুনঃ বাহিরে প্রসারিত করে, তেমন ভগবানের শক্তি সমস্ত বিশ্বকে প্রলয়ে আপনাতে সঙ্কুচিত করিয়া লয় এবং সৃষ্টিতে বাহিরে প্রসারিত করে। প্রলয়ে সমস্ত জগৎ উপসংহৃত হইলেও উহা ভগবচ্ছক্তিকে পরিত্যাগ করে না, উহা শক্তিরূপে শেষ থাকে। সেইহেতু ঐ শক্তিকে 'শেষ' বলা হয়। সৃষ্টিতে ঐ শক্তি অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেইহেতু তখন উহার অনন্ত নাম হয়। তাহা হইতে যে গন্ধাত্মক

১। মণিসূত্রের দৃষ্টান্তের রহস্য অন্য প্রকারও হইতে পারে। সূত্রের আদি ও অন্ত নিশ্চিতরূপে রুদ্ধ হইলে এক মালা হয়, যাহাতে ক্রমাগত অচ্ছিন্নভাবে জপ হইতে পারে। সেই প্রকার ব্রহ্মের আধাররূপে ও বিশ্বাকাররূপে, অর্থাৎ প্রলয় ও সৃষ্টিরূপে অবস্থানের লীলা ক্রমাগত অচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। পরন্তু এই লীলার উর্ধ্বে এবং তত্ত্বতও তিনি নিস্তরঙ্গ।

অঙ্কুর অভিব্যক্ত হয়, তাহা ক্ষিতি। উহা হইতে যে রসাত্মক ফল ব্যক্ত হয় তাহা জল ইত্যাদি।[১] পরে বলা হইয়াছে,

গীয়তে ব্যোমাবৃত্তং তৎ প্রধান কমলালয়ম্।
যস্যান্তস্থানি ভূতানি যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
তস্মাদুন্মেষপূর্বং হি মহৎপ্রলয়পশ্চিমম্।
প্রবর্ততে কাল নাম ভেদকৃৎ সর্ববস্তুষু॥
বাহ্যমাত্রেণৈব ভিন্নস্তু হ্যভিন্নশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানাদিগুণবৃন্দস্য ব্রহ্মণশ্চতুরাত্মনঃ॥
নিত্যোদিতত্বান্নিত্যত্বাদ্ব্যাপকত্বাৎ পরং পদম্।
পূর্ণত্বাৎ ষড়্গুণত্বাচ্চ ন কাললক্ষগোচরম্॥"[২]

"সমস্ত ভূতবর্গ যাহার অন্তঃস্থ এবং যাহাতে সর্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রধান-রূপ লক্ষ্মীর আলয় এবং আকাশবৎ (নির্লেপ) বলিয়া পরিগীত হয়। তাহা হইতে যাহার পূর্বে উন্মেষ ও অন্তে মহাপ্রলয় সেই কাল প্রবর্তিত হয়। উহাই সর্ববস্তুতে ভেদকারী। পরন্তু কেবল বাহ্যমাত্রে ভিন্ন[৩], আর তত্ত্বত নিশ্চয় অভিন্ন এবং জ্ঞানাদিগুণবৃন্দময় চতুরাত্মা[৪] ব্রহ্মের পদ কালাতীত। কেননা, উহা নিত্যোদিত, নিত্য, বিভু, পূর্ণ এবং ষড়্গুণাত্মক।' অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "যাহা সুপ্রতিষ্ঠিত, শুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, ভাস্বর এবং নিত্য সামান্য জ্ঞানস্বরূপ এবং যাহা অনাবৃত (অর্থাৎ সতত প্রথমরূপেই অবস্থিত) তাহা সাক্ষাৎ অচ্যুত। তাহা স্বীয় নিখিল শক্তিসমূহের বলে, নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও ("স্বরূপমপি চাত্যজন")[৫] সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কারণে পুনঃ অঙ্গোপাঙ্গ-রূপে বিশেষতা প্রাপ্ত হয়।"[৬]

১। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অত্রোক্ত পঞ্চভূতোৎপত্তিক্রম শ্রুত্যুক্ত ক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভগবান বাদরায়ণের মীমাংসা অনুসারে শ্রুতি মতে ব্রহ্ম হতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। 'পৌষ্করসংহিতা'র এই বিবরণ মতে প্রথমে ব্রহ্ম হইতে ক্ষিতি, পরে ক্ষিতি হইতে জল, ইত্যাদিক্রমে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।

২২।২২-৫ শেষ শ্লোকের চতুর্থ চরণের মুদ্রিত পাঠ "ন কালো লক্ষগোচরঃ।"

এই উক্তি 'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র "বাচারম্ভনো বিকারো নামধেয়ঃ" ইত্যাদি বচনের তুল্য।

প্রাণ, ইচ্ছা, শব্দ, ও কাল ইহারাই ব্রহ্মের চতুরাত্মা (৩৩।১৯-২)

পূর্বেও উক্ত হইয়াছে যে ভগবান "অনুজ্ঝিতস্বরূপ।" (৩৩।২-১)

৩৩।৩৩২-৩৫ ; ভগবানের কোন কোন শক্তি বা শক্তিসমূহ তাঁহার কোন কোন অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে, ৩৩।৩৬-৫৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

যেহেতু বিষ্ণু জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ,—তিনি বিকৃত না হইয়াও জগদ্রূপ হইয়াছেন, অথবা যেহেতু তিনিই সর্ব জগৎপ্রপঞ্চরূপে অবভাসিত হইতেছেন, সেইহেতু জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত তিনিই।

"বাসুদেবাত্মকং যস্মাৎ সর্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥"[১]

'যেহেতু চরাচর সমস্তই বাসুদেবাত্মক।'

"অনন্তশক্তির্ভগবাংস্তমনন্তগুণং স্মৃতম্।
দৃশ্যদৃষ্টান্ত সূর্যেন্দুবহ্নিতত্ত্বৈর্বিলক্ষণম্ ॥
স্ববোধপ্রত্যয়েনৈব ইয়ত্তাঽস্য বিধীয়তে।
সর্বমেবৈষ ভগবান্ কিমু সর্বমতঃ পরম্ঃ ॥"[২]

'ভগবান অনন্তশক্তিমান এবং অনন্তগুণবান বলিয়া স্মৃত হন, তিনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি (প্রভৃতি সমস্ত) দৃশ্য (বা কার্য) এবং দৃষ্টের অন্ত (অর্থাৎ কারণবস্তু) হইতে বিলক্ষণ। লোকে আপন আপন প্রত্যয় অনুসারেই তাঁহার ইয়ত্তা নির্দেশ করিয়া থাকে। সমস্তই এই ভগবান। তাঁহা হইতে ভিন্ন সর্ব নাই।'[৩] এইপ্রকারে কথিত হয় যে ভগবান "জগন্ময়";[৪] "বিশ্বাত্মা"[৫] ইত্যাদি। তাঁহাকে বিরাট পুরুষরূপেও কল্পনা করা হয়।[৬]

এই প্রকারে ব্রহ্ম কার্যকারণাত্মক। ইহাও পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণাত্মক নহে। সেই দৃষ্টিতে তিনি "ব্যক্তাব্যক্ত-নির্মুক্ত," "অনাভাস," "তত্ত্বত নিস্তরঙ্গ", ইত্যাদি। সর্বাত্মক ব্রহ্ম অবশ্যই স্বগতভেদভিন্ন। পরমার্থত ব্রহ্মে সর্ব নাই, সুতরাং স্বগত ভেদও নাই। তদ্ভিন্ন অপর কিছু নাই। সুতরাং তাঁহার স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদও নাই। তাই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম "কেবল বাঙ্‌মাত্রে ভিন্ন, আর তত্ত্বত নিশ্চয় অভিন্ন।" সুতরাং প্রতীয়মান সমস্ত ভেদ বাস্তব নহে।

কথিত হইয়াছে যে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ মায়া মাত্র।

"আক্ষিতের্ভেদভিন্নং বৈ মায়াময়মিদং জগৎ।"[৭]

'পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া (অনন্ত) ভেদভিন্ন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিশ্চয় মায়াময়।' অন্যত্র আছে, অনাদিনিধন এবং অনন্ত (ভগবান)

১। ৩২।১০৫·২, আরও দ্রষ্টব্য—৩৬।১০৪·১ ২। ৩৮।১৮০-১
৩। আরও দ্রষ্টব্য—৩৮।১৩০-৪ ৪। ৫২।১০৫·১ ৫। ২৭।৬৮৩·২
৬। যথা দ্রষ্টব্য—৩৬।১০১-৪ ৭। ৩৬।৫·১

কর্মীদিগের (কর্মসমূহ) প্রতিপত্ত্যর্থ এবং তাহাদিগের মোক্ষসিদ্ধ্যর্থ স্বয়ং প্রাণ, ইচ্ছা, শব্দ এবং কাল নামক চারি রূপ দ্বারা নবব্যূহতা[1] প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে মহাত্মা দেব অবিশেষস্বরূপই, (পরন্তু) স্বীয় নিত্যোদিত এবং নিত্যসন্নিহিত অশেষ শক্তিসমূহ দ্বারা শব্দবিৎ সম্ভবানন্দবিশেষসমূহ প্রাপ্ত, তাঁহারই এই যোগ ভবীদিগের ভবশাস্ত্যর্থে তোমায় কথিত হইল।

"অহেয়মপ্যভিন্নং চ প্রপন্নং পরমাত্মনঃ।
সত্যরূপস্য বৈ ক্ষোভং নিঃশ্রেয়প্রদম্॥
যস্য সাংসারিকী মায়াচক্রমিচ্ছাবশাৎ পুনঃ।
নির্গতং[2] যত্র মুহ্যন্তি ঋষয়ঃ সমেরাঃ নরাঃ॥"[3]

'প্রপঞ্চ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও সত্যস্বরূপ তাঁহার এই (প্রপঞ্চরূপ) ক্ষোভ নিশ্চয় (জীবগণের) মুক্তিপ্রদ, (সুতরাং) উহা অহেয়। অধিকন্তু এই সংসার মায়াচক্র, যাহাতে দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণসহ ঋষিগণ মোহপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার ইচ্ছাবশতই নির্গত হইয়াছে।"[4] অপর একস্থলে আছে যে জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ মায়াত্মক। তথাকার বর্ণনা এই বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে জগৎ ভগবানের আত্মাভিব্যক্তি। সূর্য তাঁহার প্রকাশশক্তির এক অংশমাত্র; চন্দ্রমা তাঁহার আনন্দশক্তির কণা মাত্র; এবং অগ্নি তাঁহার তেজাংশ মাত্র। এই জগতে অপর যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই তদনুকারী। সুতরাং জ্ঞানাদিও তাঁহার শক্তিচয়ের অংশজরূপে (সত্তা) লাভ করে।

"সর্বত্র ভগবানেবং সামান্যত্বেন বর্ততে।
নেদং মায়াত্মকং রূপং জড়শক্তিগুণৈর্যুতম্॥
ভগবত্যব্জসম্ভূত ত্বন্তর্লীনং হি বর্ততে।
যতো বিচার্যমানং হি নিতমচ্যুতভাবিনাম্॥
অভাবভূমিমায়াতি স্বপ্নদৃষ্টমিবৈশ্বরম্।"[5]

'এইপ্রকারে ভগবান সর্বত্র সামান্যরূপে বর্তমান আছেন। এই মায়াত্মক রূপ জড়শক্তি-গুণময় নহে। পরন্তু, হে অব্জসম্ভূত! ইহা নিশ্চয় ভগবানে

১। নবব্যূহের বর্ণনা পরে দ্রষ্টব্য।
২। মুদ্রিত পাঠ "নির্গতা"
৩। ৩৩।২২-২৩
৪। ৩৩।১৮২-২৩
৫। মুদ্রিত পাঠ 'ঈশ্বরম'
৬। ২৭।৬৯২-৩৯৪১

অন্তর্লীন থাকে। তথা হইতে (ইহা বাহিরে প্রকট হয়)। বিচার করিলে ইহা অচ্যুত ভাবনাপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট স্বপ্নদৃষ্ট ঐশ্বররূপের ন্যায় নিত্য অভাবতা প্রাপ্ত হয়।'[১] এই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। ইহাতে বলা হইয়াছে যে জগৎপ্রপঞ্চ মায়াত্মক। পরন্তু ইহা জড়-শক্তিগুণময় নহে। তাহাতে সাংখ্যদর্শনোক্ত জড়প্রকৃতিবাদ এবং দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। ভগবান সর্ববস্তুতে সামান্যরূপে আছেন। ঐ বচনের কিঞ্চিৎ পূর্বে ভগবান বিষ্ণু এবং চতুর্মূর্তির[২] সম্বন্ধ বুঝাইতে সূর্য ও প্রভা এবং রস ও রসপিণ্ডের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে সূর্যপ্রভা-সমূহ সূর্যবিম্ব ব্যতীত থাকিতে পারে না, তেমন ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহসমূহ তদ্ব্যতীত থাকিতে পারে না। প্রভাসমূহ যেমন সূর্যবিম্ব হইতে তদ্ভিন্নরূপে নির্গত হয়, তেমন চতুর্মূর্তি বিষ্ণু হইতে সর্বদা তদ্ভিন্নরূপেই ('তদন্যেনৈব') অভিব্যক্ত হয়। পর বিভু এবং চতুর্মূর্তির ভেদ এই-প্রকারই। অথবা যেমন ভিন্ন ভিন্ন আকারের বহু রসপিণ্ডসমূহে এই রস সামান্যরূপে, উহাদের ব্যাপিয়া থাকে, তেমন সর্বেশ্বর বিভুর সর্বশক্তিসমূহে বিভু আছেন এবং সর্ব প্রপঞ্চ উহাদিগেতে আছে।[৩] এইরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ভগবানই জগতের উপাদান কারণ এবং তাঁহার সঙ্গে জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। মায়াত্মক জগৎ ভগবান অন্তর্লীন থাকে বলাতে সৎকার্যবাদ স্থাপিত হয়। অধিকন্তু তাহাতে আরও মনে হয় যে জগৎ মায়াত্মক হইলেও সত্য। পরন্তু অতঃপরে বলা হইয়াছে যে জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বপ্নদৃষ্ট ঐশ্বররূপের ন্যায় অভাবপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে জগৎ স্বপ্নবৎ অবাস্তব এবং জ্ঞাননাশ্য। সুতরাং উহা মিথ্যা। তাহাতে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয়। ঐ বচনের আরও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে "কেবল ভক্তিপূত, লোকধর্মরত, জ্ঞানকর্মরত, এবং পঞ্চকালরত আধিকারিক দ্বিজগণ" মনে করেন যে "ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ দেব ভগবান হরি স্বয়ং" জগতের প্রভব এবং প্রলয় করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতে গুণবিকাশরূপেই কালাদির সমুত্থান হয় এবং তাহাতে তাঁহার স্বরূপ অচ্যুতই থাকে। অচ্যুত ভগবান

১। ২৭।৬৯১-৬০৪'১

২। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—বিষ্ণুর চতুর্মূর্তি।

৩। ২৭।৬৭৮-৬৮২ এই বচনের কোন কোন অংশ নাই। তথাপি ইহার তাৎপর্য বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ব্যতীত অপর কিছুকেই উঁহারা সর্বাশ্রয় কালাদি সূক্ষ্মভূত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন না।[১]

"অতোঽন্যস্তু ভগবদ্ভক্তা তন্মন্ত্রজ্ঞানতৎপরাঃ॥
তেষাং কমলসম্ভূত কালাদ্যমখিলং হি যৎ।
সর্বমন্তস্থিতং ভাতি তৎপ্রভাববশাৎ স্ফুটম্॥
বহিরন্তরবচ্চাপি যস্মাদেতদধীশ্বর।[২]
বিশ্বস্য চাপি দেহত্বং পুরা তে সম্প্রকাশিতম্॥"[৩]

হে কমলসম্ভূত! উঁহাদের হইতে ভিন্ন অপরে,—যাহারা ভগবদ্ভক্ত এবং তন্মন্ত্রজ্ঞান-তৎপর, তাঁহাদের মতে কালাদি নিখিল যাহা কিছু তৎসমস্তই বস্তুত অভ্যন্তরে অবস্থিত, পরন্তু তাঁহার (ভগবানের) প্রভাব বশত অভ্যন্তরের ন্যায় বাহিরেও প্রতিভাত হইতেছে। যেহেতু ইহা (হয়) সেইহেতু, হে অধীশ্বর! বিশ্বপ্রপঞ্চের (ভগবানের) দেহত্বও (সিদ্ধ হয়), যেমন তোমার নিকট পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।' যাঁহারা মনে করেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত অন্তরেই অবস্থিত, তাঁহাদের মতে ইহা অবশ্যই স্বপ্নসদৃশ। এই বচন হইতে জানা যায় যে জ্ঞানপরায়ণ ভক্তগণ ঐরূপ মনে করিয়া থাকেন।

কোথাও জগৎপ্রপঞ্চকে ইন্দ্রজাল বলা হইয়াছে। যাহা মন্ত্রীদিগকে মহান ঋদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে সেই জ্ঞানানুসিদ্ধ কর্মের স্বরূপ জানিতে পৌষ্কর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[৪] ভগবান বিষ্ণু উত্তর করেন,

"বাচকান্তর্নিবিষ্টং[৫] তু মন্ত্রকৃত্যাদিকংহি যৎ।
প্রযাতি চাঙ্গভাবং তু ভোগজালে হি মন্ত্রিণাম্॥ ৪৪॥
তত্তদাদৌ পরিজ্ঞেয়ং নিত্যমারাধকেন তু।
শুদ্ধসংবিৎস্বরূপং চ প্রস্ফুরন্তং স্বতেজসা॥ ৪৫॥
বিষয়েন্দ্রিয়ভূতাখ্যৈঃ[৬] নানাকরণশক্তিভিঃ।
সুসম্পূর্ণং[৭] প্রবুদ্ধাভির্ন্যগ্‌ভূতাভিঃ পরস্পরম্॥ ৪৬॥

১। ২৭।১৭১.২—।১১৭৬.১ ২। মুদ্রিত পাঠ "যস্মাদেতদধীশ···।"
৩। ২৭।১৭৬.২—১৭৮ ৪। ৩২।৪৩ ৫। মুদ্রিতপাঠ "বাচকান্তানিবিষ্টং"
৬। মুদ্রিত পাঠ "বিষয়েন্দ্রিয়ভূতাখ্যে"
৭। পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে দুই পাণ্ডুলিপিতে "স্বসম্পূর্ণ" পাঠ ছিল। তাহাও শুদ্ধ।

যচ্চাভিমানিকে রূপে ভোগে ব্যক্তিং ব্রজন্তি[১] চ।
তৎপুনর্ভোগকৈবল্যসিদ্ধয়ে স্বয়মেব হি ॥ ৪৭ ॥
প্রসিদ্ধলক্ষণেনৈব[২] বপুষা মন্ত্রযাজিনাম্।
সমায়াত্যঙ্গভাবং চ এবং নিত্যং স্থিতা স্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥
সাম্প্রতং চ প্রবুদ্ধৈস্তু[৩] সা পদ্মদললোচন।
জ্ঞেপ্তব্যা[৪] ভাবনাপক্ষে বস্তুতশ্চাসতো[৫] ন হি ॥ ৪৯
সত্বং স্বাভাবমন্ত্রেন সম্ভাবং কিন্তু সাধনম্।
আপ্তবাক্যপ্রধানানামাগমৈকরতাত্মনাম্ ॥ ৫০ ॥
সম্যগচ্যুতভক্ত্যা বৈ নির্মলীকৃত চেতসাম্।
যথা জলত্বং বৈ বহ্নের্যুক্তিভির্নোপপদ্যতে ॥ ৫১ ॥
এবং জলস্য বহ্নিত্বং ন কদাচিৎ প্রজায়তে।
যত্র বা মন্ত্রিণা তাভ্যো (ভ্যাং) বিপর্যাসোঽভিদৃশ্যতে ॥ ৫২ ॥
তদিন্দ্রজালং বৈ মন্ত্রং ভক্তানাং শুভবর্ত্মনি।
প্রেরকং কমলোদ্ভূত নানা প্রত্যয়লক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥
জ্ঞানমূর্তিস্তু ভগবান্ ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
ভূত্বা ভোগানাত্মাংশেন[৬] ভুনক্তি স্বয়মেব হি ॥ ৫৪ ॥[৭]

'মন্ত্রকৃত্যাদি যে সকল অবশ্যই (মন্ত্র) বাচকের অন্তর্নিবিষ্ট,[৮] পরন্তু মন্ত্রিদিগের ভোগজালে নিশ্চয় অঙ্গভাব প্রাপ্ত হয় সেই সকলই আরাধকের নিত্য প্রথমে পরিজ্ঞেয়। স্বতেজে প্রস্ফুরণশীল শুদ্ধসংবিৎস্বরূপ পরস্পর প্রবুদ্ধ ও নিকৃষ্ট

১। বহুবচনান্ত প্রয়োগ আর্ষ মনে করিতে হইবে। একবচনান্ত 'ব্রজতি' শব্দ প্রয়োগ করিলে ছন্দঃভঙ্গ হয়।

২। মুদ্রিত পাঠ "প্রসিদ্ধং লক্ষণেনৈব"

৩। শুদ্ধিপত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে মুদ্রিত "প্রবুদ্ধৈস্তু" পাঠ স্থলে "প্রসিদ্ধৈস্তু" পাঠ হইবে। পরন্তু মুদ্রিত পাঠই সঙ্গত।

৪। "জ্ঞেপ্তব্যা" শব্দ শুদ্ধ কিনা গ্রন্থসংকর্তা সন্দেহ করিয়াছেন। পরন্তু ঐ সন্দেহ বৃথা।

৫। মুদ্রিত পাঠ "ভাবনাপেক্ষো বস্তু তচ্চাসতো।" পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে দুই পাণ্ডুলিপিতে "ভাবনা পক্ষে বস্তুতঃ" পাঠ ছিল। ঐ পাঠই শুদ্ধ।

৬। মুদ্রিত পাঠ "ভূক্ত্বা ভোগাত্মনাংশেন।"

৭। ৩২তম অধ্যায়।

৮। পূর্বে ২০৪-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী বা দ্বন্দ্বযুক্ত) বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং ভূত নামক নানা করণ শক্তিসমূহ দ্বারা সুসম্পূর্ণ। যাহা (শুদ্ধসংবিৎ) আভিমানিক রূপে ভোগার্থ ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা স্বয়ংই পুনঃ ভোগ ও কৈবল্য সিদ্ধ্যর্থ প্রসিদ্ধ লক্ষণযুক্ত রূপে মন্ত্রযাজীদিগের অঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার স্থিতি নিত্য স্থিত। পরন্তু হে পদ্মলোচন! অধুনা সেই স্থিতি প্রবুদ্ধগণ কর্তৃক ভাবনা পক্ষে নিঃক্ষেপ কর্তব্য (অর্থাৎ মনোকল্পনামূলক বলিয়া নিরূপণ কর্তব্য)। কেননা, বস্তুত অসতের সদ্ভাব হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা আপ্তবাক্য প্রধান, ও আগমৈকরত এবং সম্যক্ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্মলীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের ভাবমন্ত্র হেতু সদ্ভাব সাধন করিতে হয় (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতীতি হেতু প্রপঞ্চের সদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়)। যেমন (শত শত) যুক্তিসমূহ দ্বারা বহ্নির জলত্ব সিদ্ধ হয় না, সেইপ্রকার জলের বহ্নিত্বও কখনও উৎপন্ন হয় না। যেখানে তদুভয়ের বিপর্যাস মন্ত্রী কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ইন্দ্রজালই। (পরন্তু), হে কমলোদ্ভব! নানা প্রত্যয়াত্মক ঐ মন্ত্রে ইন্দ্রজাল নিশ্চয়ই ভক্তগণের কল্যাণমার্গে প্রেরক। ভগবান জ্ঞানমূর্তি। পরন্তু ভক্তানুগ্রহ কামনায় নিজের একাংশে ভোগ্যবস্তু-সমূহ হইয়া স্বয়ংই (জীবরূপে) সেসকল ভোগ করেন।' অর্থাৎ সংক্ষেপে তাৎপর্য এই, সাধারণত বলিতে শুদ্ধসংবিৎস্বরূপ ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ হইয়াছেন। পরন্তু প্রবুদ্ধগণ উহা মনোকল্পনা বা ইন্দ্রজাল বলিয়া নিশ্চিত করিবেন। কেননা, যেমন অগ্নি বস্তুত জল হইতে পারে না এবং জল অগ্নি হইতে পারে না, তেমন শুদ্ধ সংবিৎস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুত ভোক্তাদি প্রপঞ্চ হইতে পারে না। জল ও অগ্নির পরস্পর বিপর্যাস যদি কখনও পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে যেমন ইন্দ্রজাল মনে করিতে হয়, ব্রহ্মের প্রতীয়মান প্রপঞ্চভবন ও তেমন ইন্দ্রজালই। তবে সদ্ব্যক্তির প্রতীতিগোচর হয় বলিয়া প্রপঞ্চের সদ্ভাব অঙ্গীকার করিতে হয় এবং সুব্যবহার করিতে পারিলে ঐ ইন্দ্রজাল সাধকের কল্যাণপ্রাপক হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎ জ্ঞাননাশ্য,—তত্ত্বত বিচার করিতে গেলে উহা স্বপ্নদৃষ্ট ঐশ্বররূপের ন্যায় বিলীন হয়। অন্যত্রও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তথায় প্রথমে বিবৃত হইয়াছে যে যেমন ঘৃত দুগ্ধ হইতে ভিন্ন রূপে থাকে না, তেমন পরমেশ্বর তত্ত্বসমূহ হইতে ভিন্ন নহেন। সমাধিলাভের জন্য

একত্ব ও পৃথক্ত্ব রূপে অভ্যাস করিতে হইবে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল অর্থাৎ তত্ত্বরহিত তাঁহাতেই সমাধি করিতে হইবে।[১] অনন্তর বলা হইয়াছে যে

"আক্ষিতেঃ করণগ্রামমিন্দ্রিয়াখ্যং গুণান্বিতম্।[২]
উক্ত[৩]মব্যক্তপর্যন্তং প্রপঞ্চং তদ্বিনশ্বরম্[৪]॥
নানামূর্তিসমাখ্যং চ ভোগক্ষেত্রং হি কর্মিণাম্।
সুখদুঃখগুণোপেতং মোহমায়াময়ং দৃঢ়ম্॥
অজ্ঞানং তু তদাসক্তৈর্বর্ধতে চ ক্ষণাৎ ক্ষণম্।
জ্ঞানাদ্বিলয় মায়াতি তস্মান্নিত্যং ন তদ্দ্বিজ[৫]॥
হেয় ভাবনয়া চিন্ত্যমুপায়ং যদ্যপি স্ফুটম্।
সিদ্ধীনামাত্মলাভে তু তত্রাপ্যস্থিরমেব তৎ॥
সারমাদায় বৈ তস্মাৎ সাধনং যোগসিদ্ধয়ে।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ সত্ত্বং সত্ত্ববতাং বর॥
চতুষ্কমিদমব্যক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা নিবর্ততে।"[৬]

'ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া' (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ইন্দ্রিয়াখ্য করণগ্রাম এবং (সত্ত্বাদি) গুণান্বিত অব্যক্ত পর্যন্ত—সমস্তই প্রপঞ্চ বলিয়া উক্ত হয়। উহা বিনশ্বর। উহা নানা মূর্তিযুক্ত, কর্মীদিগের ভোগক্ষেত্র, সুখদুঃখগুণোপেত এবং নিশ্চয় মোহমায়াময়। ঐ প্রপঞ্চ ক্ষণে ক্ষণে উহাতে আসক্ত ব্যক্তির অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। পরন্তু জ্ঞান হইলে উহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু, হে দ্বিজ! উহা নিত্য নহে। উহাকে হেয় বলিয়া সর্বদা ভাবনা কর্তব্য। যদিও সিদ্ধিলাভের স্ফুট উপায়, তথাপি উহা নিশ্চয় অস্থির। সেইহেতু যোগসিদ্ধার্থ উহার গ্রহণ করিয়া সাধন করিবে। হে সত্ত্ববান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ!

১। "যথা ক্ষীরস্য বৈ স্নেহং ভেদেন ন তু বর্ততে।
এবং হি বিদ্ধি সর্বেষাং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরঃ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন সমাধৌ প্রোক্তমভ্যসেৎ।
কেবলং হি যথা পূর্বমুদ্দিষ্টং চ তদাপ্তয়ে॥" —(৩৫।১৩২-৩)
এই শেষ পংক্তিতে পূর্বের ৩৩।২ শ্লোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (পরে ২১৫ পৃষ্ঠা)। মুদ্রিত পাঠ "উদ্দিষ্টং।"

২। মুদ্রিত পাঠ "ইন্দ্রিয়াখ্যগণান্বিতম্।" পূর্বে ৩৫।১১১-২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে যে অব্যক্ত প্রপঞ্চের কারণ, অপর তত্ত্বসমূহ এই—সত্ত্বাদিগুণত্রয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি তত্ত্ব। উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এই পাঠান্তর করা হইয়াছে।

৩। মুদ্রিত পাঠ "উক্ত।" ৪। মুদ্রিত পাঠ 'তদনশ্বরম্'। উহা নিশ্চয়ই ভুল।

৫। মুদ্রিত পাঠ 'হি তদ্বিজ' ৬। ৩৫।১৩৪-১৩৯'১।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং সত্ত্ব (অর্থাৎ জীবত্ব)[১] এই চারিটি—এই অব্যক্ত (অর্থাৎ অব্যক্তাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ) ব্রহ্ম প্রাপ্তি দ্বারা নিবর্তিত হয়।' তত্ত্ববিলয় ভাবনার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। তদনুসারে পরব্রহ্ম হইতে উত্থিত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিলয় ভাবনা করিতে হয়। কথিত হইয়াছে যে ঐ প্রকারে করিলে যাহারা তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী, যাহাদের কর্ম সুনিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ বাকী নাই এবং যাহারা অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ("নিষ্কলানাং") তাহাদের জন্য প্রপঞ্চ বিলীন হয় ("বিগলতি"); আর অপর যাহারা নিত্যাকাররতাত্মা, মন্ত্রক্রিয়ারত এবং এখনো দ্বৈতভাবগ্রস্ত ("নানাত্বেন সমাত্মনাম্"), তাহাদের জন্য উহা পুন বিকসিত হয়।[২] ইহার তাৎপর্য এই যে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ থাকে না, অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে থাকে।

জীব

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জীবাত্মা দেহপিণ্ড হইতে ভিন্ন[৩]—ব্রহ্ম হৃদয়স্থ বুদ্ধিদর্পণে উপহিত হইয়া জীব হইয়াছেন; ব্রহ্ম নিজের একাংশে ভোগ্যবস্তুসমূহ হইয়া স্বয়ংই (জীবরূপে) সে সকল ভোগ করেন; সুতরাং জীব স্বরূপত ব্রহ্মই। পিতৃশ্রাদ্ধের নমস্কার মন্ত্রে আছে যে পিতা পিতামহ এবং প্রপিতামহ সমস্ত বিষ্ণুই; সুতরাং পিতৃশ্রাদ্ধে বস্তুত তাঁহারই অর্চনা করা হয়।[৪] উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে,

১। 'সত্ত্ব' শব্দ সাধারণত 'বুদ্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরন্তু এইখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা, 'বুদ্ধি'র পৃথক উল্লেখ আছে। উহাকে 'সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উপলক্ষণাত্মক মনে করা যাইতে পারে। পরন্তু তাহাতে উক্ত 'চতুষ্ক' সংখ্যা রক্ষা করিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট কল্পনা করিতে হয়।

২। "জ্ঞানিনাং বিগলত্যে (? ত্যে) মাং স্বভাবাৎ তত্ত্ববেদিনাম্।
নিষ্কলানাং মহাবুদ্ধে নিষ্পন্নানাং সুকর্মণি ॥
বিকাসমেতি চান্যেষাং নিত্যাকাররতাত্মনাম্।
মন্ত্রক্রিয়ারতানাং চ নানাত্বেন সমাত্মনাম্ ॥"—(২২।৫১-২) আরও দ্রষ্টব্য—২২।৫৮-৬০

৩। পূর্বে ১১৯-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য—৩৩।৬২-৩

৪। ওঁ নমো বা পিতরো নমো বঃ পুরুষোত্তম ॥ ১০৩ ॥
নমো বিষ্ণুপদদ্বেভ্যঃ স্বধা বঃ পিতরো নমঃ।
হরয়ে পিতৃনাথায় হ্যগ্নীষোমাত্মনে নমঃ ॥ ১০৪ ॥
সংসোমপাত্মনে বিষ্ণো নমো বর্হিষদাত্মনে।
আসংসারাভিজনকা অগ্নিষাত্তা অথাচ্যুত ॥ ১০৫ ॥
পিতামহাঃ সোমপাস্তং ত্বমন্তে প্রপিতামহাঃ।
তুভ্যং নমো ভগবতে পিতৃমূর্তেঽচ্যুতায় চ ॥ ১০৬ ॥

"একস্যাশ্রয়বীজস্য নানাকর্মবশাত্তু বৈ।
নানাত্বং ভাবয়েদ্বুদ্ধ্যা পিতৃকর্মণ্যতঃ পুরা॥
তেনৈব তর্পণীয়ং তৎ স্বয়মেব[1] তদাত্মনা।"[2]

'পিতৃকর্মে প্রথমে (এই প্রকার) মনে মনে ভাবনা করিবে,—আশ্রয়বীজ একেরই নানাকর্ম বশত নানাত্ব (হইয়াছে) অতএব তিনি স্বয়ংই তদাত্মক (অর্থাৎ পিতা এবং পুত্ররূপ) বলিয়া (পুত্ররূপ) তৎকর্তৃক (পিতারূপ) তিনি অবশ্যই তর্পণীয়।' এই বচন হইতে পরিষ্কার জানা যায় ব্রহ্মই কর্মোপাধিবশত জীব হইয়াছেন[3], এবং কর্মের নানাত্ব হেতু জীবের নানাত্ব হইয়াছে। ঐ প্রকরণে পরে বর্ণিত হইয়াছে যে যেমন মহদাকার অগ্নি হইতে উহার দাহিকা-শক্তি অঙ্গারকণার আশ্রয়ে বাহিরে আসে ঠিক সেই প্রকারেই চিন্ময় ঈশ্বর হইতে, তাঁহার ইচ্ছায়, পিতৃগণ, সঙ্কল্পনিশ্চয় বশত, অগ্নীষোমকে সমাশ্রয় করত বাহিরে নির্যাত হইয়াছে।[4] ঐ দৃষ্টান্ত হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে পিতৃগণ, সুতরাং সমস্ত জীববর্গ, ব্রহ্মের ঔপাধিক অংশমাত্র।

মুক্তি

মুক্তিকে কৈবল্য[5] বলা হইয়াছে এবং কৈবল্যকে "ভগবত্তত্ত্ব" বলা হইয়াছে।[6] উহাকে ব্রহ্মসম্পত্তিও বলা হইয়াছে।[7] কোথাও আছে যে মুক্ত পুরুষ "পরব্রহ্মে প্রবেশ করে"[8] "পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়"।[9] মুক্তিকে "নির্বাণ"[10] বা "পরম নির্বাণ"[11]ও বলা হইয়াছে। মুক্ত পুরুষ "ব্রহ্মে ঐকাত্মতা

নারায়ণায় হংসায় বিষ্ণো ত্রিপুরুষাত্মনে।
মুক্ত্বা ত্বামেব ভগবন্ ন নমাম্যর্চয়ামি চ॥ ১০৭॥
ন তর্পয়ামি সর্বেশ নাপ্যমাবাহয়াম্যহম্।"—(২৭ অধ্যায়)

১। মুদ্রিত পাঠ "স্বয়ম্ভুতা"। তাহাতে অর্থসঙ্গতি হয় না।

২। ২৭।৯২—৯৩-১

৩। দ্রষ্টব্য—"পরং ব্রহ্মস্বরূপং প্রপিতামহম্" —(২৭।২১৭-২)
"পিতরো ভগবদ্রূপাঃ সাকারা বহ্নিরাকৃতিঃ।"—(২৭।৩১৬-১)

৪। "মহতঃ পাবকাদ্যদ্বচ্ছক্তির্দহনলক্ষণা।
অঙ্গারকণামাশ্রিত্য বাহ্যমায়াতি পৌষ্কর॥
তদ্বদেব হি নির্যাতঃ কিন্তু সঙ্কল্পনিশ্চয়াৎ।
অগ্নীষোমৌ সমাশ্রিত্য পিতরশ্চেশ্বরেচ্ছয়া॥"—(২৭।২৭৮-৯)

৫। যথা দ্রষ্টব্য—১৭।৪৫; ২৬।৫৬·১; ৩২।৪২·২, ১৩৭-২

৬। "কৈবল্যং ভগবত্তত্ত্বং মন্ত্রজ্ঞঃ সমবাপ্নুয়াৎ॥"—(৩৮।২১৬·২)

৭। ১১।৪৭·২

৮। ১৩।১২-২—১৩, "পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"—(৩৩।১২৩-২)

৯। ৩১।২৩৩

১০। ২৭।৪-২, ১০·১

১১। ২৭।২২৫-২

লাভ করে",[১] "ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন পরম শান্ত পদ লাভ করে",[২] অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করে,[৩] "পরব্রহ্ম লাভ করে।"[৪] কথিত হইয়াছে যে একায়ন বিপ্রগণ বা একান্তীগণ যাহারা ভগবান অচ্যুতের ভক্ত, কোন ফলকামনা না করিয়া কেবল কর্তব্যবোধে আজীবন বিষ্ণুর অর্চনা করে এবং অপর কোন দেবতার উপাসনা করে না, তাহারা দেহান্তে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হয়।[৫] মুক্তিকে "আত্মসিদ্ধি",[৬] "আত্মলাভ"[৭] এবং "স্বরূপপ্রাপ্তি"[৮]ও বলা হইয়াছে।[৯]

মুক্তির ঐ সকল সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য এই যে ব্রহ্মই শরীরবন্ধন অঙ্গীকার করিয়া জীব সাজিয়াছিলেন এবং পরে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুন পূর্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম হন। তাই মুক্তিকে ব্রহ্মভবন, স্বরূপপ্রাপ্তি, ইত্যাদি বলা হয়। তখন জীবভাব আর থাকে না,—তখন জীবত্বের লয় বা নির্বাণ হয়। তাই মুক্তিকে 'লয়' বা নির্বাণ বলা হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎপ্রপঞ্চ বাস্তব নহে, মায়া বা ইন্দ্রজাল মাত্র। সুতরাং শরীরও মায়া বা ইন্দ্রজাল মাত্র। অতএব ব্রহ্মের জীবভবনও বাস্তব নহে।

যেহেতু মুক্তিতে জীবভাবের, তথা জগৎপ্রপঞ্চের, বিলয় হয়, সেইহেতু

১। "অথগুকারী পুরুষো জ্ঞান কর্মপরায়ণঃ॥
ভক্তিশ্রদ্ধাতথোৎসাহযুক্তো যোগবলৈর্যুতঃ।
"ব্রহ্মণ্যৈকাত্মতাং যাতি অচিরাদেব পৌষ্কর॥" —(৩০।১৮·২—১৯)
"ব্রহ্মণ্যৈকাত্মতাং ব্রজেৎ"—(২৯।৩৭-২)
২। "তদভিন্নং পরং শান্তং পর (? দ) মাপ্নোতি তদ্ব্রতী॥" —(৩৩।৭৬-২)
৩। "এবমেকত্বমাপন্নং" (৩৩।৭৭.১)
৪। "পরং ব্রহ্মত্বমায়াতি তৎকর্মপরমঃ পুমান্।" —(৩০।১৮৪-১)
৫। "বিপ্রা একায়নাখ্যা যে তে ভক্তাস্তত্বতোঽচ্যুতে॥
একান্তিনঃ সুতত্বস্থাঃ দেহান্তানান্যযাজিনঃ।
কর্তব্যত্বেন যে বিষ্ণুং সংযজন্তি ফলং বিনা॥
প্রাপ্নুবন্তি চ দেহান্তে বাসুদেবত্বমজ্জ।" —(৩৬।২৬০·১—২৬২·১)
আরও দ্রষ্টব্য—"অন্তে ভূতময়ং দেহং ত্যক্ত্বা হন্তে বাসুদেববৎ]" —(১৯।২০·২)
৬। ৩৩।৮৬·১, "তদভিন্নং পরং শান্তং পর (? দ) মাপ্নোতি তদ্ব্রতী॥" (৩৩।৭৬-২)
৭। "যয়া সহ সমং যাতি তত্বজ্ঞস্ত্বব্যয়ে পদে।
আত্মলাভমতঃ প্রাপ্য পরস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ॥" —(৩৩।১২৬)
আরও দ্রষ্টব্য—৫।১৮-৯
৮। ৩৩।৯৭।১
৯। 'পৌষ্করসংহিতা'য় সালোক্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য মুক্তির উল্লেখও আছে। তন্মধ্যে সাযুজ্য মুক্তিকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে। (৩০।৭—৮)

আত্মবিলয় এবং প্রপঞ্চবিলয় ভাবনা উহার সাক্ষাৎ সাধন। 'পৌষ্করসংহিতা'য় তাহাদের পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।[১]

ব্রহ্ম

এবার ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম কার্যকারণাত্মক ও কার্যকারণাতীত এবং সর্বাভাস ও অনাভাস; "ভগবান অনন্তশক্তিমান এবং অনন্তগুণবান বলিয়া স্মৃত হন;" "স্বীয় নিখিল শক্তিসমূহের বলে, তিনি নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াও সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কারণে পুনঃ অঙ্গোপাঙ্গরূপে বিশেষতা প্রাপ্ত হন;" তিনি অবিশেষস্বরূপ, পরন্তু স্বীয় অশেষ শক্তিসমূহ দ্বারা বিশেষসমূহ প্রাপ্ত হন: ইত্যাদি।[২] এক স্থানে ব্রহ্মের লক্ষণ এইপ্রকারে নির্দেশিত হইয়াছে[৩].—ব্রহ্ম সৎ, কৃষিভাত[৪], স্বপ্রতিষ্ঠ[৫], অনাহত, মহাবিভূষিতানন্দ[৬], ধ্রুব, নিত্যোদিত[৭], অক্ষর, অজ, সম্পূর্ণষাড়্গুণ্য, অচিন্ত্য, অদ্ভুত, কেবল, সর্বশক্তি, অসঙ্কীর্ণ, সুশান্ত, পুরুষোত্তম. শাশ্বত. অচল, সর্বেশ, নির্বিকার. নিরঞ্জন, বাসুদৈবত্যস্বভাব বা বাসুদেবের স্বভাব[৮], নিস্তরঙ্গ, উপাদেয়. অনৌপম্য, স্বপ্রকাশ[৯], স্থির, অমৃত, অগ্রাহ্য. অনন্ত, চিদ্রূপ, হংস, অব্যয়, অতর্ক্য, কূটস্থ. নির্মল, অপার, সৎ, বৃহৎ, সর্বাতিশায়ী, সংবুদ্ধ, পরিপূর্ণগুণোজ্ঝিত, অকলঙ্ক, অসঙ্কল্প, অপরিমিতশ্রীযুক্ত,··· অনন্ত, সম্মিত, জ্ঞানজ্ঞেয়সর্ব. সনাতন,··· পরমানন্দ, ভাস্বর, স্বচ্ছন্দগমনালোক, নিত্যতৃপ্ত, নিরঞ্জজ (?) লোকনাথ. অনির্দেশ্য, প্রশান্ত, পরমেশ্বর. নিষ্কম্প, নির্বিকল্প. এক[১০], মহাধর্ম এবং মহামত।

এখন প্রশ্ন—

১। প্রপঞ্চবিলয়—২২।৪৬— ; ২৭।২৭২— ; ৩৩।৯০—
আত্মবিলয়—২৬।২৯—

২। পূর্বে ২০২-৩ পৃষ্ঠা। "অবিশেষ স্বরূপস্থ দেবস্থ পরমাত্মনঃ।" (৩৩।২-'৬)

৩। ২৯।৩৮—৪৭ ৪। মুদ্রিত পাঠ 'সকৃষিভাগত্ব'

৫। মুদ্রিত পাঠ 'সুপ্রতিষ্ঠিত'। ঐ পাঠ অঙ্গীকার করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়।

৬। মুদ্রিত পাঠ 'মহাবিভূষতানন্দ'। পরন্তু উহা শুদ্ধ কিনা প্রকাশকেও সন্দেহ করিয়াছেন।

৭। যাহা অনৌপম্য, অতীন্দ্রিয়, সংশান্ত, ও পরমানন্দ স্বরূপ, তাহাই 'নিত্যোদিত'। যাহার উদয়াস্ত নাই, সদা একরূপ চিৎস্বরূপ, তাহাই নিত্যোদিত। (২৩।৭৬-৭ দ্রষ্টব্য।

৮। মূল পাঠ "স্বভাব বাসুদেবত্য"। উহা অবশ্যই ভুল। শুদ্ধ পাঠ 'বাসুদৈবত্য' বা 'বাসুদেবস্য' হইবে।

৯। মুদ্রিত পাঠ 'সুপ্রকাশ'। পাদটীকায় 'সম্প্রকাশ' পাঠান্তর আছে। পরন্তু 'স্বপ্রকাশ' পাঠই সাভব। ১০। মুদ্রিত পাঠ "নির্বিকল্পে কং"। 'নির্বিকল্পৈকং' পাঠ হইবে।

১। 'সম্পূর্ণষাড়্‌গুণ্য' ও 'পরিপূর্ণগুণোজ্ঝিত', তথা, কার্যকারণাত্মক ও কার্যকারণাতীত এবং সর্বাভাস ও অনাভাস—এই সকল পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম। ব্রহ্মে উহাদের সমন্বয় কি প্রকারে হয়?

২। যাহা অনন্তশক্তিমান, সর্বশক্তি (মান), অনন্তগুণবান, মহাধর্ম ইত্যাদি, তাহাকে "অবিশেষস্বরূপ" বলা যায় কি?

৩। যাহা নির্বিকার, নিস্তরঙ্গ, নিষ্কম্প, কূটস্থ, নিত্য, অক্ষর, অচল, অমৃত, অব্যয়, ইত্যাদি, তাহাকে জগতের বীজ বলা যায় কি? তাহা কি প্রকারে জগদ্রূপ ধারণ করে?

এই তৃতীয় প্রকারের শঙ্কা পৌষ্কর বস্তুতই বিষ্ণুর নিকট করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "হে নাথ! নিষ্ক্রিয়, অচ্যুত এবং অব্যয়াত্মা বিভুর মন্ত্রাত্মাভাবে ভেদ কি প্রকারে প্রাপ্তি হয়?"[১] তাহাতে ভগবান উত্তর করেন,

"তৃণানাং হি যথাঽদানে নাড়ীশ্চাসং প্রবর্ততে।[২]
স্বশক্তিঃ পুষ্পরাগস্য মণের্বিকর্ষণে[৩]ঽপি চ॥
তদ্বদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ পরস্য পরমাত্মনঃ।
প্রবর্ততে শক্তিচয়ো যস্য মন্ত্রস্য গংবপু॥
কর্মাত্মতত্ত্বাদায়[৪] পুনরেব নিবর্ততে।
সা অচ্যুতাখ্যা মহাশক্তিঃ শান্তসংবিন্ময়ঃ পুরাঃ॥
এবং কর্মাত্মতত্ত্বস্য বিন্যাসম্পালিতস্য চ।
স্থিতিঃ সম্প্রতিবুদ্ধস্য ইন্দ্রিয়ার্থাসু শক্তিসু॥
যথা হ্যনিলপূর্ণানং দৃতৌ স্থিত্বা সুশিক্ষিতঃ।
প্রতরত্যতিসংক্ষিস্থা (?) নষ্টমব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥
সত্ত্বশিক্ষিতবুদ্ধে বৈ ব্যক্ষুব্ধেঽসি (?) পৌষ্কর।
বর্ততে ত্বধরীকৃত্য বুধ্বে ত্বাকুলচেতসঃ॥
এবং সম্প্রতিবুদ্ধস্ত (?) শক্তয়শ্চেন্দ্রিয়াস্তরাঃ।
ভাবমন্ত্রক্রিয়াণাং চ সমর্থা ন্যকরোতি চ।

১। ২২।৩২ ২। মুদ্রিত পাঠ "নারীশ্চাসং প্রবর্ততে"। পাদটীকায় "নারীশ্চস প্রবর্ততে" পাঠান্তর আছে।
৩। পাদটীকায় 'বিকর্ষণে' পাঠান্তর আছে। তাহাই প্রকৃত পাঠ মনে হয়।
৪। মুদ্রিত পাঠ 'কর্মাত্মকত্বাদ্দাদায়'।

শুদ্ধসংবিন্ময়শ্চাস্তে নিস্তরঙ্গসমুদ্রবৎ।
অমূয়ত্বাদ্বিজানন্দ পরিস্পন্দং স্বকং পুনঃ॥
শুক্তিভিস্তু সমারোপ্য বেদ্যবেদকতাং ভজেৎ।
ইত্যেবমুক্তমাধারস্বরূপং হি ধরাস্থিতিঃ।
জায়তে তৎপরিজ্ঞানাৎ কর্মণাং কর্মসংক্ষয়ঃ।
উদয়াপ্যয়সংস্থানমন্তর্যাগত্বমেব চ॥[১]

এই বচনের আক্ষরিক অর্থ বুঝা যায় না। তবে প্রকরণেরও সহিত মিলাইলে উহার তাৎপর্য এই হয়,—ভগবানের শক্তিচয়[২] প্রবর্তিত ও নিবর্তিত হয় এবং তাহাতেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ও সংহার হয়। শান্তসংবিন্ময় ঐ মহাশক্তি 'অচ্যুত' নামে খ্যাত। উহাই এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে ধারণ করে।[৩] ঐ শক্তির বিক্ষেপ ও উপসংহার হেতু ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। সম্যক্ প্রতিবুদ্ধ ঐ ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিসমূহ এবং দ্রব্য, মন্ত্র ও ক্রিয়াদির সামর্থ্যসমূহ স্বীকার করে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুদ্ধ সংবিন্ময় এবং নিস্তরঙ্গ সমুদ্রেরই ন্যায় শান্ত আছেন,—তাঁহাতে ঐসকল নাই।[৪] পরন্তু অজ্ঞানীদের জন্য তিনি শক্তিসমূহসহ নিজ আনন্দপরিস্পন্দ সমারোপকরত জ্ঞেয়-জ্ঞানাত্মক ভাবসমূহ ধারণ করেন।[৫] জগৎপ্রপঞ্চের আধার ভগবানের উক্তম স্বরূপ এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও অন্তর্যাগত্ব রূপ প্রপঞ্চস্থিতি এই প্রকারই। ইহার পরিজ্ঞান হইলে কর্মীদিগের কর্মসমূহ সম্যক্ ক্ষয় হয়। এইরূপে দেখা যায় জ্ঞানী ও

১। ২২।৬৩।৭২

২। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে ভগবান বিষ্ণুর "শক্তিচয়" এই, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কান্তি, প্রভা, মতি, শক্তি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, মহিমা, উন্নতি, স্বধা, বিদ্যা, অনিমা, মায়া, ধৃতি, হ্রী, শ্রী, কলা, দ্যুতি, নিষ্ঠা শ্রদ্ধা, রুচি, চেষ্টা, শোভা, শুদ্ধি, বিভূতি, তুষ্টি, ব্যাপ্তি, গতি, তৃপ্তি, ভাগা, বাগীশ্বরী, রতি, সিদ্ধি, নতি, প্লুতি, ক্রীড়া, সম্পৎ, কীর্তি, শিখা, মতি, গায়ত্রী, মর্যাদা এবং সৃষ্টি। (২১।২—৫'১)

কথিত আছে যে "আভিরাপূরিতং কৃৎস্নমমূর্তাভিঃ সদৈব হি।" —(২১।৬'১)

৩। "ধৃতমচ্যুতশক্ত্যা বৈ হ্যপরিচ্যুতসত্ত্বয়া।
সম্বিকল্পস্বরূপং চ বিশ্বাসনমিদং দ্বিজ॥" (২২।৫৫)

৪। ২২।৫০.২—৫১; পূর্বে ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৫। ২২।৫২। পূর্বে ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য; আরও দ্রষ্টব্য,—
"বিধৃতং বিভুনা ব্যাপ্তং স্বসামর্থ্যেন যদ্যপি।
তত্রাপি তচ্ছরীরাণাং জীবানাং তন্নিবাসিনাম্॥
স্বশক্ত্যাঽনুগৃহীতানাং তমাক্রম্য মহামতে।
নানামন্ত্রাত্মনা ভাতে তস্মিন্ নানাবিধাত্মনি॥"—(২২।৫৪-৫)

অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে ব্রহ্মের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। অজ্ঞানীর জন্ত জগতের সৃষ্ট্যাদি সত্য এবং ব্রহ্মের তত্তদাত্মিকা শক্তিও সত্য। আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক নিশ্চল ও নিষ্কম্প অর্থাৎ কূটস্থ নিত্য এবং শুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত পর কিছুই নাই। জগৎ নাই সুতরাং উহার সৃষ্ট্যাদির শক্তিও নাই।

ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশে উক্ত হইয়াছে যে তিনি বাসুদৈবত্যস্বভাব বা বাসুদেবের স্বভাব। প্রকৃত পক্ষে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নৃসিংহ এবং ধরণীধর (বা বরাহ) এই নয়টি পরব্রহ্মের নব "ব্যূহ", "মূর্তি" বা 'রূপ' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।[১] তন্মধ্যে বাসুদেবাদি প্রথম চতুষ্টয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। উহারা "চতুরাত্মা", ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ নবব্যূহ, "অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, ব্যাপক এবং অমল পরব্রহ্ম পরমাত্মার শক্তিরূপে ব্যবস্থিত নব প্রকৃতি" বলিয়াও কথিত হয়।[২] কথিত হইয়াছে যে উহাঁরা সংসারসাগরে নিমগ্ন জীবগণের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ।[৩] যেমন প্রদীপ্ত বিশাল অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, এবং যেমন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র হইতে বুদ্বুদসমূহ উৎপন্ন হয়, তেমন শক্তীশ পরমাত্মা হইতে ঐ সকল শক্তি অভিব্যক্ত হয় ("ব্যক্তিতি")। পরন্তু ঐ শক্তিসমূহ প্রকৃতপক্ষে অজরূপা।[৪] অন্যত্র আছে, "জ্বালা যেমন অগ্নির সহিত, জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রের সহিত, এবং প্রভা যেমন সূর্যের সহিত অভেদে থাকে, পরব্রহ্মের বাসুদেব নামক নিত্য, ব্যাপক এবং অমল মূর্তি (তাঁহার সহিত) তেমনই অভেদে ("অভেদেন") থাকে।"[৫] তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, "ভগবান বাসুদেব পরব্রহ্ম পরমাত্মার (জীবের প্রতি) অনুগ্রহার্থ জ্ঞানকর্মসমন্বিত উল্লাস।"[৬] নির্ধূম অগ্নির শুভ্র অর্চ্চিসমূহের ন্যায়, সমুদ্রের

"অনুগ্রহপরো মন্ত্রাস্ত্বেবমজ্জ চাচ্যুত ?
নিজয়ৎ স্বমহৎসন্তাং (?) জ্ঞানাদিগুণলক্ষণাম্।
নিশ্রেয়স পদপ্রাপ্তিপর্যন্তং কালবর্তিনাম্।
বিনিয়োগাবসানে তু তেঽপি চায়ান্তি বৈ সহ॥
বিলয়ং বাসুদেবে (তু) তেষাং ক্রীড়ার্থমেব চ।
সমারোপ্য স্ববিজ্ঞানমশ্লেষাং ভবশান্তয়ে॥"—(২২।৫৮-৬০)

১। যথা দ্রষ্টব্য—১০।৩, ৪, ১০, ২০, ২১ ; ৩৩।১, ১৫, ইত্যাদি।
২। ১০।৫.২-৬ ; আরও দ্রষ্টব্য—১০।২১, ২৩, ২৭, ৩৩, ৩৪ ; ১১।১২.২
৩। ১০।৭.১
৪। ১০।৭.২-৯
৫। ৩৮।১৯২—১৯৩.১
৬। ৩৮।১৬২-২—১৬৩.১

ঊর্মিসমূহের ন্যায়, সূর্যের রশ্মিসমূহের ন্যায়, পরমেশ্বরের ঐ উল্লাস (তাঁহা হইতে) অভিন্ন বলিয়া পরিজ্ঞেয়।"[১] সঙ্কর্ষণাদি অপর অষ্টমূর্তি সম্বন্ধেও সেই সকল কথা সমভাবে প্রযুজ্য।[২] প্রকৃতপক্ষে সমস্ত তত্ত্বের সমস্ত অধীশ্বরগণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার বলা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই "পরস্মিন ভগবত্তত্ত্বে হ্যভেদেন ব্যবস্থিতাঃ"।[৩] তত্ত্বসমূহ ও যে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে না ("ভেদেন ন তু বর্ততে") তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।[৪] মূল তাৎপর্য এই যে, সমস্ত তত্ত্ব এবং উহাদের অধিপতিগণ পরব্রহ্মের শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ। পরন্তু, ঐ অভেদ আত্যন্তিক নহে। তাই ব্রহ্ম এবং চতুর্মূর্তির অভেদের ন্যায়, ভেদের ও উল্লেখ আছে। তাহাতে ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়।

বাসুদেবাদি শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নহে। উহারা অপর স্বল্প কতিপয় শক্তির বিশেষ বিশেষ রূপ ভেদ মাত্র। যথা, কথিত হইয়াছে যে ভগবান প্রাণ, ইচ্ছা, শব্দ এবং কাল নামক চারি আত্মা দ্বারা নব ব্যূহতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৫] অন্যত্র আছে কাল, জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা এবং প্রাণ এই পঞ্চশক্তিই সমস্ত প্রপঞ্চের উপকরণ।[৬] উহাদের গুণভেদসমূহের বিশেষ বিশেষ রূপ ভেদে শক্তিসমূহ অসংখ্য বলিয়া কথিত হয়।[৭] তাহা নিম্ন প্রকারে নির্দেশিত হইয়াছে,[৮]

শক্তি	অধ্যাত্ম	অধিদৈবত	অভিভূত
প্রাণ	অখিল ষাড়্গুণ্য	বাসুদেব	অপানাদি বিশ্বধারক বায়ুসমূহ
ইচ্ছা	জ্ঞান ও বল	সঙ্কর্ষণ	সর্বতত্ত্বাশ্রিত সামর্থ্য
ক্রিয়া	ঐশ্বর্য ও বীর্য	প্রদ্যুম্ন	সদোদিত মহৎপ্রকাশ প্রসর
তেজ	তেজ ও শক্তি বা অব্যক্ত	সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি	অসঙ্কীর্ণ গুণত্রয়।

১। ৩৮।১৬৫—১৬৬ ২। ২৭।৩৭৮—৩৮২ দ্রষ্টব্য; ২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩। ৩৬।৩৮২—৩; পৌষ্করসংহিতা'র মতে তত্ত্বসংখ্যা ২৬ এবং উহারা বাসুদেবাদি ৪, কেশবাদি ১২ এবং মৎস্যাদি ১০ মূর্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত। (২৬।১২৬—৭)

৪। ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ৫। '......ব্যূহতামাগতঃ স্বয়ম্।
প্রাণেচ্ছা শব্দকালাখ্যচতুরাত্মতয়া নব॥"—(৩৩।১৯)

৬। ৩৩।১৩৯—১৪০ ৭। ৩৩।১৫৪ ৮। ৩৩।১৫৫—১৬০

এইখানে দেখা যায়, সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্য বাসুদেবেরই অধ্যাত্ম ভাব। উহার পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের "বাসুদেব নামক পরা প্রকৃতিই ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহা, সর্বশক্তিতত্ত্বগুণান্বিতা, স্বয়ং আনন্দলক্ষণা কোশভূতত্বাপন্ন।"[১] ব্রহ্মের কোশভূতা এই বাসুদেবপ্রকৃতির লক্ষণসমূহ তাঁহাতে আরোপ করিয়াই বোধ হয় বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের লক্ষণ 'সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্য', সর্বশক্তি, ইত্যাদি। আর ব্রহ্মস্বরূপে 'পরিপূর্ণগুণোজ্ঝিত'। অন্যত্রও আছে, "গুণাতীতস্তু ভগবান" (অর্থাৎ ভগবান গুণাতীত)।[২]

কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের কেবল অনুজ্ঝিত স্বরূপের অভেদ ভাবে ("একত্বেন") অর্চনা দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। আর নানা প্রকার আভ্যুদয়িক ফল লাভার্থ তাঁহার বাসুদেবাদি নানামূর্তির ভেদভাবে ("নানাত্বেন", "পৃথক্ত্বেন") উপাসনা করিতে হইবে।[৩] ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহাতে মনে হয় যে বাসুদেবাদি ব্রহ্মের ব্যবহারিক রূপ। অন্যত্র আছে।

"যদচ্ছিন্নং জগদ্যোনেরনন্তপ্রসরং সিতম্।
বিচ্ছেদমকৃত জ্ঞানামেতি নানাত্মনা স্বয়ম্॥
জগৎসূত্রং তু তদ্বিদ্ধি হেমসূত্রাদিনা তু বৈ।
ষাড়্‌গুণ্যমভিমানং যদ্ধত্তে প্রতিসরাত্মনা॥
জ্ঞানরাগোপরক্তং চ যুক্তং কার্যৈস্তু বীর্যজৈঃ।
তৈজসৈরাবৃতং মন্ত্রৈর্বলেনাবলিতং পরম্॥
ঐশ্বর্যমুপচারে তু সম্প্রাপ্তে শক্তিতোঽব্যয়ম্।"[৪]

'জগদ্‌যোনি ব্রহ্মের যে অচ্ছিন্ন (অর্থাৎ ভেদবিরহিত) শুদ্ধ অনন্তব্যাপ্তি তাহা অকৃতজ্ঞদিগের (অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানলাভ করত কৃতকৃত্য হয় নাই তাহাদিগের সুতরাং অজ্ঞানীদিগের দৃষ্টিতে) স্বয়ং নানারূপে বিচ্ছেদ (বা ভেদ) প্রাপ্ত হয়। তিনি যে, হেমসূত্রাদির ন্যায় প্রতিসর (অর্থাৎ পরিবেষ্টনী রজ্জু, কণ্ঠহার, বলয় বা মেখলা) রূপে জ্ঞানরাগোপরক্ত, বীর্যজ কার্যসমূহ যুক্ত, তৈজসাবৃত এবং মন্ত্রবলে আবলিত ষাড়্‌গুণ্য অভিমান ধারণ করেন তাহাকেই জগৎসূত্র বলিয়া জানিও। পরন্তু, উপচার দ্বারা শক্তি ও ঐশ্বর্য

১। ৩৩।৭৪—৫
২। ৩৮।২২৭'১
৩। ৩৩।২-৩, ১৩৩, আরও দ্রষ্টব্য—৩৭।২০৬—
৪। ৩০।২২-২৫'১

সম্প্রাপ্ত হইলে ও পরব্রহ্ম অব্যয়।' ইহা হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে ব্রহ্মের স্বরূপে কোন ভেদ নাই, উহা অদ্বৈত; পরন্তু অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগদ্বীজ ও জগন্ময় বলিয়া তিনি ভেদগ্রস্ত হন। তাঁহার ষাড়্‌গুণ্যাভিমানই জগদ্বিধারক সূত্র। জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তা হিসাবে তাঁহাতে শক্তির সদ্ভাব ও স্বীকার করিতে হয়। ঐরূপে তাঁহাতে শক্তিসমূহ উপচরিত হইলেও পরব্রহ্ম অব্যয় থাকেন, অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

যেমন পূর্বে একবার[১] তেমন এইখানে আবার প্রদর্শিত হইল যে 'পৌষ্কর-সংহিতার মতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদ আছে; —অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি জগদ্বীজ ও জগন্ময় এবং জগতের সৃষ্টাদির সম্পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার আছে, সুতরাং তিনি অনন্তভেদপূর্ণ; আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি কূটস্থ নিত্য, অর্থাৎ তিনি সদা একই নিশ্চল ও নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিত আছেন, সুতরাং তিনি জগদ্রূপ হন না. অতএব তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি শক্তির সদ্ভাব নাই, অন্তত তাহার কোন প্রমাণ নাই, তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই। অধিকন্তু ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে,[২] তন্মতে, ব্রহ্মের উপদেশ করিতে গেলে প্রথমে বলিতে হয় যে উহা জগতের বীজ; তাবন্মাত্র জ্ঞান উক্তমরূপে অধিগত হইলে পরে জগদ্বীজকে অবীজ করিতে হইবে, অর্থাৎ বলিতে হইবে যে ব্রহ্মে প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত জগদ্বীজ নহে। যেমন পূর্বে তেমন এইখানেও পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে জগদ্বীজত্ব ব্রহ্মে সমারোপিত বা উপচরিত হইয়াছে মাত্র এবং সেইহেতু তাহাতে তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

১। ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ২। ১৯৯-২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দশম অধ্যায়

জৈনশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

সমন্তভদ্র

জৈনাচার্য সমন্তভদ্র অদ্বৈতবাদে নানা দূষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন,

"অদ্বৈতৈকান্তপক্ষেঽপি দৃষ্টো ভেদো বিরুধ্যতে।
কারকাণাং ক্রিয়ায়াশ্চ নৈকং স্বস্মাৎ প্রজায়তে ॥"[১]

'অদ্বৈতৈকান্ত পক্ষে পরিদৃশ্যমান, ভেদবৈচিত্র্য এবং কর্তাক্রিয়াসমূহের ভেদ বিরোধী হয়। (কেননা, অদ্বৈতবস্তু) একা নিজ হইতে (নানারূপে) উৎপন্ন হইতে পারে না।'

"কর্মদ্বৈতং ফলদ্বৈতং লোকদ্বৈতং চ নো ভবেৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাদ্বয়ং ন স্যাৎ বন্ধমোক্ষদ্বয়ং তথা ॥"[২]

'(তদ্দ্বারা) কর্মদ্বৈত (অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম বা পাপ ও পুণ্য কর্মভেদ), ফলদ্বৈত (অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ বা শ্রেয় ও অশ্রেয় ফল ভেদ) লোকদ্বৈত (=ইহপরলোকভেদ), বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদ এবং বন্ধ ও মোক্ষ ভেদ সিদ্ধ হয় না।'

"হেতোরদ্বৈতসিদ্ধিশ্চেদ্দ্বৈতং স্যাদ্ধেতুসাধ্যয়োঃ।
হেতুনা চেদ্বিনা সিদ্ধির্দ্বৈতং বাঙ্মাত্রতো ন কিম্ ॥"[৩]

'যদি হেতু (বা প্রমাণ) দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, তবে হেতু ও সাধ্যরূপ দ্বৈতাপত্তি হয়। যদি প্রমাণ বিনা, কথন মাত্রেই, অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, তবে ঐ প্রকারে দ্বৈতও সিদ্ধ হয়, (বলা যাইতে পারে)।'

"অদ্বৈতং ন বিনা দ্বৈতাদহেতুরিব হেতুনা।
সংজ্ঞিনঃ প্রতিষেধো ন প্রতিষেধ্যাদৃতে কচিৎ ॥[৪]

১। 'আপ্তমীমাংসা', সমন্তভদ্র-বিরচিত, বসুনন্দি-কৃত বৃত্তি এবং অকলঙ্ক-কৃত 'অষ্টশতী' নামক বৃত্তি সহ পণ্ডিত শ্রীগজাধরলাল জৈন ন্যায়শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, 'সনাতন জৈন গ্রন্থমালা', ১০ম গ্রন্থ, কাশী, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৪ কারিকা।

২। ঐ, ২৫ কারিকা। ৩। ঐ, ২৬ কারিকা। ৪। ঐ, ২৭ কারিকা।

'যেমন হেতু বিনা অহেতু হয় না, যেমন সংজ্ঞাবান প্রতিষেধ্যের অভাবে প্রতিষেধ হয় না, দ্বৈত বিনা অদ্বৈত হয় না। অর্থাৎ অদ্বৈত সংজ্ঞা দ্বৈতেরই প্রতিষেধক; দ্বৈত না থাকিলে প্রতিষেধ কাহার? প্রতিষেধ্যের অভাবে প্রতিষেধক অদ্বৈত সংজ্ঞা থাকিতে পারে না।

উহাদের বৃত্তিতে আচার্য অকলঙ্ক বলিয়াছেন যে ঐ অদ্বৈতবাদ শূন্যাদ্বৈত ("শূন্যৈকান্তঃ," "নৈরাত্ম্যদর্শন") বা বিজ্ঞানাদ্বৈত ("ক্ষণিকাভ্যুপগম") হইতে ভিন্ন। উহার বিবরণে বিদ্যানন্দ অতি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে তদ্দ্বারা সমন্তভদ্র "পুরুষাদ্বৈত" বা "ব্রহ্মাদ্বৈত" বাদে দোষারোপ করিয়াছেন।[১] ইহাও বলা যাইতে পারে যে তিনি পৃথগ্‌রূপে "অভাবৈকান্ত পক্ষ"[২] (বা শূন্যাদ্বৈতবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ) এবং "ক্ষণিকৈকান্তপক্ষ"[৩] (বা বিজ্ঞানদ্বৈতবাদ) খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাতেও জানা যায় যে "অদ্বৈতকান্তপক্ষ" নামে সমন্তভদ্র বিশেষভাবে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

অধ্যাসবাদ

"জহ ফলিয়মণি বিসুদ্ধো ণ সয়ং পরিণমদি রাগমাদীহিং।
রাইজ্জদিং অণ্ণেহিং দু সো রত্তাদিয়েহিং দব্বেহিং॥
এবং ণাণী সুদ্ধো ণ সয়ং পরিণমদি রাগমাদীহিং।
রাইজ্জদি অণ্ণেহিং দু সো রাগদীহিং দোসহিং॥"

(কুন্দকুন্দ*—কৃত 'সময়প্রাভৃত' ৩০৬-৭
'সনাতন জৈন গ্রন্থমালা,' কাশী, ১৯১৪ খ্রী)

(যথা স্ফটিকমপি শুদ্ধো ন স্বয়ং পরিণমতে রাগদ্যৈঃ।
রজ্যতেঽন্যৈস্তু স রক্তাদিভির্দ্রব্যৈঃ॥
এবং জ্ঞানী শুদ্ধো ন স্বয়ং পরিণমতে রাগাদ্যৈঃ।
রজ্যতেঽন্যৈস্তু স রাগাদিভির্দোষৈঃ॥)

জীবস্বরূপ— 'সংঠানা সংঘাদা বণ্ণরসপ্‌ফাসগংধসদ্দা য।
পোগগ্‌ল দব্বপ্পভবা হোংতি গুণা পজ্জয়া চ বহু॥

১। 'অষ্টসহস্রী' বিদ্যানন্দ-বিরচিত, পণ্ডিত শ্রীবংশীধর ন্যায়তীর্থ-কর্তৃক টিপ্পনী সহ সম্পাদিত, 'গান্ধীনাথারঙ্গ জৈন গ্রন্থমালা', মুম্বাই, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

২। 'আপ্তমীমাংসা', ১২ ৩। ঐ, ৪১-৪৪ শ্লোক।

* আচার্য কুন্দকুন্দ ৪৫০ শকাব্দোপকালে বর্তমান ছিলেন।

অরসমরূপবমগংধমব্বত্তং চেদনাগুণমসদ্দং।
জাণ অলিংগ গ্গহণং জীবমনিদ্দিট্ঠসংটঠাণং ॥"

(কুন্দকুন্দ-কৃত 'পঞ্চাস্তিকায় সময়সার'
বায়চন্দ্রজৈনশাস্ত্র মালা, ১২৬-৭ শ্লোক)

("সংস্থানানি সংঘাতাঃ বর্ণরসস্পর্শগন্ধশব্দাশ্চ।
পুদ্গলদ্রব্যপ্রভবা ভবন্তি গুণাঃ পর্যায়াশ্চ বহবঃ ॥
অরসমরূপমগন্ধমব্যক্তং চেতনাগুণমশব্দং।
জানীহ্যলিঙ্গগ্রহণং জীবমনির্দিষ্টসংস্থানং ॥)

দ্বিতীয় শ্লোক (১২৭) 'সময়প্রাভৃতে'ও আছে। (৫৪ শ্লোক) প্রথম শ্লোকের (১২৬) ভাব তথায় ৫৫-৬০ শ্লোকে বিস্তারিত হইয়াছে। তথায় আরও আছে

"ব্যবহারেণ দু এদে জীবস্স হবংতি বণ্ণমাদীয়া
গুণবাংতাভাবা ণ দু কেই নিচ্ছয়ণয়স্স ॥"—(৬১ শ্লোক)
(ব্যবহারেণ ত্বেতে জীবস্য ভবন্তি বর্ণাদ্যাঃ।
গুণস্থানান্তা ভাবা ন তু কোচিন্নিশ্চয়নযস্য ॥)

পরন্তু তথায় ক্ষীরোদকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

("এতৈশ্চ সম্বন্ধো যথৈব ক্ষীরোদকং জ্ঞাতব্যঃ।
ন চ ভবন্তি তস্য তানি তুপযোগগুণাধিকো যস্মাৎ ॥'—(৬২)

আত্মস্বরূপ ভাবনা

"কহ সো ঘেপ্পদি অপ্পা পণ্ণাত্র সো দু ঘিপ্পদে অপ্পা।
জহ পণ্ণাত্র বিভত্তো তহ পণ্ণা এব ঘিত্তব্বো ॥ ৩২৪ ॥
পণ্ণাত্রে ঘেত্তব্বো জো চেদা সো অহং তু ণিচ্ছয়দো।
অবসেসা জে ভাবা তে মজ্ঝপরিত্ত ণাদব্বা ॥ ৩২৫ ॥
পণ্ণাত্র ঘিত্তব্বো জো দটঠা সো অহং তু ণিচ্ছয়দো
অবসেসা জে ভাবা তে মজ্ঝ পরেত্তি ণাদব্বা ॥ ৩২৬ ॥
পণ্ণাত্র খিত্তব্বো জো ণাদা সো অহং তু ণিচ্ছয়দো।
অবসেসা জে ভাবা তে মজ্ঝ পরেত্তি ণাদধ্বা ॥ ৩২৭ ॥"—(সময়প্রাভৃত)

(কথং স গৃহ্যতে আত্মা প্রজ্ঞয়া স তু গৃহ্যতে।
যথা প্রজ্ঞয়া বিভক্তস্তথা প্রজ্ঞয়ৈব গৃহীতব্যঃ ॥

প্রজ্ঞয়া গৃহীতব্যা যশ্চেতয়িতা সোঽহং তু নিশ্চয়তঃ।
অবশেষা যে ভাবাঃ তে মম পরা ইতি জ্ঞাতব্যাঃ॥
প্রজ্ঞয়া গৃহীতব্যো যো দ্রষ্টা সোঽহং তু নিশ্চয়তঃ।
... ... ॥
প্রজ্ঞয়া গৃহীতব্যো যে জ্ঞাতা সোঽহং তু নিশ্চয়তঃ।
... ... ॥) (আরও দ্রষ্টব্য ৪১-৩ শ্লোক)

'তাৎপর্যবৃত্তি' টীকাকার অমৃতচন্দ্র সূরি লিখিয়াছেন,

"ভিত্বা সর্বমপি স্বলক্ষণবলাদ্ভেত্তুং হি যচ্ছক্যতে চিন্মুদ্রাঙ্কিতনির্বিভাগমহিমা শুদ্ধশ্চিদেবাস্ম্যহং।

ভিদ্যতে যদি কারকাণি যদি বা ধর্মা গুণা বা যদি ভিদ্যন্তাং ন ভিদাস্তি কশ্চন বিভৌ ভাবে বিশুদ্ধে চিতি॥

অদ্বৈতাপি চেতনা জগতি চেদ্দৃগ্‌জ্ঞপ্তিরূপং ত্যজেৎ তৎসামান্যবিশেষরূপবিরহাৎ সাস্তিত্বমেব ত্যজেৎ। তত্ত্যাগে জড়তা চিতোঽপি ভবতি ব্যাপ্যো বিনা ব্যাপকাদাত্মা চান্তমুপৈতি তেন নিয়তং দৃগ্‌জ্ঞপ্তিরূপাস্তুচিৎ॥

একশ্চিতশ্চিন্ময় এব ভাবো ভাবাঃ পরে যে কিল তে পরেষাং।
গ্রাহ্যস্ততশ্চিন্ময় এব ভাবো ভাবাঃ পরে সর্বত এব হেয়াঃ॥"

ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য, "অথ শুদ্ধবুদ্ধৈক স্বভাবস্য পরমাত্মনঃ শুদ্ধচিদ্রূপ এক এব ভাবঃ ন চ রাগাদয়ঃ" বৃত্তির উপসংহারে তিনি পুনরায় অতি স্পষ্টবাক্যে সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

"ইদং প্রাভৃতশাস্ত্রং জ্ঞাত্বা কিং কর্তব্যং ? সহজশুদ্ধজ্ঞানানন্দৈক স্বভাবোঽহং নির্বিকল্পোঽহং, উদাসীনোঽহং নিজনিরঞ্জনশুদ্ধাত্মসম্যক্‌শ্রদ্ধানজ্ঞানানুষ্ঠান-রূপনিশ্চয়রত্নত্রয়াত্মকনির্বিকল্পসমাধিসংজাতবীতরাগসহজানন্দরূপসুখানুভূতিমাত্র-লক্ষণেন স্বসংবেদনেন সংবেদ্যো গম্যঃ প্রাপ্যো ভরিতাবস্থোঽহং। রাগদ্বেষ-মোহক্রোধমানমায়ালোভপঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ব্যাপারমনোবচনকায়ব্যাপার-ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম-খ্যাতি-পূজা-লাভ-দৃষ্টশ্রুতানুভূতভোগাকাঙ্ক্ষারূপনিদান-মায়া-মিথ্যা-শল্যত্রয়াদিসর্ববিভাবপরিণামরহিত শূন্যোঽহং। জগত্রয়েঽপি। কালত্রয়েঽপি মনোবচনকায়ৈঃ কৃতকারিতানুমতৈশ্চ শুদ্ধনিশ্চয়েন তথা সর্বজীবা। ইতি নিরন্তরং ভাবনা কর্তব্যা।"

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ

(১)

সুত্তপিটক

ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলেন,[১]

(ক) অতীতকালে আমি ছিলাম কি ছিলাম না? (যদি ছিলাম) অতীতকালে আমি কি ছিলাম এবং কি প্রকার ছিলাম? অতীতকালে আমি কি হইবার পর কি হইয়াছিলাম?

(খ) ভবিষ্যৎকালে আমি থাকিব কি থাকিব না? (যদি থাকি) ভবিষ্যতে আমি কি হইব এবং কি প্রকার হইব? ভবিষ্যতে আমি কি হইবার পর কি হইব?

এবং (গ) বর্তমানে আমি আছি কি নাই? (যদি আছি) বর্তমানে আমি কি এবং কেমন আছি? এই সত্ত্ব (—প্রাণী) কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে?

যিনি এইপ্রকারে মনে মনে যথার্থত বিচার করেন, তাঁহার মনে নিম্নোক্ত ছয় "দৃষ্টি"র (—বাদের, মতের) কোন একটি সত্য এবং দৃঢ়রূপে উৎপন্ন হয়।

(১) আমার আত্মা আছে;

(২) আমার আত্মা নাই;

(৩) আত্মাকেই আমি আত্মা বলিয়া জানিতেছি;

(৪) আত্মাকে আমি অনাত্মা বলিয়া জানিতেছি;

(৫) অনাত্মাকে আমি আত্মা বলিয়া জানিতেছি;

এবং (৬) আমার এই আত্মা বেদক ও বেদ্য; (জন্মজন্মান্তরে) তত্তৎ স্থলে

১। 'মজ্ঝিম নিকায়', 'সব্বাসব- সুত্ত' (২) [পালি টেক্সট সোসাইটীর সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা]

আপন পুণ্য ও পাপ কর্মের ফল ভোগ করিতেছে। পরন্তু আমার আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিপরিণামী ; শাশ্বত কাল ঐ প্রকারেই থাকে।[১]

গৌতম ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহা "দৃষ্টিগত (অর্থাৎ মতবাদমাত্র) দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিবিশূক, দৃষ্টি-বিস্ফন্দিত এবং দৃষ্টিসংযোজন। এই দৃষ্টিফাঁদে পতিত অজ্ঞব্যক্তি জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াস (বা নৈরাশ্য) হইতে ছুটে না ;—(সংক্ষেপে বলিতে) দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না।" সেই হেতু, তাঁহার মতে, আর্যগণের (=বিদ্বানগণের) ঐ প্রকার বিচার অকর্তব্য।[২]

বিশেষ প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত পঞ্চম মত দ্বিতীয় মতের অন্তর্গত। উহা নৈরাত্ম্যবাদ। ঐ বাদ মতে আত্মা নাই। আত্মা বলিয়া যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা বস্তুত আত্মা নহে, অনাত্মাই। সেই-প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ মত প্রথম মতের অন্তর্গত। এই মতে আত্মা বস্তুতই আছে। পরন্তু উহার স্বরূপ সম্বন্ধে মতান্তর আছে।

গৌতম বলেন, এই পুরুষ (জীব) ৬ ধাতু, ৬ স্পর্শায়তন, ১৮ মনো-বিকার এবং ৪ অধিষ্ঠানযুক্ত।[৩]

(১) ছয় ধাতু—পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু, আকাশ ধাতু এবং বিজ্ঞান ধাতু।

(২) ছয় স্পর্শায়তন—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় (অর্থাৎ ত্বক্) এবং মনঃ স্পর্শায়তন ;

(৩) অষ্টাদশ মনোপবিচার—চক্ষু দ্বারা রূপ গ্রহণ করিয়া সৌমনস্য, দৌর্মনস্য এবং উপেক্ষা উপবিচার করে। সেইরূপ শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনিয়া, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করিয়া, জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ করিয়া এবং মন দ্বারা ধর্মকে জানিয়া সৌমনস্য, দৌর্মনস্য এবং উপেক্ষা উপবিচার করে ;

১। "যো মে অয়ং অত্তা বেদো বেদেয্যো তত্র তত্র কল্যাণপাপকানং কম্মানং বিপাকং পটিসংবেদেতি। সো খো পন মে অয়ং অত্তা নিচ্চো ধুবো সস্সতো অবিপরিণামধম্মো সস্সতি সমংতথেব ঠস্সতীতি।

২। আরও দ্রষ্টব্য, "মজ্ঝিমনিকায়, মহাতন্‌হাসংখয়সুত্ত" (৩৮) [১ম খণ্ড, ২৫৬-২৭১ পৃষ্ঠা]

৩। ঐ, 'ধাতুবিভঙ্গসুত্ত' (১৪০) [৩য় খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা]

(৪) চার প্রতিষ্ঠান—প্রজ্ঞা, সত্য, ত্যাগ এবং উপশম।

প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াছেন যে জীব রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধময়।[১]

অজ্ঞ ব্যক্তি রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে এবং দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত পর্যোসিত এবং মন দ্বারা অনুবিচারিত পদার্থসমূহকেও 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা' (এতং মম, এসোঽহমস্মি, এসো মে অত্তা")—এই প্রকার মনে করে। অধিকন্তু এই যে ধারণা—সেই লোক এবং সেই আত্মা আছে; প্রেত্যে আমি সেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিপরিণামী আত্মা হইব এবং শাশ্বতী সমা এই প্রকারেই রহিব—উহাকেও 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা'—এই প্রকার মনে করে।[২]

"রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি, রূপবন্তং বা অত্তানং অত্তানি বা রূপং, রূপস্মিং বা অত্তানং"[৩] 'রূপকে আত্মা, অথবা রূপবানকে আত্মা, কিম্বা আত্মায় রূপকে, বা রূপে আত্মাকে দেখে।' বেদনা, সংজ্ঞা, সংসার এবং বিজ্ঞানকেও সেই প্রকারে দেখে। গৌতম বলেন, উহা "বালধর্ম" অর্থাৎ অজ্ঞগণের স্বভাব; বিজ্ঞগণ ঐ প্রকার দেখেন না; ঐ সকল অনিত্য এবং অনাত্মা।[৪] অবশ্য ঐ প্রকার ধারণা জীব-সাধারণ। তিনি উহা হইতে নির্বেদ-প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম ব্যতিরেক-ভাবনা, দ্বিতীয় সাম্য-ভাবনা। রূপাদি ষড়ায়তনের এক একটি লইয়া ভাবনা করিতে হইবে যে "ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার আত্মা নহে।" ঐ প্রকার দৃঢ়বোধ হইলে ঐ সকল হইতে নির্বেদ হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সমবায় রূপ। উহাদের এক একটিকে মনে করিয়াও ভাবনা করিতে হইবে যে "ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, ইহা আমার

১। 'মজ্ঝিমনিকায়', 'মহাহত্থিপদোপমসুত্ত' (২৮) (১ম খণ্ড, ১৮৪-১৯১ পৃষ্ঠা], 'চুল্লবেদল্লসুত্ত' (৪৪)—[১ম খণ্ড,...পৃষ্ঠা]

২। 'মজ্ঝিমনিকায়', অলগদ্দূপমসুত্ত' (২২) [১ম খণ্ড, ১৩৫-৬ পৃষ্ঠা]

৩। 'মজ্ঝিমনিকায়' 'চুলবেদল্লসুত্ত' (৪৪) [১ম খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা]; 'মহাপুন্নমসুত্ত' (১০৯) [৩য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা]; প্রভৃতি

৪। 'ঐ, 'অলগদ্দূপমসুত্ত' (২২) [১ম খণ্ড,]; 'চুলসচ্চকসুত্ত' (৩৫);] ১ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা]।

আত্মা নহে।" তাহাতে ঐ ভূতপঞ্চক হইতে নির্বেদ লাভ হয়। এইসকল ব্যতিরেক-ভাবনা। সাম্যভাবনা এইপ্রকার—ভাবিতে হইবে যে 'আমি পৃথিবীর সমান। পৃথিবীতে শুচি এবং অশুচি উভয় প্রকার বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়। পায়খানা, প্রস্রাব, কফ, থুথু, রক্ত, প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে পৃথিবী দুঃখী হয় না, গ্লানি করে না এবং ঘৃণা করে না। নিজেকেও ঐ প্রকার পৃথিবীসম (অর্থাৎ সর্বংসহ, নির্বিকার ও সমপরায়ণ) ভাবনা করিতে হইবে। শুচি ও অশুচি উভয় প্রকার বস্তুকেই জল ধৌত করে, এবং অগ্নি দগ্ধ করে, উভয় প্রকার বস্তুর সন্নিকটে বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহাতে উহারা দুঃখী হয় না, গ্লানি করে না এবং ঘৃণা করে না। নিজেকেও সেইপ্রকার জল, তেজ ও বায়ু সম ভাবিতে হইবে। আকাশ যেমন কিছুতে প্রতিষ্ঠিত নহে, তেমন নিজেকে ভাবনা করিতে হয়। এই সকল সাম্য ভাবনা।[১]

অতীতে কি ছিলাম? ভবিষ্যতে কি হইব? এবং বর্তমানে কিরূপ? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব?—এই সকল প্রশ্নের সম্যক্ বিচারের বিধান বেদান্তে এবং তদনুযায়ী শাস্ত্রে আছে। উহাদের মতে, ঐ বিচার দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং কাহারও কাহারও মতে তদ্দ্বারা মুক্তিলাভও হয়। বুদ্ধপ্রোক্ত ব্যতিরেক এবং সাম্য ভাবনাতে ও বেদান্তীর বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। বরং সাধকের জন্য ঐ প্রকার ভাবনার বিধানই আছে। ব্যতিরেক ভাবনা দ্বারা দেহাত্মবোধ বিনষ্ট হয়, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহের বিলোপ হয় এবং আত্মানাত্মবিবেক সিদ্ধ হয়। সাম্যভাবনা দ্বারা নির্দ্বন্দ্বতা, নির্বিকারতা, নির্লেপতা, প্রভৃতি সিদ্ধ হয়।

আপন অতীত অবস্থার চিন্তা গৌতমও করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অর্হৎকেও করিতে হয়। যে বিদ্যাত্রয়ের লাভ হইলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ হয়,—অর্হত্ব প্রাপ্তি হয়, অতীত কল্পকল্পান্তরে কি ছিলাম, ও কি প্রকার

১। "মজ্ঝিমনিকায়', 'মহারাহুলোবাদসুত্ত' (৬২) [১ম খণ্ড, ৪২১—৪ পৃষ্ঠা] আরও দ্রষ্টব্য 'মহাহত্থিপদোপমসুত্ত' (২৮) [১ম খণ্ড পৃষ্ঠা], 'ধাতুবিভঙ্গসুত্ত' (১৪০) [৩য় খণ্ড, ২৩৯— পৃষ্ঠা]; 'ছন্নোবাদসুত্ত' (১৪৪) [৩য় খণ্ড ২৬৫—৬ পৃষ্ঠা]; 'ছছক্কসুত্ত' (১৪৮) [৩য় খণ্ড, ২৮০—৭ পৃষ্ঠা]।

ছিলাম এবং কি হইবার পর কি হইয়াছিলাম এই সমস্তের জ্ঞান অর্থাৎ জাতিস্মর জ্ঞান, তথা অপরাপর জীবের গতাগতি পরম্পরা প্রভৃতির জ্ঞান, উহাদের অন্যতম।[১] তথাগতের যে দশ তথাগত বল, যৎসম্পন্ন হইয়া তথাগত নির্ভীক হন, সর্বপরিষদে সিংহনাদ করেন এবং ব্রহ্মচক্র প্রবর্তন করেন, গৌতমের স্বোক্তি মতে, ঐ জ্ঞানদ্বয় উহাদের দুইটি।[২] "(৮) তিনি বহুপ্রকারে বহু পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন, এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চারি জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, সহস্র জন্ম, বহু সংবর্তকল্পে, বহু বিবর্তকল্পে আমি ঐ স্থানে ছিলাম, এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ অনুভব, আয়ুপরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে উৎপন্ন হই, তখন এই ছিল আমার নাম, গোত্র, বর্ণ, আহার, সুখদুঃখ—অনুভব, আয়ুপরিমাণ, তথা হইতে চ্যুত হইয়া আমি অত্র উৎপন্ন হইয়াছি, এইরূপে আকার ও উদ্দেশ্য সহ বহু প্রকারে বহু পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করেন; (৯) তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান—জীবগণ চ্যুত হইতেছে, উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃষ্টরূপে জানেন—কিরূপে জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে হীনোৎকৃষ্ট যোনি, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতি-দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে।"[৩] ভবিষ্যৎ অবস্থার চিন্তাও গৌতম এবং এবং তাঁহার শিষ্যগণ করিতেন। কোন ভিক্ষুর বা গৃহস্থ ভক্তের দেহত্যাগ হইলে, তাঁহার কি গতি হইয়াছে, অপর ভিক্ষুগণ অনেক সময় গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তিনি তাহার উত্তর দিতেন।[৫] তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে—তিনি জীবের ছয় গতি[৪] জানেন, ইহসংসারে জীববর্গের কে কখন কেমন আচরণ করিবে, কোন মার্গে চলিবে এবং দেহান্তে সে কোথায় উৎপন্ন হইবে ও কি

১। যথা, দ্রষ্টব্য—'দীঘনিকায়ে'র অন্তর্গত 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' (২) [১ম খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা]; 'অম্বট্ঠসুত্ত' (৩) [ঐ, ১০০ পৃষ্ঠা]; 'সোণদণ্ডসুত্ত' (৪), প্রভৃতি; 'মজ্ঝিমনিকায়ে'র 'ভয়-ভেরবসুত্ত' (৪), 'চূলহত্থিপদোপমসুত্ত' (২৭), 'মহাসচ্চকসুত্ত' (৩৬), 'মহা-অস্সপুরসুত্ত (৩৯) প্রভৃতি।

২। 'মজ্ঝিমনিকায়', 'মহা-সীহনাদসুত্ত' (১২) [১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা]

৩। অধ্যাপক শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া-কৃত ভাষান্তর, ৭৩ পৃষ্ঠা।

৪। দ্রষ্টব্য—'দীঘনিকায়', ২য় খণ্ড, ৯১—৫ ও ২০০—৩ পৃষ্ঠা; 'মজ্ঝিমনিকায়', [ব্রহ্মায়ুসুত্ত (৯১), 'ধানঞ্জানিসুত্ত' (৯৭), ছন্নোবাদ (১৪৪)। আরও দ্রষ্টব্য—'মজ্ঝিমনিকায়', 'সালেয্যসুত্ত' (৪১), 'বেরঞ্জকসুত্ত' (৪২)

৫। জীবের ছয় গতি—নিরয়গতি, তির্যক্‌যোনিগতি, পিতৃবিষয়গতি, মনুষ্যগতি, দেবগতি এবং নির্বাণগতি।

কি ভোগ করিবে তৎসমস্তই তিনি পূর্ব হইতেই প্রকৃষ্টরূপে জানেন। কে কে ইহজীবনে নির্বাণ লাভ করিবে তাহাও তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানেন। ভবিষ্যৎ গতির ঐ জ্ঞান লাভ করিবার পরে অনেকস্থলে কালান্তরে তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান যে সেই ব্যক্তি সত্য সত্যই সেই গতি লাভ করিয়াছে এবং সেই প্রকার ভোগ করিতেছে। নির্বাণগতি সম্বন্ধে ও তাঁহার পূর্বজ্ঞান সত্য হওয়ার প্রমাণ তিনি দেখিয়াছেন।[১] তাঁহার মতেও যাবৎ পর্যন্ত সম্যক্‌সম্বোধি লাভ না হয়, তাবৎপর্যন্ত বারম্বার জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। সম্বোধিপথারূঢ় কাহাকে কাহাকে আর একবার মাত্র ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ততোধিক জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমণকে আর ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু তাহাতে তাঁহার পরিনির্বাণ হয় না। দেহপাতের পর তিনি ঔপপাতিক দেবলোকে গমন করেন এবং সেইখান হইতে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। সুতরাং এইরূপে জীবের ভবিষ্যতের চিন্তা গৌতম করিতেন। যাঁহারা সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করত অর্হৎ বা তথাগত হইয়াছেন, দেহপাতের পর তাঁহাদের কি গতি হইবে,—তাঁহারা থাকেন, কি থাকেন না—ঐ বিষয়ক কোন প্রশ্নের উত্তর গৌতম দিতেন না। তাঁহার মতে, ঐ প্রকার প্রশ্ন "অব্যাকৃত (অর্থাৎ অকথনীয়), স্থাপিত (= উত্তরপ্রদান নিষিদ্ধ) এবং প্রতিক্ষিপ্ত (= উত্তরপ্রদান অস্বীকৃত)।[২] যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, জীবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার চিন্তা, শ্রুতির ন্যায়, গৌতমও করিতেন। সুতরাং ঐ চিন্তাকে যে তিনি তীব্র নিন্দা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, অথবা তাহাতে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল, বিবেচ্য।[৩] যাহা হউক ঐ চিন্তার ফলে শ্রুতি আত্মবাদ হইয়াছেন; পক্ষান্তরে গৌতম, খুব সম্ভবত, অনাত্মবাদী বা নৈরাত্ম্যবাদী হইয়াছেন। কখন তিনি বলিয়াছেন,[৪] এমন কোন আত্মবাদ নাই, যাহা স্বীকার করিলে শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য এবং উপায়াস হয় না। যদি থাকিত, তিনি নাকি অবশ্যই উহা স্বীকার করিতেন।

১। 'মজ্ঝিমনিকায়', 'মহাসীহনাদসুত্ত' (১২)

২। 'মজ্ঝিমনিকায়', 'চূলমালুক্যসুত্ত' (৬৩) [? খণ্ড, ? পৃষ্ঠা] 'অগ্গিবচ্ছগোত্তসুত্ত' (৭২) [? খণ্ড পৃষ্ঠা]। আরও দ্রষ্টব্য—"দীঘনিকায়', ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা ; ৩য় খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা ; 'সংযুত্তনিকায়', ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৫—৬ পৃষ্ঠা ৩। ২০১পৃঃ ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪। 'মজ্ঝিমনিকায়' 'অলগদ্দূপমসুত্ত' (২২)

তাঁহার মতে, যদি আত্মা থাকে, তবে 'আত্মীয় আমার' (অর্থাৎ আত্মার স্বকীয় বস্তু আছে) এই ধারণাও হইবে। আত্মা ও আত্মীয়ে সত্যত ও যথার্থত লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে—'সেই লোক এবং সেই আত্মা আছে; প্রেত্যে আমি সেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিপরিণামী আত্মা হইব এবং শাশ্বতী সমা ঐরূপেই থাকিব'—এই মতবাদ পরিপূর্ণ বালধর্ম। তিনি আরও বলেন, "ভিক্ষুর 'আমি আছি' এই অভিমান প্রহীন, মূলোচ্ছিন্ন, ছিন্নশীর্ষ সমূল-উৎপাটিত তালবৃক্ষে পরিণত, অনস্তিত্বভাব-প্রাপ্ত ও অনাগতে পুনরুৎপত্তিরহিত হয়।"[১]

"ন হি পরমত্থতো সত্তো নাম কোচি অত্থি"

পরমার্থত সত্ত্ব বলিয়া কিছুই নাই।' আবার কখন তিনি বলিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ! কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই বলিয়া আমাকে অসত্য, তুচ্ছ, মৃষা এবং অভূত দোষারোপ করেন যে "শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক,[২] তিনি বিদ্যমান সত্ত্বের (=জীবের) উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের[৩] উপদেশ করেন।' যাহা আমি বলি না, ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসত্য, তুচ্ছ, মৃষা এবং অভূতভাবে তাহা আমার প্রতি আরোপ করেন।"[৪] এই প্রকার উক্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে গৌতম প্রকৃতপক্ষে নৈরাত্ম্যবাদী ছিলেন না। পরন্তু ঐখানে গৌতমের অভিপ্রায় অন্যপ্রকারও হইতে পারে। যাহা হউক, ঐসকলের বিচার বর্তমানে আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তাই আমরা "খুব সম্ভবত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

উপরে বিবৃত, গৌতম-নিন্দিত আত্মবাদসমূহের শেষটি কূটস্থ নিত্য-আত্মবাদ। তন্মতে, আত্মা কূটস্থ নিত্য, সুতরাং সম্পূর্ণ নির্বিকার। তথাপি কোন কারণবশত (যেন)[৫] নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সুখ-

১। 'অলগদ্দূপমসুত্ত'

২। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, 'বৈনয়িক' শব্দের অর্থ "বিনা বা নাই বাদী"। অধ্যাপক শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, 'বৈনয়িক'="সত্ত্ববিনাশক, উচ্ছেদবাদী, বিনাশবাদী, নাস্তিক"।

৩। বিভব=বি (=বিগত) ভব (=উৎপত্তি) "পুনর্জন্মের অভাব"।

৪। "মজ্ঝিমনিকায়", 'অলগদ্দূপমসুত্ত' (২২) [? খণ্ড, ? পৃষ্ঠা)

৫। 'যেন' অথবা তদর্থক অপর কোন শব্দ মূলে নাই। তথাপি উহার সদ্ভাব অনুমান করিতে হইবে। অন্যথা আত্মার সংসারভাব বাস্তব হয়। তাহাতে আত্মা পরিণামী হয়, উহাকে কূটস্থ নিত্য বলা যায় না।

দুঃখাদি ভোগ করিতেছে। ঐ কারণ কি, তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন যে ঐ মতে, মোক্ষে ("প্রেত্য") জীব ঐ পূর্বস্বরূপ পুনরায় লাভ করে এবং উহা হইতে আর কখনও চ্যুত হয় না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ঐ আত্মবাদ মতে আত্মা বেদক ও বেদ্য উভয়ই। আত্মা স্বরূপেই ঐ উভয় প্রকার বলিয়া মনে করা যায় না। কেননা, তাহাতে কর্মকর্তৃবিরোধ হয়। অধিকন্তু বেদ্য জগৎ পরিণামী বলিয়া তাহাতে আত্মাকে কূটস্থ নিত্য বলা যায় না। কূটস্থ নিত্যতা হেতু ইহাও মনে করা যায় না যে আত্মা কালান্তরে ঐ প্রকারে ভেদগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহাতে মনে করিতে হয় যে আত্মার বেদ্য-বেদকভাব ও উহার সংসারী ভাবের স্থায়, প্রাতিভাসিক মাত্র,—আত্মা (যেন) বেদক ও বেদ্য হইয়াছেন।

বুদ্ধ নাকি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রপঞ্চিত তিন প্রকার "শাশ্বতবাদে'র উপদেশ করিয়া থাকেন।[১] উহাদের সকলেরই মতে

"শশ্বতো অত্তা চ লোকো চ বঞ্ঝো কূটট্‌ঠো এসিক-ট্‌ঠায়ি-ট্‌ঠিতো, তে চ সত্তা সন্ধাবন্তি সংসরন্তি চবন্তি উপপজ্জন্তি, অত্থি ত্বেব সসস্‌তি-সমন্‌ তি।"[২] 'আত্মা এবং লোক শাশ্বত, বন্ধ্য (অর্থাৎ নূতন কিছুই উৎপন্ন করে না), কূটস্থ এবং ঐষিক স্থিতিতে স্থিত (অর্থাৎ অচল)। সত্ত্বাসমূহ (জীবসমূহ) সন্ধাবিত হইতেছে, সংসরণ করিতেছে, মরিতেছে এবং জন্মিতেছে। পরন্তু আত্মা শশ্বৎকাল আছেই।'[৩] এই আত্মবাদ অবশ্যই বেদান্তসম্মত। পরন্তু

১। কথিত হইয়াছে যে পরিশুদ্ধচিত্তে সমাধি অবস্থায় কল্পান্তরের জন্মমৃত্যুর উদ্বোধজনিত অনুভব হইতে এই শাশ্বতবাদ অনুমিত হইয়া থাকে। কত দীর্ঘকালিক স্মৃতি উদ্বোধিত হইয়াছে, উহার তারতম্য অনুসারে তিন বাদ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাদ একই।

গৌতমও আপনার সমস্ত পূর্বজন্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেইহেতু তিনি শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগের ঐ অনুভবের নিন্দা করেন নাই। তিনি বলেন যে ঐ অনুভব হইতে আত্মাকে, (তথা লোককে) শাশ্বত কূটস্থ নিত্য অনুমান করা যায় বটে। কিন্তু তাহাতে ইহা বলা যায় না যে ঐ অনুমানই একমাত্র সত্য, অপর অনুমান মিথ্যা। কেননা, কেহ কেহ ঐ বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। ("অঞ্ঞ্‌থা-সঞ্ঞি্‌নোপি হ এথ চুন্দ সন্ত একে সত্তা")। তাঁহার নিজের মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন। কেননা, উহার অব্যবহিত পরেই তিনি বলিয়াছেন যে ঐ ব্যাখ্যাতে ("পঞ্ঞত্তিয়া") তিনি কাহাকেও আপনার সমান মনে করেন না, অধিক ত দূরের কথা। তাঁহার প্রজ্ঞপ্তিই নাকি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ('দীঘনিকায়', 'পাসাদিকসুত্ত' (২৯) [৩য় খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা])

২। 'দীঘনিকায়' 'ব্রহ্মজালসুত্ত' (১) [১ম খণ্ড, ১৪, ১৫, ১৬ পৃষ্ঠা]; "সম্পসাদনীয় সুত্ত' (২৮) [৩য় খণ্ড, ১০৯, ১২০ পৃষ্ঠা]

৩। 'অলগদ্দূপমসুত্তে' বুদ্ধ তথা তাঁহার ভিক্ষুগণ বলিয়াছেন যে তাঁহারা এমন কোন

ঐ মাত্র বিবরণ হইতে নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না যে তাহাতে বেদান্তমতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে কিনা। কেননা, অপর কোন কোন দার্শনিক মতেও আত্মাকে কূটস্থ নিত্য এবং অবিপরিণামী মনে করা হইয়া থাকে।

আত্মা এবং জগৎ সম্বন্ধে শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগের আরও অনেক প্রকার মতবাদের বিশ্লেষণ এবং সংক্ষিপ্ত বিবৃতি 'সুত্তপিটকে' আছে।[১] অদ্বৈতবাদের প্রাচীন কাহিনীর কোন বিশেষ সন্ধান ঐ সকল বিবৃতিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এইস্থানে উহাদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মুক্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের নানা প্রকার মতবাদের উল্লেখ 'সুত্তপিটকে' পাওয়া যায়। উহাদিগকে স্থূলত দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যথা, (১) উদ্ধমাঘ(? ঘা)তনিকবাদ অর্থাৎ যে সকল বাদে মানা হয় যে মুক্তি দেহপাতের পরে ("উদ্ধম্ আঘ(? ঘা)তনা") হয় এবং (২) দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ অর্থাৎ যে সকল বাদে মানা হয় যে মুক্তি দেহপাতের পূর্বে এই শরীরেই ("সত্তো সত্তস্স") লাভ হয়। শ্রৌতদর্শনের পরিভাষায় প্রথমগুলিকে বিদেহ মুক্তিবাদ এবং অপরগুলিকে জীবন্মুক্তিবাদ বলা যায়। প্রথমগুলি আবার দুই কোটিক। কোন কোন মতে মুক্ত আত্মা দেহপাতের পর 'অরোগ' অর্থাৎ অবিনাশী বা অক্ষয় থাকে। অপর কোন কোন মতে দেহপাতের পর জীবের উচ্ছেদ বা বিনাশ হয়। তাই এই শেষোক্ত মতবাদ সমূহকে উচ্ছেদবাদ বলা হয়। 'অরোগ'বাদ সমূহকে গৌতম তিন উপভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা সংজ্ঞীবাদ, অসংজ্ঞীবাদ এবং নৈব-সংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী-বাদ। উহাদের প্রত্যেকের আবার কারণের উল্লেখও আছে। এই কারণের গণনায় 'সুত্তপিটকে'র স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 'দীঘনিকায়ে'র 'ব্রহ্মজালসুত্তে' উহাদের পরিগণনা এই প্রকার—

'পরিগ্রহ' জানেন না যাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিপরিণামী এবং যাহা চিরকাল একই রূপে থাকিবে। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিগৃহীত হয়, তাহা 'পরিগ্রহ'। এই অর্থে 'পরিগ্রহ' (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) যে নিত্য ধ্রুব প্রভৃতি নহে, তাহা বেদান্তের সম্পূর্ণ মান্য। পরন্তু 'পরিগ্রহ' শব্দকে গৌতম ঠিক ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কেননা, তথায় ইহাও আছে যে আত্মবাদও এক পরিগ্রহ। বেদান্তের মতে আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

১। যথা, 'দীঘনিকায়ে'র ব্রহ্মজালসু (১)সু

(ক) **সংজ্ঞীবাদ**—দেহপাতের পর আত্মা অরোগ ও সংজ্ঞী হয়, এবং আরো হয়—

(১) রূপী,
(২) অরূপী,
(৩) রূপ-অরূপী,
(৪) ন-রূপী-নারূপী,
(৫) সান্ত,
(৬) অনন্ত,
(৭) সান্ত-অনন্ত,
(৮) ন-সান্ত-নানন্ত,
(৯) একত্বসংজ্ঞী,
(১০) নানাত্বসংজ্ঞী
(১১) পরিত্তসংজ্ঞী,
(১২) অপ্রমাণসংজ্ঞী,
(১৩) একান্ত সুখী,
(১৪) একান্ত দুঃখী,
(১৫) সুখী-দুখী,
বা (১৬) অসুখী-অদুঃখী।

(খ) **অসংজ্ঞীবাদ**—দেহপাতের পর আত্মা অরোগ ও অসংজ্ঞী হয় এবং আরও হয়—

(১) রূপী,
(২) অরূপী,
(৩) রূপী-অরূপী,
(৪) ন-রূপী-নারূপী
(৫) সান্ত,
(৬) অনন্ত,
(৭) সান্ত-অনন্ত,
বা (৮) ন-সান্ত-নানন্ত।

(গ) নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদ—দেহপাতের পর আত্মা অরোগ এবং

(১) রূপী,
(২) অরূপী,
(৩) রূপী-অরূপী,
(৪) ন-রূপী-নারূপী,
(৫) সান্ত,
(৬) অনন্ত,
(৭) সান্ত-অনন্ত,
বা (৮) ন-সান্ত নানন্ত।

হয়। পরন্তু সংজ্ঞীও হয় না, অসংজ্ঞীও হয় না।

'মজ্ঝিমনিকায়ে'র 'পঞ্চত্তয়সুত্তে' (১০২) ও দেহপাতের পর আত্মার অবস্থা সম্বন্ধে শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগের মতবাদসমূহের বিবরণ আছে। পরন্তু তথায় সংজ্ঞীবাদসমূহের (৫)-(৮) এবং (১৩)-(১৬) সংখ্যক কারণসমূহের পৃথক পরিগণনা নাই। সেইপ্রকার অসংজ্ঞীবাদ সমূহ এবং নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞীবাদ-সমূহের (৫)-(৮) কারণসমূহের পৃথক উল্লেখ নাই। তাহাতে মনে হয়, তথায় সেইগুলিকে অপরগুলির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। 'দীঘনিকায়ে'র

'পাসাদিকসুত্তে'র (২৯) বিবৃতি আরও সংক্ষিপ্ত। তথায় মাত্র রূপ ও সংজ্ঞা অনুসারে ভেদের উল্লেখ আছে। দেহত্যাগের পর আত্মা একান্ত সুখী হয়—এই বাদের নিন্দাও গৌতম কোথাও কোথাও করিয়াছেন।[১] এইসকল হইতে মনে হয় যে গৌতম বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিয়া কারণসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিয়াছেন। পরন্তু উহাদের প্রত্যেকটি একটি পৃথক বাদের, এইরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। অপর কথায়, তৎকর্তৃক পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উক্ত দুই বা ততোধিক কারণ একই বাদের অন্তর্গত। ঐ প্রকারে বলা যাইতে পারে, শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগের এক বাদানুসারে বিদেহমুক্ত আত্মা "অরোগ" (বা অবিনাশী), "অরূপী", "অনন্ত", "অপ্রমাণ সংজ্ঞা" (অর্থাৎ অপ্রমেয়), "একান্তসুখী" (বা আনন্দস্বরূপ) এবং "প্রকৃত সংজ্ঞী" (অর্থাৎ অদ্বৈত) হয়। 'একত্বসংজ্ঞী' শব্দের (পালি মূল "একত্ত-সঞ্‌ঞী) অর্থ অদ্বৈত হওয়াই খুব সম্ভব। কেননা, বলা হইয়াছে যে কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ মুক্ত আত্মাকে উহার বিপরীতে "নানাত্বসংজ্ঞী" বা দ্বৈতাত্মক মনে করে। এইরূপে মনে হয় যে ঐ স্থলে গৌতম অদ্বৈতাত্মবাদকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ অদ্বৈতাত্মবাদ কি প্রকার তাহার আরো বিশেষ বিচার আবশ্যক।

কথিত হইয়াছে যে মুক্ত আত্মা কাহারো মতে সংজ্ঞী, কাহারো মতে অসংজ্ঞী এবং কাহারো মতে নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হয়। এই 'সংজ্ঞা' শব্দের অর্থ কি ? অসংজ্ঞীবাদী নাকি সংজ্ঞীবাদে এই দোষ দেন যে "সংজ্ঞা রোগ, সংজ্ঞা গণ্ড এবং সংজ্ঞা শল্য।" অপর পক্ষে "অসংজ্ঞা শান্ত এবং প্রণীত (অর্থাৎ পরাবস্থাগত)।" সুতরাং তাহা শ্রেষ্ঠ। নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী-বাদী নাকি ঐ উভয়বাদকে নিন্দা করেন। তাঁহারা নাকি বলেন যে যেমন সংজ্ঞা রোগ, বিস্ফোটক এবং শল্য, তেমন অসংজ্ঞা সংমোহ (বা মূর্ছা); সুতরাং উভয়ই হেয়। তাঁহাদের মতে, নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাই শান্ত এবং প্রণীত।[২] তাহাতে মনে হইবে যে অন্তত এই শেষোক্ত বাদীর মতে সংজ্ঞা অর্থ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। মুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয় থাকে না, অতএব ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানও থাকে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহা স্পষ্টত বলিয়াছেন।

"ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"[৩]

১। "দীঘনিকায়', 'পোট্‌ঠপাদসুত্ত' (৯) [১ম খণ্ড, ১৯২-৩ পৃষ্ঠা].
২। 'পঞ্চত্তয়সুত্ত'। ৩। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১২, ৪।৫।১৩

'মোক্ষে সংজ্ঞা থাকে না'। সেই দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে, আত্মা তখন অসংজ্ঞী হয়। পরন্তু উহা হইতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে আত্মা বুঝি তখন জড় হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি শুনিয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীরও সেই শঙ্কা হইয়াছিল। সেই ধারণাতেই কেহ কেহ অসংজ্ঞীবাদে দোষ দেন যে অসংজ্ঞা সম্মোহ। প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আত্মার ইন্দ্রিয়জ সংজ্ঞা না থাকিলেও উহা জড় হয় না। উহা চিৎস্বরূপ হয়। তাই তাঁহারা বলেন যে আত্মা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী হয়।[১] সংজ্ঞা অর্থ 'ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান' না হইয়া চেতনতা মাত্রও হইতে পারে। কেননা, বলা হইয়াছে যে কোন কোন সংজ্ঞী বাদে সংজ্ঞী আত্মা অরূপী একত্বসংজ্ঞী হয়। গৌতম আরও বলিয়াছেন যে "সংজ্ঞীবাদসমূহের মধ্যে 'কিছু নাই' ("নত্থি কিঞ্চি")—এই আকিঞ্চন্যস্থিতিই পরিশুদ্ধ, পরম, অগ্র এবং অনুপম বলা হয়।"[২] উহা নির্বিশেষ স্থিতি। সংজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ মাত্র হইলে উহার পরম একত্ব বা নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহাতে মনে হয়, ঐ বাদে আত্মা তখন চেতনমাত্র হয়। এইরূপে পাওয়া যায় যে কোন কোন মতে মুক্ত আত্মা সচ্চিদানন্দ, অবিনাশী, নিরাকার, অনন্ত, অপ্রমেয় এবং নির্বিশেষ অদ্বৈত হয়।

গৌতম বলিয়াছেন যে কোন এক সংজ্ঞীবাদে "বিজ্ঞান কৃৎস্নকে" ('বিঞ্ঞাণ-কসিণ') অপ্রমাণ এবং আনিঞ্জ্য (অর্থাৎ নিশ্চল) বলা হয়।"[৩] আত্মাকেই 'বিজ্ঞানকৃৎস্ন' বলা হইয়াছে। এই সংজ্ঞা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহা যাজ্ঞবল্ক্যের পরিভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তদ্ব্যাখ্যাত আত্মবাদে আত্মাকে "বিজ্ঞানঘন", "কৃৎস্ন প্রজ্ঞানঘন" এবং বিজ্ঞানময় বলা হইয়াছে। উহাকেই লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব 'বিজ্ঞানকৃৎস্ন' সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয়।[৪]

১। নৈবসংজ্ঞা—নাসংজ্ঞায়তন, বৌদ্ধমতে, সপ্তম বিমোক্ষ [দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৭১ ও ১১২ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড ২৬২ পৃষ্ঠা] এবং নবম সত্ত্বাবাস [ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ ও ২৮৮ পৃষ্ঠা]

২। আকিঞ্চন্যায়তন, বৌদ্ধমতে, ষষ্ঠবিমোক্ষ (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৭১ ও ১১২ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি (ঐ, ২য় খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা। ৩য় খণ্ড ২৫৩ ও ২৮২ পৃষ্ঠা) এবং অষ্টম সত্ত্বাবাস (ঐ, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ ও ২৮৮ পৃষ্ঠা)

৩। 'পঞ্চত্তয়সুত্ত'

৪। বুদ্ধ দশ কৃৎস্নায়তন ("কসিণায়তনানি") ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন। যথা, পৃথিবীকৃৎস্ন, আপোকৃৎস্ন, তেজোকৃৎস্ন, বায়ুকৃৎস্ন, নীলকৃৎস্ন, পীতকৃৎস্ন, লোহিতকৃৎস্ন, আকাশকৃৎস্ন এবং বিজ্ঞানকৃৎস্ন।

"বিঞ্ঞাণকসিণমেকো সঞ্জানাতি উদ্ধং অধো তিরিযং অদ্বযং অপ্পমাণম্"

অপর কৃৎস্নসমূহ সম্বন্ধেও সেই প্রকার ভাবনা করিতে হয়। ('দীঘনিকায়' 'সঙ্গীতিসুত্ত'

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'অসংজ্ঞী' সংজ্ঞা যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মবাদে আছে। মুক্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রমণব্রাহ্মণদিগের মতবাদসমূহের বিবৃতিতে গৌতম যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মবাদোক্ত আরও কতিপয় সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায়। যথা, যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি।"[১]

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যো স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥[২]

ঐ সকলকে লক্ষ্য করিয়াই গৌতম "ধ্রুব", "কূটস্থ", "একত্বসংজ্ঞী", "অপ্রমাণ-সংজ্ঞী" এবং "নাস্তিকিঞ্চন" বা "আকিঞ্চন্য" সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন মনে হয়। এইরূপে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে গৌতম কর্তৃক বিবৃত শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের মতবাদসমূহের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মবাদ অন্যতম। উহা অদ্বৈতাত্মবাদই। যেমন শ্রুতি হইতে, তেমন গৌতমের প্রদত্ত বিবরণ হইতেও, তাহা বুঝা যায়। গৌতম আরও বলিয়াছেন যে কাহারো কাহারো মতে, আত্মা এবং জগৎ উভয়ই অদ্বৈত এবং অপ্রমেয়; উহাই একমাত্র সত্য; অপর সমস্তবাদ মিথ্যা।[৩] আত্মাই বেদ্য এবং বেদক উভয়ই।

(৩৫) [৩য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা]; 'দন্তন্তরসুত্ত' (২৪) [৩য় খণ্ড, ২৯০, পৃষ্ঠা]) ('মজ্ঝিমনিকায়', 'মহাসুকুলদায়িসুত্ত' (৭৭)

বৌদ্ধশাস্ত্রে জীবাত্মাকে 'বিজ্ঞান' বলা হইয়াছে। সারিপুত্র বলিয়াছেন, "বিজানাতি" অর্থাৎ 'জানে'—সুখদুঃখাদি জানে' বলিয়াই 'বিজ্ঞান' বলা হয়। ('মজ্ঝিমনিকায়', 'মহাবেদল্লসুত্ত' (৪৩)। বুদ্ধ অন্যত্র বলিয়াছেন "বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, সর্বতোপ্রভ, পৃথিবীর পৃথিবীত্ব দ্বারা অপ্রাপ্ত, জলের···সর্বের সর্বত্ব দ্বারা অপ্রাপ্ত।" (ঐ, 'ব্রহ্ম-নিমন্তনিকসুত্ত' (৪৯)। জীবাত্মার 'বিজ্ঞান' সংজ্ঞা যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ঐ সংজ্ঞা এবং "এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।১।১৬) প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ হইতে হইয়াছে বলা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে আত্মার "খিল্যভাব" বলিয়াছেন, যাহা ভূতসম্পর্কে উত্থিত হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, সুতরাং যাহাকে 'ভূতাত্মা' বলা যায়, তাহাকেই গৌতম কিঞ্চিৎ ভিন্ন দৃষ্টিতে "পঞ্চস্কন্ধ" বলিয়াছেন। ভূতাত্মার ন্যায় পঞ্চস্কন্ধ ও "উৎপাদব্যয়শীল"। এইরূপে মনে হয় যাজ্ঞবল্ক্যের মতবাদ গৌতমের মতবাদকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল।

১। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২, ২। ঐ, ৪।৪।১৯-২০

৩। 'পঞ্চত্তয়সুত্ত' [২য় খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা]

শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ বা জীবন্মুক্তিবাদ নাকি পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটিতে কামোপভোগে পরমস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্তি এবং দুঃখদৌর্মনস্যের অভাবকে নির্বাণ বলা হয়। উহা প্রকৃত নির্বাণ নহে। অপর মতচতুষ্টয়ে নির্বাণ ধ্যানচতুষ্টয়ের এক একটির সিদ্ধাবস্থা মাত্র। ঐ সকলে আত্মা কাম এবং অকুশলধর্মসমূহ হইতে বিবিক্ত হয়। প্রথম ধ্যানসিদ্ধ আত্মা সবিচার, সবিতর্ক এবং বিবেকজ প্রীতিসুখসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। দ্বিতীয় ধ্যান-সিদ্ধ আত্মা, বিচার ও বিতর্কের ব্যুপশমে চিত্তের অধ্যাত্মসম্প্রসাদ এবং একত্ব লাভ করিয়া বিচারবিতর্কবিহীন সমাধিজ সুখ অনুভব করেন। তৃতীয় ধ্যানে আত্মা প্রীতিসুখানুভবে ও বিরক্ত হয়; সুতরাং তাহাকেও উপেক্ষা করেন। তখন উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী হন। চতুর্থ-ধ্যানে আত্মা সুখদুঃখ এবং সৌমনস্যদৌর্মনস্যের অতীত হয় এবং উপেক্ষা ও স্মৃতি হইতেও পরিশুদ্ধ হয়। ইহাই উত্তম অবস্থা। কথিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় ধ্যান হইতে আত্মা একত্বভাব ("একোদিভাবং") লাভ করে। দেহপাতের পর জীবন্মুক্তের স্বরূপ কি তাহার বিবৃতি গৌতম দেন নাই। বিদেহমুক্তের স্বরূপ বর্ণনার মধ্যে উহা আসিয়া গিয়াছে। তাই পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে উহার বিবৃতি প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। গৌতম লিখিয়াছেন শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সর্বসমেত ৪৪ কারণে মুক্তি বর্ণনা করিয়া থাকে।[১] ঐ সমস্তের প্রত্যেকটিকে পৃথক্ পৃথক্ বাদানুগত মনে না করিবার ইহাও বিশেষ হেতু।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। 'সুত্তপিটকে' আছে বৌদ্ধ শ্রমণ বা অর্হৎ "ব্রহ্মভূত", "ব্রহ্মপ্রাপ্ত"।[২] বুদ্ধ বলিয়াছেন যে "ব্রহ্মভূত" এবং "ব্রহ্মকায়", তথা "ধর্মভূত" এবং "ধর্মকায়", তথাগতেরই নামান্তর।

"তথাগতস্‌স হ এতং বাসেঠ অধিবচনং—"ধম্মকায়ো ইতি পি ব্রহ্মকায়ো ইতি পি ধম্মভূতো ইতি পি ব্রহ্মভূতো ইতি পীতি।"[৩]

বৌদ্ধ অর্হৎ নাকি আপনার কিম্বা পরের সন্তাপপ্রদ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হন

১। সংজ্ঞীবাদ ১৬ কারণে; অসংজ্ঞীবাদ ও নৈবসংজ্ঞী—নাসংজ্ঞীবাদের প্রত্যেকে ৮ কারণে, উচ্ছেদবাদ ৭ কারণে এবং দৃষ্টধর্মনির্বাণবাদ ৫ কারণে।

২। 'মজ্ঝিমনিকায়', ১ম খণ্ড ১১১ ও ৩৮৬ পৃষ্ঠা; ৩য় খণ্ড ১৯৫ ও ২২৪ পৃষ্ঠা। 'অঙ্গুত্তরনিকায়', ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, ৫ম খণ্ড, ২১৬, ২২৬ ও ২২৭ পৃষ্ঠা। 'সংযুত্তনিকায়', ৩য় খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা; ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠা।

৩। 'দীঘনিকায়', ৩য় খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা।

না। তিনি "সিদ্ধান্তে এবং ধর্মে নিশ্চিত, নির্বৃত, শান্ত এবং সুখপ্রতিসংবেদী (হইয়া) ব্রহ্মভূত আত্মায় বিহার করেন।"[১] "ব্রহ্মভূত" এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত সংজ্ঞা গৌতম অবশ্যই ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হন, ব্রহ্মে লীন হন।[২] 'ব্রহ্মভূত' প্রভৃতি সংজ্ঞা ভগবদ্‌গীতায় বহুল পাওয়া যায়। বৈদিক তত্ত্বদর্শী পুরুষের ঐ সকল সংজ্ঞা গৌতমের সমকালে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল মনে হয় যে তাঁহাকে স্বমতানুযায়ী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জন্য সেইসকল পরিগ্রহণ করিতে হইয়াছে, যদিও ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ঐ সকল তাঁহার মতবিরুদ্ধ হয়। গৌতম আরও বলিয়াছেন যে তৎ-প্রদর্শিত মার্গই "ব্রহ্মযান"[৩] বা 'ব্রহ্মপ্রাপ্তির মার্গ' ("মগ্‌গো ব্রহ্মপত্তিয়া")।[৪] যাহা হউক, এইরূপে 'সুত্তপিটকে' উক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ঐ সকল সংজ্ঞা হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে ব্রাহ্মণগণ মুক্তিকে ব্রহ্মভবন বলিতেন, জীব সাধনবলে ইহজীবনেই ব্রহ্মভূত হইতে পারে মনে করিতেন, এবং গৌতমের সমকালে ঐ বাদ অতীব পরিচিত ছিল। পরন্তু এতাবন্মাত্রে বলা যায় না যে তাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কেননা, ক্রমভেদাভেদবাদেও মুক্তিকে ব্রহ্মলয় বা ব্রহ্মভবন বলা হয়। ঐ মতের জনৈক প্রাচীন আচার্য ঔড়ুলোমির নাম বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্বৈতমতবিরোধী কোন কোন শৈবমতেও মুক্তিকে ব্রহ্মভবন বলা হয়। অবশ্য ঐ সকল বাদ গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন কিনা বলা যায় না। পরন্তু প্রাচীন নহে বলিয়া নিরূপণ করিবারও কোন প্রকট হেতু নাই। সুতরাং কেবল ব্রহ্মভবনবাদের সম্ভাব হইতে অদ্বৈতবাদের সম্ভাব অনুমান করা নির্দোষ নহে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে গৌতমের প্রাক্‌কালীন ব্রাহ্মণদর্শনে কূটস্থনিত্য-আত্মবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ বাদ এবং ব্রহ্মভবনবাদ যদি একই বাদের অন্তর্গত হয়, তবে উহা অদ্বৈতবাদই হইবে। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ ক্রমভেদাভেদবাদী আচার্যগণ ব্রহ্মভবনবাদ মানিলেও কূটস্থনিত্য-আত্মবাদ মানেন না, আর কূটস্থনিত্য-আত্মবাদী সাংখ্যগণ ব্রহ্মকে মানেন না, সুতরাং

১। 'দীঘনিকায়', ৩য় খণ্ড, ২৩২—৩ পৃষ্ঠা। 'মজ্ঝিমনিকায়'; ১ম খণ্ড, ৩৪১—২, ৩৪৪, ৪১২ পৃষ্ঠা প্রভৃতি। 'অঙ্গুত্তরনিকায়, ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

২। 'মুণ্ডকোপনিষৎ', ৩।২।৯; 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' ৪।৪।৬,২৫

৩। 'সংযুক্তনিকায়', ৫ম খণ্ড, ৫, ৬ পৃষ্ঠা।

৪। 'সংযুক্তনিকায়', ৪র্থ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা, আরও দ্রষ্টব্য, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

মুক্তিকে ব্রহ্মভবনও বলেন না। একমাত্র অদ্বৈতবাদেই ঐ বাদত্রয় অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

বুদ্ধের সময়ে একব্রহ্মবাদ অতি প্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রিয় ছিল বোধ হয়। কথিত আছে যে সম্যক্ বোধিলাভের অব্যবহিত পরে গৌতম আসন ছাড়িয়া অশ্বত্থতল হইতে অদূরবর্তী অজপাল নামক এক বটবৃক্ষতলে গিয়া সপ্তাহ কাল মোক্ষানন্দে বাস করিয়াছিলেন।[১] ঐ সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রাহ্মণ (=ব্রহ্মবিদ্) কি প্রকারে হওয়া যায়? ব্রাহ্মণ হইবার ধর্ম কোনটি?" তাহাতে গৌতম বলেন, "যে বিপ্র, বাহিতপাপ (অর্থাৎ পাপও অকুশল ধর্মাচরণ পরিত্যাগী), (চিত্ত) মলও অভিমানরহিত, সংযত, বেদান্ত-পারগ এবং ধর্মে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী, জগতে তাহার সমান কেহই নাই।" বেদান্তের ব্রহ্মবাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি ঐ সময়ে যদি না থাকিত, বুদ্ধকেও তাহার এত প্রশংসা করিতে হইত না। ঐ বাদ তাঁহার মতকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল মনে হয়। ঐ ব্রহ্মবাদ অদ্বৈতব্রহ্মবাদই হইবে। কেননা, উহারই সহিত গৌতমের মতবাদের সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

'সুত্তপিটকে' এক তীর্থিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।[২] তাঁহাদেরও "শাস্তা" (=ধর্মোপদেশক) ছিল। গুরু ও ধর্মে তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহাদের শীল তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে আচরণ করিতেন। তাঁহাদের "একনিষ্ঠা" ছিল, "পৃথগ্‌নিষ্ঠা" ছিল না। তাঁহাদের ঐ নিষ্ঠা বীতরাগ বা বীতদ্বেষ, বীতমোহ, বীততৃষ্ণা, অনুপাদান, বিদ্বান (বা বিজ্ঞান) অনমুরুদ্ধ, অপ্রতিবিরুদ্ধ, নিষ্প্রপঞ্চারাম এবং নিষ্প্রপঞ্চরতি সম্বন্ধে, প্রপঞ্চারাম ও প্রপঞ্চরতি সম্বন্ধে নহে। ঐ সম্প্রদায়ে গৃহস্থ ও পরিব্রাজক উভয়ই ছিল; এবং সহধর্মিগণের পরস্পরের প্রতি বিশেষ সৌহার্দ্যতা ছিল। ঐ সম্প্রদায়িগণ মনে করিতেন যে তাঁহাদের মত হইতে বুদ্ধের মতের কোন "বিশেষ, অধিপ্রায় বা নানাকরণ (পৃথগ্ করিবার উপায়)" ছিল না। পরন্তু গৌতম উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে দৃষ্টি দুই প্রকারে হইয়া থাকে—ভবদৃষ্টি (বা সংসারদৃষ্টি কিম্বা উৎপত্তিদৃষ্টি) এবং বিভব দৃষ্টি (বা অসংসার-

---

১। এই আখ্যায়িকা 'বিনয়পিটকে' (১।১।২) এবং 'উদানে' ('বোধিবগ্‌গ', ১।৪) বিবৃত হইয়াছে।

২। 'মজ্ঝিমনিকায়', 'চূলসীহনাদসুত্ত' (১১) [১ম খণ্ড, ৬৩-৮ পৃষ্ঠা]

দৃষ্টি কিম্বা অনুৎপত্তিদৃষ্টি)। এই উভয় দৃষ্টি পরস্পরবিরুদ্ধ। যিনি উহাদের কোন এক দৃষ্টিতে লীন বা তৎপর হন, তিনি অপরটির বিরোধী হন। যে কোন শ্রমণ কিম্বা ব্রাহ্মণ উভয় দৃষ্টির উৎপত্তি, প্রলয়, আস্বাদন, আদিনক (বা পরিণাম) এবং নিঃসরণ যথার্থত জানেন না, তিনি সরাগ, সদ্বেষ, সমোহ, সতৃষ্ণ, সোপাদান, অজ্ঞানী, অনুরুদ্ধ-প্রতিবিরুদ্ধ, প্রপঞ্চারাম এবং প্রপঞ্চরতি হন। তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ-দৌর্মনস্য এবং উপায়াস দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে যিনি ঐ উভয় দৃষ্টির উৎপত্যাদি জানেন, তিনি বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ, বীততৃষ্ণ, অনুপাদান, বিদ্বান, অননুরুদ্ধ, অপ্রতিবিরুদ্ধ, নিষ্প্রপঞ্চারাম নিষ্প্রপঞ্চরতি হন। তিনি জন্মাদি দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হন। অনন্তর গৌতম বলেন যে উপাদান চতুর্বিধ। যথা, কামোপাদান, দৃষ্ট্যপাদান, শীল-ব্রতোপাদান এবং আত্মবাদোপাদান।[১] শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সকলে আপনা-দিগকে সর্বোপাদানপরিত্যাগী বলেন। পরন্তু বুদ্ধ বলেন, তাঁহাদের সকলে প্রকৃতপক্ষে সকল উপাদানের ত্যাগের উপদেশ করেন না। আত্মবাদো-পাদানের পরিত্যাগ তাঁহাদের কেহ করেন না। অপর উপাদানসমূহের মধ্যে কেহ কেহ একটি, কেহ দুইটি এবং কেহ তিনটির পরিত্যাগের উপদেশ করেন। গৌতম ঐসকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের এবং তাঁহাদের গুরু ও ধর্মে শ্রদ্ধা প্রভৃতির নিন্দা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে ঐসকল মত "দুরাখ্যাত, দুষ্প্রবেদিত, অনৈর্যাণিক, অনুপশমসংবর্তনিক এবং অসম্যক্‌সম্বুদ্ধ-প্রবেদিত।[২] তাঁহার মতে আত্মবাদোপাদানের ও পরিত্যাগের উপদেশ আছে। সেইহেতু উহা, তিনি বলেন, "সু-আখ্যাত, সুপ্রবেদিত, নৈর্যাণিক, উপশম-সংবর্তনিক এবং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ—প্রবেদিত।" এইরূপে বুদ্ধের নিজের প্রদত্ত এই বিবৃতি হইতে জানা যায় যে ঐ তীর্থিক মত, বিশেষত যাহাতে কাম, দৃষ্টি এবং শীলব্রত উপাদানত্রয়েরই পরিত্যাগ হয় সেই মত, এবং তাঁহার

১। এই উপাদানচতুষ্টয়ের উল্লেখ 'সুত্তপিটকে'র অন্যত্রও আছে। যথা 'দীঘনিকায়', ২য় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা; 'সংযুক্তনিকায়', ২য় খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা; ৫ম খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা।

২। মহাবীরের জৈনধর্মকেও তিনি এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ('দীঘনিকায়', 'সংগীতিসুত্ত' (৩৩) [৩য় খণ্ড, যথাক্রমে ১১৮ ও ২১০ পৃষ্ঠা]) বস্তুত অপর সমস্ত ধর্মকেই সাধারণভাবে তিনি ঐ প্রকার নিন্দা করিয়াছেন (ঐ ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা)

স্বমতের পার্থক্য একমাত্র এই আত্মবাদ সম্বন্ধে ; অপর কোন বিষয়ে নহে। ঐ আত্মবাদ কিম্বিধ তাহা গৌতম বিশেষ করিয়া নির্দেশ করেন নাই। তাহাতে অনুমান হয় যে আত্মবাদ মাত্রকেই তিনি পরিত্যাজ্য মনে করেন।[১] যাহা হউক, তদুক্ত ঐ "নিষ্প্রপঞ্চারাম এবং নিষ্প্রপঞ্চরতি" তীর্থিক সম্প্রদায় অবশ্যই নিষ্প্রপঞ্চাত্মবাদী ছিলেন। তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না।

গৌতম বলেন যে তাঁহার ভিক্ষু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, স্নাতক, বেদজ্ঞ, শ্রোত্রিয়, আর্য ও অর্হৎ। তিনি ঐসকল সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করেন। ভিক্ষু শ্রমণ ও বটেন, স্নাতক ও বটেন, বেদজ্ঞ ও বটেন, আর্য ও বটেন, অর্হৎ ও বটেন।

ভিক্ষুর সংক্লেশকর, পুনর্ভবকর, কষ্টদায়ক, দুঃখবিপাক এবং অনাগতে জন্ম, জরা, ও মৃত্যুর কারণ পাপ,-অকুশল ধর্ম।

শমিত	হয়	বলিয়া	তিনি	শ্রমণ
বাহিত (অতিক্রান্ত)	„	„	„	ব্রাহ্মণ
স্নাত (=ধৌত)	„	„	„	স্নাতক
বিদিত	„	„	„	বেদজ্ঞ
শ্রুত	„	„	„	শ্রোত্রিয়
দূরীকৃত	„	„	„	আর্য
দূরীভূত	„	„	„	অর্হৎ

। মহাঅস্সপূর সুত্ত (৩৯

লঙ্কাবতারসূত্র

(২)

'লঙ্কাবতারসূত্র' কখন এবং কাহার দ্বারা রচিত তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। উহার বক্তা বুদ্ধ এই প্রকারে আত্মপরিচয় দিয়াছেন[২]—তাঁহার পিতার নাম প্রজাপতি এবং মাতার নাম বসুমতি। তাঁহারা কাত্যায়ন

১। বুদ্ধের মতে, কামাদি চারি উপাদানের নিদান (বা কারণ) তৃষ্ণা, তৃষ্ণার নিদান বেদনা, বেদনার নিদান স্পর্শ, স্পর্শের নিদান ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের নিদান নামরূপ, নামরূপের নিদান বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নিদান সংস্কার এবং সংস্কারের নিদান অবিদ্যা। অবিদ্যার পরিত্যাগে এবং বিদ্যার উদয়ে ভিক্ষু কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত ও আত্মবাদ উপাদেয়রূপে গ্রহণ করেন না।

২। ১০।৭৯৮—৮০১

গোত্রীয় বিপ্র। সোমবংশে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাদের বংশ 'সোমগুপ্ত' নামে পরিচিত ছিল। তাঁহারা চম্পায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যের নাম মহামতি। উনিই 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র শ্রোতা। গৌতম কলিযুগের লোক, আর তিনি নাকি সত্যযুগের।[১] তাঁহার নির্বাণের একশত বৎসর পরে নাকি ব্যাস ভারত রচনা করেন।[২] এই প্রকার ভবিষ্য-দৃষ্টিতে তিনি অনেক রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—মৌর্য, নন্দ, গুপ্ত এবং ম্লেচ্ছ,[৩] এবং অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম করিয়াছেন; যথা—ব্যাস, কণাদ, কপিল, অক্ষপাদ, শাক্যসিংহ, ঋষভ, মহাবীর, শব্দশাস্ত্রপ্রণেতা পাণিনি, লোকায়ত-প্রণেতা বৃহস্পতি, সূত্রকর্তা কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য, জ্যোতিষী ভুঢ়ুক (বা ভুধুক), কৌটিল্য, প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে তদুক্ত একটি বচন ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির বচনের অনুরূপ।[৪] তাহাতে অনুমান হয়, 'লঙ্কাবতারসূত্র' ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও পরে বিরচিত হয়। তত্রোক্ত মহাযান মতের আচার্য-পরম্পরা সম্বন্ধে এই বিবৃতি আছে,—মতি ধর্মকে এবং ধর্ম মেথলকে উহার উপদেশ করেন। মেথলের শিষ্য দৌর্বল্যবশতঃ ঐ মতের বিনাশ করেন। অন্যত্র মহামতির প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে ভবিষ্যতে দক্ষিণাপথে বেদলীতে নাগাহ্বয় নামে একজন মহাযশ ভিক্ষু জন্ম গ্রহণ করিবেন; উনিই তাঁহার পরে অনুত্তর মহাযান মতের রক্ষক হইবেন।[৫] নাগাহ্বয় যদি সুপ্রসিদ্ধ মাধ্যমিকাচার্য নাগার্জুনই (১৮১ খ্রীষ্টাব্দে) হয়, তবে বলিতে হইবে যে 'লঙ্কাবতার' তাঁহার পূর্বের হইতে পারে না। উহা একাধিক বার চীন ভাষান্তরিত হয়। সর্ব প্রথম অনুবাদ আচার্য ধর্মরক্ষার। উহা ৪১২ ও ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুবাদ গুণভদ্রের (৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং তৃতীয় অনুবাদ বোধিরুচির (৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ)। তাহাতে বলিতে হয় উহা ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, খুব সম্ভবত অনেক পূর্বে, বিরচিত হয়। পরন্তু গুণভদ্রের ভাষান্তরে প্রথম ও শেষ দুই অধ্যায় নাই। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে ঐ অধ্যায়-ত্রয় হয়ত মূল গ্রন্থে ছিল না। পরে সংযুক্ত হইয়াছে। সুজুকি অনুমান

১। ১০।৭৯৪ ২। ১০।৭৮৫ ৩। ১০।৭৮৬

৪। ব্যাকরণ মহাভাষ্য, ৪।১।৩ এবং 'লঙ্কাবতারসূত্র' ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫। ১০।১৬৪-৬

করেন যে একটি বৃহৎ লঙ্কাবতার ছিল। বর্তমান গ্রন্থ উহার ক্ষুদ্র সংস্করণ। শেষ অধ্যায়ের গাথাসমূহ উহাতে ছিল। দার্শনিক তত্ত্ববিকাশের বিচারে তিনি মনে করেন যে বর্তমান 'লঙ্কাবতারসূত্র' যোগাচার মত প্রবর্তক অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এবং 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ' শাস্ত্র অপেক্ষাও প্রাচীন।[১] এই শেষোক্ত গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে।[২] ঐ গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে মনে হয় 'লঙ্কাবতারসূত্র' খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভের উপকালে রচিত হইয়াছিল। তখন নাগার্জুন সম্বন্ধীয় উক্তি প্রক্ষিপ্ত মনে করিতে হইবে, অথবা, শিন্ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ীর মত বিশ্বাস করিতে হইবে যে উহা ভবিষ্যদ্বাণী।

'লঙ্কাবতারসূত্রে'র স্থানে স্থানে অপর মতবাদসমূহ হইতে উহাতে প্রপঞ্চিত মহাযান মতের পার্থক্য নির্দেশিত হইয়াছে। ঐ সকল মতকে সাধারণভাবে তীর্থকর-মত বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ, তথা জৈন, ধর্মগ্রন্থে অপর মতের জন্য সাধারণত ঐ নামের ব্যবহার দেখা যায়।[৩] কিন্তু অপর বহু মতের মধ্যে কোন স্থলে কোনটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টত উল্লিখিত হয় নাই। 'লঙ্কাবতারসূত্রে' সাংখ্য এবং বৈশেষিক মতের স্পষ্টোল্লেখ আছে।[৪] কতিপয় স্থলে তার্কিকদিগের উল্লেখ আছে।[৫] কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে তদ্দ্বারা ন্যায়মতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বরং মনে হয় যে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদিগণকেই সাধারণভাবে তার্কিক বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বানুভূতি এবং উহার সাধনধর্মের দৃষ্টি অপেক্ষা বিশেষভাবে দার্শনিক যুক্তি বিচার দৃষ্টিতে বৌদ্ধ হইতে ভিন্নমত পোষণ করিতেন তাহাদিগকেই 'তার্কিক' বলা হইয়াছে।[৬] কথিত হইয়াছে যে তীর্থকরগণ প্রধান, ঈশ্বর, পুরুষ, কাল

১। D. T. Suzuki, ***Studies in the Lankavatara Sutra*** (লণ্ডন, ১৯৩০), ৩০৮-৩২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। D. T. Suzuki, *Awakening of Faith in the Mahayāna*, Chicago, 1900, ৬৫ পৃষ্ঠা, ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

৩। প্রজ্ঞাকরমতি লিখিয়াছেন, "তৌর্থিকের্মীমাংসকাদিভিঃ" (বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, ৯।৪৪)

৪। 'লঙ্কাবতারসূত্র', ২।১৭৪ (১১৬ পৃষ্ঠা); ১০।৫৪৮ (৩৩৩ পৃষ্ঠা), ১০।৫৫৮ (৩৩৪ পৃষ্ঠা), ১০।৮৩০ (৩৬৪ পৃষ্ঠা)

৫। "তার্কিকাঃ"—৩।১৬ (১৪৯ পৃষ্ঠা); ১০।৮২৯ (৩৬৮ পৃষ্ঠা)

৬। ১৭১-২ পৃষ্ঠা, একস্থলে আছে, "সাংখ্যা বৈশেষিকা নগ্নাস্তার্কিকা ঈশ্বরোদিতাঃ" (১০।৭২৩; ৩৫৪ পৃষ্ঠা)। অন্যত্র আছে, "সাংখ্যা বৈশেষিকা নগ্না বিপ্রা পাশুপতাস্তথা"

ও অণুকারণ বাদী। মহাযানমতানুযায়ী আচার্য শান্তরক্ষিতের (৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) 'তত্ত্বসংগ্রহে' প্রধানেশ্বরাদিবাদসমূহের সমালোচনা আছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রধানকারণবাদ কপিলের। ঈশ্বরকারণবাদ নৈয়ায়িকদিগের। তন্মতে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ, পরমাণ্বাদি উপাদান কারণ। সেশ্বর সাংখ্যবাদ এবং পাশুপত শৈবমতকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অণুকারণবাদ বৈশেষিকদিগের। পুরুষকারণবাদ বেদের। শান্তরক্ষিতের শিষ্য ও ভাষ্যকার কমলশীল স্পষ্টতই উহাকে "বেদবাদিমত" বলিয়াছেন। তন্মতে পুরুষ জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ। কমলশীল লিখিয়াছেন,

"পুরুষ এবৈতৎ সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্"

এই শ্রুতিবাক্যই ঐ বাদের আধার। উহা সগুণ ব্রহ্মবাদ। এইরূপে বলা যায় যে এই সকল মতের প্রতি 'লঙ্কাবতারসূত্রে' লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বেদান্তমতের, বিশেষত অদ্বৈতবেদান্তমতের, স্পষ্টোল্লেখ 'লঙ্কাবতারসূত্রে' নাই। তথাপি কোন কোন স্থলে যে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদই "তীর্থকরবাদ" নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সুনিশ্চিত মনে হয়। আমরা এখানে তাহা প্রদর্শন করিব।

ভগবান বুদ্ধ তথাগতগর্ভের উপদেশ করিয়াছেন। "উহা জ্যোতিঃস্বভাব এবং বিশুদ্ধিস্বরূপ বলিয়া বরাবরই বিশুদ্ধ। উহা দ্বাত্রিংশৎ (উত্তম) লক্ষণ-যুক্ত এবং সমস্ত বস্তুদেহের অন্তর্গত। মলিন বস্ত্র পরিবেষ্টিত শুদ্ধ অমূল্য রত্নের উহা স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত এবং অনাদি রাগদ্বেষ-মোহাদি মল দ্বারা মলিন হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা নিত্য, ধ্রুব, শিব এবং শাশ্বত।[১] তথাগতগর্ভতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব মহামতি অতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভগবান্, এই তথাগতগর্ভবাদ তীর্থকরদিগের আত্মবাদের তুল্য নহে কি? তীর্থকরেরাও এই প্রকারে আত্মবাদ উপদেশ করিয়া থাকেন যে আত্মা

(১০।৬২৭, ৩৪২ পৃষ্ঠা)। উভয়ত্র শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ অভিন্ন। "সদসৎপক্ষপতিতা বিবিক্তার্থ-বিবর্জিতাঃ ॥" তাহাতে মনে হয় তার্কিকা = বিপ্রা = বেদপন্থী।

১। "তথাগতগর্ভঃ পুনর্ভগবতা সূত্রান্তপাঠেঽনুবর্ণিতঃ। স চ কিল ত্বয়া প্রকৃতি প্রভাস্বরবিশুদ্ধ্যাদিবিশুদ্ধ এব বর্ণ্যতে দ্বাত্রিংশল্লক্ষণধরঃ সর্বসত্ত্বদেহান্তর্গতো মহার্ঘমূল্যরত্ন-মলিনবস্ত্রপরিবেষ্টিতমিব স্কন্ধধাত্বায়তনবস্ত্রবেষ্টিতো রাগদ্বেষমোহাভূতপরিকল্পমলিনো নিত্যো ধ্রুবঃ শিবঃ শাশ্বতশ্চ ভগবতা বর্ণিতঃ।"—(৭৭-৮ পৃষ্ঠা)

নিত্য, কর্তা, নির্গুণ, বিভু এবং অব্যয়।[১] তাহাতে বুদ্ধ উত্তর করেন, "না, মহামতি, তথাগতগর্ভ তীর্থকরদিগের আত্মার তুল্য নহে। কেননা, শূন্যতা, ভূতকোটি, নির্বাণ, অনুৎপাদ, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত, প্রভৃতি পদার্থসমূহকেই তথাগতগণ তথাগতগর্ভরূপে উপদেশ করিয়া থাকেন। পরমনৈরাত্ম্যতত্ত্বের কথা শুনিয়া যাহারা ভয়ভীত হয় সেই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভয় অপনোদনের অভিপ্রায়েই সম্যক্‌সম্বুদ্ধ পূজ্য তথাগতগণ নির্বিকল্প এবং নিরাভাস গোচরতত্ত্বকে তথাগতগর্ভরূপে উপদেশ করিয়াছেন।...আত্মবাদাভিনিবিষ্ট তীর্থকরদিগকে আকর্ষণার্থই তথাগতগর্ভের উপদেশ করেন। যাহাতে অভূতাত্মবিকল্পদৃষ্টিপতিতাশয় এবং বিমোক্ষত্রয়গোচরপতিতাশয় তীর্থকরগণও সত্বর সম্যক্‌সম্বোধি অধিগত হইতে পারে।...সুতরাং তথাগতগর্ভ তীর্থকরগণের আত্মা সম নহে॥[২]

তথাগতগণ কোন অভিপ্রায়ে তথাগতগর্ভবাদের উপদেশ করেন, তাহা জানা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। বোধিসত্ত্ব মহামতি আত্মবাদের সহিত উহার সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ আত্মবাদ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। বুদ্ধের সময়ে উহা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। তাঁহার উত্তর হইতেও তাহা অনায়াসে প্রতীত হয়। উহার সহিত তথাগতগর্ভবাদের সমতা আছে। বুদ্ধও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তবে ঐ আত্মবাদীর মতে আত্মাই পরম তত্ত্ব। কিন্তু বুদ্ধের মতে তথাগতগর্ভ পরম তত্ত্ব নহে; পরম তত্ত্ব উহারও পরে। পরমতত্ত্বলাভের উপায়কৌশল্যরূপেই উহা

১। "তৎ কথময়ং ভগবংস্তীর্থকরাত্মবাদতুল্যস্তথাগতগর্ভবাদো ন ভবতি? তীর্থকরা অপি ভগবনিত্যঃ কর্তা নির্গুণো বিভুরব্যয় ইত্যাত্মবাদোপদেশং কুর্বন্তি।" (৭৮ পৃষ্ঠা) এই বচনে 'কর্তা' শব্দের স্থলে 'পালি টেক্‌স্টবুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'লঙ্কাবতার-সূত্রে' 'অকর্তা' পাঠ আছে। বিষয় বিচারে এই পাঠ সমীচীন মনে হয়। কেননা, 'কর্তা' কূটস্থ নিত্য ও নির্গুণ হইতে পারে না।

২। "কিংতু মহামতে তথাগতাঃ শূন্যতাভূতকোটিনির্বাণানুৎপাদানিমিত্তাপ্রণিহিতাদ্যানাং মহামতে পদার্থানাং তথাগতগর্ভোপদেশং কৃত্বা তথাগতা অর্হন্তঃ সম্যক্‌সম্বুদ্ধা বালানাং নৈরাত্ম্যসন্ত্রাসপদবিবর্জিতা(? র্জনা)র্থং নির্বিকল্পনিরাভাসগোচরং তথাগতগর্ভমুখোপদেশেন দেশয়ন্তি।......এবং হি মহামতে তথাগতগর্ভোপদেশমাত্মবাদাভিনিবিষ্টানাং তীর্থকরাণামাকর্ষণার্থং তথাগতগর্ভোপদেশেন নির্দিশন্তি। কথং বতাভূতাত্মবিকল্পদৃষ্টিপতিতাশয়া বিমোক্ষত্রয়গোচরপতিতাশয়োপেতাঃ ক্ষিপ্রমনুত্তরং সম্যক্‌সম্বোধিমভিসংবুধ্যেরন্নিতি।" (৭৮-৯ পৃষ্ঠা)

পরিগৃহীত হইয়াছে মাত্র। এইভাবে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে তথাগতগর্ভ আত্মাই।[১]

যাহা হউক, ঐ আত্মবাদের মতে আত্মা কূটস্থ নিত্য, নির্গুণ, বিভু এবং অব্যয়। মহামতি সাক্ষাদ্ভাবে তাহা বলিয়াছেন। তথাগতগর্ভের সমান বলিয়া উহা চিৎস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং নিত্যবিশুদ্ধ। অনাদি রাগদ্বেষমোহাদি মল সম্পর্কে উহাকে মলিন বলা হয়। এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষোক্তিও আছে।[২] মহামতি আরও বলিয়াছেন যে ঐ আত্মা কর্তা। জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্ট্যাদির কারণ বলিয়াই তাহাকে কর্তা বলা হইয়াছে মনে হয়। পরন্তু যাহা কর্তা, তাহা বস্তুত নির্গুণ ও কূটস্থ নিত্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যাহা নির্গুণ ও কূটস্থ নিত্য তাহাকে কর্তা বলা যায় না। যাহা অব্যয়, তাহার জগদ্রূপে পরিণাম সম্ভব নহে। আরও দ্রষ্টব্য তথাগতগর্ভ সগুণ তত্ত্ব।[৩] 'গর্ভ' শব্দ হইতেই জানা যায় উহা বীজভাব বা অব্যক্তভাব। প্রত্যক্ষতও বিবৃত হইয়াছে যে উহা "দ্বাত্রিংশল্লক্ষণধর"। সুতরাং নির্গুণ আত্মবাদের সহিত উহার সাদৃশ্য কি? এই সকল বিচারে জানা যায় যে ঐ আত্মবাদের মতে, আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ, কূটস্থ নিত্য, সুতরাং অব্যয়। পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অপেক্ষায় উহাকে সৃষ্ট্যাদির কর্তা মনে করা হইয়া থাকে। এবং সেই হেতুতে উহাকে সগুণ বলিতে হয়। এই প্রকারে উহার সহিত তথাগতগর্ভবাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মহামতি বলিয়াছেন। যেহেতু কূটস্থ নিত্য এবং অব্যয় বস্তুর বাস্তব পরিণাম সম্ভব নহে, সেইহেতু আত্মার জগদ্ভবনাদি বাস্তব হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার কর্তৃত্ব প্রকৃত নহে।

ঐ আত্মবাদী তীর্থকর অদ্বৈতবাদীই। প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য, নির্গুণ, বিভু এবং অব্যয় বটে। পরন্তু উহা কর্তা নহে, আত্মা অকর্তা।

১। "প্রত্যাত্মগতিগম্যশ্চ আত্মা বৈ শুদ্ধিলক্ষণম্। গর্ভস্তথাগতস্যাসৌ তার্কিকানাম-গোচরঃ ॥" (১০।৭৪৬ ; ৩৫৭ পৃঃ)

২। ১০।৭৫৫-৬ (৩৪৮-৯ পৃষ্ঠা)

৩। 'লঙ্কাবতারসূত্র' ২২০-৩ পৃষ্ঠা এবং
"তথাগতগর্ভো মহামতে কুশলাকুশলহেতুক সর্বজন্মগতিকর্তা।
প্রবর্ততে নটবদ্গতিসঙ্কট" ইত্যাদি। (২২০ পৃষ্ঠা)
অধ্যাপক ডি, টি, সুজুকি প্রণীত, *Studies in the Lankavatara Sutra* (লণ্ডন, ১৯৩০, ১৭৭, ২৫৯-২৬৩ পৃষ্ঠা) এবং *'Outlines of Mahāyana Buddhism'* (লণ্ডন, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) ১২৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিই কর্তা। অধিকন্তু তন্মতে আত্মা বা পুরুষ বহু। আর ঐ আত্মবাদ মতে আত্মা একই। যদিও তাহা প্রত্যক্ষত বলা হয় নাই, প্রকরণ হইতে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। সুতরাং এইখানে 'আত্মবাদ' নামে ঐ সাংখ্যমত অভিহিত হয় নাই।[১] কোন কোন প্রাচীন সাংখ্যমতে পুরুষকে এক মনে করা হইত। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ও এক প্রাচীন সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে।[২] ঐ সকল মতে আত্মা নিগুর্ণ নহে। সুতরাং ঐ সকলকেও লক্ষ্য করা হয় নাই। ঐ আত্মবাদ অপর কোন দার্শনিক মতানুগতও নহে। তাহাতে নিশ্চিত হয় যে 'লঙ্কাবতারসূত্রে' উক্ত স্থলে অদ্বৈতপরমাত্মবাদই আত্মবাদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

'লঙ্কাবতারসূত্রে' তীর্থকরদিগের অপর একটি মতবাদের উল্লেখ আছে। তন্মতে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং নাই। অথচ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।

"অনুৎপন্নপূর্বাঃ সর্বভাবা অভূত্বা প্রত্যয়ৈর্ভবন্ত্যহেতুশরীরাঃ।" (১২৯ পৃষ্ঠা)

"অনুৎপন্নাঃ সর্বধর্মাঃ"

সূত্রকার ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনিও অবশ্য অনুৎপন্নবাদী। শূন্যতা, অদ্বয়, নিঃস্বভাব, প্রভৃতি তৎকর্তৃক প্রপঞ্চিত মুখ্য মহাযানবাদসমূহের মধ্যে অনুৎপন্নবাদ অন্যতম।[৩] তবে তিনি ভিন্ন কারণে ঐ বাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন,[৪] "সমস্ত বস্তু ক্রিয়া ও কারক রহিত। যেহেতু উহাদের কোন কারক নাই সেইহেতু উহারা উৎপন্ন হয় নাই। তাই বলা হয় যে সমস্ত

১। প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রে যাহাকে 'পুরুষ' বলা হয়, প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে উহাকে 'আত্মা'ও বলা হইত। যথা, সাংখ্যমতের পরিচয় দিতে গিয়া বৌদ্ধাচার্য আর্যদেব (২০০ খ্রীষ্টাব্দ) সর্বত্র আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কুত্রাপি 'পুরুষ' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। ('শতশাস্ত্র' আর্যদেব প্রণীত, চীনভাষান্তর হইতে অধ্যাপদ-টুচ্চি-কর্তৃক ইংরাজী ভাষান্তরিত; *Pre-Dinnag'a Buddhist Texts on Log'ic from Chinese Sources*, পৃষ্ঠা ১৯-২৩, ২৬-২৭ দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যমতের বিবৃতিতে 'মহাভারতে'ও 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং 'আত্মবাদে'র উল্লেখ আছে বলিয়াই যে মহামতি সাংখ্যমত লক্ষ্য করেন নাই, এই অনুমান সমীচীন হইবে না।

২। ১০।৫৫৮ (৩৩৪ পৃষ্ঠা) ৩। ৭৭ পৃষ্ঠা

৪। "পুনরপরং মহামতে ক্রিয়াকারকরহিতাঃ সর্বধর্মা নোৎপদ্যন্তেঽকারকত্বাত্তেনোচ্যন্তেঽনুৎপন্নাঃ সর্বধর্মাঃ।" (১১৫ পৃষ্ঠা) "ন স্বয়মুৎপদ্যতে ন চ পুনর্মহামতে তে নোৎপদ্যন্তেঽন্যত্র সমাধ্যবস্থায়াং তেনোচ্যন্তেঽনুৎপন্না নিঃস্বভাবাঃ।" (৭৬ পৃষ্ঠা)। আরও দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১১০-২, ২০০-৩, প্রভৃতি। —*Studies in the Lankavatara Sutra*, ১১২-৫ এবং ২৮৩-৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বস্তু অনুৎপন্ন।" "বস্তুসমূহ স্বয়ং উৎপন্ন হয় না। সমাধি ভিন্ন অপর অবস্থায় উহারা যে উৎপন্ন হয় না, তাহাও নহে। তাই বলা হয় যে উহারা অনুৎপন্ন এবং নিঃস্বভাব।" ঐ তীর্থকরগণ কোন হেতুতে অনুৎপন্নবাদ মানিতেন, সূত্রকার তাহা স্পষ্টত বলেন নাই। তবে তাঁহার লেখা হইতে মনে হয় যে তাঁহারা বিষয়দৃষ্টিতে, যুক্তিদ্বারা জগতের অনুৎপত্তি সিদ্ধ করিতেন। তাই তিনি উহা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ প্রকারে অনুৎপাদ সিদ্ধ করিতে গেলে জগতের সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতে মূল প্রতিজ্ঞা খণ্ডিত হইয়া যায়।[১] তাঁহার মতে, "অনুৎপাদের কোন কারণ প্রকৃতপক্ষে থাকিতে পারে না, কারণ থাকিলেই সংসার স্বীকৃত হয়[২]। যাহা হউক ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে 'লঙ্কাবতারসূত্র' রচনার পূর্বেও তীর্থকরদিগের মধ্যে অনুৎপন্নবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ তীর্থকরগণ অদ্বৈতবাদীই। কেননা, একমাত্র তাঁহারাই বলেন যে পরমার্থত জগৎ ত্রিকালে অসৎ—উহা কখনও ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও উৎপন্ন হইবে না। অপর কোন দার্শনিক উহা স্বীকার করেন না। অনুৎপত্তিবাদ কূটস্থনিত্যবাদের অব্যভিচারী ফল। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য। কূটস্থ নিত্য বলিয়াই ব্রহ্মের কোন প্রকার পরিণাম সম্ভব নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুও নাই, যাহার পরিণাম দ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং জগৎ উৎপন্ন হয় নাই।

কোন কোন তীর্থকর জগৎকে শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ মনে করিতেন।

"যথা শশবিষাণং নাস্তি এবং সর্বধর্মা।[৩]

এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র মতে, শশশৃঙ্গ সৎও নহে, অসৎও নহে। তৎসম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবেক করা যায় না। জগৎও

১। ১৬৬-৭ পৃষ্ঠা। আরও দ্রষ্টব্য, ১৯৮ পৃষ্ঠা।
"অনুৎপন্নাঃ সর্বধর্মাঃ সর্বতীর্থ্যপ্রসিদ্ধয়ে।
ন হি কস্যচিদুৎপন্না ভাবা বৈ প্রত্যয়াম্বিতাঃ॥
অনুৎপন্নঃ সর্বধর্মাঃ প্রজ্ঞয়া ন বিকল্পয়েৎ।
তদ্ধেতুমত্তাত্তৎসিদ্ধের্বুদ্ধিস্তেষাং প্রহীয়তে॥"—(৩।৪৯-৫০, ১৬৮ পৃষ্ঠা)
আরও দ্রষ্টব্য, ২।১২৭ (৫৪ পৃষ্ঠা)

২। "অনুৎপাদে কারণাভাবো ভাবে সংসারসংগ্রহঃ।
মায়াদি সদৃশং পশ্যেল্লক্ষণং ন বিকল্পয়েৎ॥"—(২।১৭১; ১১২ পৃষ্ঠা)
(১০।২৪৪; ২৯৭ পৃষ্ঠা,)

৩। ৫১ পৃষ্ঠা,

সেইপ্রকার, তন্মতে সৎও নহে, অসৎও নহে। তৎসম্বন্ধে কোন বিচার সঙ্গত নহে।[১] এই যুক্তি আশ্চর্য বটে। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদীর মতে, শশশৃঙ্গ অলীক। জগৎ তদ্রূপ নহে। সুতরাং ঐ তীর্থকর অদ্বৈতবাদী নহে।

ভগবান বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব মহামতিকে বলেন "স্বজাতিলক্ষণ নিরুদ্ধ হইলে আলয়বিজ্ঞানের নিরোধ হয়। যদি আলয়বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, তবে এই বাদ তীর্থকরদিগের উচ্ছেদবাদ হইতে অভিন্ন হয়। হে মহামতে! তীর্থকরদিগের বাদ এই—বিষয়-গ্রহণের উপরম হইলে বিজ্ঞান প্রবন্ধের উপরম হয়। বিজ্ঞানপ্রবন্ধোপরমে অনাদি কাল প্রবৃত্ত (প্রপঞ্চ) প্রবন্ধের উচ্ছেদ হয়। তীর্থকরগণ বলিয়া থাকেন যে প্রবন্ধপ্রবৃত্তি কারণত হইয়া থাকে, অকারণত নহে।"[২] কিঞ্চিৎপূর্বে তিনি বলিয়াছেন যে অনাদিপ্রপঞ্চ-দৌষ্ঠুল্যবাসনার আশ্রয়ে এবং স্বচিত্তদৃশ্যবিজ্ঞান বিষয়ে বিকল্পসমূহের অবলম্বনে বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহাই প্রপঞ্চের প্রবন্ধ।[৩] তত্ত্বজ্ঞান হইলে উহাদের নাশ হয়। সুতরাং চিত্তের এবং জগৎপ্রপঞ্চের বিনাশ হয়। সমস্ত তীর্থকরদিগের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মাদ্বৈতবাদীই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জগতের তথা চিত্তের, বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে অত্রোক্ত বচনে তীর্থকর নামে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'লঙ্কাবতারসূত্রে'র আরও কতিপয় স্থলে নির্বাণ সম্বন্ধে তীর্থকরদিগের বিভিন্ন মতসমূহের এবং মহাযানমতানুযায়ী নির্বাণ হইতে উহাদের পার্থক্য অপেক্ষাধিক বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে।[৪] এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে

"অন্যে পুনর্বর্ণয়ন্তি তীর্থকরা বুদ্ধিবোধব্যদর্শনবিনাশান্মোক্ষ ইতি।[৫]

'অপর তীর্থকরেরা বলেন, 'বুদ্ধি, বোদ্ধব্য (এবং বোদ্ধা-এই তিন ভেদত্রিপুটি) দর্শনের বিনাশেই মোক্ষ হয়।' এই মত অদ্বৈতবাদীরই, অপর এক মত এই প্রকার,—"কোন কোন তীর্থকর বলেন, স্কন্ধ, ধাতু এবং আয়তনের নিরোধ, বিষয়বৈরাগ্য এবং নিত্যবৈধর্ম্যদর্শন হেতু চিত্তচৈত্তকলাপ প্রবর্তিত হয় না। অতীত, অনাগত এবং প্রত্যুৎপন্নবিষয়ের অনন্মুস্মরণ হেতু উপাদানের উপরম

১। ৫১-৩ পৃষ্ঠা   ২। ৩৮-৯ পৃষ্ঠা

৩। "প্রবন্ধনিরোধঃ পুনর্মহামতে যস্মাচ্চ প্রবর্ততে। যস্মাদিতি মহামতে যদাশ্রয়েণ যদালম্বনেন চ। তত্র যদাশ্রয়মনাদিকাল প্রপঞ্চদৌষ্ঠুল্যবাসনা যদালম্বনং স্বচিত্তদৃশ্যবিজ্ঞান বিষয়ে বিকল্পাঃ।" (৩৮ পৃষ্ঠা)

৪। যথা, ৬১-২, ১২৬-৭, ১৮২-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।   ৫। ১৮৩ পৃষ্ঠা

বশতঃ দীপ, (দগ্ধ) বীজ ও অনলের ন্যায় জগদ্বিকল্পের অপ্রবৃত্তি হয়। উহাকেই তাঁহারা নির্বাণ মনে করেন।"[১] এই মতেও মোক্ষে জগতের বিনাশ হয়। সুতরাং উহা অদ্বৈতবাদীর নির্বাণ তুল্য। বুদ্ধ এই মতে দোষ দিয়াছেন যে নির্বাণ বিনাশমাত্র নহে।[২] তাহাতে বুঝা যায় যে ঐমতে সংসার-দশায় জগৎপ্রপঞ্চের সত্তা স্বীকৃত হইত। অন্ততঃ 'লঙ্কাবতারসূত্র'কার তাহা মনে করিতেন। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "অধিকন্তু, মহামতে, সংসার এবং নির্বাণের অভেদ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কেহ কেহ সংসারবিকল্পদুঃখভয়ে ভীত হইয়া নির্বাণের অন্বেষণ করে। সর্বভাববিকল্পের অভাব হেতু ইন্দ্রিয়সমূহের এবং উহাদের (অতীত, বর্তমান ও অনাগত) বিষয়গ্রাহিতার উপরম হইতেই নির্বাণ হয়, মনে করে। প্রত্যগাত্মগতিবিজ্ঞানালয় পরাবৃত্তিপূর্বক নির্বাণ কল্পনা করে না।[৩] এই মতে সংসার বিকল্প বস্তুত নাই। অন্যত্র তীর্থকরগণের সম্মত চতুর্বিধ নির্বাণের উল্লেখ আছে। যথা—(১) ভাবস্বভাবাভাবনির্বাণ, (২) লক্ষণবিচিত্রভাবাভাবনির্বাণ, (৩) স্বলক্ষণভাবাভাবাববোধনির্বাণ, এবং (৪) স্কন্দসমূহের স্বসামান্যলক্ষণসন্ততিপ্রবন্ধব্যুচ্ছেদনির্বাণ।[৪] বৌদ্ধমতে মনো-বিজ্ঞান বিকল্পের নিবৃত্তিই নির্বাণ।[৫] যাহা হউক ঐসকলের মতে, মোক্ষে জগৎপ্রপঞ্চের অভাব হয়।[৬]

তথায় নানাপ্রকার 'তার্কিক' মতের উল্লেখ আছে। এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে

"অবিদ্যাহেতুকং চিত্তমনাদিমতিসঞ্চিতম্।
উৎপাদভঙ্গসম্বন্ধং তার্কিকৈঃ সম্প্রকল্প্যতে।"[৭]

'তার্কিকগণ মনে করেন যে (জগৎপ্রপঞ্চ) অবিদ্যাহেতুক এবং অনাদিমতি সঞ্চিত চিত্তবিলাস মাত্র। উহার উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে।' অন্যত্র এক তার্কিক মতের উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব বলেন, "ভবিষ্যৎ কালে কাষায়বসনধারী, সদসৎকার্যবাদী অনেকে তাঁহার শাসনের দূষক হইবেন;" তন্মধ্যে "তার্কিকদিগের" মতের এই বিবরণ তিনি দিয়াছেন।

১। ১৮২-৩ পৃষ্ঠা   ২। "ন চ বিনাশদৃষ্ট্যা নির্বার্যতে।"
৩। ৬১-২ পৃষ্ঠা   ৪। ১২৬ পৃষ্ঠা   ৫। ঐ
৬। "ভাবাভাবেন নির্বাণং বালানাং চিত্তমোহনম্।
আর্যদর্শসদ্ভাবাদ্‌যথাবস্থানদর্শনাৎ॥"—(১০।৮৪১, ৩৭০ পৃষ্ঠা)
৭। ১০।৮২৯ (৩৬৮ পৃষ্ঠা)

"অসন্তঃ প্রত্যয়ৈর্ভাবা বিদ্যন্তে হ্যর্থ্যগোচরম্।
কল্পিতো নাস্তি বৈ ভাবঃ কল্পয়িষ্যন্তি তার্কিকাঃ॥"[১]

'বস্তুসমূহ (প্রকৃতপক্ষে) অসৎ (বা নাই)। (তথাপি) যেহেতু উহারা বুদ্ধিমানেরও প্রতীতি গোচর হয়, সেই প্রত্যয় হেতু উহারা আছে, (বলিতে হইবে)। উহারা কল্পিত, (বস্তুত) নিশ্চয়ই নাই। তার্কিকগণ এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন।' ঐ স্থলদ্বয়ে হয়ত একই, নয়ত, দুই তার্কিক মতের উল্লেখ হইয়াছে। যদি দুই মতও হয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য মনে হয়। উহাদের তাৎপর্য প্রায় একই। জগৎ অসৎ, প্রাতিভাসিক মাত্র। উহা মনোবিলাস মাত্র, বস্তুত নাই। উহা অনাদি অবিদ্যাজনিত। ঐ তার্কিকগণ অদ্বৈতবাদীই।

ঐ অদ্বৈতমতের সঙ্গে মহাযান মতের পার্থক্য কি তাহা প্রণিধানযোগ্য। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র মতেও জগৎপ্রপঞ্চ "চিত্তমাত্র" এবং মনোদৃশ্য।[২] উহা অবিদ্যাকামকর্মসংস্কারজনিত।[৩] স্বচিত্তদৃশ্যমাত্র বলিয়াই, তন্মতে, জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব, একত্ব বা অন্যত্ব, নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব, প্রভৃতি বিচার সঙ্গত হয় না,—হইতে পারে না।[৪] অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে ঐ প্রকার

১। ১০।৭৪৬ (৩৩৩ পৃষ্ঠা)
এই শ্লোকে উল্লিখিত বৌদ্ধমতদূষক ঐ সন্ন্যাসিগণ কাহারা? বুদ্ধদেবের সমকালে অনেকে তাঁহার মতে প্রতিবাদ করিতেন। বৌদ্ধ আগমে তাহার উল্লেখ আছে। ঐখানে হয়ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহারাজ পুষ্যমিত্রের সময়ে সনাতন বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধধর্মের উপর প্রবল আক্রমণ করিয়াছিল। ইতিহাস তাহাই বলে। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ও তাহার উল্লেখ আছে। (১০।৭৮৪-৯) হইতে পারে যে ঐ স্থলে উহার প্রতিও লক্ষ্য করা হইয়াছে।

২। "চিত্তমাত্রমিদং সর্বং" (৩।১২১; ২০৯ পৃষ্ঠা): "চিত্তং হি সর্বং" (১০।১৩৪; ২৮২ পৃষ্ঠা);
"চিত্তদৃশ্যমাত্রমিদং যদুত ত্রৈধাতুকং" (১২৩ পৃষ্ঠা), ইত্যাদি। কোথাও কোথাও আছে যে জগৎপ্রপঞ্চ "বিজ্ঞপ্তিমাত্র" বা "প্রজ্ঞপ্তিমাত্র"। যথা "প্রজ্ঞপ্তিমাত্রং ত্রিভবং, নাস্তি বস্তু স্বভাবতঃ" (৩।৫২'১, ১০।৮৬'১); "লোকং বিজ্ঞপ্তিমাত্রং" (১০।৫৪'১) "বিজ্ঞপ্তি মাত্রং ত্রিভবং" (১৩।৭৭-১); ইত্যাদি। সুজুকি বলেন, উভয় মতে অনেক অন্তর আছে। (*Studies in the Lankavatara Sutra*, ১৮১-২ পৃষ্ঠা)।

৩। "ভগবানপ্যজ্ঞানতৃষ্ণাকর্মবিকল্পপ্রত্যয়েভ্যো জগত উৎপত্তিং বর্ণয়তি॥" (১৯৭ পৃষ্ঠা); আরও দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা, ৬৮, ২০৩, প্রভৃতি।

৪। পৃষ্ঠা ৯০-৬, ১০৬, ১২৯, ১৭২-৪ প্রভৃতি
"উৎপাদমথ নোৎপাদং শূন্যাশূন্যং ন কল্পয়েৎ।
স্বভাবমস্বভাবত্বং চিত্তমাত্রে ন বিদ্যতে॥ ইত্যাদি। (১০।৪২৬-৮; ৩১৯ পৃষ্ঠা)

বিচার লোকায়তিক।[১] জ্ঞানী বা বুদ্ধগণ তাহা করেন না।[২] যাহারা ঐ প্রকার দ্বৈতবিচার করিয়া থাকে, তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, তাহারা জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইতে নির্বাণ লাভ করিতে পারে না।[৩] ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণও জগতের অনির্বচনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁহারাও বলেন যে জগৎকে সৎ কিম্বা অসৎ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেননা, একদৃষ্টিতে উহা সৎ, অপর দৃষ্টিতে উহা অসৎ। তথাপি তাঁহারা জগতের অস্তিত্বাদি বিচার করিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত তার্কিক মতদ্বয়ের একটিতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয় হয় ("উৎপত্তি ভঙ্গসম্বন্ধং")। অপরটিতে ঠিক সেই প্রকারেই বলা হইয়াছে যে জগৎ অসৎ ("অসন্তঃ"), বস্তুত নাই ("নাস্তি")। তাহাতেই 'লঙ্কাবতারসূত্র'কারের মহা আপত্তি। তাই তিনি উহাদের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ প্রকার বিচার করিলে, জগতের সদ্ভাব আপতিত হয়।[৪] তাহা এক ভাবে সত্য হইলেও অপর ভাবে নির্দোষ বলা যায়। কেননা, সংসার দশায় বস্তুর সদ্ভাব যে অভ্যুপগম করিতে হয় এবং উহার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।[৫] অদ্বৈতবাদিগণও ঠিক সেইপ্রকারেই জগতের সত্তা অভ্যুপগম করিয়া প্রয়োজনবশত উপায়কৌশল্যরূপে উহার উৎপত্তি-প্রলয়, একত্বনানাত্ব, প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন।[৬] আরও এক কথা। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র মতে, জগৎ ভ্রান্তি হইলেও "শাশ্বত" এবং "তত্ত্ব"। উহাকে "যথাভূত" অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপে, চিত্তমাত্ররূপে জানিলেই হইল। ঐ জ্ঞান হওয়ার পরেও উহা যথাবৎ থাকিবে। তাই উহা শাশ্বত এবং "তত্ত্ব"।[৭]

১। ১৭৬-৭ পৃষ্ঠা। ৩।৬৩ (১৮১ পৃষ্ঠা) = ১০।৬৫১-২—(৩৪৬ পৃষ্ঠা)॥ ২।১৫৭-৮ (৯৬ পৃষ্ঠা) = ১০।৪৪৩—৪ (৩২১ পৃষ্ঠা)

২। ১০।৪২৬-৭ (৩১৯ পৃষ্ঠা) ৩। পৃষ্ঠা ৬২, ১৯৯-২০১, প্রভৃতি।

৪। পৃষ্ঠা—১০৪, ১৬৬, ১৮৭, প্রভৃতি।

৫। "ভাবোপদেশঃ পুনর্মহামতে সংসারপরিগ্রহার্থং চ নাস্তীত্যুচ্ছেদনিবারণার্থং চ মচ্ছিষ্যানাং বিচিত্রকর্মোপপত্ত্যায়তনপরিগ্রহার্থং ভাবশব্দপরিগ্রহেণ সংসারপরিগ্রহং ক্রিয়তে" ইত্যাদি। (১১১—২ পৃষ্ঠা) আরও দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৬৫-৬, ২০৭, প্রভৃতি; ১০।২২৪ (২৯৪ পৃষ্ঠা)

৬। যথা, আচার্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন,

"মৃল্লোহ বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদ কথঞ্চন॥" —(মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।১৫)

৭। ১০৬-৯ পৃষ্ঠা। "ভ্রান্তিঃ শাশ্বতা।......ভ্রান্তিতত্ত্বং" (১০৭ পৃষ্ঠা)। ৩।৫৪-৫ (১৬৮ পৃষ্ঠা)

তাই বলা হইয়াছে যে সংসার ও নির্বাণ সমান।[১] পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে দৃষ্টি পরিবর্তিত হয় ("আশ্রয়পরাবৃত্তিঃ")। তখন সংসার কোন প্রকারের চিত্ত-বিকল্প উৎপন্ন করে না।[২] উহাই নির্বাণ।[৩] উহাই তথাগতত্ব, বুদ্ধত্ব বা শূন্যতা প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে অদ্বৈত বেদান্ত মতে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভ্রান্তিদৃষ্ট জগৎ থাকে না। রজ্জুসর্প, শুক্তিকারজত, প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থলে রজ্জু, শুক্তিকা, প্রভৃতি উপাদান বস্তুর জ্ঞান হইলে যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্পরজতাদি থাকে না, তেমন ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎপ্রপঞ্চ থাকে না।[৪] তবে জ্ঞানোদয় সত্ত্বেও যাঁহাদের প্রারব্ধ ভোগ শেষ হয় নাই, তাঁহারা, অবিদ্যালেশ থাকে বলিয়া, জগৎকে কিঞ্চিৎ কাল ঐরূপে দেখিয়া থাকেন বটে। তখন তাঁহারা সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত, তাঁহাদের কোন কর্তব্যাকর্তব্য থাকে না। কেহ সম্পূর্ণ উদাসীন হন, আর কেহ পূর্বসংস্কারবশে, বাধিতানুবৃত্তিতে কিছু করিয়াও থাকেন। পরন্তু তথাগত মহা করুণাপরায়ণ। জীবের কল্যাণের জন্য তিনি সতত নানা প্রকার কর্ম করিয়া থাকেন।

'লঙ্কাবতারসূত্রে' এক প্রাচীন মধ্যম সিদ্ধান্তের সমালোচনা আছে এবং উহা হইতে তদভিমত মধ্যমসিদ্ধান্তের পার্থক্য নির্দেশিত হইয়াছে। ঐ মধ্যমসিদ্ধান্ত তীর্থকরদিগের। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উহার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই হেতু এখানে উহার বিবৃতি দেওয়া উচিত মনে করি।

"অনুৎপন্না হ্যমী ধর্মা ন চৈবৈতে ন সন্তি চ।" (১০।১৪৪·১)
"ন তে যথা বিকল্পন্তে ন চ তে বৈ ন সন্তি চ॥"—(৩।৩৪·২, ১০।১৩৫-২)
"ভ্রান্তিমাত্রং ভবেত্তত্ত্বং তত্ত্বং নান্যত্রবিদ্যতে।" (১০।২৫৪·১)

১। "সংসারনির্বাণসমতাপ্রাপ্তা ভবিষ্যন্তি" (৪২ পৃষ্ঠা)। ৭৬ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

২। ১০।৫৬১ (৩৩৪-৫ পৃষ্ঠা); ১০।৬৪৬—৫৭ (৩৪৫-৬ পৃষ্ঠা)। সুজুকির ***Studies in the Lankavatara Sutra***এর ১১৭-২১ পৃষ্ঠা দেখ।

৩। "তত্র নির্বাণমিতি মহামতে যথাভূতার্থস্থানদর্শনং বিকল্পচিত্তচৈত্তকলাপস্য পরাবৃত্তি-পূর্বকং তথাগতস্বপ্রত্যাত্মার্যজ্ঞানাধিগমং নির্বাণমিতি বদামি।" (২০০ পৃষ্ঠা) "অনাদিকাল প্রপঞ্চদৌষ্ঠুল্যবিকল্পবাসনাহেতুবিনিবৃত্তির্মহামতে স্বচিত্তদৃশ্যবাহ্যার্থপরিজ্ঞানাদ্বিকল্পস্যাশ্রয়-পরাবৃত্তির্মহামতে মোক্ষো ন নাশঃ।" (২৬৩ পৃষ্ঠা) আরও দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা—১১২, ১০০, ১৪৯, ১৬৬ প্রভৃতি।

৪। বুদ্ধ এই মতের নিন্দা করিয়াছেন।
"ভাবাভাবেন নির্বাণং বালানাং চিত্তমোহনম্।
আর্যদর্শনসদ্ভাবাদ্যথাবস্থানদর্শনাৎ॥" —(১০।৮৪১, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

"ভাব আছে। পরন্তু কারণ নাই[১]। সেই হেতু উহা শাশ্বতোচ্ছেদ-বর্জিত এবং সদসৎপক্ষরহিত। (এইরূপে) তাঁহারা মধ্যম (সিদ্ধান্ত) কল্পনা করিয়া থাকেন ॥৩৫৫॥

"তাঁহারা অহেতুবাদ কল্পনা করিয়া থাকেন (বটে পরন্তু তাঁহাদের ঐ) অহেতুবাদ উচ্ছেদদর্শনই। বাহ্যবস্তুর (প্রকৃত স্বরূপের) অপরিজ্ঞান হেতু[২] তাঁহারা (প্রকৃত) মধ্যম (সিদ্ধান্ত) বিনাশ করেন ॥৩৫৬॥

"উচ্ছেদদর্শন না হইবার জন্যই তাঁহারা (দৃশ্যজগতের) সদ্ভাবগ্রাহ পরিত্যাগ করেন না। সমারোপাপবাদ দ্বারাই তাঁহারা মধ্যম উপদেশ করেন ॥৩৫৭॥

"(বাহ্য দৃশ্য বস্তু) চিত্তমাত্রই-এই অবরোধ হইতে বাহ্যবস্তুর সদ্ভাব (ধারণা) পরিত্যক্ত হইলে তৎসম্বন্ধে (অস্তিত্ব নাস্তিত্ব, একত্বনানাত্ব, প্রভৃতি) বিকল্পের বিনিবৃত্তি হয়। (তাহাতে প্রকৃত) মধ্যম প্রতিপন্ন হয় ॥৩৫৮॥

"চিত্তমাত্রই আছে, দৃশ্য (প্রকৃত পক্ষে) নাই।[৩] দৃশ্য নাই বলিয়া উৎপন্নও হয় না। ইহা প্রতিপন্ন করিয়াই অপর (বুদ্ধগণ) এবং মৎকর্তৃক মধ্যম উপদিষ্ট হইয়াছে ॥৩৫৯॥

"বস্তুসমূহের উৎপাদ ও অনুৎপাদ, সদ্ভাব ও অসদ্ভাব-এই দ্বয় বিকল্প করিবে না। ইহাই শূন্যতা এবং নৈঃস্বভাব্য ॥৩৬০॥

"বিকল্পবৃত্তির অভাবকেই[৪] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মোক্ষ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।[৫] (পরন্তু দৃশ্যবস্তুকে) চিত্তবৃত্তিমাত্র বলিয়া সংবোধ না হওয়াতে দ্বয়গ্রাহ (সমূলে) বিনষ্ট হয় না ॥৩৬১॥

১। মূলে "অনাকারতঃ" পাঠ আছে। পরন্তু শুদ্ধপাঠ "অনাকরত" বা 'অকারণতঃ" হইবে। দুই পাণ্ডুলিপিতে এই পাঠদ্বয় বস্তুতই ছিল বলিয়া নঞ্জিও উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষান্তরে সুজুকিও এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

২। মূলে "বাহ্যভাবাপরিজ্ঞানাৎ" আছে। "বাহ্যাভাবাপরিজ্ঞানাৎ"('বাহ্যবস্তুর অভাবের অপরিজ্ঞান হেতু') পাঠ গ্রহণ করিলে তাৎপর্য সরল হইত।

৩। মুদ্রিত পাঠ "ন দৃশ্যস্তি"। পরন্তু "ন দৃশ্যোঽস্তি" পাঠই শুদ্ধ। সুজুকিও এই প্রকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। মুদ্রিত পাঠ "বিকল্পবৃত্ত্যা ভাবে ন"। "বিকলবৃত্ত্যভাবেন" সমীচীন পাঠ মনে হয়। মুদ্রিত পাঠ গ্রহণ করিলে কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পনা করিতে হয়। যাহা হউক গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুজুকিও আমাদের ন্যায় সেই তাৎপর্যই গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। গ্রন্থকার অন্যত্র (৩৯, ১৮২-৩ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন যে ঐ মত তীর্থকরদিগেরই। (এই পুস্তকের ২৫০-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বুঝা যায় যে এখানে "বালিশাঃ" শব্দে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

"(জগৎপ্রপঞ্চকে) স্বচিত্তদৃশ্যমাত্র বলিয়া সম্যক্ বোধ হইলেই দ্বয়গ্রাহ (সমূলে) বিনষ্ট হয়। ঐ পরিজ্ঞানই বিকল্পের গ্রহণ। উহা (প্রপঞ্চের) বিনাশক নহে ॥৩৬২॥

"চিত্তদৃশ্য বলিয়া পরিজ্ঞান হইলেই বিকল্পের প্রবৃত্তি হয় না। বিকল্পের অপ্রবৃত্তিই তথতা। উহা বিকল্পবর্জিতা[১] ॥৩৬৩॥

"তীর্থ্যদোষবিনির্মুক্ত প্রবৃত্তি, তথা অবিনাশত নিবৃত্তি, যদি দৃষ্ট হয়,[২] তবে বিদ্বানগণের তাহা গ্রহণ করা উচিত ॥৩৬৪॥

"ইহার অববোধ হইতেই বুদ্ধত্ব (লাভ হয় বলিয়া) অপর বুদ্ধগণ এবং মৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। কেননা, অন্যথা কল্পনা করিলে তীর্থ্যবাদ প্রসক্তি হয় ॥৩৬৫॥

"(বাহ্যবস্তুসমূহ স্বরূপত) অজ (হইয়া) ও প্রসূতজন্মা, অচ্যুত (হইয়া) ও চ্যুত। জলচন্দ্রের ন্যায় উহারা যুগপৎ বহুক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় ॥৩৬৬॥[৩]

"(জল স্বরূপে ও মেঘরূপে এক হইয়াও যেমন বৃষ্টিধারাসমূহ বহুরূপে) বর্ষিত হয় এবং (অগ্নিরূপে এক হইয়া যে উপাধিবশত বহুরূপে) প্রজ্জলিত

১। মূলে আছে "চিত্তবর্জিতা"। এখানে 'চিত্ত' শব্দ 'বিকল্প' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা যে 'চিত্তে'র এক পর্যায় শব্দ তাহা 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ই আছে—

"চিত্তং বিকল্পো বিজ্ঞপ্তির্মনো বিজ্ঞানমেব চ।
আলয়ং ত্রিভবশ্চেষ্টা এতে চিত্তস্য পর্যায়াঃ ॥" —(১০।৫৫৯, ৩২১-৩ পৃষ্ঠা)

সাধারণত যথাশ্রুত অর্থে বা 'মন' অর্থে গ্রহণ করিলে 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইবে। ১০।৬৫১'২—৬৫২'১ দ্রষ্টব্য।

২। 'তীর্থ্যদোষবিনির্মুক্ত প্রবৃত্তি' কি? অন্যত্র (৩৮ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত হইয়াছে যে তীর্থকরগণ প্রবন্ধপ্রবৃত্তি কারণত মনে করিয়া থাকেন। এখানে (৩১৭ শ্লোকে) এবং অন্যত্র ও (৭১-২ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে তাঁহারা সমারোপাপবাদ দ্বারা ভাব রূপে প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ঐ সকল হইতে ভিন্নরূপে প্রবৃত্তির ব্যাখ্যাকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অবিনাশত নিবৃত্তি'র ব্যাখ্যা ৩৬২ শ্লোকে আছে। মহাযানানুমোদিত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ব্যাখ্যা ২২০-৪ পৃষ্ঠায় আছে।

৩। এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকসমূহের সুজুকি-কৃত ইংরাজী ভাষান্তর দৃষ্টে মনে হয় তিনি উহাদের তাৎপর্য মোটেই বুঝিতে পারেন নাই।

জলচন্দ্র বা উদকচন্দ্রের দৃষ্টান্ত 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র অনেক স্থলে পাওয়া যায়। তথাগত ভূমিপ্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব এক হইয়াও কিরূপে পরহিতার্থ নানাব্যক্তির নানারূপে প্রকটিত হন, 'জলচন্দ্রে'র দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে। (২২৭ পৃষ্ঠা; আরও দ্রষ্টব্য ৭২ পৃষ্ঠা) বাহ্যজগতের অবাস্তবতা এবং দৃশ্যমাত্রতা প্রতিপাদন করিতেও জলচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্র জলাভ্যন্তরে বস্তুত না থাকিলেও যেমন (প্রতিবিম্বরূপে) আছে বলিয়া মনে হয়, জগৎও তদ্রূপই। (পৃষ্ঠা ৪২, ৯৩, ৯৬, ১৭৮ প্রভৃতি)।

"দর্পণে উদকে নেত্রে ভাণ্ডেষু চ মনীষু চ।
বিম্বং হি দৃশ্যতে তেষু বিম্বং নাস্তি চ কুত্রচিৎ ॥" —(২।১৫৯; ৯৬ পৃষ্ঠা)

হয়,[১] (তেমন বাহ্যবস্তুসমূহ স্বরূপত) এক থাকিয়াও বহুরূপে (প্রতিভাত) হইয়া থাকে। চিত্তে চিত্তময় হইয়াই (প্রতিভাত হইতেছে; সুতরাং উহারা) চিত্তমাত্রই (অর্থাৎ চিত্তবিলাস মাত্রই)। তাঁহারা (তীর্থকরগণ[২]) এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥৩৬৭॥

"চিত্তে (বাহ্যদৃশ্য) চিত্তমাত্রই। অচিত্তা (বলিয়া প্রতীত বস্তু) চিত্ত-সম্ভবই। (এইরূপে) নানাবৈচিত্র্যময় এই জগৎপ্রপঞ্চ চিত্তমাত্রেই পর্যবসিত হয় ॥৩৬৮॥

"তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ, শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং অপর বিবিধরূপে চিত্তমাত্রই (দৃষ্ট হইতেছে) ॥৩৬৯॥[৩]

এখানে উক্ত হইয়াছে যে ঐ প্রাচীন মাধ্যমিকগণ সমারোপাপবাদ দ্বারা জগত্তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। অন্যত্র উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। তথায় উহাকে "কুদৃষ্টি" বলিয়া এবং যাঁহারা উহাতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগকে অবিদ্বান ("অবিপশ্চিত" "বাল") বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব মহামতি ভগবান বুদ্ধকে বলেন, "হে ভগবান, সমারোপাপবাদের লক্ষণ আমাদিগকে উপদেশ করুন, যাহাতে আমি এবং অপর বোধিসত্ত্বগণ সমারোপাপবাদরূপ কুদৃষ্টি বর্জিতমতি হইয়া সত্বর অনুত্তর সম্যক সম্বোধি অভিসংবুদ্ধ হইতে পারি। অভিসংবুদ্ধ হইয়া তাঁহারা শাশ্বত সমারোপ ও অপবাদোচ্ছেদ দৃষ্টি বর্জিত হইয়া আপনার বুদ্ধদৃষ্টির অপবাদ করিবেন না।[৪]

১। স্থান ও আধার ভেদে একস্বভাব অগ্নির বহুভেদের দৃষ্টান্ত 'লঙ্কাবতারসূত্রো'ক্ত মহাযান মতে আছে।

"একস্বাভাবিকানামেকজ্বালোদ্ভব প্রজ্জ্বলিতানাং গৃহভবনোদ্যানপ্রাসাদপ্রতিষ্ঠাপিতানাং দৃষ্টঃ প্রতিবিভাগ ইন্ধনবশাদ্দীর্ঘহ্রস্বপ্রভাল্পমহাবিশেষাশ্চ। এবমিহাপি কিং ন গৃহ্যতে।" (১৭ পৃষ্ঠা)

বর্ষার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, পরন্তু ভিন্নার্থে (পৃষ্ঠা ৯২),

উহার তাৎপর্য এই প্রকারও হইতে পারে—মেঘ হইতে পতিত একই জলে নানাবৃক্ষে নানা প্রকার রস উৎপন্ন করিয়া থাকে।

২। "তাঁহারা" ("তে") কাহারা? সূত্রকি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। আমাদের মনে হয়, তাহাতে তীর্থকরদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (অজ ও প্রসূতজন্ম ইত্যাদি দ্বয়াত্মক উক্তি বৌদ্ধমতসঙ্গত নহে।) তীর্থকরেরাও যে জগৎকে চিত্তবিলাসমাত্র মনে করিতেন, তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। ১০ অধ্যায় (৩১০-২ পৃষ্ঠা)

৪। ৭০ পৃষ্ঠা। অন্যত্রও আছে বুদ্ধোপদিষ্ট তথতা "নাস্ত্যস্তিসমারোপাপবাদবিনির্মুক্তা" (৯৬ পৃষ্ঠা)। "সমারোপাপবাদান্তদ্বয়কুদৃষ্টিবিবর্জিতা" (২২৬ পৃষ্ঠা)

তাহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন, "চিত্তমাত্র (বাদে) সমারোপাপবাদ নিশ্চয়ই নাই। চিত্তই দেহ, ভোগাদিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা যাহারা জানে না, সেই অবিপশ্চিদ্‌গণই সমারোপাপবাদ অঙ্গীকার করিয়া থাকে।"[১] যাহাতে যে বস্তু প্রকৃত পক্ষে নাই, তাহাতে সেই বস্তু আছে বলিয়া সমারোপ করাই "অসৎসমারোপ"। উহা চতুর্বিধ। যথা (১) অসল্লক্ষণ-সমারোপ, (২) অসদ্দৃষ্টিসমারোপ, (৩) অসদ্ধেতুসমারোপ এবং (৪) অসদ্ভাব-সমারোপ। কুদৃষ্টিবশত সমারোপিত বস্তু প্রকৃতপক্ষে নাই জানিয়া উহার পরিহারই অপবাদ। স্কন্ধধাত্বায়তনাদিতে 'ইহা এইপ্রকার', 'ইহা অন্যপ্রকার নহে' ইত্যাদি প্রকারে অসৎস্বসামান্যলক্ষণাভিনিবেশই অসল্লক্ষণসমারোপ।[২] অনাদিকালপ্রপঞ্চদোষ্টুল্যবিচিত্রবাসনাভিনিবেশবশতই ঐ অসল্লক্ষণসমারোপ রূপ বিকল্প প্রবৃত্ত হয়। ঐ স্কন্ধ, ধাতু এবং আয়তনসমূহে আত্মা, সত্ত্ব, জীব, জন্তু, পোষ, পুরুষ এবং পুদ্গল দৃষ্টি সমারোপই অসদ্দৃষ্টিসমারোপ। অকারণে সমুৎপন্ন প্রাথবিজ্ঞান পরে থাকে না; অর্থাৎ মায়াবৎ (বস্তুত) পূর্বে অনুৎপন্ন হইয়াও চক্ষুরূপালোকস্মৃতি পূর্বক প্রবর্তিত হয় এবং প্রবর্তিত হইয়া, (কিঞ্চিৎকাল) থাকিয়া পুনঃ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার বুদ্ধি অসদ্ধেতুসমারোপ। আকাশ, নিরোধ এবং নির্বাণ রূপ অকৃতকভাবাভিনিবেশ সমারোপই অসদ্ভাবসমারোপ। "হে মহামতি, এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তু শশহয়খরোষ্ট্রবিষাণ এবং কেশোণ্ডুকবৎ ভাবাভাববিনিবৃত্ত এবং সদসৎপক্ষ-রহিত। যাহারা এই সকলকে স্বচিত্তদৃশ্যমাত্র বলিয়া অবধারণ করিতে পারে নাই সেই বালগণ কর্তৃকই সমারোপাপবাদ দ্বারা উহাদের (ভাবাভাব) বিকল্পিত হইয়া থাকে; পরন্তু আর্যগণ কর্তৃক নহে।[৩] ইহাই অসদ্ভাববিকল্প-

১। ২।১৩৫ (৭০ পৃষ্ঠা)।

২। অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণসমূহ নির্দেশ করিয়া বস্তুসমূহকে পৃথক পৃথক বলিয়া নিরূপণ করাই অসল্লক্ষণসমারোপ। পরমার্থ দৃষ্টিতে ঐ সকল লক্ষণ বস্তুতে নাই বলিয়াই উহারা সমারোপ। (২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

৩। অন্যত্র আছে যে "অনিরুদ্ধ, অনুৎপন্ন, প্রকৃতি-পরিনির্বৃত, ত্রিযান, একায়ন, পঞ্চ (ধর্ম), চিত্ত, (তিন) স্বভাবাদির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া উহাদিগেতে অভিনিবেশ বশত (লোক) সমারোপাপবাদদৃষ্টি পতিত হয়। মায়া বৈচিত্র্যদর্শনবিকল্পনার ন্যায় এক প্রকারে ব্যবস্থিত বস্তুকে অন্যপ্রকারে বিকল্পনা করিয়াই (উহাতে পতিত হয়)।" বালকেরাই ঐ প্রকার করিয়া থাকে। (১৫৫-৬ পৃষ্ঠা) তাহারা তজ্জন্য নরকে পতিত হয়।

সমারোপাপবাদের লক্ষণ। অতএব, মহামতে, সমারোপাপবাদদৃষ্টি রহিত হইবে।'

এইরূপে দেখা যায়, সমারোপাপবাদ বুদ্ধ-প্রতিপাদিত ধর্মতত্ত্বের অত্যন্ত প্রতিকূল। অন্যত্র আরও অতি স্পষ্টবাক্যে কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধ-"ধর্মদূষকগণ" সমারোপাপবাদ দ্বারা বুদ্ধদৃষ্টির বিনাশ করিয়া থাকে।[২] বর্তমানকালে, যতদূর জানা যায়, একমাত্র ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণই উহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।[৩] অদ্বৈতমতে জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক। মায়া সদসদনির্বচনীয়া, পরন্তু ভাবরূপা। সুতরাং তজ্জনিত জগৎও সেইপ্রকার সদসৎপক্ষরহিত ভাবরূপ। উহা শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিতও। মায়ার কোন হেতু নাই। সেই হিসাবে জগৎকেও অকারণ বলা যায়। পরন্তু মায়া প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মে নাই। সুতরাং মায়িক জগৎও ব্রহ্মে নাই। জগৎ হয় নাই এবং হইবেও না। তাই অদ্বৈতমত অজাতবাদী। অতএব তদুক্ত অহেতুবাদ একপ্রকার উচ্ছেদবাদই। 'লঙ্কাবতার-সূত্রে' প্রত্যক্ষত বলা হইয়াছে যে অনুৎপাদ এবং অহেতুবাদী তীর্থকর দর্শনের মতে জগৎ অজাত হইয়াও অবিদ্যা বা মায়াবশত জাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মায়াই চিত্তের প্রবর্তক। উহা নির্হেতুক। এই প্রকারে তাহাতে অনুৎপাদবাদ এবং অহেতুবাদ সিদ্ধ করা হয়। পরন্তু, 'লঙ্কাবতারে'র মতে, তাহা বাঙ্মাত্র। ঐ মায়াবাদ উচ্ছেদসিদ্ধান্তাত্মক।[৪] তদ্দ্বারা চিত্তের প্রবৃত্তি সিদ্ধ করা

"যথারূতং বিকল্পিত্বা সমারোপন্তি ধর্মতাম্।
তে চ বৈ তৎসমারোপাৎ পতন্তি নরকালয়ে॥" —(৩।৩৪ ; ১৫৬ পৃষ্ঠা)
"সমারোপাপবাদং হি বিকল্পন্তো বিনশ্যতি॥" —(২।১৯১.২, ১০।৩০৫-২)

১। ৭১—২ পৃষ্ঠা। (কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে)

২। ১০।৫৩০—২ (৩৬১ পৃষ্ঠা); এখানেও বুদ্ধ ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করিয়াছেন। "এবংবিধা যদা যস্মিন্‌কালে স্যুধর্মদূষকাঃ" (১০।৫৩১'১)

৩। উহা অধুনা 'অধ্যারোপাপবাদ' নামেই সমধিক পরিচিত।

৪। মহামতি জিজ্ঞাসা করেন,
"ভাবা বিদ্যন্ত্যনুৎপন্না ন বা ব্রূহি মহামুনে।
অহেতুবাদোঽনুৎপাদো প্রবৃত্তিস্তীর্থদর্শনম্॥" —(১০।৬৯১, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধ উত্তর করেন,
"অনুৎপাদপ্রতিজ্ঞস্য মায়া চ দৃশ্যতে নয়েৎ।
মায়া নির্হেতুসম্ভূতং হানিসিদ্ধান্তলক্ষণম্॥" —(১০।৭০৭, ৩৫২ পৃষ্ঠা)
"অনুৎপাদবাদহেত্বিষ্টোঽজাতো জায়তে বা পুনঃ।
সাধয়িষ্যত্যনুপাদং বাঙ্‌মাত্রং কীর্ত্যতে তু বৈ॥
তস্যাবিদ্যা কারণং তেষাং চিত্তানাং সম্প্রবর্তিতা।
অন্তরা কিমবস্থাসৌ যাবদ্রূপং ন জানতি॥" —(১০।৮২২-৩, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)
এই শেষোক্ত শ্লোক ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও আছে। (৬।১২।
"অন্যে অহেতুসদ্ভাবাদুচ্ছেদমার্থ (? র্গ) মাশ্রিতাঃ॥" (১০।৮৬৯.২, ৩৭৪ পৃষ্ঠা

যায় না।[১] যাহা হউক, ব্যবহার দৃষ্টিতে ঐ উচ্ছেদবাদ পরিহারের জন্য তাঁহারা অধ্যারোপাপবাদ অঙ্গীকার করেন। এইরূপে দেখা যায়, উক্ত প্রাচীন মধ্যমমতের 'লঙ্কাবতারসূত্রে' বিবৃত সমস্ত সিদ্ধান্তই অদ্বৈতবাদে পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ মধ্যমমত, খুব সম্ভবত, অদ্বৈতমতই। উহা হইতে 'লঙ্কাবতারসূত্রা'নুমোদিত নবীন মধ্যমমতের মূল পার্থক্য এই—প্রাচীন মতে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর নবীন মতে উহাকে চিত্তমাত্র বা বিজ্ঞপ্তিমাত্র মনে করা হইয়া থাকে।[২] এই দৃষ্টিভেদ হেতু প্রাচীন মতে সমারোপাপবাদবাদ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে নবীন মতে ঐ প্রকার কোন বাদের পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় নাই। অপর কথায় জগৎপ্রপঞ্চ যে প্রকৃতপক্ষে নাই, তাহা উভয় মতেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরন্তু অনাদি কাল হইতে উহার সদ্ভাব ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল আছে। তাহা প্রহানার্থ প্রাচীন মতে সমারোপাপবাদবাদ অবলম্বিত হইয়াছে, আর নবীনমতে চিত্তমাত্রবাদ পরিগৃহীত হইয়া থাকে।[৩] যাহা হউক এই মৌলিক দৃষ্টিভেদ হেতু তীর্থকর-সম্মত এবং বৌদ্ধ মহাযান-সম্মত অনুৎপাদবাদ এবং অহেতুবাদ ভিন্নতাৎপর্যাত্মক হইয়াছে।[৪] তবে "সংবৃত", "পরতন্ত্র"[৫] (অর্থাৎ ব্যবহারিক) দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ আছে বলিয়া উহাতেও স্বীকৃত হইয়াছে।[৬] প্রাচীন মধ্যমমতে বা অদ্বৈতমতেও ঠিক সেই

১। দ্রষ্টব্য—৬।১২-২—১৪ = ১০।৮২৩.২-৫

২। দ্রষ্টব্য--"প্রজ্ঞপ্তিমাত্রং ত্রিভবং নাস্তি বস্তুস্বভাবতঃ।
প্রজ্ঞপ্তিং বস্তুভাবেন কল্পয়িষ্যন্তি তার্কিকাঃ॥" —(৩।৫২, ১০।৮৬)
"চিত্তমাত্রে বিসংমূঢ়াঃ ভাবং কল্পেন্তি বাহিরম্॥" —(১০।২২১.২)

৩। বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সর্বদৃষ্টিপ্রহাণায় চিত্তমাত্রং বদাম্যহম্॥" (১০।৭২৮-২)

৪। ১৯৭ পৃষ্ঠা, ৬২ পৃষ্ঠা, ১০।৬৮৮—; "লঙ্কাবতারসূত্রে" মতে "অনুৎপন্ন বলিয়া যে পরিদৃশ্যমান জগৎ নাই তাহা নহে।"
"অনুৎপন্নমিদং সর্বং ন চ ভাবা ন সন্তি চ।" —(৩।৮৭-১, ১০।৫৮১.৩)
সমস্ত বস্তু কালত্রয়ে আছে। তাই উহারা অজাত।
"অতীতো বিদ্যতে ভাবো বিদ্যতে চ অনাগতঃ।
প্রত্যক্ষো বিদ্যতে যস্মাত্তস্মাদ্ভাবা অজাতকাঃ॥" —(১০।১৮২, ২৮৯ পৃষ্ঠা)
পরন্তু অন্যত্র আছে, জগৎপ্রপঞ্চ নাই। (১০।২৭৪—৮)

৫। গন্ধর্বনগর, মায়া, মৃগতৃষ্ণা, প্রভৃতি যে সকল না থাকিয়াও আছে প্রতিভাত হয়, সে সকল পরতন্ত্র। (১০।৪১৩, ৩১৭ পৃষ্ঠা) উহারাই সংবৃতিসত্য। (১০।৪২৯, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

৬। "সংবিদ্যন্তে কচিৎ কেচিদ্ব্যবহারস্তু কথ্যতে॥" —(২।১৪৪.২, ৮৫ পৃষ্ঠা)
"ভাবাঃ বিদ্যন্তি সংবৃত্যা পরমার্থে ন ভাবকাঃ" (১০।৪২৯.১, ৩১৯ পৃষ্ঠা)
"নাস্তি বৈ কল্পিতো ভাবঃ পরতন্ত্রশ্চ বিদ্যতে।" (২।১৯১.১, ১০।৩০।৩০৫.১)

দৃষ্টিতেই উহার সদ্ভাব স্বীকৃত হইত। অন্যথা কল্পনা করিলে অপবাদ সিদ্ধ হয় না।

অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছে। আর মহাযান মতে চিত্তই অর্থাকারে প্রতিভাত হইতেছে

"বিম্ববদ্ধ্ শুতে চিত্তমনাদিমতিভাবিতম্।

অর্থাকারো ন চার্থোঽস্তি যথাভূতং বিপশ্যতঃ।"—(৬।২, ২২৩ পৃষ্ঠা)

তীর্থদর্শনের মতে, জগৎ বস্তুত অজাত হইয়াও জাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, স্বরূপ হইতে অচ্যুত হইয়াও চ্যুত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বরূপে এক হইয়াও জলচন্দ্রের ন্যায় বহুরূপে দৃষ্ট হয়। এই বিপরীত জ্ঞানের কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা চিত্তকে প্রবৃত্ত করে। তাহাতে ঐ প্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ চিত্তবিলাস মাত্র। পূর্বে এই সকল বিবৃত হইয়াছে। 'লঙ্কাবতারসূত্র' মতেও জগৎপ্রপঞ্চ চিত্তমাত্র। পরন্তু উহাতে ঐ তীর্থ্যসিদ্ধান্তে দোষারোপ করা হইয়াছে।

"অনুৎপন্নে চ বিজ্ঞানে অজ্ঞানাদি ন বিদ্যতে।

তদভাবে ন বিজ্ঞানং সন্তত্যা জায়তে কথম্॥"[১]

'বিজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে অজ্ঞানাদি থাকে না (অর্থাৎ উহাদের সদ্ভাব জানা যায় না) অজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞান (উৎপন্ন) হয় না। (এই ইতরেতরাশ্রয় হেতু) কোন ক্রমে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?' এইরূপে সূত্রকার বলেন যে ঐ প্রকারে চিত্ত প্রবৃত্তি সিদ্ধ করা যায় না। তাই তাঁহার মতে চিত্তসন্ততি নদী, দীপ বা বীজাঙ্কুর তুল্য মনে করা উচিত।[২] অদ্বৈতবেদান্তীর মায়াবাদেই ইতরেতরাশ্রয়দোষ আছে সত্য। কিন্তু তদুক্ত মতও উহা হইতে মুক্ত নহে। মহামতি সত্যই বুদ্ধের মতের বিরুদ্ধে ঐ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি স্বানুভূতির দোহাই দিয়া উহা পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিচার-ভূমিতে, বিষয়বিষয়ীদৃষ্টি থাকিতে এই দোষ অপরিহার্য বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন।[৩] তাই উহা পরিত্যাগ করত তিনি অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীও বলেন যে জ্ঞানোদয় হইলে ঐ দোষের অবকাশ

১। ৮০।৮৫২ (৩৭১ পৃষ্ঠা) ২। ১০।৮৫১ (৩৭১ পৃষ্ঠা)

৩। "তব তু ভগবান কারণমপি কার্যাপেক্ষং কার্যমপি কারণাপেক্ষং হেতুপ্রত্যয়-সঙ্করশ্চেয়মন্যোন্যজ্ঞানবহ্য প্রসজ্যতে।" ইত্যাদি। (১০৪ পৃষ্ঠা)

থাকে না। 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র মতে চিত্ত স্বভাবত ভাস্বর, বিশুদ্ধ এবং গ্রাহ্যগ্রাহকাদি দ্বয়ান্তবিবর্জিত। অনাদি রাগদ্বেষাদি মল সম্পর্কেই ইহা কলুষিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণও ঠিক সেই প্রকারে বলেন যে আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াও অনাদি অবিদ্যামল বশত মলিন হইয়াছে বলিয়া মনে করে। সুতরাং এইখানেও অদ্বৈতমতে এবং মহাযানমতের সিদ্ধান্তে পার্থক্য নাই।

'লঙ্কাবতারসূত্র' মতে এক বহু হইতে পারে না। কেননা, এক ও বহু পরস্পর বিলক্ষণ। পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুদ্বয়ের একটি হইতে অপরের উৎপত্তি হইতে পারে না।[১] "তিল হইতে যেমন মুগ হয় না, যব যেমন ব্রীহির কারণ হইতে পারে না, ধান্য হইতে গোধুম উৎপন্ন হয় না, এক হইতে বহু উৎপন্ন হইতে পারে না।" যদি মনে করা যায় হইতে পারে, তবে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে বলিতে হইবে। তাহাতে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকিবে না। যাহা হউক, একের বস্তুত বহুভবনকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল দোষ উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। পরন্তু অদ্বৈতবাদী ঐ প্রকারে একের বহুভবন মানেন না। সুতরাং ঐখানে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

কথিত হইয়াছে যে "পরিণামবাদী তীর্থকরদিগের মতে পরিণামদৃষ্টি নববিধ।" যথা, (১) সংস্থানপরিণাম, (২) লক্ষণপরিণাম, (৩) হেতুপরিণাম, (৪) যুক্তিপরিণাম, (৫) দৃষ্টিপরিণাম, (৬) উৎপাদপরিণাম, (৭) ভাবপরিণাম, (৮) প্রত্যয়াভিব্যক্তিপরিণাম এবং (৯) ক্রিয়াভিব্যক্তি-পরিণাম। এই নব পরিণামদৃষ্টি সহায়ে সমস্ত তীর্থকরগণ সদসৎপক্ষোৎপাদ-পরিণামবাদী হইয়াছেন"[২] সুবর্ণের কটককুচকস্বস্তিকাদি নানা ভূষণরূপে পরিণাম সংস্থানপরিণাম। এতদ্ব্যতীত অপর প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তবে মনে হয়, বস্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া প্রত্যয় হওয়াই প্রত্যয়াভিব্যক্তিপরিণাম। রজ্জুতে সর্পপ্রত্যয়, শুক্তিকাতে রজতপ্রত্যয় উদয় হওয়াই উহার দৃষ্টান্ত।[৩] তাহাতে বস্তুর কোন

১। ১০।৮০৮—১২ (৩৬৬ পৃষ্ঠা); আরও দ্রষ্টব্য, ২০৬ পৃষ্ঠা।
২। ১৫৮-৯ পৃষ্ঠা
৩। মায়া, স্বপ্ন, গন্ধর্বনগর, প্রভৃতি "প্রত্যয়"ই। (৩।৪৫—১০।১৮৪, ১০।২৫১, প্রভৃতি)।

প্রকারের পরিণাম হয় না। কেবল তৎসম্বন্ধে দ্রষ্টার প্রত্যয়ের পরিণাম হয়, অথবা নব প্রত্যয়ের উদয় হয়। তাই উহাকে প্রত্যয়াভিব্যক্তিপরিণাম বলা হয়। সেই হেতু সেই দৃষ্টিতেই 'লঙ্কাবতারসূত্রে' বারম্বার বলা হইয়াছে যে প্রত্যয়সম্ভূত বস্তু প্রকৃত পক্ষে উৎপন্ন হয় না।

"অনুৎপন্নাঃ সর্বভাবাঃ যস্মাৎ প্রত্যয়সম্ভবাঃ।"[১]

"নহি কস্যচিদুৎপন্না ভাবা বৈ প্রত্যয়ান্বিতাঃ॥[২]

ইত্যাদি।[৩] রজ্জুতে সর্পপ্রত্যয় কালে রজ্জু বস্তুত সর্প হয় না। বুদ্ধদিগের ন্যায় তীর্থকরগণও তাহাই বলিতেন।

"ন তীর্থকৈর্ন বুদ্ধৈশ্চ ন ময়া ন চ কেনচিৎ।
প্রত্যয়ৈঃ সাধ্যতেঽস্তিত্বং কথং নাস্তি ভবিষ্যতি॥
কেন প্রসাধিতাস্তিত্বং প্রত্যয়ৈর্যস্য নাস্তিতা।
উৎপাদদুর্দৃষ্ট্যা নাস্ত্যস্তীতি বিকল্প্যতে॥"[৪]

এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে অদ্বৈতদর্শনের আধুনিক পরিভাষায় যাহাকে বিবর্তপরিণাম বলা হয়, প্রাচীনেরা উহাকে প্রত্যয়াভিব্যক্তিপরিণাম বলিতেন। 'লঙ্কাবতারসূত্র' হইতে জানা যায়, প্রাচীন তীর্থকরগণ জগতের উৎপত্তি দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিতেন। কেহ কেহ কারণ দ্বারা এবং অপরে প্রত্যয় দ্বারা। কারণবাদিগণ প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর, কাল, প্রভৃতিকে জগতের কারণ মনে করিতেন। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, বুদ্ধ ঐ মতকে নিন্দা করিয়াছেন।

"কারণৈঃ প্রত্যয়ৈশ্চাপি যেষাং লোকঃ প্রবর্ততে।
চতুষ্কোটিকয়া যুক্তা ন তে মন্ময়কোবিদাঃ॥

১। ৩।২৩১ (১৫৩ পৃষ্ঠা), ১০।৪৭৭.২ (৩২৫ পৃষ্ঠা)

২। ৩।৪৯.২ (১৬৮ পৃষ্ঠা)

৩। আরও দ্রষ্টব্য ২।১৪০—৪ (৮৪—৫ পৃষ্ঠা), ১০।৮৫ (২৭৫ পৃষ্ঠা), ৮৯ (২৭৬ পৃষ্ঠা); ১০।২৩—৪(২৬৭ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি। প্রকৃত উৎপন্ন বস্তুর জ্ঞানও যে প্রত্যয় ব্যতীত হয় না, তাহা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু উহাদের কথা এখানে হইতেছে না।

"অলব্ধাত্মকং হ্যজাতং চ প্রত্যয়ৈর্ন বিনা কচিৎ।
উৎপন্নমপি তে ভাবো প্রত্যয়ৈর্ন বিনা কচিৎ॥" (১০।৫১২, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

৪। ৩।১২-৩ (১৪৭ পৃষ্ঠা), ১০।১৯৪—৫ (২৯০ পৃষ্ঠা)

অসন্ন জায়তে লোকো ন সন্ন সদসৎ ক্বচিৎ।
প্রত্যয়ৈঃ কারণৈশ্চাপি যথা বালৈর্বিকল্প্যতে।"[১]

'যাঁহাদের মতে (সৎ, অসৎ, সদসৎ, এবং ন-সৎ-নাসৎ-এই) চতুষ্কোটি যুক্ত হইয়া জগৎ কারণ এবং প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাঁহারা আমার ধর্ম জানে না। কারণ কিম্বা প্রত্যয় দ্বারা-অল্পবুদ্ধিগণ যেমন কল্পনা করিয়া থাকেন— সৎ, অসৎ, কিম্বা সদসৎ জগৎ উৎপন্ন হয় না।' মহামতি শঙ্কা করেন যে, বুদ্ধের অনিরোধানুৎপাদবাদের সহিত তীর্থকরদিগের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। কেননা, "হে ভগবন, তীর্থকরগণও কারণপ্রত্যয় হেতুতে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভগবান ও অজ্ঞানতৃষ্ণাকর্মবিকল্পপ্রত্যয় হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করেন। ঐ কারণেরই সংজ্ঞান্তর বিশেষ সৃষ্টি করিয়া 'প্রত্যয়' বলা হয়। এই প্রকারে আপনি এবং তাঁহারা বাহ্যপ্রত্যয় দ্বারা বাহ্যবস্তুসমূহের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। অতএব তীর্থকর-দিগের বাদ হইতে আপনার বাদের কোন ভেদ নাই।"[২] ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "হে মহামতি, আমার অনুৎপাদানিরোধবাদ তীর্থকরদিগের অনুৎপাদানিরোধবাদ কিম্বা উৎপাদানিত্যবাদের তুল্য নহে। কেননা, তীর্থকরদিগের মতে অনুৎপন্নাবিকরলক্ষণপ্রাপ্ত ভাবস্বভাব আছেই। পরন্তু আমার মতে উহা (অনুৎপাদানিরোধলক্ষণ ভাবস্বভাব) ঐ প্রকার সদসৎপক্ষপতিত নহে। আমার মতে উহা সদসৎপক্ষবিগত এবং উৎপাদভঙ্গ-বিরহিত। উহা ভাবও নহে অভাবও নহে। মায়া ও স্বপ্নরূপ বৈচিত্র্য-দর্শনবৎ বলিয়া উহা অভাব নহে। রূপস্বভাবলক্ষণগ্রহণের অভাব হেতু, দৃষ্টিভেদে দৃশ্যাদৃশ্য এবং গ্রহণাগ্রহণ হেতু উহা ভাবও নহে।" ইত্যাদি।[৩] সুতরাং তিনি বলেন,

"অনুকাল প্রধানেভ্যোঃ কারণেভ্যো ন কল্পয়েৎ।
হেতুপ্রত্যয়সম্ভূতং যোগী লোকং ন কল্পয়েৎ।"[৪]

'যোগী জগৎকে অনুকারণ প্রধানাদি কারণসমূহ হইতে, কিম্বা প্রত্যয় হেতু

১। ৩।২০-১ (১৫২ পৃষ্ঠা), ১০।৪৭৪—৫ (৩২৪ পৃষ্ঠা)। শেষোক্ত স্থলে দ্বিতীয় শ্লোকের, প্রথমার্ধের "সদসন্নজায়তে লোকো নাসন্ন সদসৎ কচিৎ" পাঠ আছে।

২। ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা

৩। ১৯৮—৯ পৃষ্ঠা

৪। ১০।৩৪৫ (৩০৯ পৃষ্ঠা)

হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করিবে না।' এই প্রকারে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে প্রাচীন তীর্থকরদিগের কেহ কেহ জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়বাদী বা বিবর্তবাদী ছিলেন। জগৎ বস্তুত না থাকিলে ও তাঁহারা প্রত্যয় হেতু ইহার স্বভাব অভ্যুপগম করিতেন এবং অজ্ঞান কামকর্মকে ঐ প্রত্যয়ের কারণ মনে করিতেন। মহাযানীগণ ও প্রত্যয়বাদী। প্রত্যয়ের উৎপত্তি এবং বিনাশ তাঁহারা অস্বীকার করেন না। পরন্তু প্রত্যয়বাদী তীর্থকরগণ যে উহাকে বস্তুসত্তারূপে অভ্যুপগম করিয়া উহার অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, উৎপত্তি প্রলয়াদি কল্পনা করেন,[১] তাহাতেই মহাযানীর মহা আপত্তি।

> "ন হ্যোৎপদ্যতে কিঞ্চিৎ প্রত্যয়ৈঃ ন বি(? নি)রুধ্যতে।
> উৎপদ্যন্তে নিরুধ্যন্তে প্রত্যয়া এব কল্পিতাঃ॥
> ন ভঙ্গোৎপাদসংক্লেশঃ প্রত্যয়ানাং নিবার্যতে।
> যত্তু বালা বিকল্পন্তি প্রত্যয়ৈঃ স নিবার্যতে॥"

ইত্যাদি।[২] কেননা, তিনি মনে করেন যে প্রত্যয়োৎপাদিত বস্তু সম্বন্ধে অস্তি নাস্তি বিচার সমীচীন নহে।[৩] মৃগতৃষ্ণায় প্রতীয়মান জল যেমন বস্তুত নাই, তেমন প্রত্যয়োৎপন্ন সংসার বস্তুত নাই।[৪] সুতরাং উহার সম্বন্ধে অপর বিচার সঙ্গত নহে।

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় যে 'লঙ্কাবতারসূত্র' রচনার পূর্বে অদ্বৈতমত প্রচলিত ছিল। উহার সমারোপাপবাদ, অবিদ্যাবাদ, অজাতবাদ, নির্গুণাত্মবাদ এবং বিবর্তবাদ প্রভৃতির উল্লেখ তথায় আছে। অধিকন্তু সূত্রে প্রপঞ্চিত মহাযানমতকে উহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল মনে হয়। কোন কোন বিষয়ে উভয় মতের মধ্যে সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ যে বোধিসত্ত্ব মহামতির মনে শঙ্কা হইয়াছে যে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা. যদিও বুদ্ধ সর্বত্র স্বমতের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা

১। কথিত হইয়াছে যে তীর্থকরদিগের পরিকল্পিত ১২ বিকল্পের একটি "উৎপাদবিকল্প" আর একটি "অনুৎপাদবিকল্প"। (১২৭—৯ পৃষ্ঠা)। "তত্রোৎপাদবিকল্পঃ কতমদ্যদুত প্রত্যয়ৈঃ সদসতোর্ভাবস্যোৎপাদাভিনিবেশঃ তত্রানুৎপাদবিকল্পঃ কতমদ্যদুতানুৎপন্নপূর্বাঃ সর্বভাবা অভূত্বা প্রত্যয়ৈর্ভবন্ত্যহেতুশরীরাঃ।" (১২৯ পৃষ্ঠা)

২। ২।১৪০—৪ (৮৪—৫ পৃষ্ঠা); ১০।৮৫, ৮৯,৯০ (২৭৫—৬ পৃষ্ঠা)। আরো দ্রষ্টব্য, ৩।২৭; ১০।২০-৪, ১০।৫১৩-৪; প্রভৃতি

৩। ১০।১৬৮ (২৮৭ পৃষ্ঠা): ৩।১১—০ (১৪৭ পৃষ্ঠা)=১০।১৮০, ১৯৪-৫

৪। ১০।৭-৮ (২৬৫ পৃষ্ঠা)

করিয়াছেন, তথাপি কোথাও কোথাও তিনি বলিয়াছেন যে ঐ তীর্থকর-দিগকে স্বমতে আকর্ষণের জন্যই তিনি উঁহাদের বাদের সমতুল্যবাদ অভ্যুপগম করিয়াছেন, ঐ অভিপ্রায়েই নাকি তিনি আত্মবাদের সমতুল্য তথাগতগর্ভ-বাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, ঐ বাদের যশ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা ঐ সময়ে না থাকিলে, উহাকে নিরস্ত করিতে, উহা হইতে লোককে স্বমতে আনিতে তাঁহাকে এত প্রচেষ্টা এবং কৌশল অবলম্বন করিতে হইত না। এমন কি তাঁহাকে কখন কখন ইহাও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে তথাগতগর্ভ আত্মা॥

"প্রত্যাত্মগতিগম্যশ্চ আত্মা বৈ শুদ্ধিলক্ষণম্।
গর্ভস্তথাগতস্যাসৌ তার্কিকানামগোচরঃ॥"[১]

উহা মহাযানমতে ব্রহ্মাদ্বৈতমতের প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে হয়। তাহার অপর প্রমাণও 'লঙ্কাবতারসূত্রে' আছে। যথা, বুদ্ধদেবকে বলিতে হইয়াছে যে তিনি পরব্রহ্মবাদই প্রচার করিয়াছেন।

"মাত্রা স্বভাবসংস্থানং প্রত্যয়ৈর্ভাববর্জিতম্।
নিষ্ঠাভাবঃ পরং ব্রহ্ম এতাং মাত্রাং বদাম্যহম্॥"[২]

তিনি নাকি আত্মবাদই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাকে আত্মবাদের প্রশংসা এবং নৈরাত্ম্যবাদের নিন্দা করিতেও দেখা যায়। আত্মা স্বসংবেদ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আত্মাকে দর্শন লাভ করিয়াই বিদ্বান মুক্তি লাভ করে।[৩]

"নৈরাত্ম্যবাদিনোঽভাষ্যা ভিক্ষুকর্মা(? র্ম)নি বর্জয়।
বাধকা বুদ্ধধর্মাণাং সদসদপক্ষদৃষ্টয়ঃ॥
তীর্থদোষৈর্বিনির্মুক্তং নৈরাত্ম্যবনদাহকম্।
জাজ্বলত্যাত্মবাদোঽয়ং যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥
খণ্ডেক্ষুশর্করমধ্বাদিদধিতিলঘৃতাদিষু।
স্বরসং বিদ্যতে তেষু অনাস্বাদ্যং ন গৃহ্যতে॥
পঞ্চধা গৃহ্যমানশ্চ আত্মা স্কন্ধসমুচ্ছ্রয়ে।
ন পশ্যন্ত্যবিদ্বাংসো বিদ্বান্ দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে॥"[৪]

১। ১০।৭৪৬ (৩৫৭ পৃষ্ঠা)
২। ৩।২৬ (১৫০ পৃষ্ঠা) এবং ১০।৪৮০ (৩২৫ পৃষ্ঠা)
৩। ১০।৭৫৩—৭৬৮ (৩৫৮-৩৬০ পৃষ্ঠা) ৪। ১০।৭৬৫—৮

পরমনৈরাত্ম্যবাদী মহাযানীর পক্ষে এইপ্রকার বলা নিশ্চয়ই অতি আশ্চর্য বোধ হয়।[১]

বুদ্ধ বলেন, 'হে মহামতি, কেহ কেহ আমাকে তথাগত বলিয়া জানে। কেহ কেহ স্বয়ম্ভু, নায়ক, বিনায়ক, পরিনায়ক, বুদ্ধ, ঋষি, বৃষভ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর, প্রধান, কপিল, ভূতান্ত, অরিষ্টনেমি, সোম, ভাস্কর, রাম, ব্যাস, শুক, ইন্দ্র, বলি, বা বরুণ বলিয়া থাকে। আবার অপরে আমাকে অনিরোধানুৎপাদ, শূন্যতা, তথতা, সত্যতা, ভূততা, ভূতকোটি, ধর্মধাতু, নির্বাণ, নিত্য, সমতা, অদ্বয়, অনিরোধ, অনিমিত্ত, প্রত্যয়, বুদ্ধহেতুপদেশ, বিমোক্ষ, মার্গসত্যসমূহ, সর্বজ্ঞ, জিন এবং মনোময় বলিয়া জানে।[২] তাঁহার নাকি ঐ প্রকার অসংখ্য নাম আছে। "ঐ সমস্তই তথাগতের নাম পর্যায়।" গীতাতে কৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন যে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহারই রূপ, সুতরাং সমস্ত কিছুরই নামসমূহ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নাম, বুদ্ধের উক্তিও তদ্রূপ। উহাতে তাঁহার সর্বাত্মভাবলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,

"ইহান্যেষু চ লোকধাতুষু মাং জনাঃ সংজানন্ত উদকচন্দ্র ইবাপ্রবিষ্টনির্গতম্।"[৩] 'ইহলোকে এবং অপর লোকসমূহে (অর্থাৎ সর্বত্রই) (বিদ্বান) ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, (পরন্তু তিনি) জলচন্দ্রের ন্যায় (উহাদের) অভ্যন্তরেও নহেন বাহিরেও নহেন।' এই উক্তি গীতার

"বাসুদেবঃ সর্বং"[৪]

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

"মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি..................॥[৫]

১। অধ্যাপক সুজুকি লিখিয়াছেন, ঐ উক্তি "really violate the Buddhist doctrine of Non-ātman as far as we know.…It is not easy to determine the purport of these verses as they stand all by themselves without any explanatory prose. In fact these verses Sagāthakam which have no direct connection with the main text except those that are quite obvious in meaning are mostly difficult to know precisely what they intend to signify." (তৎকৃত 'লঙ্কাবতারসূত্রে'র ইংরাজীভাষান্তরের ২৮৩-৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

২। ১৯২-৩ পৃষ্ঠা। ১৪১ পৃষ্ঠা ও দ্রষ্টব্য

৩। ১৯৩ পৃষ্ঠা

৪। গীতা, ৭।১৯

৫। গীতা, ৯।৪—৫·১

বচনেরই অনুরূপ। "ভ্রান্তি তত্ত্ব" এবং "সংসার ও নির্বাণ সমান" এইসকল উক্তি পূর্বোক্ত গীতা-বাক্য বা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনি মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। অনাদি অবিদ্যা বশত আমরা ব্রহ্মকেই জগৎ মনে করিতেছি। সুতরাং জগৎ বস্তুত ব্রহ্মই।

অশ্বঘোষ

(৩)

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে, সম্ভবত প্রথম খ্রীষ্টশতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।[১] কথিত আছে যে জীবনের প্রথমভাগে তিনি হিন্দুস্থানের নানাস্থানে পর্যটন করেন। সর্বত্রই বৌদ্ধদিগকে বিচারে আহ্বান করত পরাস্ত করেন। কিন্তু জীবনের শেষভাগে জনৈক বৌদ্ধাচার্যের কৌশলে এবং সিদ্ধিপ্রভাবে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণ করিতে হয়। অতঃপর তিনি উহার প্রচারে নিরত থাকেন। তাঁহার রচিত 'বুদ্ধচরিত' 'সৌন্দরনন্দ' 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' এবং 'সারিপুত্রপ্রকরণ' নামে তিনখানি গ্রন্থ এখন সুপরিচিত। হয়ত আরও কতিপয় গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

'বুদ্ধচরিতে'র ১২শ সর্গে অশ্বঘোষ "অরাড়দর্শনে"র পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণের পর মোক্ষাভিলাষী শাক্যসিংহ "মোক্ষবাদী অরাড় মুনির"[২] আশ্রমে গমন করেন। তাঁহার প্রার্থনায় অরাড় মুনি তাঁহার নিকট আপন মত ব্যাখ্যা করেন। উহা সাংখ্যযোগ-ভাবিত ব্রহ্মবাদই। উহার সাধ্য ব্রহ্মত্বলাভ। তাহাই মোক্ষ। কিন্তু সাধন হিসাবে উহাতে সাংখ্যযোগশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি পরিগৃহীত হইয়াছে। অরাড় মুনি বলেন, সংসারের কারণ অজ্ঞান, কাম ও কর্ম। যতদিন এই ত্রিতয়

১। 'বুদ্ধচরিত', অশ্বঘোষ-বিরচিত, ইংরাজী ভাষান্তর সহ ই, এইচ, জনষ্টন কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দুইভাগে প্রকাশিত। প্রথমভাগে সংস্কৃত মূল এবং দ্বিতীয়ভাগে ইংরাজী ভাষান্তর আছে। ২য় ভাগ ভূমিকার ১৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সুজুকি প্রণীত Awakening of Faith Mahayana ('মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে'র ভাষান্তর) ভূমিকাও দ্রষ্টব্য।

২। "মুনেররাড়স্য বিমোক্ষবাদিনঃ"—(১১।৬৯.১)

থাকে, ততদিন জীবভাব বিনষ্ট হয় না।[১] উহাদের বিনাশ হইলে মোক্ষ হয়।[২] ধ্যানের ক্রম সম্বন্ধে অরাড় বলেন যে চতুর্থ ধ্যান "সুখদুঃখ-বিবর্জিত"। তাহার পরের ক্রমসমূহ সম্বন্ধে তিনি বলেন,

"সমাধের্ব্যুত্থিতস্তস্মাদ্দৃষ্ট্বা দোষাংচ্ছরীরিণাম্।
জ্ঞানমারোহতি প্রাজ্ঞঃ শরীরবিনিবৃত্তয়ে ॥ ৫৯ ॥
ততস্তদ্ধ্যানমুৎসৃজ্য বিশেষে কৃতনিশ্চয়ঃ।
কামেভ্য ইব স প্রাজ্ঞো রূপাদপি বিরজ্যতে ॥ ৬০ ॥
শরীরে যানি খান্যস্মিন্ তান্যাদৌ পরিকল্পয়ন্।
ঘনেষ্বপি ততো দ্রব্যেষ্বাকাশমধিমুচ্যতে ॥ ৬১ ॥
আকাশগতমাত্মানং সংক্ষিপ্য ত্বপরো বুধঃ।
তদেবানন্ততঃ পশ্যন্ বিশেষমধিগচ্ছতি ॥ ৬২ ॥
অধ্যাত্মকুশলস্ত্বন্যো নিবর্ত্যাত্মানমাত্মনা।
কিঞ্চিন্নাস্তীতি সংপশ্যন্নাকিঞ্চন্য ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৩ ॥
ততো মুঞ্জাদিষীকেব শকুনি পঞ্জরাদিব।
ক্ষেত্রজ্ঞো নিঃসৃতো দেহান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥
"এতত্তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
যন্মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬৫ ॥"[৩]

'ঐ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া প্রাজ্ঞ (সাধক) শরীরবত্তা দোষসমূহ দর্শন করতঃ শরীরবোধের নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান আশ্রয় করেন। উচ্চতর অবস্থা-লাভে কৃতসঙ্কল্প ঐ প্রাজ্ঞ অনন্তর ঐ ধ্যান পরিত্যাগ করেন। যেমন কামসমূহ হইতে তেমন রূপ হইতেও তিনি বীতরাগ হন। শরীরের অভ্যন্তরে যে আকাশসমূহ আছে, প্রথমে তিনি উহাদের ধারণা করেন। পরে (রক্তমাংসাদি) ঘনদ্রব্যসমূহের অভ্যন্তরেও আকাশের সদ্ভাব অনুভব করেন।[৪] কিন্তু অপর ধ্যানে বিদ্বান আত্মাকে আকাশে সম্যক্

১। "অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়া সংসারহেতবঃ।
স্থিতোঽস্মিংস্ত্রিতয়ে জন্তুস্তৎসত্ত্বং নাতিবর্ততে।" —(১২।২৩)

২। "যৎকর্মাজ্ঞানতৃষ্ণাণাং ত্যাগান্মোক্ষশ্চ কল্পতে।" —(১২।৭৩,১)

৩। ঐ, ১২শ সর্গ

৪। হৃদয়াভ্যন্তরস্থ দহরাকাশের ভাবনার কথা শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ আছে। মূলে "খানি" বহুবচন থাকায়, হৃদয়াকাশের ন্যায় অপর আকাশ সমূহের ভাবনার কথা এখানে উল্লিখিত

নিক্ষেপ[১] করিয়া উহার অনন্ততা অনুভব করত উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্ত হন। অপর অধ্যাত্মবিদ্ (অর্থাৎ ইহার পরে অধ্যাত্মবিদ্) আত্মাকে জ্ঞানবলে সম্যক্ নিবৃত্ত করেন এবং অপর কিছুই নাই বলিয়া উপলব্ধি করেন। উহাকে আকিঞ্চন্য বলা হয়। এইরূপে মুঞ্জ হইতে ঈষীকার ন্যায়, পঞ্জর হইতে পক্ষীর ন্যায়, ক্ষেত্রজ্ঞ দেহবোধ হইতে নির্গত হয়। তখন মুক্ত বলিয়া কথিত হয়। ইহাই সেই নির্লিঙ্গ, ধ্রুব এবং অক্ষর পরব্রহ্ম। তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ ইহাকেই মোক্ষ বলিয়া থাকেন।

এখানে দেখা যায়, ব্রহ্ম নির্লিঙ্গ অর্থাৎ নির্বিশেষ। উহা কূটস্থ নিত্য, সুতরাং অক্ষর। মোক্ষে জীব ব্রহ্মই হয়। সুতরাং নির্বিশেষভাব প্রাপ্ত হয়। তাই মুক্তিকে "আকিঞ্চন্য" বলা হইয়াছে। ন কিঞ্চন, (কিছুই নাই) অকিঞ্চন। উহার ভাব আকিঞ্চন্য। অর্থাৎ জাতিগুণাদি কোন বিশেষ থাকে না বলিয়া, যাহাকে ইদন্তয়া, কিছু বলিয়া, নির্দেশ করা যায় না তাহাই আকিঞ্চন্য। অরাড় স্পষ্টতই বলিয়াছেন, তখন অপর কিছুরই বোধ থাকে না। সুতরাং উহা নির্বিশেষ অদ্বৈতভাব। অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে তখন আত্মভাব বা ব্যক্তিত্ব সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। এই অবস্থা লাভের পূর্বে সাধক আপনাকে আকাশবৎ, সর্বগত এবং বিভু বলিয়া বোধ করেন। উহা সর্বাত্মকভাব।

অশ্বঘোষ ঐ মতে দূষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ মতে আত্মার ও জ্ঞানের নাশ হয় না। আত্মা আপন বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করে বটে। কিন্তু তখন জ্ঞান থাকাতে সংসার-বীজ সম্যক্ বিনষ্ট হয় না। আর জ্ঞানের নাশ না হওয়াতে, আত্মা নির্গুণ হয় না। নির্গুণ না হওয়াতে বস্তুত মুক্ত হয় না। আত্মার সদ্ভাব বর্তমান থাকিতে, অহঙ্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ হইতে পারে না।[২] অশরীর আত্মা হয়ত জ্ঞ, না হয় অজ্ঞ। যদি জ্ঞ হয়, তবে

হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আকাশসমূহ কি? কর্ণ, মুখ ও নাসিকার অভ্যন্তরস্থ অবকাশ হইতে পারে। 'খানি' শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয়সমূহ'ও হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আকাশের উল্লেখ হইয়াছে বোধ হয়। অথবা এখানে কি যোগশাস্ত্রের ষট্‌চক্রের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে? 'মজ্ঝিমনিকায়া'ন্তর্গত 'মহারাহুলোবাদসুত্তন্তে' কর্ণছিদ্র নাসিকাছিদ্র প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিক বা শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, দেহের স্থূল ভাববোধ পরিত্যাগ করত আকাশ ভাবনার কথাই এইখানে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১। 'বুদ্ধচরিত', ১২।৬৯—৭০ ২। 'বুদ্ধচরিত', ১২।৭৬—৭

জ্ঞেয় থাকে ; জ্ঞেয় থাকিলে মুক্তি হয় না। যদি অজ্ঞ হয়, তবে আত্মার সম্ভাব কল্পনা বৃথা। কেননা, আত্মাবিহীন কাষ্ঠকুড্যাদিও অজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১]

যাহা দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান। অশ্বঘোষ মনে করিয়াছেন যে অরাড় মুনি ঐ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অরাড়ের মতবাদে তিনি যে সকল দোষ দিয়াছেন, সকলই প্রধানত ঐ ধারণার বশে। ঐ অর্থ গ্রহণ করিলে, বলিতে হয় যে জ্ঞান থাকিলে জ্ঞেয় থাকে সুতরাং মুক্তি হয় না। অশ্বঘোষ তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অরাড় ঐ অর্থে জ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কেননা, তিনি স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে ঐ অবস্থায় কিছুই থাকে না। উহা আকিঞ্চন্য অবস্থা। সুতরাং তখন জ্ঞেয় বস্তু থাকে না। অশ্বঘোষ মনে করিয়াছেন, বস্তুসমূহ ("প্রকৃতিবিকৃতয়:") তখন ব্যক্ত থাকে না বলিয়াই অরাড় উহাকে আকিঞ্চন্য বলিয়াছেন। পরন্তু তখনও অব্যক্ত বা বীজভাব থাকে। বীজভাব থাকাতে আবার উপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং উহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে না। তাহা সত্য। পরন্তু অব্যক্ত বা বীজভাবকেই অরাড় আকিঞ্চন্যাবস্থা বলেন নাই। উহা তাহারও পরাবস্থা। উহা নির্বিশেষাবস্থা। পূর্বে তাহা উক্ত হইয়াছে।[২]

১। 'বুদ্ধচরিত', ১২।৮০—১

২। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে আকিঞ্চন্যের প্রশংসা আছে। যথা, 'ধর্মপদে' আছে—

"যস্স পুরে চ পচ্চা চ মঝ্‌ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥" (উদানবগ্‌গ)

'মজ্ঝিমনিকায়ে' (২য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা) আছে,—

"আহং কচনি কস্‌সচি কিংচন, তস্মিং ন চ মম কচনি কস্মিংচি কিংচন নত্থি।"

'উদানে' আছে (৮।২, ৮০ পৃষ্ঠা)।

"অত্থি ভিক্‌খবে। তদ্‌আয়তনং, যত্থ ন এব পথবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাশানঞ্চায়তনং ন বিঞ্ঞ্‌াণানঞ্চায়তনং ন আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং ন নেবসঞ্ঞ্‌াণা-সঞ্ঞ্‌ায়তনং নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমাসূরিয়ো। তদ্‌ অহং ভিক্‌খবে। ন এব আগতিং বদামি ন গতিং ন ঠিতিং ন চুতিং ন উপপত্তিং। অপ্পতিট্ঠং অপ্পবত্তং অনারম্মনং এব তং। এব এব অন্তো দুখ্‌খস্‌সা তি।

দুদ্দসং অনত্তং নাম, ন হি সচ্চং সুদস্‌সনং।
পটিবিদ্ধা অ তন্‌হা জানতো, পস্‌সতো
ন অত্থি কিঞ্চনন্‌ তি॥"

ইহা নির্বিশেষ অবস্থাই।

"'বিজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুই নাই'—এই অনুভূতিকে অকিঞ্চন-আয়তন নামক তৃতীয় অরূপধ্যান**"

'মজ্ঝিমনিকায়', নিবাপসুত্ত (২৫)

ঐ অর্থে জ্ঞান অবশ্যই জ্ঞাতা আত্মার গুণ হয়। কিন্তু অরাড় জ্ঞানকে মুক্ত আত্মার গুণ মনে করিতেন না। যদিও তিনি সেই কথা স্পষ্ট বাক্যে বলেন নাই, তথাপি তাঁহার লেখা হইতে উহা অনায়াসে প্রতীত হয়। জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক গুণ হইলে, মোক্ষদশায়ও ঐ গুণ অবশ্যই থাকিবে। অরাড়ের মতে, মোক্ষে জীব ব্রহ্ম হয়। সুতরাং জ্ঞানকে ব্রহ্মেরও গুণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে অলিঙ্গ বলা যায় না। কেননা, ঐ জ্ঞানগুণই ব্রহ্মের লিঙ্গ হয়। অথচ অরাড় বলিয়াছেন ব্রহ্ম অলিঙ্গ। অলিঙ্গ বলিয়াই ব্রহ্ম নির্গুণ। জ্ঞানগুণ থাকিলে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে না। অশ্বঘোষও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় অরাড় জ্ঞানকে ব্রহ্মের বা আত্মার করণ কিম্বা স্বাভাবিক গুণ মনে করিতেন না। বস্তুত জ্ঞান আত্মার স্বরূপ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[১]

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[২]

প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেরই অনুসরণ অরাড় করিয়াছেন মনে হয়।[৩] বীজভাব বা অব্যক্ত সগুণভাব, নির্গুণভাব নহে। সেইহেতু পূর্বোক্ত কারণে বলা যায় যে অরাড় আকিঞ্চন্যাবস্থাকে বীজাবস্থা মনে করিতেন না। শ্রুতিতে আছে

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং
শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ"[৪]

আবার আছে,

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।" ইত্যাদি।[৫]

এইসকল শ্রুতি দৃষ্টে, অশ্বঘোষ জ্ঞানকে ব্রহ্মের বা আত্মার গুণ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন মনে হয়।

যাহা হউক, অশ্বঘোষ রুদ্রক নামে অপর একজন মুনির মতের উল্লেখ

১। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮ ২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।

৩। সাংখ্যযোগদর্শন মতেও জ্ঞান পুরুষের গুণ নহে, স্বরূপ। 'পাতঞ্জল যোগসূত্রে' আছে, "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রং শুদ্ধঃ..." (২।২০)। ব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন "দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণা পরামৃষ্টেত্যর্থঃ।" অরাড় মুনি উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেও জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ নহে।

৪। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১১ ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।২৩-৩০

করিয়াছেন। বুদ্ধদেবও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুদ্রকের মতে, সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাব থাকে না। তখন আত্মা সংজ্ঞীও নহে, অসংজ্ঞীও নহে।[১]

"স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি।[২]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচনই রুদ্রকদর্শনের আধার মনে হয়।[৩] 'সৌন্দরনন্দে' অশ্বঘোষ রুদ্রক (উদ্রক?) কে "উপশমমতি" বলিয়াছেন। তাহাতে বলা যাইতে পারে যে

"উপশান্তোঽয়মাত্মা"

এই বাষ্কলশ্রুতিও রুদ্রকদর্শনের মূল। যাহা হউক, ঐ শ্রুতিদ্বয়ের তত্বার্থে কোন প্রভেদ নাই। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, রুদ্রকোক্ত মুক্তাবস্থা অরাড়োক্ত আকিঞ্চন্যাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অরাড় ও রুদ্রকের মতের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভেদ কথার ভঙ্গীতে মাত্র।[৪] পরমতত্ত্ব মন ও বাণীর অগম্য। উহাকে বাণীদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে ঐ ভেদ উৎপন্ন হওয়া আশ্চর্য নহে। যাহা হউক, অশ্বঘোষ রুদ্রকের মতেও দোষ দিয়াছেন যে উহাতে মোক্ষে আত্মা থাকে। ঐ সকল দূষণ হইতে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ এবং বিজ্ঞাননির্বাণবাদ হইতে অরাড়-রুদ্রক-দর্শনের পার্থক্য প্রতীত হয়। "যেহেতু পর পর ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে সেইহেতু সর্বত্যাগেই পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ হয়, মনে করি।"[৫] অশ্বঘোষ-বিবৃত ভাবী বুদ্ধের এই প্রকার মানসিক আলোচনা হইতে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

১। "সংজ্ঞাসংজ্ঞিত্বয়োর্দোষং জ্ঞাত্বা হি মুনিরুদ্রকঃ।
আকিঞ্চন্যাৎ পরং লেভেঽসংজ্ঞাসংজ্ঞাত্মিকাং গতিম্॥
যস্মাচ্চালম্বনে সূক্ষ্মে সংজ্ঞাসংজ্ঞে ততঃ পরম্।
নাসংজ্ঞী নৈব সংজ্ঞীতি তস্মাত্তত্র গতস্পৃহঃ॥" —(বুদ্ধচরিত, ১২।৮৫-৬)

২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৫।১৩; ২।৪।১২

৩। রুদ্রক নাকি বলিতেন "পস্‌সন ন পস্‌সতি"। (দীঘনিকায়, ৩য় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) তাহা "পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি" শ্রুতিরই মত; তাহা স্পষ্টত মনে হয়। (তিনি ঐ বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন) শ্রুতির তাৎপর্য তাহা নিশ্চয়ই নহে। তিনি উহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বুদ্ধ রুদ্রকের ঐ মতকে খুব গালি দিয়াছেন। উহা নাকি "হীন, গ্রাম্য, মূর্খজনোচিত, অনার্য্য, অনর্থ সংহিত"। (ঐ)

৪। "অথ মোক্ষবাদিনমরাড়ং উপশমমতিং তথোদ্রকম্"—(সৌন্দরনন্দ, ৩।৩)

৫। ইহা বলা যাইতে পারে যে "যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি" ইত্যাদি এবং "স যথা সৈন্ধবঘন"

কথিত হইয়াছে যে অরাড় মুনির মার্গ নূতন নহে। ঐ মার্গে চলিয়া পূর্বে জৈগীষব্য, জনক, বৃদ্ধপরাশর (বা পঞ্চশিখ) এবং আরও অনেকে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।[১] ইঁহাদের সকলের নাম এবং মতবাদের উল্লেখ 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। 'চরকসংহিতা'য় ঐ মতের পরিচয় আছে। উহার সহিত অড়ারের মতের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। জনষ্টন তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।[২]

গৌতম নিজে আরাড় কালামের "অকিঞ্চন্যায়তন নামক অরূপ ধ্যানের এবং রামপুত্র রুদ্রের "নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন নামক অরূপ ধ্যানে"র নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঐ ধ্যানদ্বয় "নির্বেদের অভিমুখে, বিরাগের অভিমুখে, নিরোধের অভিমুখে, উপশমের অভিমুখে, অভিজ্ঞার অভিমুখে সংবর্তিত হয় না।' সেই হেতু তিনি উহাদিগকে পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। তবে তাঁহার মতে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধ্যান আকিঞ্চন্যায়তন ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ।

'মজ্ঝিমনিকায়', আর্যপর্যেষণসূত্ত (২৬)

মহাসত্যকসূত্ত (৩৬)

"সংজ্ঞাবেদয়িতানিরোধ" নামক লোকোত্তর সমাধি উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাহা দ্বারাই নির্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধমতে

ইত্যাদি উভয় বচনই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের। উহাদের তাৎপর্যে ভেদ নাই। উভয়ত্র অদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টত তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

১। ১২।৬৭ ২। বুদ্ধচরিতের তৎকৃত ইংরাজী টিপ্পনী দেখ।

অরাড় মুনি বলিয়াছেন যে তদুক্ত মার্গে "সশিষ্য কপিল" এবং "সপুত্র প্রজাপতি" ও প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন।

"সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধঃ ইতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ প্রজাপতিরিহোচ্যতে॥"

('বুদ্ধচরিত', ১২।২১) [কাওয়েল-ধৃত পাঠ]

জনষ্টন ইহার অন্যপ্রকার পাঠ দিয়াছেন,—

"সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধিরিতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রোঽপ্রতিবুদ্ধস্তু প্রজাপতিরিহোচ্যতে॥"

আমাদের মনে হয়, এই পাঠ এবং জনষ্টন কৃত উহার ভাষান্তর ভ্রমাত্মক।

'মহাভারতে' (১২।৩৫০।৬৪—) আছে যে সাংখ্যমতের প্রবর্তক ভগবান কপিল এবং যোগমতের প্রবর্তক ভগবান হিরণ্যগর্ভ (বা প্রজাপতি)। ঐ বচনে তাঁহাদেরই উল্লেখ হইয়াছে মনে করি। তদ্বারা অরাড় বলিয়াছেন যে তাঁহার মত নূতন নহে, প্রাচীন সাংখ্যমত এবং যোগমত উভয়েরই সম্মত। 'মহাভারতে' কপিলকে কোথাও কোথাও সাংখ্যযোগপ্রবর্তক" (৩।২২১।২১), কোথাও "বিষ্ণু" (৩।৪৭।১৮) এবং কোথাও বা প্রজাপতি (১২।২১৮।৯-১০; ৩৪৩।৯৪) বলা হইয়াছে।

অকিঞ্চন-আয়তন তৃতীয় অরূপসমাপত্তি
নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন চতুর্থ অরূপসমাপত্তি
সংজ্ঞাবেদয়িতা-নিরোধ লোকোত্তর সমাপত্তি (=শেষ সমাপত্তি)
'মজ্‌ঝিমনিকায়', "চুলসারোপমসুত্ত (৩০)
"চুলগোস্‌সিসঙ্গসুত্ত (৩১)

সারিপুত্র বলিয়াছেন

"পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নিঃসৃত (নির্গত) পরিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে··· (অপর) কিছুই নাই অর্থে গৃহীত অকিঞ্চনায়তনই জ্ঞেয়।"

ঐ, মহাবেদল্লসুত্ত (৪৩)

আর্যদেব

(৪)

আচার্য আর্যদেব, কথিত আছে যে,[১] সিংহলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঐ দেশের রাজার পুত্র ছিলেন। যৌবরাজ্যে অভিষেকের পর তিনি গৃহ পরিত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভারতে আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাগার্জুন দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকের শেষভাগে (১৮১ খ্রীষ্টাব্দোপকালে) বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্য আর্যদেব তৃতীয় খ্রীষ্টশতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন বলা যায়। তিনি নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা'র বৃত্তি প্রণয়ন করেন। তদ্ব্যতীত 'চতুঃশতক', 'চিত্ত-বিশুদ্ধিপ্রকরণ' এবং 'হস্তবালপ্রকরণ' নামে অপর তিনখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

আর্যদেব আত্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"যস্তবাত্মা মমানাত্মা তেনাত্মা নিয়মান্ন সঃ
নম্বনিত্যেষু ভাবেষু কল্পনা নাম জায়তে ॥"[২]

১। আর্যদেবের চতুঃশতকের স্বকৃত বৃত্তির উপোদ্ঘাতে চন্দ্রকীর্তি এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। আর্যদেবের 'চতুঃশতক' চন্দ্রকীর্তির 'বৃত্তি' সহ তিব্বতী ভাষান্তর হইতে পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী কর্তৃক পুনর্নির্মিত, ২য় খণ্ড, 'বিশ্বভারতী সিরিজ' কলিকাতা, ১৯৩১, ১০।৩, ৭১ পৃষ্ঠা।

'যাহা তোমার আত্মা, উহা আমার অনাত্মা। সেইহেতু ঐ আত্মা নিয়ত (আত্মা) নহে। অনিত্য (রূপবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারবিজ্ঞানাখ্য) ভাবসমূহে (আত্মা বলিয়া) কল্পনা উৎপন্ন হয় মাত্র। এই কারিকার অবতরণিকায় চন্দ্রকীর্তি লিখিয়াছেন,

"ইত্যশ্চাত্মা স্বরূপতো নাস্তি। যদি হ্যাত্মা স্বরূপতঃ স্যাৎ, স যথৈকস্যাহঙ্কারস্যালম্বনং তথা সর্বেষামপ্যহঙ্কারস্যালম্বনং স্যাৎ। ন হি লোকোঽগ্নেরৌষ্ণ্যং স্বভাব কস্যচিদনৌষ্ণ্যং ভবতি। এবমাত্মা যদি স্বরূপতঃ স্যাৎ সর্বেষামাত্মেতি স্যাদহঙ্কারবিষয়শ্চ। ন চৈতদেবম্ তথা হি।"

আর উহার বৃত্তিতেও তিনি সেইপ্রকার লিখিয়াছেন,

"যো হি ভবাত্মা ত্বদহঙ্কারবিষয় আত্মস্নেহবিষয়শ্চ স এব মমানাত্মা ভবত্যস্মদহঙ্কারাবিষয়ত্বাদাত্মস্নেহবিষয়ত্বাচ্চ।" ইত্যাদি।

ইহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে একাত্মবাদেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আর্যদেব এই দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অপর আত্মবাদে ঐ দোষ আরোপ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে কেহ কেহ মনে করেন, আত্মা আকাশের ন্যায় বিভু। "বিষয়কল্পনাস্বরূপ চৈতন্য" মনের ধর্ম, আত্মার নহে। মনের সহিত সম্পর্কবশতই আত্মার চৈতন্য উপজাত হয়। ঐ মতের প্রতিবাদে আর্যদেব বলেন যদি তাহাই হয়, তবে আত্মাকে অচেতন বলিতে হইবে।[১] বিভুবাদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক দূষণ দিয়াছেন।

"পরস্তর্কেতি কিং নাহমহং সর্বগতো যদি।
তেনৈবাবরণং নাম ন তস্যৈবোপপদ্যতে॥"[২]

'যদি আমার আত্মা আকাশবৎ সর্বগত এবং সর্বব্যাপী হয়, তবে পরের দেহে আমার অহন্তাবোধ হয় না কেন? সর্বগত বলিয়া আমার আত্মা ত তথায়ও আছে। তাহা হইলে আত্মার আবরণ (অর্থাৎ ভেদকারক) থাকে না।'

"ক্রিয়াবাংস্ত্বশাশ্বতো নাস্তি নাস্তি সর্বগতে ক্রিয়া।
নিষ্ক্রিয়ো নাস্তিতাতুল্যো নৈবাত্মাং কি ন তে প্রিয়ম্॥"[৩]

১। ঐ, ১০।১৩, ৮৪ পৃষ্ঠা চন্দ্রকীর্তি লিখিয়াছেন, "চৈতন্যং চ বিষয়কল্পনা-স্বরূপম্" (১০।১০ বৃত্তি, ৮১ পৃষ্ঠা)।

২। ঐ, ১০।১৪, ৮৫ পৃষ্ঠা।

৩। চন্দ্রকীর্তি-বৃত্তি, ১০।১৭, ৮৭ পৃষ্ঠা

'যাহা ক্রিয়াবান, তাহা নিত্য হইতে পারে না। যাহা সর্বগত, তাহার ক্রিয়া থাকিতে পারে না। যাহা নিষ্ক্রিয়, তাহা না থাকারই তুল্য। সুতরাং নৈরাত্ম্য তোমার প্রিয় নহে কেন?'

এই প্রসঙ্গে আর্যদেব আত্মার পরিমাণ সম্বন্ধে অপর মতসমূহেরও উল্লেখ করিয়াছেন। "কাহারো মতে, আত্মা সর্বগ। কাহারো মতে আত্মা শরীর পরিমাণ। কাহারো মতে আত্মা অণুপ্রমাণ। আর প্রাজ্ঞ মনে করেন যে আত্মা নাই।"[১] ইহার বৃত্তিতে চন্দ্রকীর্তি (৬০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন,

"তত্র কেচিৎ প্রতিশরীরমভিন্নং সর্বগতমাত্মানং প্রতিপদ্যন্তে। অন্যে সকলজগদাত্মানং চন্দ্রবদেকমেব প্রতিপদ্যন্তে। তস্য চ ভেদো দেহভেদাদৌপচারিকঃ। তৈলঘৃতজলাদিপাত্রভেদেন চন্দ্রপ্রতিবিম্বভেদবৎ। স চ সর্বগতঃ।" 'এবিষয়ে কেহ কেহ বলেন, আত্মা সর্বগত এবং প্রতি শরীরে অভিন্ন। অপরে বলেন সমস্ত জগতের আত্মা চন্দ্রবৎ একই। উহার ভেদ দেহভেদজনিত, সুতরাং ঔপচারিক। আত্মার ভেদ তৈল, ঘৃত, জল প্রভৃতি পাত্রভেদে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের ভেদের তুল্য। বস্তুত আত্মা সর্বগত।' এখানে অবচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ উভয়েরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর্যদেব বলেন, "যাহা শাশ্বত, তাহার বন্ধন সম্ভব নহে। বন্ধন না থাকিলে মোক্ষ কি? সুতরাং যাঁহাদের মতে আত্মা নিত্য, তাঁহাদের মতে মোক্ষ উপপন্ন হয় না।"[২]

এইরূপে দেখা যায়, আর্যদেব-কর্তৃক নিন্দিত আত্মবাদের মতে, আত্মা এক, বিভু এবং কূটস্থ নিত্য। চন্দ্রকীর্তির ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে আত্মার প্রতীয়মান বহুত্বকে ঐ বাদে ঔপাধিক মনে করা হইত। অবচ্ছেদবাদ এবং বিম্বপ্রতিবিম্ববাদের দ্বারা বহুত্বের উপপত্তি প্রদর্শন করা হইত।

বৌদ্ধধর্মের প্রগতি

মহাত্মা বুদ্ধ নাকি ৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। উহার ছয় বছর পরে, ৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, তাঁহার শিষ্য মহাকাশ্যপ, উপালি, আনন্দ, প্রভৃতি ৫০০ ভিক্ষু রাজগৃহে একত্রিত হইয়া বিনয় ও ধর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন। কালক্রমে বুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভিক্ষুগণের মধ্যে

১। ঐ, ১০।১৮, ৮৯ পৃষ্ঠা ২। ঐ ১০।১৯, ৯১ পৃষ্ঠা

মতভেদ উৎপন্ন হয়। উহার সমাধানের জন্য ৩৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের দ্বিতীয় মহাসভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের পুনরালোচনা করা হয়। পরন্তু সমস্ত সঙ্ঘ তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। ২৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের সময়ে বুদ্ধের মূল উপদেশ এবং সিদ্ধান্তের অনুযায়ী স্থবিরবাদী বৌদ্ধগণ তৃতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। তখন উহাদের মধ্যেও দুই ভেদের উদ্ভব হয়। ঐ সময়ে বিপক্ষী-গণ নালন্দায় পৃথক সঙ্গীতি আহ্বান করেন। তাঁহারা সর্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত হন।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর বৈদিকধর্মানুযায়ী শুঙ্গরাজগণের অত্যাচারে স্থবিরবাদী বৌদ্ধগণ সাঁচীতে এবং সর্বাস্তিবাদিগণ মথুরাতে চলিয়া যান। মথুরাতে সর্বাস্তিবাদিগণ আপনাদের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় করেন। তাঁহাদের মত গান্ধার পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সম্রাট কণিষ্কের সময়ে (৭৮) সর্বাস্তিবাদি-গণ জলন্ধরে চতুর্থ সঙ্গীতি করেন। তখন উহাদের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়দ্বয়ের প্রবর্তন হয়। ঐ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ এক নূতন মত প্রচার করেন, যাহাতে বোধিসত্ত্বযানকেই* সর্বশ্রেষ্ঠ মানা হয়। এই নূতন মত ক্রমে মহাযান নামে অভিহিত হয়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতদ্বয় তখন হীনযান নামে কথিত হইতে লাগিল। অশ্বঘোষের বোধিসত্ত্বযানের আধারে নাগার্জুন মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ প্রচার করেন এবং পরে মৈত্রেয় যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ প্রবর্তন করেন।

নাগার্জুন মাদ্রাস প্রান্তের গণ্টুর জেলায় শ্রীশৈলে নাগার্জুনী-কোণ্ডায় বাস করিতেন নাকি। ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারতে আন্ধ্র (শাতবাহন বা শালিবাহন) রাজাদিগের প্রতাপসূর্য চরমে উঠিয়াছিল। ঐ আন্ধ্র রাজাগণ ১ম খ্রীষ্টশতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪০০ বৎসর রাজত্ব করেন। সমগ্র দক্ষিণ ভারত তাঁহাদের অধীন ছিল। ইহাদের রাজধানী প্রথমে প্রতিষ্ঠানপুরে (=পৈঠান, মহারাষ্ট্রদেশে), পরে যখন রাজ্য বিস্তার লাভ করে, ধান্যকণ্টকে (=বর্তমান অমরাবতী, কৃষ্ণা নদীর মোহানা হইতে

* যিনি কেবল নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করেন, তিনি 'অর্হৎ'; যিনি নিজের ব্যতীত অপর কতিপয় লোকেরও মুক্তির অভিলাষ করেন তিনি 'প্রত্যেক্-বুদ্ধ'; আর যিনি কেবল জগতের মুক্তির জন্য পরিশ্রম করেন, তিনি 'বোধিসত্ত্ব'।

প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) ছিল। তাঁহারা বৌদ্ধমতানুযায়ী ছিলেন। তাঁহাদের ছত্রছায়াতে নাগার্জুন আপন মত প্রচার করেন। ঐ সময়ে উত্তরভারতে ভারশিব (নাগ) ও বাকাটক রাজাদিগের প্রতাপবৃদ্ধি পাইতেছিল। উহারা কট্টর শৈব ছিলেন, এবং শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজাদিগের ন্যায় বৌদ্ধদ্বেষীছিলেন। উহাদের রাজত্বকাল ১৫০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল হইতে গুপ্তরাজ্যের উদয় কাল (২৭৫) পর্যন্ত ছিল। গুপ্তরাজগণ ৮২০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে রাজ্য করেন। তাঁহারা বৈদিক মতানুযায়ী (ভাগবতমতী) ছিলেন। প্রায় ৬৫০ বর্ষ পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে নিবদ্ধ ছিল।

মাধ্যমিক মত

মাধ্যমিক মতের আদি প্রবর্তক আচার্য নাগার্জুন এবং তাঁহার শিষ্য আচার্য আর্যদেব। তাঁহাদের সময় ঠিক ঠিক জানা নাই। তবে সাধারণত সকলে মনে করেন যে খুব সম্ভবত তাঁহারা দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার পরের দুই শতাব্দীতে মাধ্যমিক মতের কোন বিশিষ্ট আচার্যের বা গ্রন্থের নাম শোনা যায় না। এমন কি আচার্য বুদ্ধঘোষও উহার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে মনে হয়, বিদ্বৎ-সমাজে উহা পরিগৃহীত হয় নাই এবং উহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। অন্যথা তৎসম্বন্ধে বুদ্ধঘোষের সম্পূর্ণ নীরবতার কোন হেতু পাওয়া যায় না। পরবর্তী পঞ্চম খ্রীষ্টশতকে আচার্য অসঙ্গ ও তাঁহার ভাই বসুবন্ধু কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত এক মাধ্যমিক মত প্রচার করেন। উহা যোগাচার মত নামে খ্যাত।

পূর্বোক্ত আচার্যগণের কর্মস্থল ছিল উত্তর ভারত। অতঃপর মাধ্যমিক দর্শনের বিকাশ হয় দক্ষিণ ভারতে। তথায় ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতকে নাগার্জুনের মূল মাধ্যমিক মত বা শূন্যবাদ প্রবল পরাক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয়। ঐ সময়ে উত্তর ভারতে বসুবন্ধুর এক শিষ্য স্থিরমতি সৌরাষ্ট্রের বলভী প্রদেশে এবং অপর শিষ্য দিঙনাগ উড়িষ্যাতে যোগাচার মতের প্রচার করিতেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বুদ্ধপালিত এবং ভব্য বা ভাববিবেক (সম্ভবত ভব্যবিবেক) প্রবল

পরাক্রমে শূন্তবাদ প্রচার করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল। তাঁহাদের অনুযায়ীগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইত। এইরূপে দেখা যায় ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতকে মহাযান মত যোগাচার মত ও শূন্তবাদ এই দুই শাখায় বিচ্ছিন্ন হয়। শেষোক্ত মত আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধপালিতের মত মাধ্যমিক-প্রাসঙ্গিক এবং ভব্যের মত মাধ্যমিক-স্বাতন্ত্রিক নামে অভিহিত হইত। ভব্যের মতেরই প্রথমে সমধিক প্রচার হইয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধপালিতের সম্প্রদায় হইতে তাঁহার সম্প্রদায় বৃহত্তর এবং প্রবলতর ছিল। পরন্তু ৭ম শতাব্দীতে আচার্য চন্দ্রকীর্তি বুদ্ধপালিতের অনুসরণ করেন এবং ভব্যের মতের তীব্র খণ্ডন করেন। ফলে উহা বিতাড়িত এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার ব্যাখ্যা ও রূপই তখন হইতে মাধ্যমিক মত বলিয়া প্রচলিত হইতে থাকে।

মহাযান মতের ক্রমবিকাশ

(১) **১ম খ্রীষ্টশতক**—মহাযান মতের উৎপত্তি। অশ্বঘোষ আলয়বিজ্ঞান এবং তথতা উভয়ই অঙ্গীকার করেন।

(২) **২য় শতক**—নাগার্জুন ও আর্যদেব শূন্যবাদ প্রবর্তন করেন।

(৩) **৩য় ও ৪র্থ শতক**—

(৪) **৫ম শতক**—অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর অদ্বয়বাদ।

(৫) **৬ষ্ঠ শতক**—যোগাচার ও শূন্যমতের বিচ্ছেদ।

(৬) **৭ম শতক**—চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক মাধ্যমিক পরিনিষ্টিতরূপ সংস্থাপন।

(Stcherbatsky, Nirvana, pp. 66-7)

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাভারতে সাংখ্যমত

'মহাভারতে' সাংখ্যমতের একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায়, ঐ মতের আদি প্রবর্তক মহর্ষি কপিল। তিনি 'পরমর্ষি' নামে খ্যাত ছিলেন।[১] সাংখ্যমতের প্রবর্তক বলিয়া তিনি কখন কখন সাংখ্যর্ষি নামেও অভিহিত হইতেন।[২] কালক্রমে তিনি ভগবানের অবতার রূপে পরিগণিত হন। যথা, ভগবান (মহা) নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন, সাংখ্যসিদ্ধান্তে নিশ্চিতবুদ্ধি আচার্যগণ তাঁহাকে বিদ্যাসহায়বান, আদিত্যস্থ এবং সমাহিত কপিল বলেন।[৩] কোন কোন সাংখ্যাচার্যগণ পরমর্ষি কপিলকে প্রজাপতি মনে করিতেন,[৪] এবং অপরে তাঁহাকে অগ্নি মনে করিতেন।[৫] মহর্ষি উপমন্যুকৃত শিবস্তুতিতে আছে, "তুমি সাংখ্যদিগের মধ্যে কপিল।"[৬]

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে সিদ্ধদিগের মধ্যে তিনি কপিল মুনি।[৭] বিষ্ণুর সহস্র নামের একটি কপিলাচার্য।[৮] ঐ কপিল মুনি সাংখ্যাচার্য পরমর্ষি কপিল হইতে ভিন্ন ব্যক্তি মনে হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর অবতার কপিলদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপে রাজা সগরের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।[৯] তাঁহার প্রকৃত নাম চক্রধনু এবং পরে তিনি কপিল নামে

১। "সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে"। —(১২।৩৪৯।৬৫-১)

২। "কপিলশ্চ ততঃ প্রাহুঃ সাংখ্যর্ষির্দেবসম্মতঃ।" —(১৩।১৮।৪.১)

৩। ১২।৩৩৯।৬৮; কৃষ্ণও অর্জুনকে সেই কথা বলেন। (১২।৩৪২।৯৫)

৪। "যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।" —(১২।২১৮।৯.১); আরও দ্রষ্টব্য—:২।৩৪২।৯৪

৫। "কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যম্প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নি স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্তকঃ॥" —(৩।২২০।২৩)

৬। ১৩।১৪।৩২৩-২ ৭। ৬।৩৪।২৬-২ (=গীতা, ১০।২৬ ২)

৮। ১৩।১৪৯।৭০.১ ৯। "যোঽসৌ ভূমিগতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুর্মধুনিসূদনঃ।
কপিলো নাম দেবোঽসৌ ভগবানজিতো হরিঃ॥" ইত্যাদি (৩।৪৭।১৮-৯) আরও দ্রষ্টব্য—
"ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ কপিলো মুনিসত্তমঃ।
বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবাঃ॥" ইত্যাদি (৩।১০৭।৩২-৫) ৩।১০৮।২

প্রসিদ্ধ হন। তিনি সূর্য হইতে উৎপন্ন হন।[১] সাংখ্যাচার্য কপিল "আদিত্যস্থ" এবং সগর পুত্র দগ্ধা কপিল "সূর্য হইতে জাত" (এই সম্পর্ক ব্যতীত উভয় কপিলকে অভিন্ন মনে করিবার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ 'মহাভারতে' নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য উভয়কে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন।[২] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র মতে, সাংখ্যাচার্য কপিল বিষ্ণুর অবতার; তাঁহার পিতা কর্দম ঋষি এবং মাতা দেবহূতি।[৩] 'মহাভারতে' কর্দম ও দেবহূতির নামোল্লেখও নাই।

আসুরি

'মহাভারতে'র বিবৃতি হইতে জানা যায় যে মহর্ষি আসুরি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তথায় উক্ত হইয়াছে যে গুরুর নিকটে সম্যক প্রশ্ন করত এবং পরে নিজের তপস্যা দ্বারা আসুরি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব স্পষ্টত অবগত হন।[৪]

"যত্তদেকাক্ষরং ব্রহ্ম নানারূপং প্রদৃশ্যতে।
আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ম্॥"[৫]

'এক অব্যয় এবং অক্ষর ব্রহ্ম নানারূপে দৃষ্ট হইতেছে। আসুরি সেই (কপিল) মণ্ডলে তাহা প্রতিপাদন করেন।'

পঞ্চশিখ

মহামুনি পঞ্চশিখ মহর্ষি আসুরির প্রধান শিষ্য ছিলেন।[৬] তাঁহার মাতার নাম কাপিলা ছিল। সেইহেতু তিনি "কাপিলেয়" নামে প্রসিদ্ধ হন।[৭] তিনি ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং অত্যন্ত সুদুর্লভ শাশ্বত আনন্দে নিত্য নিমগ্ন থাকিতেন। সাংখ্যবাদিগণ যাঁহাকে পরমর্ষি

১। "অত্র চক্রধনুর্নাম সূর্যাজ্জাতো মহানৃষিঃ॥
বিদুর্যং কপিলং দেবং যেনার্তাঃ সগরাত্মজাঃ।"— (৫।১০৯।১৭.২)

২। শারীরকভাষ্য, ২।১।১ দ্রষ্টব্য।

৩। ভাগবত, ৩।২৪।১৮—৯

৪ ১২।২১৮।১৩ (=নারদপু, ১।৪৫।১০) ৫। ১২।২১৮।১৪ (=নারদপু, ১।৪৫।১৫)
১২।২১৮।১০.১ (=নারদপু, ১।৪৫।১২-১)
১২।২১৮।৬, ১৫-৭ (=নারদপু, ৮,১৬—৮)

প্রজাপতি কপিল বলেন, মনে হইত, তিনি স্বয়ংই যেন পঞ্চশিখ রূপে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।[১] তিনি "কপিল মণ্ডলে"

"পুরুষাবস্থমব্যক্তং পরমার্থং ন্যবেদয়ৎ ॥[২]

'পুরুষরূপে অবস্থিত অব্যক্তের পরমার্থতত্ত্ব নিবেদন করিয়াছিলেন।' মিথিলাধিপতি জনদেব জনকের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহামুনি পঞ্চশিখ

"অব্রবীৎ পরমং মোক্ষং যত্তৎ সাংখ্যেঽভিধীয়তে ॥
জাতিনির্বেদমুক্ত্বা স কর্মনির্বেদমব্রবীৎ।
কর্মনির্বেদমুক্ত্বা চ সর্বনির্বেদমব্রবীৎ ॥
যদর্থং ধর্মসংসর্গঃ কর্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ।
তমনাশ্বাসিকং মোহং বিনাশী চলমধ্রুবম্ ॥"[৩]

সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত পরম মোক্ষতত্ত্ব উপদেশ করেন। প্রথমে জন্মদুঃখের কথা বলিয়া তিনি কর্মের দুঃখের কথা বলেন। অনন্তর তিনি সমস্তেরই দুঃখবত্তা প্রদর্শন করেন। যদ্ধেতু (জীবের) ধর্মাধর্ম সংসর্গ হয় এবং তত্তৎ কর্মের ফলভোগ হয় সেই অবিশ্বসনীয়, বিনাশী, চঞ্চল এবং অধ্রুব মোহের কথা বলেন।"

মহামুনি পঞ্চশিখ প্রথমে ঐ মোহজ নৈরাত্ম্যবাদসমূহ খণ্ডন করত আত্মবাদ স্থাপিত করেন। পরে তিনি আত্মা সম্বন্ধে অবৈদিক মতবাদসমূহও খণ্ডন করেন। তাঁহার মতে একমাত্র শ্রুতিই লোকের সন্মার্গ প্রদর্শক।[৪] তিনি বলেন, যে দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতকে আত্মভাবে দেখে, সে অসম্যগ্‌দর্শী এবং তদ্ধেতু তাহার দুঃখ অনন্ত হয়, উপশমপ্রাপ্ত হয় না।

১। ১২।২১৮।৮-৯ (=নারদপু, ১।৪৫।১০-১); কথিত হইয়াছে যে
"পঞ্চস্রোতসি নিষ্ণাতঃ পঞ্চরাত্রবিশারদঃ ॥
পঞ্চজ্ঞঃ পঞ্চকৃৎ পঞ্চগুণঃ পঞ্চশিখঃ স্মৃতঃ।" —(১২।২১৮।১১.২-)
নীলকণ্ঠ বলেন পঞ্চস্রোত=মন, কেননা, উহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহিরে প্রবাহিত হয়। যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশ, তাহাদের ও আত্মার পরস্পর বিবেক জানেন, তিনি 'পঞ্চজ্ঞ'। যিনি অগ্ন্যাদি পঞ্চকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়াছেন তিনি 'পঞ্চকৃৎ'। যিনি "শান্তো দান্ত উপরতিস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি"—এই শ্রুত্যুক্ত শান্ত্যাদি পঞ্চগুণযুক্ত তিনি 'পঞ্চগুণ'।

২। ১২।২১৮।১২.১ (=নারদপু, ১।৪৫।১৩.২)

৩। ১২।২১৮।২০.২-২২ (=নারদপু, ১।৪৫।২১.২-২২)

৪। ১২।২১৮।৪৫.২ (=নারদপু, ১।৪৫।৪৫-২)

পক্ষান্তরে যে উহাকে, তথা সমস্ত জাগতিক বস্তুকে, অনাত্মা বলিয়া জানে এবং সেইহেতু উহাদিগেতে অহংমমবুদ্ধি করে না, তাহার দুঃখ থাকে না, কেননা, তাহার পক্ষে, দুঃখের কোন অধিষ্ঠান থাকে না।[১] ঐ সম্পর্কে মোক্ষের জন্য তিনি "সম্যগ্‌বধ নামক অনুত্তম ত্যাগশাস্ত্রের" বিবৃতি দিয়াছেন।[২] তন্মতে নিত্য সর্বকর্ম ত্যাগই মুক্তির পন্থা। এমন কি সমস্ত যুক্ত বা শাস্ত্রবিহিত কর্মের তাৎপর্যও ত্যাগেই। যথা, বৈদিক যজ্ঞাদি দ্বারা দ্রব্যত্যাগ, ব্রতাদি দ্বারা ভোগত্যাগ এবং তপ ও যোগ দ্বারা সুখ ত্যাগ হয়। তবে সর্বত্যাগেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হয়। দুঃখ প্রহাণের জন্য সর্বত্যাগের উহাই, তাঁহার মতে, দ্বৈধ রহিত মার্গ।[৩]

পঞ্চশিখ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমাহার ক্ষেত্র বা লিঙ্গদেহ নামে খ্যাত। উহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ হয়। সেইহেতু আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।[৪] জাগ্রত ও স্বপ্নে ঐ সম্বন্ধ হেতু আত্মা সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ঐ সমাহার অটুট থাকে, পরন্তু আত্মার সহিত উহার সম্বন্ধ সহসা বিচ্ছিন্ন হয়। সেইজন্য তখন সংজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না। কিন্তু ঐ বিচ্ছেদ অধ্রুব অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী এবং এই দেহাভ্যন্তরেই হইয়া থাকে। বিদ্বানগণ উহাকে তামস বলেন। শ্রুতিপ্রদর্শিত মার্গে লভ্য মোক্ষেও ঐ সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়। তাই তখনও ইন্দ্রিয়জ সংজ্ঞা থাকে না, কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখবোধ হয় না। সেই কারণে উহাকে সুষুপ্তির ন্যায় অব্যক্ত এবং অনৃততম মনে করা ঠিক হইবে না। কেননা, সুষুপ্তিতে দেহেন্দ্রিয়সমাহার এবং 'স্বকর্মপ্রত্যয় গুণ' বর্তমান থাকে। তাই উহা স্বল্পকালস্থায়ী হয়। মোক্ষে উহাদের সম্যক্ নিবৃত্তি হয়।[৫] সুতরাং তথা হইতে আর প্রত্যাবর্তন হয় না।

১। ১২।২১৯।১৪-৫ (=নারদপু, ১।৪৫।৬৩-৪)

২। ১২।২১৯।১৬ (নারদ, ১।৪৫।৬৫ ঈষৎ পাঠান্তরে)

নীলকণ্ঠ বলেন, "সম্যগ্‌বধো গুণনং, পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সম্যগ্বধো নাম সাংখ্যশাস্ত্রম্।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে "সম্যগ্বধঃ" স্থলে "সম্যঙ্‌মনঃ" পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

৩। ১২।২১৯।১৭-৯ (=নারদপু, ১।৪৫।৬৬-৮, ঈষৎ পাঠান্তরে)

ভগবান শঙ্করাচার্য এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। (বৃহউভাষ্য, ৩।২ আভাসভাষ্য)

৪। ১২।২১৯।৬—(=নারদপু; ১।৪৫।৫৪.২-); ১২।২১৯।৪০ ৫। ১২।২১৯।৩৫-৮

"এবং সতি ক উচ্ছেদঃ শাশ্বতো বা কথং ভবেৎ।
স্বভাবাদ্বর্তমানেষু সর্বভূতেষু হেতুতঃ॥
যথাঽর্ণবগতা নদ্যো ব্যক্তীর্জহাতি নাম চ।
নদাশ্চ তা নিযচ্ছতি তাদৃশঃ সত্ত্বসংক্ষয়ঃ॥
এবং সতি কুত্র সংজ্ঞা প্রেত্যভাবে পুনর্ভবেৎ।
জীবে চ প্রতিসংযুক্তে গৃহ্যমাণে চ সর্বতঃ॥"[১]

'(প্রকৃততত্ত্ব) এই প্রকার হওয়াতে, অনাদি (অবিদ্যাকামকর্ম) হেতুতে সর্বভূতমধ্যে স্বভাবত (সঙ্ঘাতরূপে ব্যবহারে)[২] বর্তমান জীবের উচ্ছেদ বা শাশ্বত (স্থিতি) কি? এবং কি প্রকারে হইতে পারে?[৩] যেমন ক্ষুদ্র নদীসমূহ (বৃহৎ) নদে পড়িয়া আপন ব্যক্তিত্ব (বা রূপ) ও নাম পরিত্যাগ করে এবং নদসমূহ আবার সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব রূপ ও নাম পরিত্যাগ করে, স্বত্ত্বের সংক্ষয়ও ঠিক সেই প্রকার (অর্থাৎ স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহে লয় পায় এবং সূক্ষ্মদেহের প্রত্যেক উপাদান উহার কারণে লয় পায়। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। সুতরাং সঙ্ঘাতরূপ জীবের বিনাশ হয়।[৪] এই-প্রকারে মোক্ষে জীব (পরমাত্মায়) প্রত্যাগমন করত সম্যক্‌রূপে মিলিত হয় এবং সর্বত পরিগৃহীত হয়। সুতরাং তখন সংজ্ঞা কি প্রকারে হইবে?'

অনন্তর পঞ্চশিখ বলেন যে যাহারা শ্রুতির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং তন্নির্দেশিত মোক্ষমার্গে সাধন করত তত্ত্বোপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদের

১। ১২।২১৯।৪১-৩ ২। ১২।২১৯।১৭—দ্রষ্টব্য।

৩। জনক শঙ্কা করেন যে যদি মোক্ষে সংজ্ঞা না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ কি থাকে? প্রমত্ত ও অপ্রমত্তে পার্থক্য কি থাকে? সমস্তেরই উচ্ছেদ নিষ্ঠা হয়, ইত্যাদি। তাহার উত্তরে পঞ্চশিখ প্রথমে বলেন যে "উচ্ছেদনিষ্ঠা নেহাস্তি ভাবনিষ্ঠা ন বিদ্যতে।"—(১২।২১৯।৬-১) পরে তিনি উহার বিস্তার করেন। উহার মর্ম এই-দেহেন্দ্রিয় সমাহার এবং আত্মার সঙ্ঘাতই সাধারণত ব্যবহারিক জীব নামে অভিহিত হয়। ঐ সঙ্ঘাত অনাদি ও স্বাভাবিক হইলেও শাশ্বত নহে। সুতরাং জীবকে শাশ্বত বলা যায় না। ঐ সঙ্ঘাতের সম্পূর্ণ বিনাশও হয় না। কেননা তত্রস্থ লিঙ্গদেহেরই বিনাশ হয়, পরন্তু আত্মার নাশ হয় না, উহা নিত্য। সেই হেতু, জীবের সম্যক্ উচ্ছেদ হয় বলা যায় না।

৪। পঞ্চশিখ বারম্বার বলিয়াছেন যে মুক্ত অলিঙ্গ হয়।
"মুক্তস্তদগ্র্যাং গতিমেত্যলিঙ্গঃ"—(১২।২১৯।৪৫.২) (=নারদপু, ১।৪৫।৭৯.২)
"মুক্তঃপরার্থ্যাং গতিমেত্যলিঙ্গঃ"—(১২।২১৯।৪৯.২) (=নারদপু, ১।৪৫।৮৪.২)
তাহাতে মুক্ত লিঙ্গদেহ, তথা অপর সমস্ত লিঙ্গ বা বিশেষ চিহ্ন রহিত হয় বুঝিতে হইবে।

পাপপুণ্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদি ফলভোগ নিবৃত্ত হয় এবং জন্ম-মৃত্যুভয় বিদূরিত হয়। সুতরাং তাহারা অভয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা (সর্ববিষয়ে) অনাসক্ত হইয়া (হৃদয়গুহাভ্যন্তরস্থ) অলেপ আকাশকে অবলম্বন করত সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে অলিঙ্গকে (অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে) নিশ্চয়ই দর্শন করে।[১] রেশম কীট আপন তন্তু দ্বারা আপনাকে চতুর্দিকে আবেষ্টন করত অবরুদ্ধ হয় এবং পরে ঐ অবরোধ ভিন্ন করিয়া নির্গত হয়। পাথরে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গদেহ ও সেইপ্রকারে বিনাশ পায়। সুতরাং তখন জীবাত্মা সমস্ত দুঃখ পরিত্যাগ করে।[২]

এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে সহজে জানা যায় যে আচার্য আসুরির ন্যায় আচার্য পঞ্চশিখও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম "অলিঙ্গ" বা নির্বিশেষ। অনাদি অবিদ্যকামকর্ম হেতু লিঙ্গদেহ স্বীকার পূর্বক জীব সাজিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া উহা নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। শ্রুতি প্রদর্শিত মার্গে সাধন করত জীব ব্রহ্মকে দর্শন করে এবং অলিঙ্গ হইয়া মুক্ত হয়। মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমুদ্রে নিপতিত নদ এবং পাথরে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহা বিশদ করিয়াছেন। তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,

"আস্থিতো যুগপদ্ভাবো ব্যবহারঃ স লৌকিকঃ॥"[৩]

"(লিঙ্গদেহের সহিত আত্মার যে) যুগপদ্ভাব আছে বলা হয়, তাহা লৌকিক ব্যবহার মাত্র। (পারমার্থিক নহে)।' অপর কথায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই বলা হয় যে আত্মা লিঙ্গদেহ সম্পর্কে জীব সজিয়াছে, পরন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা বস্তুত লিঙ্গদেহ স্বীকার করে নাই, অতএব জীব হয় নাই। তাই, তাঁহার মতে আত্মার জীবভবন "অবিশ্বসনীয়, বিনাশী, চঞ্চল এবং অধ্রুব মোহ" মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে ঐ মোহ বিনষ্ট হইলে জীবভাব যে থাকিবে না, তাহা আর আশ্চর্য কি?

কথিত হইয়াছে যে মহামুনি পঞ্চশিখ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ঐ অমৃত মোক্ষ

১। ১২।২১৯।৪৬ (=নারদপু, ১।৪৫।৮০.২—৮১.১)
২। ১২।২১৯।৪৭ (=নারদপু, ১।৪৫।৮১,২—৮২.১)
৩। ১২।২১৯।৩৫.২

সিদ্ধান্ত ("মোক্ষনিশ্চয়") "অমৃতপদং" অবগত হইয়া রাজা জনদেব জনক সর্বত্র এমন অনাসক্ত হইয়াছিলেন যে স্বীয় রাজধানী মিথিলা নগরীকে অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ন খলু মম হি দহ্যতেঽত্র কিঞ্চিৎ" ('ইহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হয় না')। তিনি বীতশোক ও পরমসুখী হইয়াছিলেন। অপর যিনিও উহা অবগত হইবেন, তিনিও সেইপ্রকারে উপদ্রব দ্বারা ব্যথিত হইবেন না এবং দুঃখরহিত হইয়া মুক্ত হইবেন।[১]

ভিক্ষু পঞ্চশিখ

'মহাভারতে' পঞ্চশিখ নামে একজন "ছিন্নধর্মার্থসংশয়" "বেদবিত্তম মহর্ষি"র উল্লেখ আছে। তিনি ভিক্ষু (বা সন্ন্যাসী) ছিলেন এবং সেইহেতু "ভিক্ষু পঞ্চশিখ" নামে পরিচিত ছিলেন বোধ হয়।[২] তপস্যা, বুদ্ধি, কর্ম কিম্বা শ্রুতি (জ্ঞান), কোন উপায়ে মানুষ জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে? বিদেহরাজ জনক তাঁহাকে এই প্রশ্ন করেন।[৩] তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে জরা ও মৃত্যুর নিবৃত্তি অতীব সুকঠিন। উহারা বৃকের ন্যায় সবল কিম্বা দুর্বল, ছোট কিম্বা বড় সকলকেই ভক্ষণ করে। তবে,

"সোঽয়ং প্রপদ্যতেঽধ্বানং চিরায় ধ্রুবমধ্রুবঃ ॥"[৪]

"অধ্রুব (হইয়াও) যে চিরকালের জন্য এই ধ্রুব পথ অবলম্বন করে (সে উহাদের কবল হইতে মুক্তি পায়)।" "আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? আমি কে? কোথায় যাইব? আমি কাহার? আমি কোথায় স্থিত আছি? এবং ভবিষ্যতে কি হইব? শোক কাহার জন্য এবং কেন? স্বর্গ ও নরকে কে গমন করে?"[৫] মোক্ষের জন্য এই সকল প্রশ্নের সম্যক্ আলোচনা কর্তব্য। তাহাতে অবগতি হইবে যে জীবের আত্মা ("ভূতাত্মা") নিত্য এবং তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই অনিত্য। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুতে হর্ষ ও বিষাদ করা বৃথা![৬] অতএব

"আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য দদ্যাচ্চৈব যজেত চ ॥"[৭]

"শ্রুতিকে অতিক্রম না করিয়া দান ও যজ্ঞ করা উচিত।" এই উক্তি হইতে মনে হয় মহর্ষি পঞ্চশিখ ভিক্ষু হইলেও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন।

১। ১২।২১৯।৫০—২ (=নারদপু, ১।৪৫।৮৫-৭, সমাবেশান্তরে)

২। ১২।৩১৯।৩-৪ ৩। ১২।৩২৯।৫ ৪। ১২।৩১৯।৭.২

৫। ১২।৩১৯।১৪-১৫.১ ৬। ১২।৩১৯।১৩ ৭। ১২।৩১৯।১৫.২

'মহাভারতে' অব্যবহিত পরের অধ্যায়ে মিথিলাপতি ধর্মধ্বজ জনক এবং "সুলভা নামক ভিক্ষুকী"র সংবাদ আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে যে ধর্মধ্বজ "সন্ন্যাসফলিক" ছিলেন।[১] "তিনি বেদে, মোক্ষশাস্ত্রে এবং স্বীয় (রাজধর্ম) শাস্ত্রে সুনিপুণ ছিলেন। ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহিত করত তিনি পৃথিবীকে শাসন করিতেছিলেন।"[২] তিনি মহর্ষি পরাশরের সগোত্র বৃদ্ধ মহাত্মা 'ভিক্ষু পঞ্চশিখের পরম প্রিয় শিষ্য ছিলেন।"[৩] পঞ্চশিখ তাঁহাকে সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও রাজবিধি—মোক্ষের এই ত্রিবিধ পন্থার উপদেশ করিয়াছিলেন।[৪] তন্মধ্যে বৈরাগ্যই মোক্ষের পরম বিধি। একমাত্র জ্ঞান হইতেই ঐ মোক্ষ-প্রাপক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান দ্বারা লোক যত্ন করে এবং যত্ন দ্বারা মহৎ (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) প্রাপ্ত হয়। মহৎ দ্বারা দ্বন্দ্ব হইতে প্রমুক্ত হয় এবং জরামৃত্যুকে জয় করে। তাহাই সিদ্ধি।[৫] যেমন জলসিক্ত মৃন্ময়ক্ষেত্রে পতিত বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমন মনুষ্যের কর্ম হইতে পুনর্জন্ম হয়। পরন্তু যেমন ভৃষ্ট বীজ হইতে, মৃত্তিকায় রোপন সত্ত্বেও, অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমন বাসনা ও আসক্তি রহিত বুদ্ধিতে কৃতকর্ম হইতে পুনর্জন্ম হয় না। ইহাই ভিক্ষু পঞ্চশিখের সিদ্ধান্ত।[৬] জনক বলেন, "অন্য মোক্ষ-বিত্তমগণ মোক্ষের ত্রিবিধ নিষ্ঠা দেখিয়াছেন। কোন কোন মোক্ষশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণ লোকোত্তর জ্ঞান, যাহাতে কর্মের সর্বত্যাগ করিতে হয় সেই জ্ঞাননিষ্ঠাকে এবং সূক্ষ্মদর্শী যতিগণ কর্মনিষ্ঠাকে (মোক্ষের সাধন) বলিয়া থাকেন। পরন্তু সেই মহাত্মা (পঞ্চশিখ) কর্তৃক কেবল জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে পরিত্যাগ পূর্বক এই তৃতীয় নিষ্ঠা সমাখ্যাত হইয়াছে।"[৭] ভিক্ষু পঞ্চশিখ ধর্মধ্বজকে মোক্ষের উপদেশ দিলেও রাজকার্য পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই।[৮] জনক "মুক্তরাগ", "নির্দ্বন্দ্ব", "গতমোহ" এবং "মুক্তসঙ্গ" হইয়া রাজ্য করিতেছিলেন।[৯]

জ্ঞানলাভ করত বাসনা ও আসক্তি হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সর্বধর্মানুযায়ী যথাযথ আচরণ করাই সেই তৃতীয় পন্থা। মুক্তির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ এবং ত্রিদণ্ডাদি ধারণকে জনক শ্লেষ করিয়াছেন। কেননা,

১। ১২।৩২০।৪-১ ২। ১২।৩২০।৫ ৩। ১২।৩২০।২৪
৪। ১২।১২০।২৫,২৭ ৫। ১২।৩২০।২৯-৩০ ৬। ১২।৩২০।৩২-৪
৭। ১২।৩২০।৩৮-৪০ ৮। ১২।৩২০।২৭.২ ৯। ১২।৩২০।২৮,৩১

জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ।[১] জ্ঞানবান হইয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম, তথা রাজ্য পরিগ্রহে, স্থিত থাকিলেও মুক্তি হইতে পারে।[২] যাহা হউক, এইরূপে জানা যায় যে ভিক্ষু পঞ্চশিখ জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদী ছিলেন।

নাম ও দর্শনের সাদৃশ্য হইতে অনুমান হয় যে 'মহাভারতে'র ৩১৯তম এবং ৩২০তম অধ্যায়ে একই ভিক্ষু পঞ্চশিখের উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং উভয়ত্র একই জনকের উল্লেখ হইয়াছে বলা যায়। তাঁহার নাম ধর্মধ্বজ ছিল। মহর্ষি আসুরির শিষ্য মহামুনি পঞ্চশিখ—যিনি "কাপিলেয়" পঞ্চশিখ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন—সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে যে তিনি "সর্বসন্নাসধর্মের তত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে সুপর্যবসিতার্থ, নির্দ্বন্দ্ব ও ছিন্নসংশয়" ছিলেন।[৩] শ্রৌত-কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে সন্ন্যাসসিদ্ধির কথাও তিনি বলিতেন। পরন্তু তাহা হইতে তাঁহাকে ও ভিক্ষু পঞ্চশিখকে অভিন্ন বলা যায় না।

ধর্মধ্বজ জনক একাধিকবার ভিক্ষুকী সুলভাকে বলেন যে তিনি সমস্ত বিষয়কার্যে নিরত থাকিলেও তিনি মুক্ত।[৪] তিনি মুক্ত বলিয়া সমস্ত ত্রিদণ্ডীমণ্ডলে প্রসিদ্ধও ছিল।[৫] জনক নিজে বলেন যে মহর্ষি পঞ্চশিখ হইতে তিনি যে "বৈশেষিক জ্ঞান" (অর্থাৎ মোক্ষলাভের যে বিশিষ্ট জ্ঞানমার্গ) লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত উহার অপর কোন প্রবক্তা নাই।[৬] ভিক্ষুকী সুলভা জনকের মতের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "যদি তুমি (মহর্ষি) পঞ্চশিখ হইতে উপায়, উপনিষৎ, উপাসঙ্গ এবং নিশ্চয় সহ সমস্ত মোক্ষ (তত্ত্ব) শুনিয়া থাক, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করত মুক্তসঙ্গ হইয়াছ, তবে ছত্রাদি (রাজোচিৎ) বিশেষ সমূহে তোমার সঙ্গ কেন? আমার বোধ হয় তুমি মোক্ষশাস্ত্র শুন নাই, অথবা শুনিয়া থাকিলেও মিথ্যাই শুনিয়াছ (অর্থাৎ উহার তাৎপর্য তুমি ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পার নাই, তাই তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ),

১। ১২।৩২০।৪৬,৪৮,৫৩; ২। ১২।৩২০।৫১-২; ৩। ১২।২১৮।৭

৪। "তস্মাদ্ধর্মার্থকামেষু তথা রাজ্যপরিগ্রহে।
বন্ধনায়তনেষেষু বিদ্ধ্যবন্ধে পদে স্থিতম্॥
রাজৈশ্বর্যময়ঃ পাশঃ স্নেহায়তনবন্ধনঃ।
মোক্ষাশ্মনিশিতেনেহ ছিন্নস্ত্যাগাসিনা ময়া॥
সোঽহমেবংগতো মুক্তো.............।" —(১২।৩২০।৫১-)

৫। ১২।৩২০।৮,৩৭; ৬। ১২।৩২০।২৩

অথবা মোক্ষশাস্ত্র সদৃশ অপর শাস্ত্র শুনিয়াছ। তুমি এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহারে প্রাকৃত জনেরই মত প্রতিষ্ঠিত আছ, সুতরাং উহাদেরই মতন অভিষঙ্গ ও অবরোধ দ্বারা বদ্ধ আছ।"[১] তিনি বলেন যে জনক গার্হস্থ্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন, অথচ দুর্জ্ঞেয় মোক্ষ প্রাপ্ত হন নাই—উভয়ের অন্তরালে থাকিয়া মোক্ষের বার্তামাত্র করিতেছেন।[২] ভীষ্ম বলেন যে সুলভার যুক্তি ও অর্থপূর্ণ বাক্যসমূহের কোন উত্তর রাজা জনক দিতে পারেন নাই।[৩] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে মোক্ষমার্গ সম্বন্ধে তাঁহার, তথা তাঁহার গুরু ভিক্ষু পঞ্চশিখের সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। তাহাতে সিদ্ধ হয় যে মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাস অবশ্যই আশ্রিতব্য, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে না। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ না করিয়া কেহ মোক্ষ পাইয়াছে কিনা, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম সুলভা-জনক-সংবাদ বিবৃত করেন।[৪]

ব্রহ্মবাদী কপিল

'মহাভারতে' এক "জ্ঞানবান" "যতি" কপিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋষি স্যুমরশ্মির সহিত তাঁহার সংবাদ তথায় বিবৃত হইয়াছে।[৫] তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মবাদী ছিলেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন

"অপবর্গেঽথ সংত্যাগে বুদ্ধৌ চ কৃতনিশ্চয়াঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠা ব্রহ্মভূতাশ্চ ব্রহ্মণ্যেব কৃতালয়াঃ ॥
বিশোকা নষ্টরজসস্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।
তেষাং গতিং পরাং প্রাপ্য গার্হস্থ্যে কিং প্রয়োজনম্ ॥"[৬]

'যাঁহারা মোক্ষে, অনন্তর (তল্লাভার্থ) সন্ন্যাসে এবং জ্ঞানবিচারে কৃতনিশ্চয়, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মেই নিশ্চিতরূপে অবস্থিত, বিশোক এবং রজোগুণর হিত

১। ১২।৩২০।১৬২-২—১৬৬-১ ২। ১২।৩২০।১৭৪
৩। ১২।৩২০।১৯০ ৪। ১২।৩২০।১—
৫। কপিল-স্যুমরশ্মি-সংবাদ 'মহাভারতে'র শান্তিপর্বের ১৬৭—১৬৯তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। তবে তথায় উহা 'গোকপিলীয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। কেননা, ঋষি স্যুমরশ্মি এক গো-শরীরে প্রবেশ করত কপিলের সঙ্গে বাদে প্রবৃত্ত হন।
৬। ১২।২৬৮।৩-৪

হইয়াছে, সনাতন লোকসমূহ এবং পরাগতি তাঁহাদেরই প্রাপ্য। সুতরাং গার্হস্থ্যে প্রয়োজন কি?'

"অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংজ্ঞিতাঃ।
ব্রহ্মণৈব স্ম তে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণঃ॥"[১]

'যাঁহারা বেদোক্ত কর্মসমূহ আরম্ভ করেন না (সুতরাং সন্ন্যাসী,) উত্তম ধৃতি-সম্পন্ন, শুচি এবং ব্রহ্মসংজ্ঞিত, তাঁহারা ব্রহ্ম (জ্ঞান দ্বারাই অমৃতাভিলাষী দেবতাদিগকে (তথা পিতৃগণকে এবং ঋষিগণকে) তর্পণ করেন।' শ্রুতিতে আছে, "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"[২] তদনুসারে বলা হইয়াছে যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি "ব্রহ্মসংজ্ঞিত' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত।' উক্ত সংবাদের উপসংহারে কপিল বলিয়াছেন, "তস্মৈ নমো ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায়"[৩] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (হইতে অভিন্ন) সেই ব্রহ্মকে নমস্কার'। তিনি বলেন, "সনাতন যতিধর্ম নিত্য অপবর্গমতি";[৪]

"ব্রহ্মণঃ পদমন্বিচ্ছন্ সংসারান্মুচ্যতে শুচিঃ॥"[৫]

'শুচি ব্যক্তি ব্রহ্মকে অন্বেষণ করতঃ সংসার হইতে মুক্ত হয়।' এই সকল উক্তি দৃষ্টে কপিল যে ব্রহ্মবাদী ছিলেন তাহাতে কোন সংশয় থাকে না।

ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কপিল বলিয়াছেন,

"ঋতং সত্যং বিদিতং বেদিতব্যং
সর্বস্যাত্মা স্থাবরং জঙ্গমং চ।
সর্বং সুখং যচ্ছিবমুত্তরং চ
ব্রহ্মাব্যক্তং প্রভবশ্চাব্যয়ং চ॥"[৬]

'ব্রহ্ম ঋত ও সত্য, বিদিত ও বেদিতব্য, স্থাবর ও জঙ্গম। তিনি সকলের আত্মা। তিনি সর্বসুখ ও শিব এবং তদুত্তর ও। তিনি অব্যক্ত, (জগতের) প্রভব এবং অব্যয়।' এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বাত্মক, সুতরাং সর্ব সত্য। ব্রহ্ম সর্ব বা জগৎ হইয়াছেন; তাই তিনি জগতের প্রভব। পরন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্বীয় স্বরূপে নির্বিকারভাবে অবস্থিত আছেন; তাই তিনি অব্যয়। যাহা হউক ইহা কপিলের পরম সিদ্ধান্ত নহে। তাঁহার মতে জগৎ সত্য নহে। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এখানে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে

১। ১২।২৬৮।২১ ২। মুণ্ডক উ, ৩।২।৯ ৩। ১২।২৬৯।৪৭.১
৪। ১২।২৬৯।৩১.২ ৫। ১২।২৬৯।৩২.২ ৬। ১২।২৬৯।৪৬

যে উক্ত বচনের অব্যবহিত পরে তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবগত হন যে ব্রহ্ম "ব্যোম সনাতনং ধ্রুবম্"[১] অর্থাৎ অপরিণামী এবং আকাশবৎ নির্বিশেষ। সুতরাং সর্ব বা জগৎ বস্তুত ব্রহ্মে নাই।

ব্রহ্মবাদী কপিল বলেন, ব্রহ্মবিদ্ সার্বাত্ম্য লাভ করেন।

"সর্বভূতাত্মভূতো যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"[২]

'যিনি সর্বভূতের আত্মভূত (হইয়াছেন) দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ (বা ব্রহ্মবিদ্) বলিয়া জানেন।'

"সর্বভূতাত্মভূতস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ।
দেবাঽপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ॥"[৩]

'সর্বভূতের আত্মভূত এবং সর্বভূতে (সম) দর্শী (ব্রহ্মবিদের দেবযান কি পিতৃযান কোন মার্গে গতি হয় না)। মার্গরহিত তাঁহার মার্গ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেবতারাও মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন।' সুতরাং কপিলের মতে ব্রহ্মবিদ্ সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। যাহা হউক, তাঁহার লক্ষ্য ঐকাত্ম্যপ্রাপ্তি, সার্বাত্ম্যপ্রাপ্তি নহে। তিনি কর্মবাদী স্যুমরশ্মিকে বলেন,

"জ্ঞানং প্লাবয়তে সর্বং যো জ্ঞানং হ্যনুবর্ততে॥
জ্ঞানাদপেত্য যা বৃত্তিঃ সা বিনাশয়তি প্রজাঃ॥
ভবন্তো জ্ঞানিনো ব্যক্তং সর্বতশ্চ নিরাময়াঃ॥
ঐকাত্ম্য নাম কশ্চিদ্ধি কদাচিদুপপদ্যতে॥"[৪]

'যিনি জ্ঞানের অনুসরণ করেন, জ্ঞান (তাঁহার) সমস্তই প্লাবিত করে। জ্ঞানবিরহিত বৃত্তি মনুষ্যগণকে (জন্মমরণপ্রবাহে আবদ্ধ রাখিয়া) বিনাশ করে। আপনারাও সর্বপ্রকারে নিরাময় এবং জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত। (পরন্তু) ঐকাত্ম্য নামক জ্ঞান (আপনাদিগের মধ্যে) কদাচিৎ কাহারও উৎপন্ন হয়।' টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, যাহাতে সর্বপ্রকার দ্বৈতরহিত একই আত্মার বোধ থাকে, তাহাই ঐকাত্ম্য জ্ঞান।

কপিল মোক্ষলাভের জন্য শ্রুতি প্রদর্শিত মার্গের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "(ধর্মবিষয়ে) বেদই লোকদিগের প্রমাণ। (সেইহেতু) বেদকে উপেক্ষা করা (উচিত নহে)। (শ্রুতিও বলিয়াছেন,) শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—

১। ১২।২৬৯।৪৭-১ ২। ১২।২৬৮।৩৩-২ ৩। ১২।২৬৮।২২ ৪। ১২।২৬৮।৫০-১

এই দুই ব্রহ্ম বেদিতব্য। শব্দব্রহ্মে (বা বেদে) নিপুণ ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে অধিগত হয়।"[১] "(বেদোক্ত) কর্মসমূহ শরীর শুদ্ধ করে। পরন্তু জ্ঞানই পরম গতি। কর্মদ্বারা চিত্তদোষ ক্ষালিত হইলে, পরে (ব্রহ্মানন্দ) রসজ্ঞানেই স্থিত থাকে।"[২] "এই প্রকারে যাহাদের ক্ষালিত হইয়াছে, তাহাদের শ্রুতিবাক্য এবং অনন্ত স্বভাব ব্রহ্ম (সাক্ষাৎকার) দ্বারা (উপলব্ধি হয় যে) সমস্তই নিশ্চয়ই অনন্ত স্বভাব ব্রহ্ম ("সর্বমানন্ত্যমাসীদ্বৈ")। আমাদের শাশ্বতী শ্রুতি এইপ্রকারই।"[৩]

> "সর্বং বিদুর্বেদবিদো বেদে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
> বেদে হি নিষ্ঠা সর্বস্য যদ্ যদস্তি চ নাস্তি চ॥
> এষৈব নিষ্ঠা সর্বত্র যত্তদস্তি চ নাস্তি চ।
> এতদন্তং চ মধ্যং চ সচ্চাসচ্চ বিজানতঃ॥"[৪]

'বেদবিৎ সমস্তই জানেন; কেননা বেদেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহা যাহা আছে এবং নাইও সমস্তেরই নিষ্ঠা নিশ্চয় বেদে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ আছে এবং নাইও, অন্ত এবং মধ্যও, সৎ এবং অসৎও—এই নিষ্ঠা নিশ্চয় (বেদের) সর্বত্র (বর্তমান)। বেদজ্ঞ তাহা জানেন।' এই পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির সমন্বয় রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত, দ্বিচন্দ্র, প্রভৃতি ভ্রমের দৃষ্টান্ত দ্বারা হইতে পারে। ঐ সকল স্থলে রজ্জু ও শুক্তির স্বরূপের অজ্ঞান হেতু লোকে উহাদিগকে যথাক্রমে সর্প ও রজত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে; চন্দ্রের একত্বের অজ্ঞান হেতু উহার দ্বিত্ব ভ্রম করিয়া থাকে। পরন্তু যাহাদের অজ্ঞান কথনও হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও বিনষ্ট হইয়াছে, সর্প-রজতাদি ভ্রমপ্রতীতি তাহাদিগের নাই। সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আছে, সুতরাং সৎ, আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নাই, সুতরাং অসৎ। জ্ঞানোদয়ের পূর্বে অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীও জগৎ দেখিত। উৎপত্তির পূর্বে কেহই অবশ্য উহা

১। ১২।২৬৯।১-২-১ এইখানে উদ্ধৃত শ্রুতিবচন
"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ॥
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" —(২।২৬৯।১.২-২.১)
কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'ব্রহ্মবিন্দূপনিষদে' পাওয়া যায়।

২। ১২।২৬৯।৩৮; আরও দ্রষ্টব্য, ১২।২৬৯।২.২—৩-১

৩। ১২।২৬৯।২৮.২—২৯.১; আরও দ্রষ্টব্য—১৭-২—
"সর্বমানন্ত্যমেবাসীদিতি নঃ শাশ্বতী শ্রুতি।" —(১২।২৬৯।১৯-১)

৪। ১২।২৬৯।৪০-৪

দেখিত না। প্রলয়েও কেহ দেখিবে না। বর্তমানে জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগতের অস্ত বা বিনাশ হইয়া যায়, আর অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তখনও উহার মধ্য বা সৃষ্ট অবস্থা। জগৎপ্রতীতি নিরাধার নহে। ব্রহ্মই অজ্ঞান বশত জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ তিরোহিত হইলেও, ব্রহ্ম থাকে। জ্ঞানী উপলব্ধি করে যে যাহা পূর্বে জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তাহা বস্তুত ব্রহ্মই। তাই বলা হইয়াছে, "সমস্তই নিশ্চয় অনন্ত-স্বভাব ব্রহ্ম। উহার তাৎপর্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে সর্বাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করা নহে। কেননা, তাহা হইলে সর্বকে নাই,—জ্ঞানোদয়ে সর্বের বিনাশ হয় বলা যাইতে পারিত না।

জ্ঞানী আচার্য কপিলের মতে উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে তিনি অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ছিলেন। একস্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"যেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।
গতিজ্ঞ সর্বভূতানাং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"[১]

'যিনি প্রকৃতি এবং বিকৃতি এই সমস্তই যথাযথ জানেন এবং সর্বভূতের গতি জানেন, দেবতাগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।' এখানে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি ও বিকৃতি সংজ্ঞাদ্বয়ের উল্লেখ আছে বলিয়া নিরূপণ করা যায় না যে কপিল সাংখ্যবাদী ছিলেন। উহার অব্যবহিত পরের শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ "সর্বভূতাত্মভূত"। বহুপুরুষবাদের সঙ্গে ঐ সার্বাত্ম্যবাদের সমন্বয় হয় না।

কাপিল সাংখ্যমত

(১)

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট সাংখ্যমত ও যোগমতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যোগমতাবলম্বী মনীষিগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনের জন্য সাংখ্যমতের প্রতি এই আক্ষেপ করেন যে "অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেৎ" (অর্থাৎ 'অনীশ্বর ব্যক্তি কি প্রকারে মুক্ত হইবে')? ইহার উত্তরে সাংখ্যবাদী প্রাজ্ঞগণ বলেন, ইহসংসারে সমস্ত তত্ত্ব যথার্থরূপে জানিয়া যে বিষয়ে বিরক্ত হয়, সে দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করে; ইহা সুব্যক্ত;

১। ১২।২৬৮।৩২

অন্য কোন প্রকারে মুক্তি হয় না।[১] ভীষ্ম আরও বলেন যে সাংখ্য ও যোগের দর্শন সমান না হইলেও, মোক্ষলাভে উভয়েই সমান ফলপ্রদ।[২] সুতরাং মুমুক্ষু উহাদের কোন এক মত আশ্রয় করিতে পারে। যাহা হউক ঐ আক্ষেপও তাহার উত্তর হইতে প্রায় নিশ্চিতরূপে মনে হয় যে সাংখ্যবাদিগণ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, আর যোগিগণ ঈশ্বরবাদী। পরন্তু সাংখ্যমত ও যোগমতের তৎকর্তৃক প্রদত্ত পরের বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে ঐ অনুমান সত্য হইবে না। 'অনীশ্বর' শব্দের অর্থ ভিন্ন। অতঃপর যোগমতের বর্ণনা করতঃ ভীষ্ম বলিয়াছেন, "পরং হি তদ্ ব্রহ্মময়ং" (যোগের পরমফল ব্রহ্মময়); সিদ্ধযোগী পঞ্চভূতকে জয় করিতে পারেন, এমন কি ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা যক্ষরক্ষাদিরও রূপ ধারণ করিতে পারেন।[৩]

"যোগী স সর্বানভিভূয় মর্ত্যা-
ন্নারায়ণাত্মা কুরুতে মহাত্মা।"[৪]

'যোগী নারায়ণাত্মা হন। মহাত্মা তিনি সমস্তকে অভিভূত করতঃ মর্ত্যলোকসমূহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন।'[৫] অনন্তর ভীষ্ম "কপিলাদি সমস্ত ঈশ্বর যতিগণ কর্তৃক বিহিত[৬] সাংখ্যমত ব্যাখ্যা করেন। সাংখ্যজ্ঞানী জানেন পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বস্তু উহার কারণে আশ্রিত।

"সক্তমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা।
দেবং মোক্ষে চ সংসক্তং মোক্ষং সক্তং তু ন ক্বচিৎ॥"[৭]

'তথা (জীব) আত্মা ঈশ্বর দেব নারায়ণে সক্ত, আর দেব (নারায়ণ) মোক্ষে সংসক্ত। পরন্তু মোক্ষ কোথাও সক্ত নহে।' নারায়ণ ঈশ্বর, সুতরাং সগুণ ও সবিকল্প, আর মোক্ষ নির্গুণ ও নির্বিকল্প। "কাপিলসাংখ্যতত্ত্বজ্ঞানিগণ" জানেন যে এই জগৎ জলের ফেনের ন্যায় বিষ্ণুর শত শত মায়াদ্বারা আবৃত, ভিত্তিস্থ চিত্র সদৃশ, নলসার (অর্থাৎ নলের ন্যায় নিঃসার), অনর্থক, অন্ধকারস্থ

১। ১২।৩০০।৩—৫

২। ভীষ্ম বলিয়াছেন, "যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই দ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয়। শৌচ, তপ, সর্বভূতে দয়া এবং ব্রত ধারণ সম্বন্ধে উভয় মতের তুল্যতা আছে। পরন্তু উহাদের দর্শন সমান নহে। (১২।৩০০।৮.২-৯)

৩। ১২।৩০০।৫৮—৬১; আরও দ্রষ্টব্য, ৩০০।২৪—৮

৪। ১২।৩০০।৬২-২

৫। "বিমোক্ষে প্রভবিষ্ণ্বদ্মুপপন্নমসংশয়ম্"—(৩০০।২৮-২)

৬। ১২।৩০১।৩-২ ৭। ১২।৩০১।২৩

গর্তের স্তায় (ভীষণ), বর্ষাবুদ্‌বুদের স্তায় (ক্ষণস্থায়ী), বিনশ্বর, সুখরহিত এবং ধ্বংসোন্মুখ। (লোক) অবশ (হইয়া) ইহাতে (রহিয়াছে)।"[১] মোক্ষের পথে সাংখ্যজ্ঞানীর গতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ভীষ্ম বলেন, তিনি দেহত্যাগ করতঃ আকাশ সূর্যাদি ক্রমে সত্ত্বে গমন করেন। অনন্তর

"সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্।
প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা॥
পরমাত্মানমাসাত্ত তদ্ভূতায়তনাঽমলাঃ।
অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভোঃ॥
পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্।"[২]

'সত্ত্বগুণ (তাঁহাকে) শুদ্ধাত্মা প্রভু পরম নারায়ণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায় এবং শুদ্ধাত্মা প্রভু নারায়ণ নিজে পরমাত্মার নিকট লইয়া যান। পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমল (সাংখ্যজ্ঞানিগণ) তদ্ভূতায়তন (অর্থাৎ তৎস্বরূপ) হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। হে বিভু! তাঁহারা আর প্রত্যাবর্তন করেন না। হে পার্থ! নির্দ্বন্দ্ব মহাত্মাদিগের ইহাই পরম গতি।'

অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করেন, পরম গতি প্রাপ্ত জ্ঞানীদিগের আজন্ম-মরণের স্মৃতি থাকে, কি থাকে না? ঐ বিষয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ঋষিদিগের মধ্যে দুই প্রকার অভিমত দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে, মোক্ষে বিশেষ জ্ঞান থাকে, অপর কাহারও কাহারও মতে থাকে না। যদি মুক্ত যতিগণের অপর বিজ্ঞান থাকে, তবে, যুধিষ্ঠির বলেন প্রবৃত্তিধর্মই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। আর যদি না থাকে, তবে মুক্তি মূর্ছা বা সুষুপ্তির তুল্যই হয়। উহা দুঃখতর নহে কি?[৩] ভীষ্ম বলেন যে ঐ প্রশ্ন অতি কঠিন। তদ্‌বিষয়ে পণ্ডিতদিগেরও সম্মোহ হইয়া থাকে।[৪] যাহা হউক, তিনি ঐ বিষয়ে কপিলমতানুযায়ী মহাত্মাদিগের পরম সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন।[৫] সূক্ষ্ম আত্মা দেহস্থ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় গ্রহণ করে। সুতরাং উহারাই আত্মার বিশেষ বিজ্ঞানের একমাত্র কারণ। আত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ বিনষ্ট হয়। তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়সহ সুপ্ত দেহীর সূক্ষ্ম অন্তরাত্মা

১। ১২।৩০১।৫৯-৬০ ২। ১২।৩০১।৭৭-৭৯.১ ৩। ১২।৩০১।৮০-৩

৪। ১২।৩০১।৮৪.২

৫। "বুদ্ধিশ্চ পরমা যত্র কাপিলানাং মহাত্মনাম্॥" —(১২।৩০১।৮৫-২)

মনোমধ্যে অবস্থিত বিষয় সংস্কারের সর্বত্র বিচরণ করতঃ জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। ঐ অবস্থায় অন্তরাত্মা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করত উহার কার্য নির্বাহ করিয়া থাকে। মোক্ষে আত্মা তত্তৎগুণসমূহ সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং উহাদের কারণ

"প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্।
বিমুক্তঃ পুণ্যপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তমনাময়ম্।
পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ততি ভারত॥"[১]

'প্রকৃতিকেও অতিক্রম করত প্রকৃতির পর নির্দ্বন্দ্ব ও অব্যয় আত্মার,—পরম নারায়ণাত্মার, নিকট গমন করেন। (অনন্তর) পাপপুণ্য হইতে বিমুক্ত অনাময় ও নির্গুণ পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। হে ভারত! (তথা হইতে নিবর্তিত হন না।'

"শিষ্টং তত্র মনস্তাত ইন্দ্রিয়াণি চ ভারত।
আগচ্ছতি যথাকালং গুরোঃ সন্দেশকারিণঃ॥
শক্যং চাল্পেন কালেন শান্তিং প্রাপ্তুং গুণার্থিনা
এবমুক্তেন কৌন্তেয় যুক্তজ্ঞানেন মোক্ষিণা॥"[২]

'হে ভারত! যদি (প্রারব্ধবশত) তাহাতে (নির্বিকল্প সমাধিতে) মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অবশিষ্ট থাকে, তবে (জীব) যথাকালে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং গুরুর (অর্থাৎ পরমগুরু নারায়ণের) আজ্ঞানুযায়ী কর্ম করেন। পরন্তু হে কৌন্তেয়! মুমুক্ষু এই প্রকারে পূর্বোক্ত যথার্থ জ্ঞান দ্বারা গুণার্থী (মোক্ষ গুণার্থী বা প্রাকৃত গুণত্যাগার্থী) হইয়া অল্পকালের মধ্যে (দেহপাত হইলে পরম) শান্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন।' এইখানে প্রথমে জীবন্মুক্তি, পরে বিদেহ মুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর ভীষ্ম বলেন, "হে রাজন্! মহাপ্রাজ্ঞ সাংখ্যগণ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! এই (সাংখ্য) জ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই। ইহাতে তোমার যেন সংশয় না হয়। সাংখ্য-জ্ঞানকেই পরম জ্ঞান মনে করা হয়। "অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম

১। ১২।৩০১।৯৬-৭ ২। ১২।৩০১।৯৮-৯

সনাতনম্ ॥" "উহাকে ধ্রুব অক্ষর এবং সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম বলা হয়।"[১] "মনীষিগণ তাঁহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, কূটস্থ নিত্য, নির্দ্বন্দ্ব ও শাশ্বত কর্তা বলেন। তাঁহা হইতে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। শাস্ত্রসমূহ, পরমর্ষিগণ, সমস্ত ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ, তথা শমবিদ্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরম ব্রহ্মণ্য দেব, অনন্ত এবং পরম অচ্যুত বলেন। গুণবুদ্ধি বিপ্রগণ, তাঁহার প্রার্থনা ও স্তুতি করেন। সম্যক্‌যুক্ত যোগিগণ এবং অমিতদর্শন সাংখ্যগণও সেই প্রকার বলেন।"[২] অতঃপর সাংখ্যজ্ঞানের অতীব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

"অমূর্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্তিরিতি শ্রুতিঃ।
অভিজ্ঞানানি তস্যাহুর্মতং হি ভারতর্ষভ ॥[৩]

'শ্রুতি বলেন, সাংখ্য অমূর্ত পরমাত্মার মূর্তিবিশেষ। অভিজ্ঞানসমূহ তাহারই। সম্পূর্ণ সাংখ্য মহাত্মা নারায়ণই ধারণ করেন.[৪]

এই বিবৃতি হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে সাংখ্যমত ও যোগমত উভয়ত্রই ব্রহ্মবাদ পরিগৃহীত হয়। তবে দেখা যায়, যোগীর লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নারায়ণ প্রাপ্তি, আর সাংখ্যের লক্ষ্য তাহারও উর্ধ্বে নির্গুণ পরমাত্মা প্রাপ্তি। যোগের ইষ্ট ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি, ঈশ্বরত্বলাভ।[৫] অপরপক্ষে, সাংখ্য মনে করেন যে ঐশ্বর্য নশ্বর। কেননা, শাস্ত্রে দেখা যায় সপ্তর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি এবং সূর্য সদৃশ মহান ব্রহ্মর্ষিগণ ও কালবশে ঐশ্বর্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন।[৬] সেইহেতু সাংখ্যবাদিগণ ঐশ্বর্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। ঐ কারণেই যোগিগণ তাঁহাদের প্রতি 'অনীশ্বর' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।[৭] যোগের প্রধান অঙ্গ ধ্যান, ধারণ ও সমাধি। আর সাংখ্য-মতানুযায়িগণ, জ্ঞান দ্বারা সমস্ত বিষয়কে দোষযুক্ত জানিয়া,[৮] জ্ঞানরূপী

১। ১২।৩০১।১০০-১০১ ২। ১২।৩০১।১০২-১০৫ ৩। ১২।৩০১।১০৬

৪। "সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং
মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নং চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা
নারায়ণো ধারয়তেঽপ্রমেয়ম্ ॥" —(১২।৩০১।১১৪)

৫। ১২।৩০০।২৪-৮, ৫৮-৬১ দ্রষ্টব্য ৬। ১২।৩০১।২৮-৩০ দ্রষ্টব্য

৭। রাজা করালজনক মহর্ষি বশিষ্ঠকে বলেন যে তিনি "অনীশ্বর, তথা, অনাময়, অদেহ, অজর, অতীন্দ্রিয় ও নিত্য মোক্ষ কামনা করেন।" (১২।৩০১।১০)

৮। "জ্ঞানেন পরিসংখ্যায় সদোষান্ বিষয়ান্"—(১২।৩০১।৫.১); আরও দ্রষ্টব্য, ৩০১।৫.২—১৬, ২৪-৫৮।

শাস্ত্র এবং তপঃরূপী দণ্ড দ্বারা সত্ত্বাদি গুণ এবং তদুৎপন্ন সমস্ত বিষয় সম্বন্ধ ছেদন করত সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হন।[১] তাঁহাদের নিষ্ঠা তত্ত্বপ্রবিলাপনে।[২] সিদ্ধ যতিগণ জ্ঞানযান দ্বারা (সংসারসমুদ্র) উত্তীর্ণ হন।[৩]

ভীষ্ম বলিয়াছেন, যোগমতানুযায়িগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী, আর সাংখ্যমতানুযায়িগণ শাস্ত্র প্রমাণবাদী।[৪] উক্ত শাস্ত্র শ্রুতি মনে হয়, কেননা, দুই স্থলে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে সাংখ্যবাদিগণ শ্রুতি হইতে মোক্ষের দুর্লভত্ব জানেন।[৫] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে সাংখ্যমতানুসারে সংসারসমুদ্রে "বেদান্তগমনদ্বীপং" (বেদান্তগমনরূপী দ্বীপ) আছে।[৬] সাংখ্যজ্ঞানের প্রশংসার্থ ভীষ্ম বলেন বেদে সাংখ্যে ও যোগে যে মহান হইতেও মহত্তর জ্ঞান আছে এবং পুরাণেতিহাসাদিতেও যে জ্ঞান দৃষ্ট হয়,—তৎসমস্তই সাংখ্যজ্ঞান হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।[৭] তাহাতে অন্তত ইহা প্রতিপন্ন হয় যে সাংখ্যমত শ্রুতিবিরোধী নহে, বরং শ্রুত্যনুযায়ীই। পূর্বে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সাংখ্যমতের বিবরণ হইতেও তাহা সমর্থিত হয়।

অধুনা প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে ভীষ্মোক্ত সাংখ্যমতের বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাই টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ভীষ্মোক্ত 'সাংখ্য' নামের অর্থ ঐকাত্ম্যজ্ঞানই, কপিলের 'ষষ্টিতন্ত্রে' প্রপঞ্চিত সাংখ্যমত নহে।[৮] 'অপাং ফেনোপমং লোকং" ইত্যাদি বচনে জগতের অসত্যত্ব এবং মুক্তের ব্যক্তিত্বও বিশেষবিজ্ঞানের অভাব প্রতিপাদিত হওয়াতে সিদ্ধ হয় যে উহা অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানই।

১। ১২।৩০১।৬১-৩

২। "জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ কারণৈর্ভাবিতাঃ নৃ শুভাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্ম ইব নভঃ পরম্॥" —(১২।৩০১।১৭)

৩। ১২।৩০১।৭২.১

৪। "প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ।" —(১২।৩০০।৭.১)

৫। "দুর্লভত্বং চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্"— (১২।৩০১।২৬.২,৪০.১)

'শ্রুতি প্রদর্শিত মার্গে মোক্ষের দুর্লভত্ব জানেন'—ঐ উক্তির তাৎপর্য এই প্রকার হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে সাংখ্যমতকে শ্রুতি বিরোধী বলিতে হইবে পরন্তু তাহা সমীচিন হইবে না। ঐখানে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা" ইত্যাদি কঠশ্রুতিকে (১।৩।১৪.২) লক্ষ্য করা হইয়াছে বোধ হয়।

৬। ১২।৩০১।৭১.১ ৭। ১২।৩০১।১০৮-৯

৮। ১২।৩০১।২ শ্লোকের নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি বশিষ্ঠ মিথিলার রাজা করালজনককে সাংখ্যতত্ত্ব, তথা যোগতত্ত্ব, উপদেশ করেন। তিনি প্রথমে বলেন যে যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, বুদ্ধি, মহান্, বিরিঞ্চি ও অজ বলা হয়,[১] তিনি

"সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ।
বিচিত্ররূপং বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ॥"[২]

'সাংখ্যশাস্ত্রে বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে বহুধাত্মক, বিচিত্ররূপ ও বিশ্বাত্মা, (আবার প্রকৃতপক্ষে) এক ও অক্ষর বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।' তাহাতে জানা যায় যে সাংখ্যমত ও যোগমত উভয়েই ব্রহ্মবাদী। তাঁহার পরের বিবৃতি হইতে তাহা আরও দৃঢ় হয়।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ সাংখ্য ও যোগ আচার্যগণের মতে মোক্ষতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] তিনি বলেন,

"যদা ত্বেষ গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে।
তদা স গুণহানৈতং পরমেবানুপশ্যতি॥
যত্তদ্বুদ্ধেঃ পরং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগাশ্চ সর্বশঃ।
বুধ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞমবুদ্ধপরিবর্জনাৎ॥
অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তমগুণং প্রাহুরীশ্বরম্।
নির্গুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ॥
প্রকৃতেশ্চ গুণানাং চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ।
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ॥
যদা প্রবুদ্ধা হ্যব্যক্তমবস্থাজন্মভীরবঃ।
বুধ্যমানং প্রবুধ্যন্তি গময়ন্তি সমং তদা॥"[৪]

"পরন্তু যখন এই (বদ্ধ পুরুষ বা জীব) এই গুণসমূহকে প্রকৃতিরই (আপনার নহে) বলিয়া অবগত হয়, তখন সে গুণসমূহকে পরিত্যাগ করত ঐ পর (স্বরূপকে) দর্শন করে। সাংখ্য ও যোগিগণ, তথা অপর সকলেও[৫], যাহাকে বুদ্ধির পর বলেন, যাহাকে বুধ্যমান এবং অবুদ্ধ পরিবর্জন হেতু মহাপ্রাজ্ঞ বলেন, যাহাকে অপ্রবুদ্ধ, অব্যক্ত, অগুণ ও ঈশ্বর বলেন, যাহাকে

১। ১২।৩০২।১৮ (=ব্রহ্মপু, ২৪০।১৬.২-, ১৭.১)
২। ১২।৩০২।১৯ (=ব্রহ্মপু, ২৪০।১৭.২—১৮.১)
৩। ১২।৩০৫।১৮—
৪। ১২।৩০৫।৩০—৪ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৩১-৫, ঈষৎ পাঠান্তরে)
৫। যথা দ্রষ্টব্য—গীতা, ৩।৪২

নিত্য, নির্গুণ, ঈশ্বর ও অধিষ্ঠিতা বলেন, এবং যাহাকে প্রকৃতি ও গুণসমূহের (অপেক্ষায়) পঞ্চবিংশতম বলেন, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে কুশল এবং পরতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সেই সকল অবগত হন। (বাল্যাদি এবং জাগ্রদাদি) অবস্থা এবং জন্মমৃত্যুভয়ে ভীত প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ যখন অব্যক্ত এবং বুধ্যমানকে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে, তখন সমত্ব লাভ করে।' জীব ও ব্রহ্মের ঐ সমত্ব বা একত্বই[১] জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সম্যক এবং নিদর্শন অর্থাৎ নিশ্চিত দর্শন, আর ভেদ অসম্যক এবং অনিদর্শন। পক্ষান্তরে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভেদই সম্যক্ এবং নিশ্চিত দর্শন, আর অভেদ অসম্যক্ এবং অনিদর্শন। এইরূপে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন।[২] "একত্বকে অক্ষর আর নানাত্বকে ক্ষর বলা হয়। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বনিষ্ঠ এই জীব যখন সম্যক্ (দর্শনে) প্রবৃত্ত হয় (অর্থাৎ তত্ত্বোপলব্ধি করে), তখন একত্বই তাহার দর্শন এবং নানাত্ব অদর্শন হয়।"[৩] অত্রোক্ত একত্ব ও নানাত্ব, ক্ষর ও অক্ষর, বুদ্ধ বা প্রবুদ্ধ, অবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ বা অপ্রতিবুদ্ধ ও বুধ্যমান, প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রকৃতার্থ, জনকের অনুরোধে, মহর্ষি বশিষ্ঠ নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিব।

অনন্তর 'সাংখ্যজ্ঞান' বা 'পরিসংখ্যান দর্শনে'র বিশেষ পরিচয় দিতে গিয়া[৪] বশিষ্ঠ বলেন,[৫] সাংখ্যগণ প্রকৃতিবাদী। তাঁহারা অব্যক্তকে পরা প্রকৃতি বলেন। সৃষ্টিতে প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার

১। মহর্ষি বশিষ্ঠ পরে স্পষ্টত নির্দেশ করিয়াছেন যে তিনি 'একত্ব' অর্থেই 'সমত্ব' বা 'সাম্য' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা, "সাম্যমেকত্বমায়াতো"—(১২।৩০৭।২৭); আরও দ্রষ্টব্য—৩০৭।৩৯

২। "এতন্নিদর্শনং সম্যগসম্যগনিদর্শনম্।
বুধ্যমানাপ্রবুদ্ধানাং পৃথক্ পৃথগরিন্দম॥" —(১২।৩০৫।৩৫) (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৩৬, ঈষৎ পাঠান্তরে)

৩। ১২।৩০৫।৩৬.২—৩৭ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৩৭-২—৩৮)

৪। "সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শনম্।" —(১২।৩০৬।২৬-২) [ব্রহ্মপু, ২৪২।৬৬.২]
"সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যানুদর্শনম্।" —(১২।৩০৬।৪২.১)
"সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম।" —(১২।৩০৭।১.১)
মধ্যেও তিনি এখানে ওখানে সাংখ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা ১২।৩০৬।২৮.২, ৩০,৪৩ দ্রষ্টব্য। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "পরিসংখ্যানং পরিবর্জনং রজ্জুরগবদুত্তরস্য কার্যস্য পূর্বস্মিন্ পূর্বস্মিন্ প্রবিলাপনম্, তেন দর্শনং সাক্ষাৎকারো যস্মিংস্তত্তথা।" (৩০৬।১৬) "পরিসংখ্যা স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ চিদাত্মনি প্রপঞ্চবিলাপনং, তামনুদর্শনং সাক্ষাৎকারং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ।" (৪২)

৫। ১২।৩০৬।২৭

হইতে (সূক্ষ্ম) পঞ্চমহাভূত এবং তাহা হইতে ষোল বিকার (=পঞ্চ স্থূল মহাভূত এবং এগার ইন্দ্রিয়) উৎপন্ন হয়। প্রলয়ে, সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে, প্রতিবস্তু উহার কারণে বিলীন হয়। এই প্রকারে সৃষ্টি ও প্রলয় ক্রম-পরম্পরায় সাগরের তরঙ্গের ন্যায় বরাবর চলিতেছে। ঐ ক্রিয়া আত্মা দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চান্তরাত্মনা॥[১]

'(ঐ তত্ত্বসমূহ) অন্তরাত্মা কর্তৃক (অনুলোমক্রমে) সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রতিলোমক্রমে বিলীন করা হইয়া থাকে।'

"বহুধাঽত্মা প্রকুর্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্।"[২]

"আত্মা প্রসবধর্মী প্রকৃতিকে বহুধা করিয়া থাকে।' পুরুষ ও প্রকৃতি প্রত্যেকেই প্রলয়ে এক এবং সৃষ্টিতে বহু।

"একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ যদাঽসৃজৎ॥
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞানকোবিদৈঃ।
অধিষ্ঠাতারমধ্যক্ষমস্যাঽপ্যেতন্নিদর্শনম্॥
একত্বং চ বহুত্বং চ প্রকৃতেরর্থতত্ত্ববান্।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বং চ প্রবর্তনাৎ॥"[৩]

'ইহার (পুরুষের) প্রলয়কালে একত্ব এবং যখন সৃষ্টি করে, তখন বহুত্ব (হইয়া থাকে)। হে রাজেন্দ্র! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অধিষ্ঠাতা (পুরুষকে) এই প্রকারই বলিয়া জানা উচিত। উহার (প্রকৃতিরও) নিদর্শন তদ্রূপই। যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতিরও একত্ব এবং বহুত্ব (সেই প্রকারই, অর্থাৎ)—প্রলয়ে উহার একত্ব এবং সৃষ্টিতে বহুত্ব (বলিয়া থাকেন)।' পরন্তু প্রকৃতির বহুভবন যদ্রূপ, পুরুষের বহুভবন তদ্রূপ নহে। কেননা, আত্মা প্রসবাত্মিকা প্রকৃতিকে বহু করিয়া থাকেন। তখন উহা 'ক্ষেত্র' হয়। পঞ্চবিংশতিতম মহানাত্মা ঐ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয় ("অধিতিষ্ঠতি")। ক্ষেত্র-

১। ১২।৩০৬।৩১.২ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৭১.২)
২। ১২।৩০৬।৩৮.১ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৭৬.১)
৩। ১২।৩০৬।৩৩.২—৩৫ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৭৩-২—৭৫, ঈষৎ পাঠান্তরে)

সমূহে অধিষ্ঠান হেতু উহাকে 'অধিষ্ঠাতা' বলা হয়।[১] অব্যক্ত ক্ষেত্রকে জানে বলিয়া উহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হয়। প্রাকৃত ক্ষেত্রে (বা পুরে) প্রবেশ (করিয়া শয়ন) করে বলিয়া, উহাকে পুরুষ বলা হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। অব্যক্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান, স্বত্ব (=বুদ্ধি) ও ঈশ্বর, আর পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞেয় ও অনীশ্বর। পুরুষ বস্তুত অতত্ত্ব হইলেও অপর তত্ত্বসমূহের সম্পর্কে উহাকে তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে।[২] "পঞ্চবিংশ (পুরুষ) অপ্রকৃত্যাত্মা (অর্থাৎ প্রকৃতি বিরহিত) হইলেও (প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হেতু) 'বুধ্যমান' (জীব) বলিয়া কথিত হয়। পরন্তু যখন আপনাকে অবগত হয়, তখন কেবল হয়।"[৩] "যাঁহারা ইহা (উপরে বিবৃত সম্যগ্‌দর্শন) বিশেষরূপে জানে, তাঁহারা পুন সাম্যতা প্রাপ্ত হয়।"[৪] তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। কেননা তাঁহারা "অক্ষরভাব" প্রাপ্ত হয়।

"পশ্যেরন্নৈকমতয়ো ন সম্যক্তেষু দর্শন।
তে ব্যক্তং প্রতিপদ্যন্তে পুনঃ পুনররিন্দম॥
সর্বমেতদ্বিজানন্তো ন সর্বস্য প্রবোধনাৎ।
ব্যক্তীভূতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তস্য বশবর্তিনঃ॥
সর্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্বঃ পঞ্চবিংশকঃ।
য এনমভিজানন্তি ন ভয়ং তেষু বিদ্যতে॥"[৫]

'হে অরিন্দম। যাহারা একমতি (বা একত্বদর্শী) নহে, (পরন্তু নানাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে) দর্শন করে, তাহাদিগের সম্যক্‌দর্শন নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত (জগৎকে) প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা ঐ সমস্ত তত্ত্ব জানে, সর্বের (জগতের) জ্ঞান হেতু তাহারা ব্যক্তীভূত এবং ব্যক্ত (জগতের) বশীভূত হয় না। সর্ব অব্যক্ত এবং পঞ্চবিংশক অসর্ব বলিয়া কথিত হয়। যাহারা ইহা জানে তাহারা অভয় হয়।"

১। "তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি॥
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ।
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্॥" —(১২।৩০৬।৩৬-২—৩৭) (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৭৬-২—৭৭)

২। ১২।৩০৬।৪১,৪৪ (=ব্রহ্মপু, ৮১, ৮৪) ৩। ১২।৩০৬।৪৪ (=ব্রহ্মপু, ২ ২।৮৪)

৪। ১২।৩০৬।৪৫.২ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৮৫-২)

৫। ১২।৩০৬।৪৮—৫০ (=ব্রহ্মপু, ২৪২।৮৮—৯০, ঈষৎ পাঠান্তরে)

বশিষ্ঠ বলেন, সাংখ্যবাদী ঋষিগণের মতে, সৃষ্টিপ্রলয়ধর্মী অব্যক্ত অবিদ্যা এবং সৃষ্টিপ্রলয়রহিত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষ বিদ্যা।[১] তাঁহারা আপেক্ষিক দৃষ্টিতেও 'বিদ্যা' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা, জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়ের বিদ্যা, রূপ রসাদি বিশেষসমূহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিদ্যা, মন ঐ বিশেষসমূহের বিদ্যা, পঞ্চভূত মনের বিদ্যা, অহঙ্কার পঞ্চভূতের বিদ্যা, বুদ্ধি (বা মহতত্ত্ব) অহঙ্কারের বিদ্যা, অব্যক্ত বা প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্বসমূহের বিদ্যা এবং পঞ্চবিংশক অব্যক্তের পরম বিদ্যা।[২] এইরূপে দেখা যায়, কারণ কার্যের বিদ্যা। 'জ্ঞেয় এবং 'জ্ঞান' সংজ্ঞাও সেই প্রকার সাপেক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হয় যে ("উক্তং") সর্বজ্ঞানের জ্ঞেয় সর্ব বা অব্যক্ত, আবার অব্যক্ত জ্ঞান এবং পঞ্চবিংশ পুরুষ জ্ঞেয়, তথা বিজ্ঞাতা।[৩]

অনন্তর তিনি বলেন,[৪] অব্যক্ত ও পুরুষ উভয়েই ক্ষর এবং উভয়েই অক্ষর। তাহার যথার্থ কারণ এই, জ্ঞানচিন্তকগণ উভয়কেই অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর এবং তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। অব্যক্ত সৃষ্টিপ্রলয়ধর্মী। সৃষ্টি ও প্রলয় ক্রম পরম্পরায় বারম্বার হইতেছে। ঐ প্রবাহের উচ্ছেদ হয় না। ঐ দৃষ্টিতে অব্যক্তকে অক্ষর বলা হয়। অব্যক্তের মহদাদি সর্গ পুরুষ সাপেক্ষ। চেতন পুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারে না, আর প্রকৃতিরূপ উপাদান ব্যতীত পুরুষ জগৎসৃষ্টি করিতে পারে না। সৃষ্টির অধিষ্ঠান হিসাবে পুরুষকে 'ক্ষেত্র' বলা হয়। সুতরাং সৃষ্টিতে পরস্পরের সাপেক্ষতা আছে। অতএব অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া পুরুষও অক্ষর। যখন যোগী সমস্ত গুণজাল "অব্যক্তাত্মায়" প্রতিসংহৃত করেন, তখন পঞ্চবিংশ" অর্থাৎ জীবও বিলীন হয়। গুণজাল গুণে বিলীন হয়। তখন প্রকৃতি একা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞও যখন উহার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ শুদ্ধ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বে) সম্যক্ প্রলীন হয়, তখন গুণসংশ্রিতা প্রকৃতি ক্ষর হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। ক্ষেত্রজ্ঞানের পরিক্ষয়ে গুণসমূহে অপ্রবর্তন হেতু পুরুষও তখন নির্গুণ। অতএব এই দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই ক্ষর। ক্ষেত্রজ্ঞানের পরিক্ষয়েই

১। ১২।৩০৭।২
২। ১২।৩০৭।৪—৮-১ (=ব্রহ্মপু, ২৪৫।৪—৮-১)
৩। ১২।৩০৭।৮-২—৯ (=ব্রহ্মপু, ২৪৩।৮.২-৪)
৪। ১২।৩০৭।১১—(=ব্রহ্মপু, ২৪৫।১১—)

যে পঞ্চবিংশ ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গুণ হয় তাহা নহে, উহা স্বভাবতই নির্গুণ বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।[১] যখন উহা ক্ষর হয় অর্থাৎ জীবভাব প্রাপ্ত হয়, তখনও উহা প্রকৃতিরই গুণবত্তা এবং আত্মার নির্গুণত্ব জানিতে পারে। এইরূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জানিয়া, প্রকৃতিকে পরিবর্জন করত বিশুদ্ধ হয়।

"তদৈষ তত্ত্বতামেতি ন চাপি মিশ্রতাং ব্রজেৎ।
প্রকৃত্যা চৈব রাজেন্দ্র মিশ্রো হন্যশ্চ দৃশ্যতে॥
যদা তু গুণজালং তৎপ্রাকৃতং বৈ জগুপ্সতে।
পশ্যতে চ পরং পশ্যং তদা পশ্যন্ন সংত্যজেৎ॥[২]

'এই জীব তখন তত্ত্বতা প্রাপ্ত হয়, মিশ্রতা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! ইহা নিশ্চিত যে প্রকৃতির সহিত (সম্বন্ধবশতই) পুরুষ মিশ্র অথবা অন্য (অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন) বলিয়া দৃষ্ট হয়। পরন্তু জীব যখন প্রকৃতি ও উহার গুণজালকে ঘৃণা করে, তখন পরম পশ্য (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে) দর্শন করে এবং তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে আর পরিত্যাগ করে না।' জ্ঞানোদয়ে জীব বুঝিতে পারে যে অজ্ঞানবশত ("অজ্ঞানাৎ") মোহগ্রস্ত হইয়া ("মোহাৎ") প্রকৃতির অনুসরণ করত সে এতকাল নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছে।[৩]

"অয়মত্র ভবেদ্বন্ধুরনেন সহ মে ক্ষেমম্।
সাম্যমেকত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্॥
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোঽহমনেন বৈ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা॥"[৪]

১। "যদা তু গুণজালং তদব্যক্তাত্মনি সংক্ষিপেৎ।
তদা সহ গুণৈস্তেস্তু পঞ্চবিংশো বিলীয়তে॥
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি যদা তাত তৎ ক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে॥
তদা ক্ষরত্বং প্রকৃতির্গচ্ছতি গুণসংশ্রিতা।
নির্গুণত্বং চ বৈদেহ গুণেষপ্রতিবর্তনাৎ॥
এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞো ক্ষেত্রজ্ঞান পরিক্ষয়ে।
প্রকৃত্যা নির্গুণস্ত্বেষ ইত্যেবমনুশুশ্রম॥" —(১২।৩০৭।১৫-৮),—(=ব্রহ্মপু, ২৪৩।১৫-৮, কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)   ২। ১২।৩০৭।২১-২

৩। জ্ঞানী জীবের বিলাপ মহর্ষি বশিষ্ঠ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (১২।৩০৭।২৮-৩১)   ৪। ১২।৩০৭।২৭-৮ (=ব্রহ্মপু, ২৪৩।২৭-৮ ঈষৎ পাঠান্তরে)

'ইনিই (পরমাত্মাই) আমার বন্ধু এবং ইহার সহিত (বন্ধুতা করিতে) আমার সামর্থ্য আছে। আমি ইহার সহিত সাম্য বা একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। (ইনি) যাদৃশ, আমি তাদৃশ হইয়াছি। ইহার সহিতই আমার তুল্যতা দেখিতেছি। আমি নিশ্চয়ই ইহার সদৃশ। ইনি বিমল। আমিও তদৃশ। ইহা সুস্পষ্ট,' ইত্যাদি। পরিশেষে বশিষ্ঠ বলেন, এই প্রকারে পরম সংবোধ হেতু অনুবুদ্ধবান্ পঞ্চবিংশ (জীব) ক্ষরকে পরিত্যাগ করত অনাময় অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়। পুরুষ (বস্তুত) অব্যক্ত হইয়া ব্যক্তধর্মী এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইয়াছিল। হে মৈথিল! পরম নির্গুণকে দর্শন করত সে তাদৃশই হয়।"[১]

বশিষ্ঠ বলেন,[২] বুদ্ধ ও অবুদ্ধ (তথা বুধ্যমান) বিভাগ গুণজ ("গুণবিধিং")। গুণ দ্বারা পরমাত্মা

"আত্মানং বহুধা কৃত্বা তান্যেব প্রবিচক্ষতে॥"[৩]

'আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া সেগুলিকে দেখিতে থাকেন।' এইরূপে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা অবুদ্ধ এবং বুধ্যমান জীব হয়। বুধ্যমান (ব্যষ্টি জীব) বিকারশীল। কেননা, উহা ঐ আত্মতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া গুণসমূহকে আপন বলিয়া ধারণ করে, ক্রমাগত সৃষ্টি ও লয় করিতে থাকে। এইরূপে উহা "ক্রীড়ার্থ" অজস্র বিকারগ্রস্ত হয়।

"অব্যক্তবোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদন্ত্যপি॥"[৪]

'অব্যক্তকে (অর্থাৎ অব্যক্ত পরমাত্মাকে, তথা অব্যক্ত প্রকৃতি ও তাহা হইতে উৎপন্ন জগৎপ্রপঞ্চকে) বুঝিতে সমর্থ বলিয়াও উহাকে 'বুধ্যমান' বলা হয়।' পরন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি সগুণ কিম্বা নির্গুণকে কদাচিৎ বুঝিতে সমর্থ নহে। সেইহেতু তাহাকে 'অপ্রতিবুদ্ধ' বলা হয়। শ্রুতিতে আছে, যদি অব্যক্ত প্রকৃতি পঞ্চবিংশতিতম জীবকে জানিতে পারে, তবে উহা বুধ্যমান জীবই হয়।

মহর্ষি বশিষ্ঠ আরও বলেন,[৫] ষড়্‌বিংশ বা ব্রহ্ম বিমল, বুদ্ধ (বা জ্ঞানস্বরূপ), অপ্রমেয় এবং সনাতন। উহা স্বস্বভাবে থাকিয়াই ("স্বভাবেন") অর্থাৎ

১। ১২।৩০৭।৪০—৪১ (=ব্রহ্মপু, ২৪৩।৪০-১) ২। ১২।৩০৮।১—

৩। ১২।৩০৮।১-২ (=ব্রহ্মপু, ২৪৪।১-২, 'তন্যেব' স্থলে 'নান্যেব' পাঠান্তরে)

৪। ১২।৩০৮।৩.২ (=ব্রহ্মপু, ২৪৪।৩.২); আরও দ্রষ্টব্য—১২।৩০৮।৬

৫। ১২।৩০৮।৭—৮

স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন বিনাই দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্ববস্তুর অনুগত আছে, পরন্তু উহা কেবল। উহা অব্যক্ত।

"কেবলং পঞ্চবিংশং চ চতুর্বিংশং ন পশ্যতি।
বুধ্যমানো যদাঽত্মানমন্যোঽহমিতি মন্যতে॥
তদা প্রকৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্তলোচনঃ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিমলামমলাং যদা॥
ষড়্‌বিংশো রাজশার্দুল তথা বুদ্ধত্বমাব্রজেৎ।
ততস্ত্যজতি সোঽব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি বৈ॥
"নির্গুণঃ প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্মাঽসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ॥"[১]

'যখন বুধ্যমান (জীব) উপলব্ধি করে যে 'আমি অন্যই' (অর্থাৎ জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন পরব্রহ্মই) তখন সে কেবল হয়, পঞ্চবিংশ (জীব) ও চতুর্বিংশকে, তথা তজ্জাত জগৎকে দেখে না। যখন ঐ (বুধ্যমান) বিমল ও অমল পরাজ্ঞান লাভ করে, তখন অব্যক্ত ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। হে রাজশার্দুল! এই প্রকারে ষড়্‌বিংশ বুদ্ধত্ব লাভ করে এবং সর্গপ্রলয়ধর্মী অব্যক্তকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করে। যখন (বুধ্যমান জীব) গুণময়ী অচেতন প্রকৃতিকে জানে, তখন সে নির্গুণ হয়। অনন্তর ব্রহ্মদর্শন হেতু সে কেবলধর্মী হয়।'

"ষড়্‌বিংশোঽহমিতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমানোঽজরামরঃ।
কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্॥
ষড়্‌বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোঽপ্যবুদ্ধিমান্।
এতন্নানাত্বমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ॥
চেতনেন সমেতস্য পঞ্চবিংশতিকস্য হ।
একত্বং বৈ ভবত্যস্য যদা বুদ্ধ্যা ন বুধ্যতে॥"[২]

'আমি অজর ও অমর ষড়্‌বিংশই (ব্রহ্মই),' এই ভাবনাপরায়ণ প্রাজ্ঞ কেবল (সেই ভাবনা) বলেই (অপর কোন সাধন ব্যতীতই) সমতা (অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব) লাভ করে। তাহাতে কোন সংশয় নাই। (পরন্তু যাহার

১। ১২।৩০৮।৯-১২ (=ব্রহ্মপু, ২৪৪।১০-৩, কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)
২। ১২।৩০৮।১৭-৮ (-ব্রহ্মপু, ২৪৪।১৭-৮, ঈষৎ পাঠান্তরে)

প্রারব্ধ ভোগ এখনও বাকী আছে, সেই) বুধ্যমান ব্রহ্মভাবে প্রবুদ্ধ হইলেও অবুদ্ধিমান (অর্থাৎ ব্রহ্ম, জীব ও জগতের ভেদ দর্শন) করিয়া থাকে। ইহাকেই সাংখ্যশ্রুতির নিদর্শনে[১] নানাত্ব বলা হইয়াছে। আর যখন চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্ত পঞ্চবিংশের (আপন ব্যক্তিত্বের কিম্বা জগতের) বোধ বুদ্ধিতে থাকে না, তখন তাহার নিশ্চয়ই একত্ব লাভ হয়।'

মহর্ষি বশিষ্ঠের এই বিবৃতি হইতে জানা যায়, সাংখ্যমতে, জ্ঞানোদয়ে জীব ষড়্‌বিংশ ব্রহ্মই হয়। পূর্বে একাধিক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে সাংখ্যশাস্ত্রে পঁচিশের অধিক কোন তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না।[২] তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন যে সাংখ্যমতে তত্ত্ব সংখ্যা চব্বিশ, পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ নিস্তত্ত্ব।[৩] এইসকল উক্তির সমন্বয় এই প্রকারে হইতে পারে যে, যেমন মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, সাংখ্যমতে তত্ত্বসংখ্যা বস্তুত ২৪[৪], ২৫তম পুরুষ প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব না হইলেও তত্ত্বসংশ্রয়ণ হেতু উহাকে তত্ত্ব বলা হয়।[৫] ২৫তম তত্ত্বের দুই ভাব—এক ব্রহ্মভাব, অপর জীবভাব। উহারা বস্তুত ভিন্ন নহে, কেননা, ব্রহ্মই জীব সাজিয়াছেন।[৬] পরমার্থ বা বস্তু দৃষ্টে ব্রহ্ম ও জীবকে এক ধরিয়া তিনি কখন কখন উহাকে ২৫তম তত্ত্ব বলিয়াছেন এবং ভাব দৃষ্টে পৃথক গণনা করত তিনি ব্রহ্মকে ২৬তম তত্ত্ব এবং জীবকে ২৫তম তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাই কখন কখন তিনি জীবকে 'ষড়্‌বিংশ'ও বলিয়াছেন।[৭] আবার কখন কখন ব্রহ্মকে পঞ্চবিংশতিতম বলিয়াছেন।[৮] মুক্তিকে তিনি ব্রহ্মভবন ও স্বরূপপ্রাপ্তি উভয়ই বলিয়াছেন। তাহাতে সিদ্ধ হয় জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত ভিন্ন নহে। জীব যখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বা ব্রহ্ম হয়, তখন

১। মূলের 'সাংখ্যশ্রুতি' শব্দের অর্থ টীকাকার মনে করেন 'সাংখ্যশাস্ত্র ও শ্রুতি'। উহার অর্থ 'সাংখ্যবিষয়ক শ্রুতি'ও হইতে পারে মনে হয়।

২। "পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানাং তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥" —(১২।৩০৭।৪৭)
(=ব্রহ্মপু, ২৪৩।৪৭ 'ন' স্থলে 'চ' পাঠান্তরে, উহা ভুল)। আরও দ্রষ্টব্য—১২।৩০৮।১৪

৩। ১২।৩০৬।৪৩

৪। ১২।৩০৬।২৯-৩০

৫। ১২।৩০২।৩৮ ; ৩০৬।৪১

৬। ১২।৩০২।৩৮—

৭। ১২।৩০৮।১১

৮। "পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্ব তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ ॥" —(১২।৩০২।৩৮)
আরও দ্রষ্টব্য— ১২।৩০৫।৩৭

তাহার জীবভাব অবশ্যই থাকে না। মুক্ত জীব জগৎও দেখে না। তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে "তখন সে কেবল হয়, পঞ্চবিংশ (জীব) ও চতুর্বিংশকে (প্রকৃতিকে তথা তজ্জাত জগৎকে) দেখে না।" "চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্ত পঞ্চবিংশের (আপন ব্যক্তিত্বের কিম্বা জগতের) বোধ থাকে না।"

"চতুর্বিংশমসারং চ ষড়্বিংশস্য প্রবোধনাৎ।"[১]

'ষড়্বিংশের প্রকৃষ্টরূপে বোধ হইলে চতুর্বিংশ অসার (মনে হয়)।' ব্রহ্ম এক এবং জীব বহু। একই ব্রহ্ম বহু শরীরোপাধিতে উপহিত হইয়া বহু সাজিয়াছেন। তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে একই পঞ্চবিংশ বহু ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা,[২] বহু দেহে বর্তমান।[৩] দেহসমূহ সৃষ্টির পরে উৎপন্ন। সুতরাং জীব বহুত্ব সৃষ্টির পরে উৎপন্ন। তাই বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে পুরুষ প্রলয়কালে এক এবং সৃষ্টিকালে বহু হয়। ব্রহ্মের একত্ব এবং জীবের বহুত্ব সম্বন্ধে তিনি উডুম্বর ও মশক এবং জল ও মৎস্যের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।[৪] ঐ সকল দৃষ্টান্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই দেওয়া হইয়াছে বলিতে হইবে। অন্যথা বলিতে হয় যে জীব ব্রহ্ম হইতে বস্তুত ভিন্ন। পরন্তু তাহা হইলে মোক্ষে জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না এবং মুক্তিকে স্বরূপ প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না।

(৩)

পরমর্ষি ব্যাস শুকদেবকে সাংখ্যদর্শনোক্ত অব্যক্তময়ী ব্যক্তময়ী বিদ্যা ব্যাখ্যা করেন।[৫] সাংখ্য মতে, তথা যোগমতে, পঁচিশ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিশেষত্ব এই যে যাহা জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু—এই চারি লক্ষণযুক্ত তাহাকে 'ব্যক্ত' বলা হয়, আর যাহা উহার বিপরীত অর্থাৎ জন্মাদি রহিত উহাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়। অতঃপর ব্যাস বলেন,

"দ্বাবাত্মানৌ চ বেদেষু সিদ্ধান্তেষপ্যুদাহৃতৌ॥
চতুর্লক্ষণজং ত্বাদ্যং চতুর্বর্গং প্রচক্ষতে।

১। ১২।৩০৮।২১.১ ২। ১২।৩০৬।৩৬.১—৩৭, পূর্বে পৃষ্ঠার পাদটীকা
৩। "পঞ্চবিংশতিকস্তাস্তু যোঽয়ং দেহেষু বর্ততে।" —(১২।৩০৮।২৫.১)
৪। ১২।৩০৮।২৩ ৫। ১২।২৩৬।২৮—

ব্যক্তমব্যক্তজং চৈব তথা বুদ্ধমচেতনম্।
সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেতদ্দ্বয়মপ্যনুদর্শিতম্॥
দ্বাবাত্মানৌ চ বেদেষু বিষয়েষ্বনুরজ্যতঃ।
বিষয়াৎ প্রতিসংহারঃ সাংখ্যানাং বিদ্ধি লক্ষণম্॥"[১]

'বেদসমূহে এবং সিদ্ধান্তসমূহে আত্মা দুইটি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তন্মধ্যে প্রথমটি (জন্মাদি) চারি লক্ষণযুক্ত এবং (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই) চতুর্বর্গ-প্রার্থী। ব্যক্ত (আত্মা) অব্যক্তজই এবং উহা বুদ্ধ ও অচেতন। (এইরূপে) সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই অনুদর্শিত হইয়াছে। বেদে (উক্ত হইয়াছে) ঐ আত্মাদ্বয় বিষয়ে অনুরক্ত হয়। বিষয় হইতে প্রতিসংহারই সাংখ্যদিগের লক্ষণ।' অনন্তর তিনি প্রকৃত সাংখ্যের লক্ষণ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সাংখ্য নির্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, ছিন্নসংশয়, ইত্যাদি হয়।[২] ঐ প্রকার সাংখ্য বিমুক্ত হয়।[৩]

"সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ততে।"[৪]

"সর্বভূতে সম (দৃষ্টিসম্পন্ন) হয় এবং ব্রহ্মার সমীপবর্তী হয়।'[৫]

এই সাংখ্যমত অবশ্যই ব্রহ্মবাদই। প্রকৃত সাংখ্য ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করে বলাতে তাহা সিদ্ধ হয়। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, উহা বেদান্তমত বা ঔপনিষদ্ মত।[৬] পরন্তু প্রকরণ দৃষ্টে তাহা সন্দেহাত্মক মনে হয়। তবে উহা সত্যই সাংখ্য-বেদান্ত মত।

ব্যাস বলেন, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। সমস্ত প্রাণীর শরীরে উহারা বর্তমান। পৃথিবী হইতে দেহ (অর্থাৎ অস্থিমাংসাদি কঠিন পদার্থ), জল হইতে স্নেহ, অগ্নি হইতে নেত্রদ্বয়, বায়ু হইতে পঞ্চপ্রাণ এবং আকাশ হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ অবকাশ হয়। প্রাণীর পাদে বিষ্ণু, বাহুতে ইন্দ্র, কোষ্ঠে বুভুক্ষু অগ্নি, কর্ণে শ্রোত্ররূপে দিক্‌সমূহ এবং জিহ্বায় বাক্‌রূপে সরস্বতী বর্তমান।[৭] চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। উহাদের দ্বারা

১। ১২।২৩৬।৩১.২—৩৩   ২। ১২।২৩৬।৩৪-৯
৩। ১২।২৩৬।৩৯.২   ৪। ১২।২৩৬।৩৬,১
৫। পরেও আছে, "এবং ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্মাণং চাধিগচ্ছতি॥" —(১২।২৩৬।৪১-২)
৬। যথা, তিনি লিখিয়াছেন,—"সাংখ্যে বেদান্ত বিচারে" (১২।২৩৬।২৯ টীকা), "সাংখ্যানামৌপনিষদানাং" (১২।২৩৬।৩৩ টীকা)
৭। টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে এই উক্তি দ্বারা পরমর্ষি ব্যাস যোগমতের

প্রাণী বিষয় গ্রহণ করে। রূপশব্দাদি উহাদের পঞ্চবিষয় উহাদের হইতে নিত্য স্বতন্ত্র। মন ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়মন করে, আর হৃদয়াশ্রিত বুদ্ধি[১] মনকে নিয়মন করে। ইন্দ্রিয়, (সংস্কাররূপে) ইন্দ্রিয়ের বিষয়, স্বভাব (=শীতোষ্ণাদি ধর্ম), চেতনা (=বুদ্ধিবৃত্তি), মন, প্রাণ এবং জীব দেহীদিগের দেহে নিত্য বর্তমান। বুদ্ধির আশ্রয় (দেহ বস্তুত) নাই। (সুতরাং দেহ বুদ্ধির আশ্রয় নহে)। আত্মাও বুদ্ধির আশ্রয় নহে। গুণসমূহই (অর্থাৎ তদাত্মিকা প্রকৃতিই) শব্দমাত্র রূপ বুদ্ধির আশ্রয়। বাসনা বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে। পরন্তু উহা কিছুতেই গুণসমূহকে সৃষ্টি করিতে পারে না।[২] আত্মা ইন্দ্রিয়াদি ষোল গুণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই দেহে বাস করে। মহান্ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।[৩]

"অশব্দস্পর্শরূপং তদরসগন্ধমব্যয়ম্
অশরীরং শরীরেষু নিরীক্ষেত নিরিন্দ্রিয়ম্॥
অব্যক্তং সর্বদেহেষু মর্ত্যেষু পরমাশ্রিতম্।"[৪]

আত্মবাদ হইতে সাংখ্যমতের আত্মবাদের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যোগমতে আত্মা সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা, পরন্তু কর্তা নহে। সাংখ্যমতে আত্মা কর্তা বা ভোক্তা কিছুই নহে। বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবতা জীবদেহের অঙ্গে থাকিয়া বিভিন্ন ক্রিয়া করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা অবিদ্যাবশতই তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে আপন বলিয়া অভিমান করিতেছে। বস্তুত আত্মা কর্তাও নহে, ভোক্তাও নহে।

১। মূলে 'ভূতাত্মা' শব্দ আছে। আত্মা কর্তা নহে। সুতরাং মনকে নিয়মন করিতে পারে না। বস্তুত বুদ্ধিই মনকে নিয়মন করে। বুদ্ধি আত্মার উপাধি। সেইহেতু নীলকণ্ঠ বলেন, বুদ্ধিকে 'ভূতাত্মা' বলা হইয়াছে।

২। মূল শ্লোক এই—

"আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য গুণাঃ শব্দো ন চেতনা।
সত্ত্বং হি তেজঃ সৃজতি ন গুণান্ বৈ কথঞ্চন॥" —(১২।২৩৯।১৪)

উহার অর্থ অতি কঠিন। প্রথম পাঠের আক্ষরিক অর্থ—'সত্ত্বের আশ্রয় নাই।' উহার তাৎপর্য ইহা হইতে পারে না যে সত্ত্ব বা বুদ্ধি আশ্রয় রহিত। কেননা, উহা অসম্ভব। সুতরাং উহার তাৎপর্য টীকাকার নীলকণ্ঠ এই বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন—সত্ত্বের যাহা আশ্রয় সেই দেহ বস্তুত নাই; দৃশ্যমান দেহ প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদেহের তুল্য প্রতিভান মাত্র। তখন প্রশ্ন হইবে দেহের বাস্তব সত্তা যদি না থাকে, তবে বুদ্ধির প্রকৃত আশ্রয় কি। বলা হইয়াছে গুণত্রয় অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতিই স্ববিকার "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" এই শ্রুতি মতে বুদ্ধির আশ্রয়। চেতনা বা আত্মা অসঙ্গ ও নির্বিকার। সুতরাং উহাকে বুদ্ধির আশ্রয় বলা যাইতে পারে না। কেহ শঙ্কা করিতে পারে যে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয়কে বুদ্ধির আশ্রয় না বলিয়া, বুদ্ধির ধর্ম বলা যায় না কি? উহা নিরাসার্থ বলা হইয়াছে যে বুদ্ধি তেজ বা অনাদি বাসনা হইতে উৎপন্ন। গুণত্রয় তেজোৎপন্ন নহে, উহাদের হইতে স্বতন্ত্র। অতএব গুণসমূহই বুদ্ধির আশ্রয়।

৩। ১২।২৩৯।১৬.১ ৪। ১২।২৩৯।১৭—১৮,১

'উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়) নহে। উহা অব্যয়। উহার ইন্দ্রিয় ও শরীর নাই। (অথবা উহা ইন্দ্রিয় ও শরীর নহে)। তথাপি শরীরসমূহের অভ্যন্তরেই উহা দৃষ্ট হয়। অব্যক্ত ও পরম উহা মরণশীল সমস্ত প্রাণীর শরীরেই বাস করে।'

"স হি সর্বেষু ভূতেষু জঙ্গমেষু ধ্রুবেষু চ
বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সর্বমিদং ততম্॥"[১]

'একই মহান আত্মা স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতে অবস্থিত। এই সমস্ত জগৎ তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত।' অনন্তর ব্যাস অতি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "কাল সমস্ত ভূতবর্গকে আপনাতে লীন করে। সেই কাল যাঁহাতে লয় পায়, তাঁহাকে জগতের কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। ঊর্ধ্বে, অধে, তির্যক্ দিক্‌সমূহে কিম্বা মধ্যে কোন স্থানে তিনি পরিদৃষ্ট হন না। কোথাও (তাঁহার) কিছুই পাওয়া যায় না। এই সমুদয় লোক তাঁহার অন্তস্থ। ইহাদের কিছুই তাঁহার বাহিরে নাই। যদি কেহ ধনুচ্যুত বাণের ন্যায়, মনোজব হইয়া নিরন্তর গমন করে তথাপি সেই পরম কারণের অন্ত প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর এবং তাঁহা হইতে স্থূলতর কিছু নাই। তাঁহার পানি ও পাদ সর্বত, অক্ষি, মুখ ও শির সর্বত এবং কর্ণ সর্বত। তিনি সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহা অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। সর্বভূতের অভ্যন্তরে উহা ধ্রুবরূপে অবস্থিত আছে। তথাপি তাঁহা দৃষ্ট হয় না।"[২] এইরূপে দেখা যায়, আত্মা কালাতীত, দেশাতীত এবং অনন্ত। উহা সর্বভূতের কারণ এবং সর্বাত্মক। তথাপিও উহা নির্বিকার, কূটস্থ নিত্য। আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অজ্ঞেয় নহে। কেননা, মনীষিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন।[৩] আর

"যোঽনুপশ্যতি স প্রেত্য কল্পতে ব্রহ্মভূয়সে।"[৪]

১। ১২।২৩৯।২০ ২। ১২।২৩৯।২৫—৩০
৩। "মনীষী মনসা বিপ্রঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥" —(১২।২৩৯।১৫.২)
"মনসা তু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে॥" —(১২।২৩৯।১৬.২)
৪। ১২।২৩৯।১৮-২

'যে (তাঁহাকে) দর্শন করে সে দেহপাতের পর ব্রহ্ম হয়।' ইহজীবনেই জীব সার্বাত্ম্য লাভ করে। ব্রহ্মসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

"সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥"[১]

'ভূতাত্মা যখন আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন, তখন ব্রহ্ম হয়। যে সতত জানে যে আপনাতে এবং অপরের মধ্যে একই আত্মা তুল্যরূপে আছেন, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন।' সার্বাত্ম্য-প্রাপ্ত জীব অবশ্যই বিভু। প্রকৃতপক্ষে, জীব স্বরূপত বিভুই। বিভু বস্তুর স্থানান্তরে গমনের কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে যে মুক্তিতে দেশান্তর গমন হয় না। জ্ঞানবিদের গতি দৃষ্ট হয় না।[২]

"সর্বভূতাত্মভূতস্য বিভোর্ভূতহিতস্য চ।
দেবাঽপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ।[৩]

'সর্বভূতাত্মভূত এবং সর্বভূতহিতস্বরূপ বিভু (আত্মবিদের দেবযান কি পিতৃযান কোন মার্গে গমন হয় না)। মার্গরহিত তাঁহার মার্গ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেবতারাও মোহগ্রস্ত হন।' উপসংহারে পরমর্ষি ব্যাস আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পুনরায় বলেন,

"অক্ষরং চ ক্ষরং চৈব দ্বৈধীভাবোঽয়মাত্মনঃ।
ক্ষরঃ সর্বেষু ভূতেষু দিব্যং হ্যমৃতমক্ষরম্॥
নবদ্বারং পুরং গত্বা হংসো হি নিয়তো বশী।
ঈশঃ সর্বস্য ভূতস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥
হানিভঙ্গবিকল্পনাং নবানাং সঞ্চয়েন চ।
শরীরাণামজস্যাহুর্হংসত্বং পারদর্শিনঃ॥
হংসোক্তং চাক্ষরং চৈব কূটস্থং যত্তদক্ষরম্।
তদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহাতি প্রাণজন্মনী॥"[৪]

১। ১২।২৩৯।২১—২ ২। ১২।২৩৯।২৪-২
৩। ১২।২৩৯।২৩ ৪। ১২।২৩৯।৩১—৪

'আত্মার অক্ষর ও ক্ষর এই দ্বিবিধ ভাব। যাহা দিব্য (অর্থাৎ চিৎস্বরূপ) এবং অমৃত তাহা অক্ষরভাব, আর সর্বভূতে ক্ষরভাব। চরাচর সর্বভূতের অধিপতি, নিশ্চল এবং বশী (অর্থাৎ উপাধি দ্বারা অনভিভূত) আত্মা নবদ্বার পুরে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেইহেতু 'হংস' নামে অভিহিত হইতেছে। তৎস্বীকৃত শরীরসমূহের উৎপত্তিনাশাদি এবং নূতন শরীরসমূহের সংগ্রহ (রূপ গতি) হেতুই (উপচারক্রমে), তত্ত্বদর্শিগণ বলেন, অজ (ও অক্ষর) আত্মার হংসত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং যাহা 'হংস' নামে অভিহিত অক্ষর (বা জীব), তাহাই কূটস্থ অক্ষর (বা ব্রহ্ম)। বিদ্বান ব্যক্তি ঐ অক্ষরকে পাইয়া প্রাণ ও জন্ম (অর্থাৎ হংসত্ব) পরিত্যাগ করে।' এই বচন হইতে অনায়াসে জানা যায় যে জীব স্বরূপত অক্ষর ব্রহ্মই,—ব্রহ্মই শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীব সাজিয়াছেন। অথবা শরীর সম্পর্কেই তিনি "জীব" নামে অভিহিত হন। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একই, আর জীব বহু। সুতরাং একই পরমাত্মা বহু শরীরে উপহিত হইয়া বহু জীবাত্মা হইয়াছেন। তাহা নির্দেশার্থই 'অজ' শব্দ একবচনে ("অজস্ত") 'শরীর' শব্দ বহুবচনে ("শরীরাণাং") প্রয়োগ করা হইয়াছে। "অশরীরং শরীরেষু" ইত্যাদি এবং "স হি সর্বেষু ভূতেষু" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েও একাত্মবাদ খ্যাপিত হইয়াছে।

পরমর্ষি ব্যাস এই তত্ত্বজ্ঞানকে "সাংখ্যজ্ঞান" বলিয়াছেন।[১] উহা অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুকদেব ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ("কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি")। তাহার উত্তরে ব্যাস ঐ সাংখ্যজ্ঞান বিবৃত করেন। সুতরাং উহা ব্রহ্মজ্ঞানই। পরন্তু উহার কোথাও স্পষ্ট বলা হয় নাই যে জগৎ মায়া মাত্র। টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখাইয়াছেন যে "আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য"—এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে "সত্ত্বস্য বুদ্ধেরাশ্রয়ো যঃ প্রাগুক্তো দেহঃ সোঽপি নাস্তি স্বাপ্নদেহবত্তস্যাপি প্রতিভান-মাত্রত্বাৎ।" তাহাতে বলিতে হয় যে উক্ত সাংখ্যজ্ঞানের মতে এই

১। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনার পরে পরমর্ষি ব্যাস শুকদেবকে বলেন
"পৃচ্ছতস্তব সৎপুত্র যথাবদিহ সত্তমঃ।
সাংখ্যজ্ঞানেন সংযুক্তং যদেতৎ কীর্তিতং ময়া॥" —(১২।২৪০।২)
শুকের প্রশ্নেও সাংখ্য ও যোগ মতের উল্লেখ আছে। (১২।২৩১।২—৩)

পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নে দৃষ্ট জগতের ন্যায় প্রতিভান মাত্র। সুতরাং উহা অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানই।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজা জনমেজয়কে বলেন যে তাঁহার গুরু পরমর্ষি ব্যাস তাঁহাদের বলিয়াছেন যে "সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবিদ্‌ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলেন, তিনি স্বকর্ম দ্বারা 'মহাপুরুষ' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। বিদ্বানগণ উহাকে 'প্রধান'ও বলেন। অব্যক্ত ঈশ্বর হইতে লোক সৃষ্ট্যর্থ ব্যক্ত উৎপন্ন হয়। লোকমধ্যে উহা অনিরুদ্ধ ও মহানাত্মা নামে কথিত হয়। ঐ যিনি ব্যক্তত্ব প্রাপ্ত হন, তিনি (অনিরুদ্ধ) পিতামহকে উৎপন্ন করেন। উনি 'অহঙ্কার' নামেও কথিত হন। উনি সর্বতেজময় ইত্যাদি।[১] এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে সাংখ্য ও যোগ মতাবলম্বিগণ পরমাত্মাবাদী ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

(৪)

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা দৈবরাতি জনককে সাংখ্যাদিগের, তথা যোগীদিগের, পরম জ্ঞান উপদেশ করেন।[২] জনক তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির সংখ্যা, অব্যক্ত এবং তাহা হইতেও পর পরব্রহ্ম[৩], সৃষ্টি, প্রলয় এবং কাল সংখ্যা বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।[৪] তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঐ জ্ঞানোপদেশ করেন। তিনি বলেন,—তাঁহাদের "অধ্যাত্মচিন্তকগণ" বলেন,[৫] অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই আটটি প্রকৃতি, আর শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দাদি উহাদের পঞ্চ বিষয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোলটি বিকৃতি। শব্দাদি বিষয় ও বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়কে 'বিশেষ', আর শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে 'সবিশেষ' বলা হয়। ভূতচিন্তকগণ ('ভূতচিন্তকা') বা সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টিক্রম এইপ্রকার বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,[৬]

অব্যক্ত→ মহৎ ('মহানাত্মা')→ অহঙ্কার→ ভূতগুণাত্মক মন→(পঞ্চ) মহাভূত→শব্দাদি পঞ্চ বিষয়→শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয়→বাগাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়→

১। ১২।৩৪০।২৮.২—

২। "যোগানাং পরমং জ্ঞানং সাংখ্যানাং চ বিশেষতঃ।" —(১২।৩১০।৮-২)

৩। কিমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম তস্মাচ্চ পরতস্তু কিম্‌"—(১২।৩১০।৫.২১)

৪। ১২।৩১০।৫—৬ ৫। ১২।৩১০।১০— ৬। ১২।৩১০।১৬—২৫

ঊর্ধ্বস্রোত প্রাণও তির্যকস্রোত (সমান, উদান ও ব্যান)→অধঃস্রোত অপান ও তির্যক্‌স্রোত (সমান, উদান ও ব্যান)।

এইরূপে সর্গ নয়প্রকার[১] এবং তত্ত্বসংখ্যা চতুর্বিংশতি বলিয়া (সাংখ্য) শ্রুতিতে নির্দেশিত হইয়া থাকে।[২] অতঃপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য "অব্যক্তের কাল সংখ্যা"[৩], সংহার[৪] এবং অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব বিভাগ[৫] বর্ণনা করেন। ঈশ্বরবাদিগণ সাধারণত ঐ সকল যে প্রকার মনে করিয়া থাকেন বলিয়া মহাভারত পুরাণাদিতে বিবৃত হইয়া থাকে, ঐ বর্ণনা ঠিক তদ্রূপই। অনন্তর তিনি বলেন,

"এষা তে ব্যক্তিতো রাজন্ বিভূতিরনুদর্শিতা।
আদৌ মধ্যে তথাঽন্তে চ যথা তত্ত্বেন তত্ত্ববিৎ॥
প্রকৃতির্গুণান্ বিকুরুতে স্বচ্ছন্দেনাত্মকাম্যয়া।
ক্রীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
যথা দীপসহস্রানি দীপান্মর্ত্যাঃ প্রকুরুতে।
প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্য গুণান্ বহূন্॥"[৬]

'হে তত্ত্ববিৎ মহারাজ! এই প্রকারে তোমার নিকট সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ে বিভূতি ব্যক্তিত (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশ করিয়া) যথার্থরূপে অনুদর্শিত হইল। হে মহারাজ! প্রকৃতি আত্মকামনায়, ক্রীড়ার্থে স্বচ্ছন্দে গুণত্রয়কে শত সহস্র প্রকারে বিকৃত করে। যেমন মনুষ্যগণ এক দীপ হইতে সহস্র দীপ প্রজ্বলিত করে, তেমন প্রকৃতি (গুণত্রয়ের) বিকার

১। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে অব্যক্ত বা প্রধান হইতে মহতের সৃষ্টিরূপ প্রথম সর্গকে 'প্রাধানিক সর্গ' বলা হয়, মহৎ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টিরূপ দ্বিতীয় সর্গ 'বুদ্ধ্যাত্মক সর্গ' নামে অভিহিত হয়। (মহৎ=বুদ্ধি)। ঐ প্রকারে তৃতীয় 'আহঙ্কারিক সর্গ', চতুর্থ, 'মানস সর্গ', পঞ্চম 'ভৌতিক সর্গ', ষষ্ঠ 'বহুচিন্তাত্মক সর্গ', সপ্তম 'ঐন্দ্রিয়িক সর্গ', অষ্টম ও নবম 'আর্জবক সর্গ' নামে অভিহিত হয়।

২। মূলে আছে "উক্তানি যথাশ্রুতি নিদর্শনাৎ।" এই স্থলে 'শ্রুতি' শব্দে অবশ্যই বেদকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কেননা, এই বিবরণে যাজ্ঞবল্ক্য বহুত্র "প্রাহু": (৩১০।১০), "আহুঃ" (৩১০।১৬১) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অপরত্র বলিয়াছেন, "ইত্যেবমনুশ্রুম" (৩১১।৩,৯) ইত্যাদি। সুতরাং 'যথাশ্রুতি' শব্দের তাৎপর্য 'যেমন সাংখ্য শ্রুতিতে আছে' অথবা 'যেমন সাংখ্যজ্ঞান সম্বন্ধে শুনিয়াছি'।

৩। ১২।৩১১।১—১৫
৪। ১২।৩১২ অধ্যায়
৫। ১২।৩১৩।১—১৩
৬। ১২।৩১৩।১৪—১৬

যাহা পুরুষের বহু গুণ উৎপন্ন করে।'[1] সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই। উহারা জগতের সর্ববস্তুতেই সদা অনপায়ীরূপে বর্তমান। অব্যক্তরূপ ভগবান (প্রধান) নিজে (উহাদের অল্পাধিকমাত্রাভেদে) প্রত্যগাত্মাকে (পুরুষকে) অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে।[2] অধ্যাত্মচিন্তকগণ বলেন সাত্ত্বিকের উত্তম স্থান, রাজসিকের মধ্যম স্থান এবং তামসিকের অধম স্থান প্রাপ্তি হয়। কথিত হয় যে পুণ্য ও পাপ রহিত মহাত্মাগণ শাশ্বত, অব্যয়, অক্ষয় ও অমৃত স্থান প্রাপ্ত হন। জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ স্বরূপলাভ হয় এবং তাঁহাদের স্থান অব্রণ, অচ্যুত, অতীন্দ্রিয়, অবীজ এবং জন্ম মৃত্যু ও তমঃ (= অজ্ঞানান্ধকার) রহিত।[3]

"অব্যক্তস্থং পরং যত্তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ।
স এব প্রকৃতিস্থো হি তৎস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব।
এতেনাধিষ্ঠিতা চৈব সৃজতে সংহরত্যাপি॥"[4]

'হে নরাধিপ! যাহা অব্যক্তস্থ, (অথচ অব্যক্ত হইতে) পর, তাহার কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। আমি তোমাকে (তাহার কথা বলিতেছি)। তাহা প্রকৃতিস্থ (অর্থাৎ অব্যক্তস্থিত) হইলেও তৎস্থ (অর্থাৎ আপন স্বরূপে নির্বিকারভাবে অবস্থিত) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হে পার্থিব!

১। উদ্ধৃত বচনের শেষ পঙ্‌ক্তির—"প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্য গুণান্ বহূন্"—আক্ষরিক অর্থ—"প্রকৃতি পুরুষের গুণসমূহকে বহুরূপে বিকৃত করে" হইতে পারে। এই উক্তির তাৎপর্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পুরুষের কিম্বা পুরুষকে সগুণ বলা নহে। কেননা, পরে স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির এবং পুরুষ নির্গুণ। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণত্রয় বহুরূপে বিকৃতি হয়, আর পুরুষ অজ্ঞানবশত উহাদিগকে আপনার মনে করিয়া বহুপ্রকার গুণসম্পন্ন হয়। উক্ত বচনের তাৎপর্য এই প্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে।

২। "অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা।
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা॥
কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা॥" —(১২।৩১৪।২-৩.১)

চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে চেতনবৎ ক্রিয়াশীল অচেতন ত্রিগুণময়ী অব্যক্তকে এইস্থানে 'ভগবান' বলা হইয়াছে। উহা স্বয়ং বিকৃত হইয়া অসংখ্য শরীর উৎপন্ন করে। উহাদিগেতে উপহিত হইয়া পুরুষ অসংখ্য ভাগগ্রস্ত হয়। এই দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি পুরুষকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে।

৩। ১২।৩১৪।৯.২—১০

৪। ১২।৩১৪।১১-২ ; আরও দ্রষ্টব্য—১২।৩১৮।১—

প্রকৃতিকে অচেতন মনে করা হইয়া থাকে। তাহার (চেতন পুরুষের) দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই উহা সৃষ্টিও সংহার করিয়া থাকে।'

জনক বলেন,[১] "উহারা (প্রকৃতি ও পুরুষ) উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অমূর্ত; অবিচলিতগুণাগুণযুক্ত, এবং (ইন্দ্রিয়ের) অগ্রাহ্য। পরন্তু উহাদের একটিকে (প্রকৃতিকে) অচেতন, আর একটিকে (পুরুষকে) চেতনবান ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় কেন?…(পুরুষের) অস্তিত্ব, কেবলত্ব ও বিনাভাব, শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয়সমূহ, পরলোক এবং প্রলয়স্থান বলুন। সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বত বলুন।" তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন,[২] নির্গুণকে বস্তুত সগুণ এবং সগুণকে বস্তুত নির্গুণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বলেন (অপরের) গুণের (অধ্যাস) দ্বারাই (স্বভাবত) নির্গুণ (বস্তুকে) গুণবান (বলিয়া কথিত হয়), তথা ঐ গুণাধ্যাস রহিত হইলে (স্বস্বরূপে) অগুণ (বলিয়া কথিত হয়)। অব্যক্ত (প্রকৃতি) গুণস্বভাব। তাই তাহা গুণসমূহকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর স্বভাবত অজ্ঞ বলিয়া (অব্যক্তের উহাদের পরিত্যাগের চেষ্টাও আসে না, বরং) উহাদের যথাযুক্ত উপভোগ করিয়া থাকে। অব্যক্ত কিছুই জানে না। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞ, সেই নিত্যই অভিমান করে যে তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।[৩] সেই কারণে অব্যক্ত অচেতন। পরন্তু ক্ষর স্বভাব বলিয়া চেতন পুরুষের সংসর্গে চেতনবৎ ক্ষরিত হয়, অন্যথা নহে। অপর পক্ষে, পুরুষ নিত্য এবং অক্ষরস্বভাব হইলেও উহার সঙ্গহেতু অজ্ঞানবশত পুনঃ পুনঃ আপনাকে গুণযুক্তরূপে উৎপন্ন করিয়া থাকে। যতদিন পর্যন্ত সে আপন স্বরূপকে না জানে, ততদিন মুক্ত হয় না।[৪] নানা প্রকারের কর্তৃত্বের

১। ১২।৩১৪।১৩—১৮

২। ১২।৩১৫।১—

"ন শক্যো নির্গুণস্তাত গুণীকর্তুং বিশাম্পতে।
গুণবাংশ্চাপ্যগুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ১ ॥
গুণৈর্হি গুণবানেব নির্গুণশ্চাগুণস্তথা।
প্রাহুরেবং মহাত্মানো মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২ ॥" ইত্যাদি

৩। "ন মত্তঃ পরমোঽস্তীতি নিত্যমেবাভিমন্যতে ॥" —(১২।৩১৫।৪,২) পরেও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রকার বলিয়াছেন। (? পৃষ্ঠা দেখ)। এই কথা নিরীশ্বর সাংখ্যগণের।

৪। "যদাঽজ্ঞানেন কুর্বীত গুণসর্গং পুনঃ পুনঃ।
যদাঽত্মানং ন জানীতে তদাঽত্মাঽপি ন মুচ্যতে ॥" —(১২।৩১৫।৬)

অভিমান হেতু পুরুষ আপনাকে সর্গধর্মী, যোগধর্মী, প্রকৃতিধর্মী এবং বীজধর্মী মনে করিয়া থাকে। গুণসমূহের উৎপত্তি এবং প্রলয়ে অভিমান হেতু সে আপনাকে গুণধর্মী মনে করে। পরন্তু অধ্যাত্মজ্ঞ বিগতজ্বর সিদ্ধ যতিগণ সাক্ষীত্ব এবং অনন্যত্ব (অর্থাৎ আপন ভিন্ন অন্য বস্তুর অসদ্ভাব (বোধ) দ্বারা কেবল হন, কেননা, (প্রকৃতির ভাবে) অভিমানিত্ব হেতুই পুরুষ আপনাকে (কারণরূপে) অব্যক্ত ও নিত্য এবং (কার্যরূপে) ব্যক্ত ও অনিত্য মনে করিয়া থাকে।[১]

"অব্যক্তৈকত্বমিত্যাহুর্নানাত্বং পুরুষাস্তথা।
সর্বভূতদয়াবন্তঃ কেবলং জ্ঞানমাস্থিতাঃ॥[২]

'(যে সকল সাংখ্যবাদী) সর্বভূতে দয়াবান এবং (মুক্তির জন্য) কেবল জ্ঞানে আস্থিত, তাঁহারা প্রকৃতির একত্ব এবং পুরুষের নানাত্ব বলিয়া থাকেন।'[৩] তাঁহারা বলেন, পুরুষ ও প্রকৃতি—অধ্রুব হইলেও যাহাকে ধ্রুব বলা হয়—বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন। মুঞ্জ ও ইষীকা, মশক ও উডুম্বর, মৎস্য ও উদক, অগ্নি ও লৌহ এবং কমলপত্র ও জল সদা সঙ্গে সঙ্গে বাস করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর অলিপ্ত থাকে, পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্বন্ধও সেই প্রকার। যাহারা অন্য প্রকার মনে করে, তাহাদের দর্শন সম্যক্ নহে।[৪]

এই বিবরণের অন্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "ইহাই উত্তম পরিসংখ্যান (রূপ) সাংখ্যদর্শন তোমার নিকট (বিবৃত হইল)। এই প্রকারে পরিসংখ্যা করিয়া সাংখ্যগণ কেবলতা প্রাপ্ত হয়।"[৫]

যাহা অব্যক্তস্থ অথচ অব্যক্ত হইতে পর, তাহার তত্ত্ব "পরম গুহ্যতম"। সেইহেতু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দৈবরাতি জনককে পুনরায় তাহা ব্যাখ্যা করেন।[৬] মহর্ষি বলেন যে সোত্তর ও সখিল যজুর্বেদ রচনা ও প্রচারের পর একদা

১। ১২।৩১৫।১০ ২। ১২।৩১৫।১১
৩। যেমন নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন ইহা মতান্তর। ইহা নিরীশ্বর সাংখ্যমত।
৪। ১২।৩১৫।১৮
৫। "সাংখ্যদর্শনমেতত্তে পরিসংখ্যানমুত্তমম্।
এবং হি পরিসংখ্যায় সাংখ্যাঃ কেবলতাং গতাঃ॥" —(১২।৩১৫।১৯)
আরও দ্রষ্টব্য—"সাংখ্যজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং"—(১২।৩১৬।১.১)
৬। "অব্যক্তস্থং পরং যত্তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ।
পরং গুহ্যমিমং প্রশ্নং শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ॥" —(১২।৩১৮।১)

একান্তে বসিয়া তিনি পরম বেত্তবস্তুর কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ঐসময়ে, "বেদান্তজ্ঞানকোবিদ" গন্ধর্ব বিশ্বাবসু,

"কিমত্র ব্রহ্মণ্যমৃতং কিং চ বেদ্যমনুত্তমম্।"[১]

"এই ব্রহ্মে (অর্থাৎ বেদে বেদান্তে) অমৃত কি? অনুত্তম বেদ্যতম বেদ্য কি?—এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। বিশ্বাবসু তাঁহাকে পঁচিশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে ২৪টি প্রশ্ন বেদবিষয়ক ('বেদস্থ') এবং অপরটি 'আন্বীক্ষিকী' বিষয়ক। "বিশ্ব ও অবিশ্ব, অশ্বা ও অশ্ব, মিত্র ও বরুণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, জ্ঞ ও অজ্ঞ, তপা ও অতপা, সূর্য ও সূর্যাদ, বিদ্যা ও অবিদ্যা, বেদ্য ও অবেদ্য, চল ও অচল, (পূর্ব ও) অপূর্ব, ক্ষয্য ও অক্ষয় কি?"[২] বিশ্বাবিশ্বাদি দ্বন্দ্ব বা দ্বৈত নিত্য বর্তমান; সুতরাং ব্রহ্ম দ্বৈতাত্মক, অতএব সগুণ; অতএব তদ্ব্যতিরিক্ত অদ্বৈত ও নির্গুণ ব্রহ্ম নাই—ইহাই বিশ্বাবসুর পূর্বপক্ষ মনে হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠও তাহাই মনে করেন।

যাহা হউক বিশ্বাবসুকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনে মনে সরস্বতীদেবীকে স্মরণ করতঃ উপনিষদের তাৎপর্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি আন্বীক্ষিকী নামক পরা বিদ্যা লাভ করেন।[৩] উহা "তুরীয় সাম্পরায়িকী বিদ্যা" এবং শরীরবিষয়ক ("পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠাতা") অর্থাৎ 'শারীরিকীবিদ্যা'।[৪] যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বেই তাহা জনককে বলিয়াছিলেন এবং বিশ্বাবসুকে উত্তর প্রদানচ্ছলে পুনঃ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিশ্বাবসুকে বলেন—'বিশ্ব অব্যক্ত, উহা পর, (কেননা, উহা জগতের কারণ); যেহেতু তদুৎপন্ন সমস্ত বস্তু ত্রিগুণাত্মক, সেইহেতু উহা ত্রিগুণ (ময়ী)। উহা জন্মমৃত্যুপ্রদ, সুতরাং (মুমুক্ষুর পক্ষে) ভয়ঙ্কর। আর 'অবিশ্ব' নিষ্কল (পুরুষ)।[৫] 'অশ্বা' অব্যক্ত প্রকৃতি, আর 'অশ্ব' নির্গুণ পুরুষ। 'বরুণ' ও 'জ্ঞান' প্রকৃতি, আর 'মিত্র' ও 'জ্ঞেয়' নিষ্কল পুরুষ।

১। ১২।৩১৮।২৬.১ ২। ১২।৩১৮।২৮,২—৩০

৩। "তত্রোপনিষদং চৈব পরিশেষং চ পার্থিব।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্টা চান্বীক্ষিকী পরাম্॥" —(১২।৩১৮।৩৪)

৪। "চতুর্থী রাজশার্দূল বিদ্যৈষা সাম্পরায়িকী।
উদিরীতা ময়া তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠিতা॥" —(১২।৩১৮।৫৫); আরও দ্রষ্টব্য ১২।৩১৮।৪৭.২

৫। ১২।৩১৮।৩৭—৩৮-১

"অজ্ঞশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তস্মান্নিষ্কল উচ্যতে।"[১]

'অজ্ঞ জ্ঞ উভয়েই পুরুষ, সেইহেতু পুরুষকে নিষ্কল বলা হয়।' অর্থাৎ পুরুষই উপাধিভেদে অজ্ঞ জীব ও জ্ঞ ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়। সুতরাং উভয়েই বস্তুতঃ পুরুষই বা ব্রহ্মই। পুরুষ স্বরূপে নিরুপাধিক। সুতরাং ঐপ্রকার ঔপাধিক ভেদ ব্যবহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের বাস্তব ভেদ হয় না। অতএব তিনি নিষ্কল। 'তপ' প্রকৃতি, আর 'অতপা' নিষ্কল (পুরুষ)। 'অবেদ্য' অব্যক্ত, আর 'বেদ্য' পুরুষ। আবার অন্য দৃষ্টিতে অব্যক্ত 'বেদ্য' (=ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য), আর পুরুষ 'অবেদ্য' (=ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য)। 'চলা' প্রকৃতি, কেননা, উহা সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ (এবং সেইহেতু সৃষ্টিপ্রলয়রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়)। আর সৃষ্টি ও প্রলয়ে কর্তা (পরন্তু স্বয়ং অপরিণত) পুরুষ 'নিশ্চল'। এই বিবরণে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্তব্য যে পুরুষকে বারম্বার নিষ্কল[২] নির্গুণ[৩] বলা হইয়াছে। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, অধ্যাত্মতত্ত্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে পণ্ডিতগণ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কেই অজ্ঞ, ধ্রুব, অক্ষয়, অজ ও নিত্য বলিয়া থাকেন।[৪] সৃষ্টিতে অক্ষয়ত্ব হেতু (বিদ্বানগণ) অজ প্রকৃতিকে অব্যয় (বা অক্ষয়) বলেন। পুরুষের কোন ক্ষয় নাই, সেইহেতু উহাকেও অক্ষয় বলা হয়। প্রকৃতির গুণসমূহের ক্ষয় হয়, পরন্তু প্রকৃতির নহে। পূর্বে দীপের দৃষ্টান্ত দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বিশদ করিয়াছেন। সেইহেতু প্রকৃতি অক্ষয়। অথবা প্রকারান্তরে বলিতে, প্রকৃতি সৃষ্টি-প্রলয়ের কারণ। সৃষ্টি ও প্রলয় ক্রমাগত চলিতেছে, সুতরাং প্রকৃতির নাশ হয় না। তাই প্রকৃতি অক্ষয়। আর পুরুষ সৃষ্টির কর্তা, কেননা উহার সান্নিধ্য বশতঃই অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং পুরুষও অক্ষয়।[৫] যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব শ্রুতিসম্মত; এবং জন্ম-মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্তির জন্য উহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।[৬]

১। ১২।৩১৮।৪০-২

২। যথা, ১২।৩১৮।৩৮-১,৪০,৪১.২ ৩। যথা, ১২।৩১৮।৩৯.১

৪। ১২।৩১৮।৪৪,২—৪৫; এই বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্তি দ্রষ্টব্য।

৫। ১২।৩১৮।৪৬—৪৭.১

কোন দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অজ্ঞ বলা যায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাহা নির্দেশ করেন। নীলকণ্ঠ বলেন, জড়ত্বহেতু প্রকৃতি কিছুই জানে না; তাই প্রকৃতি অজ্ঞ। স্বাত্মাতে বৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া পুরুষে নিজেনিজের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষকে ও অজ্ঞ বলা যায়।

৬। ১২।৩১৮।৫২-৫৪

"যদানুপশ্যতেঽত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি॥
অন্যশ্চ শাশ্বতোঽব্যক্তস্তথাঽন্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ॥
তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ॥"[১]

'হে কাশ্যপ (বিশ্বাবসু)! যখন সে (জীব) সতত অত্যন্তকে (অর্থাৎ সর্বাতীত পরমতত্ত্বকে) স্বরূপত দর্শন করে, তখন কেবল হইয়া ষড়্‌বিংশকে (পরব্রহ্মকে) দর্শন করে। শাশ্বত অব্যক্ত (=পরব্রহ্ম) ও পঞ্চবিংশক (=জীবাত্মা) ভিন্ন ভিন্ন,—কেহ কেহ এই প্রকার মনে করিয়া থাকে। পরন্তু সাধুগণ তদুভয়কে এক বলিয়া জানেন। জন্ম-মৃত্যু ভয়ে (ভীত হইয়া) পরম শ্রেয়াকাঙ্ক্ষী সাংখ্য ও যোগিগণ জীবকে অচ্যুত ব্রহ্ম বলিয়া অভিনন্দিত করেন না, তাহা নহে (অর্থাৎ তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন মনে করেন)।'

জীব স্বরূপত অচ্যুত এবং জীব ও ব্রহ্ম এক—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত এই জীবতত্ত্ব শুনিয়া গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর মনে বড় সংশয় উপস্থিত হয়। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, উহা সত্য কি সত্য নহে।[২] তিনি পূর্বে অনেক আচার্যের[৩] নিকট সেই কথা সম্যক্ শুনিয়াছিলেন। তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করার হেতু এই যে তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) "কৃৎস্ন সাংখ্যজ্ঞান" এবং 'যোগশাস্ত্রে' বিশেষ পণ্ডিত,[৪] এবং অধিকন্তু তিনি 'শ্রুতনিধি' এবং 'প্রবুদ্ধ', তাঁহার অবিদিত কিছু নাই।[৫] যাহা হউক, বিশ্বাবসুর সংশয়ের হেতু এই প্রকার মনে হয়—জীব যদি সত্যই অচ্যুত হয়, তবে সে নিত্য আপন স্বরূপে স্থিত আছে বলিতে হইবে। সুতরাং হয়ত সে নিত্য মুক্ত, অথবা নিত্য বদ্ধ। জীবের জন্মজরামৃত্যু প্রত্যক্ষ। অতএব উহাকে নিত্য মুক্ত বলা

১। ১২।৩১৮।৫৫—৭ ২। "পঞ্চবিংশং যদেতত্তে প্রোক্তং ব্রাহ্মণসত্তম।
তথা তন্ন তথা চেতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥"—(১২।৩১৮।৫৮)

৩। বিশ্বাবসু নিম্নোক্ত আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন—জৈগীষব্য, অসিতদেবল, পরাশর, বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিসেন, গর্গ, নারদ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্র, কাশ্যপ, প্রভৃতি। (১২।৩১৮।৫৯—৬৬)

৪। ১২।৩১৮।৬৭ ৫। ১২।৩১৮।৬৫.১,৬৮.১

যায় না। আর যদি জীব নিত্য বদ্ধ হয়,—উহার জন্মাদি দুঃখ যদি নিত্য হয়, তবে উহার মুক্তি কখনই হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষশাস্ত্র নিরর্থক হয়। আবার জীবভাব যদি নিত্য হয়, তবে উহাকে ও ব্রহ্মকে এক বলা যায় না। আর জীব যদি বস্তুত ব্রহ্মই হয় এবং নিত্য ঐরূপেই থাকে, তবে উহার জন্মাদি দুঃখ কি প্রকারে হইল? জীব ও ব্রহ্মকে নিত্য এক মানিলে, বলিতে হয় যে ব্রহ্মই দুঃখগ্রস্ত হইয়াছে। এই সমস্তই অতীব দুর্বোধ্য। তাই বিশ্বাবসুর মনে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, তাহাকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পঞ্চবিংশক (জীব) অবুধ্যমান (বা জড়) প্রকৃতিকে প্রকাশ করে ('বুধ্যতে'), পরন্তু প্রকৃতি পঞ্চবিংশককে প্রকাশ করে না। এই প্রতিবোধ হেতুই সাংখ্য ও যোগতত্ত্বজ্ঞগণ যথাশ্রুতি নিদর্শন অনুসারে (প্রকৃতিকে) 'প্রধান' বলিয়া থাকেন।[১] হে অনঘ! অজ্ঞ (জীব) দেখিয়া (অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে) পঞ্চবিংশ ও চতুর্বিংশকে (অর্থাৎ আপনকে ও জগৎকে) সদা দেখিয়া থাকে (যেমন জাগ্রতে ও স্বপ্নে), আর না দেখিয়া (অর্থাৎ ঐ দ্রষ্টা ভাব পরিত্যাগ করিয়া, যেমন সমাধিতে) সদা ষড়্বিংশকে (ব্রহ্মকে) দেখিয়া থাকে। পরন্তু কোন কোন জীব এই অভিমান করে যে আমা হইতে পরম কেহ নাই; সে দেখিয়াও তাঁহাকে (ষড়্বিংশ ব্রহ্মকে) দেখে না, যিনি উহাকে (জীবকে) দেখিয়া থাকেন।[২] প্রকৃতি জ্ঞানদর্শী মনুষ্যগণের গ্রাহ্য নহে।[৩] মৎস্য জলে সমন্বিত থাকে এবং আপন (স্বাভাবিক) প্রবৃত্তির প্রেরণায় তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। মৎস্য (জলকে) যে প্রকার মনে করে ('বুধ্যতে'), এই জীব ও নিত্য (প্রকৃতির) সহবাস হেতু স্নেহ ও অভিমান যুক্ত হইয়া (উহাকে) সেই প্রকার মনে করিয়া থাকে (অনুবুধ্যতে)।

১। ১২।৩১৮।৭০—১; নীলকণ্ঠ বলেন,

"প্রতিবোধেন বোধ প্রতিবিম্বাত্মনা তত্ত্বাং প্রকৃতিং প্রধানং প্রধীয়তেঽস্মিংশ্চিতিচ্ছায়েতি যোগাৎ প্রধানসংজ্ঞং প্রবদন্তি। এতেন চিতিচ্ছায়াপন্না বুদ্ধিরেবাহংপ্রত্যয়বিষয় ইত্যুক্তং" ইত্যাদি। (৩১৮।৭১)

২। "পশ্যংস্তথৈব চাপশ্যন্ পশ্যত্যন্যঃ সদাঽনঘ।
ষড়্বিংশং পঞ্চবিংশং চ চতুর্বিংশং চ পশ্যতি॥
ন তু পশ্যতি পশ্যংস্তং যশ্চৈনমনুপশ্যতি।
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেত নান্যোঽস্তি পরমো মম॥" —(১২।৩১৮।৭২-৩)

৩। "ন চতুর্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুজৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ।" —(১২।৩১৮।৭৪,১)

"স নিমজ্জতি কালস্য যদৈকত্বং ন বুধ্যতে।
উন্মজ্জতি কালস্য সমত্বেনাভিসংবৃতঃ॥
যদাতু মন্যতেঽন্যোঽহমন্য এব ইতি দ্বিজঃ।
তদাতু কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি॥"[১]

'(জীব) যতদিন পর্যন্ত (পরমাত্মার সহিত আপন) একত্ব উপলব্ধি না করে, ততদিন পর্যন্ত সে কালের (করলে) নিমগ্ন থাকে। আর একত্ববোধ যুক্ত হইলে সে কালের (কবল) হইতে ঊর্ধ্বে গমন করে (অর্থাৎ মুক্ত হয়)। যখন দ্বিজ বুঝিতে পারে যে 'আমি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, তখন সে কেবল হইয়া ব্রহ্মকে দর্শন করে।'

"অন্যশ্চ রাজন্ স বরস্তথাঽন্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তৎস্থানাচ্চানুপশ্যন্তি এক এবেতি সাধবঃ॥"[২]

'হে রাজন! (ব্যবহারত) পরব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন ভিন্ন। (পরন্তু) তৎস্থান হেতু (অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্মই জীব দ্বারা অবস্থিত, অথবা যেহেতু ব্রহ্ম জীবের অধিষ্ঠান[৩] সেইহেতু) সাধুগণ মনে করেন যে উভয়ে নিশ্চয়ই এক।'

"তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ।
ষড়্বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎপরায়ণাঃ॥"[৪]

'হে কাশ্যপ! জন্মমৃত্যুভয়ে ভীত যোগী ও সাংখ্যগণ শুচি ও ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করত জীবকে অচ্যুত (ব্রহ্ম) বলিয়া অভিনন্দিত করেন না, তাহা নহে। "যখন সে (জীব) কেবল্ হইয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে, তখন সে সর্ববিৎ হয়। হে অনঘ! এইপ্রকারে তোমার নিকট অপ্রতিবুদ্ধ, বুধ্যমান ও বুদ্ধের তত্ত্ব শ্রুতিনিদর্শনানুসারে যথাযথ উক্ত হইল।"[৫]

"পশ্যাপশ্যং যো ন পশ্যেৎ ক্ষেম্যং তত্ত্বং চ কাশ্যপ!
কেবলাকেবলং চাদ্যং পঞ্চবিংশং পরং চ যৎ॥"[৬]

১। ১২।৩১৮।৭৬-৭ ২। ১২।৩১৮।৭৮

৩। টীকাকার নীলকণ্ঠ মূলের তাৎপর্য বুঝাইতে রজ্জুসর্পদৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। "তৎস্থানাদিতি ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ বরস্যাবরাধিষ্ঠানত্বাদিত্যর্থঃ অবরস্য রজ্জুরগবদ্বাধেসতি বর এক এবেতি সাধবোঽনুভবন্তীতিভাবঃ।"

৪। ১২।৩১৮।৭৯ ৫। ১২।৩১৮।৮০—৮১

৬। ১২।৩১৮।৮২

'হে কাশ্যপ! তিনি পশ্য ও অপশ্য এবং ক্ষেম্য ও তত্ত্ব দেখেন না; তিনি কেবল বা অকেবল নহেন। তিনি আদ্য (জগৎ কারণ প্রকৃতি), পঞ্চবিংশ (জীব) এবং পরব্রহ্মই।' অর্থাৎ তখন তিনি এক পরমনির্বিশেষাদ্বৈতাবস্থা প্রাপ্ত হন,—যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ও জ্ঞান—এই ভেদত্রিপুটি থাকে না। উঁহাকে কোন প্রকারে বর্ণনা করা যায় না। অথচ ব্যবহারত বলিতে, তিনিই সব।

গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর সহিত তাঁহার এই পূর্বোক্ত সংবাদ বর্ণনার পর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপসংহারে রাজা দৈবরাতি জনককে বলেন, যে সকল সাংখ্যা সাংখ্যধর্মে রত, তথা যে সকল যোগী যোগধর্মে রত এবং অপর যে সকল মোক্ষকামী মনুষ্য (অপর ধর্মে রত) এই দর্শন তাহাদের সকলেরই জ্ঞানদৃষ্ট।[১]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রদত্ত পূর্বোক্ত সাংখ্যমত বিবরণের বিশেষ পর্যালোচনা করিলে দুই প্রকার সাংখ্যমতের সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব উহাদের উভয়ত্র সমভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পরন্তু একমতে পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ হইতে পরম কোন তত্ত্বের সদ্ভাব স্বীকৃত হয় না, আর অপর মতে ষড়্বিংশতিতম তত্ত্ব ব্রহ্মের সদ্ভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্বাচীন সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রথমটিকে নিরীশ্বর সাংখ্যমত এবং শেষোক্তটিকে সেশ্বর সাংখ্যমত বলা যায়। অব্যক্তের কালসংখ্যা, প্রলয় এবং অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব বিভাগ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যাহা যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরবাদানুগত দেখা যায়। সুতরাং ঐ সকল সেশ্বরসাংখ্যমতানুযায়ী বলিতে হইবে। পুরুষের সংখ্যা সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন। একমতে, অব্যক্ত এক এবং পুরুষ নানা। অপর মতে, অব্যক্ত ও পুরুষ উভয়েই বস্তুত এক এক, প্রকৃতি বিকৃত হইয়া বহু শরীর উৎপন্ন করে এবং উহাদিগেতে উপহিত হইয়া এক পুরুষ বহু হয়। অপর কথায়, পুরুষ ব্যবহারত নানা, বস্তুত এক। এই একপুরুষ-বাদ ব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণেরই মনে হয়। কেননা, তন্মতে ষড়্বিংশতম পুরুষ বস্তুত এক ও অভিন্ন। যাজ্ঞবল্ক্য এই জীবব্রহ্মাত্মৈক্যবাদের প্রশংসা করিয়াছেন, কেননা, তিনি বলিয়াছেন যে উহা সমস্ত সাধুগণের সম্মত।

১। ১২।৩১৮।৮৬

পক্ষান্তরে যাহারা ব্রহ্মের সদ্ভাব স্বীকার করে না, সেইসকল সাংখ্যবাদিগণকে তিনি এই বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন যে তাহারা দেখিয়াও দেখে না। ব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণের মতে মুক্তি এক পরমনির্বিশেষাদ্বৈতাবস্থা, উহাতে ভেদত্রিপুটি থাকে না।

যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ও জগতের জ্ঞান থাকে না, জীব অনন্য হয়।[১] সুতরাং এই প্রকারে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলা যায়। পরন্তু অজ্ঞান দশায় যে জগৎ অবাস্তব মায়া মাত্র যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলেন নাই। তৎকৃত সৃষ্টিপ্রলয়াদির বিবরণেও তেমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। তিনি বলেন প্রকৃতিকে 'অবেদ্য' এবং পুরুষকে 'বেদ্য' বলা হয় ('উচ্যতে')। খুব সম্ভব মহর্ষি বশিষ্ঠের ন্যায়,[২] তিনিও অব্যক্তকে 'অবিদ্যা' এবং পুরুষকে 'বিদ্যা' মনে করিতেন। পরন্তু তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। তবে কথিত হইয়াছে যে তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়া রাজা দৈবরাতি জনক রাজ্য পরিত্যাগ করত যতিধর্ম আশ্রয় করেন এবং সম্পূর্ণ সাংখ্যজ্ঞান ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন।[৩] তিনি বুঝিতে পারেন যে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সত্যাসত্য এবং জন্ম-মৃত্যু প্রাকৃত,— সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তের কর্ম।[৪] তাই সেইগুলি পরিত্যাগ করত ("পরিগর্হয়ন্") তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি অনন্ত, নিত্য এবং কেবল।[৫]

চরকোক্ত সাংখ্যতত্ত্ব

'চরক-সংহিতা'য় পুরুষতত্ত্বের আলোচনা আছে। উহার সঙ্গে ব্রহ্মবাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই এইখানে উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া উচিত।

কথিত আছে যে মহর্ষি অগ্নিবেশ মহর্ষি আত্রেয় পুনর্বসুকে পুরুষ সম্বন্ধে তেইশটি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি আত্রেয় উহাদের 'যথাবৎ'

১। যোগমতের বর্ণনায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন মুক্ত কেবল জীব অসাক্ষিক হয়।
"এতেন কেবলং যাতি ত্যক্ত্বা দেহমসাক্ষিকম্।
কালেন মহতা রাজন্ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥" —(১২।৩১৬।২৬)

২। ১২।৩০৮।২

৩। ১২।৩১৮।৯৭—৮

৪। ১২।৩১৮।৯৯—১০০

৫। ১২।৩১৮।১০০

উত্তর প্রদান করেন। তাঁহাদের ঐ প্রশ্নোত্তর 'চরক-সংহিতা'র 'শরীরস্থানে'র প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উহার অন্তত্রও ঐ দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রশ্নের মুখ্যতমগুলি এই,—(১) ধাতুভেদে পুরুষের ভেদ কয় প্রকার? (২) পুরুষকে জগতের কারণ বলা হয় কেন? (৩) পুরুষের কারণ কি? (৪) পুরুষ জ্ঞ কি অজ্ঞ? (৫) পুরুষ নিত্য কি অনিত্য? (৬) পুরুষের লিঙ্গ কি? (৭) প্রকৃতি কি? (৮) (প্রকৃতির) বিকার-সমূহ কি কি? "আত্মজ্ঞগণ বলেন, আত্মা (পুরুষ) নিষ্ক্রিয়, স্বতন্ত্র, বশী, সর্বগ, বিভু, ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সাক্ষী।"[১] (৯) নিষ্ক্রিয় পুরুষের ক্রিয়া কি প্রকারে হয়? (১০) স্বতন্ত্র পুরুষের অনিষ্ট যোনিতে কেন জন্ম হয়? (১১) বশী পুরুষ কেন অসুখকর ভাবসমূহ দ্বারা বলপূর্বক আকৃষ্ট হয়? (১২) পুরুষ সর্বগত বলিয়া সমস্ত বেদনাসমূহ অনুভব করে না কেন? (১৩) বিভু পুরুষের দৃষ্টি শৈলকুড্যাদি দ্বারা প্রতিহত হয় কি প্রকারে? (১৪) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কে পূর্বের?—ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব বলা যায় না। কেননা, ক্ষেত্র না থাকিলে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায় না। আর ক্ষেত্র পূর্ব হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ অশাশ্বত হয়। এই সংশয় অপনোদনের জন্য ঐ প্রশ্ন। (১৫) যেহেতু অপর কর্তা নাই, সেই হেতু পুরুষ কাহার সাক্ষী? (১৬) নির্বিকার পুরুষের 'বেদনাজনিতবিশেষ' কি প্রকারে হয়? (১৭) "সর্ববিৎ, সর্ব-সন্ন্যাসী, সর্বসংযোগবিমুক্ত, প্রশান্ত এবং এক ভূতাত্মা কোন কোন লিঙ্গসমূহ দ্বারা উপলব্ধ হয়"[২]? অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি?

উত্তরে ভগবান আত্রেয় বলেন যে পুরুষ-সংজ্ঞা সাধারণত দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদি পঞ্চ এবং চেতনা—এই ছয় ধাতুর সমবায়কে পুরুষ বলা হয়। (কেবল) চেতনা ধাতুকেও পুরুষ বলা হয়। প্রথমটাকে সমবায়ী পুরুষ, যোগজ পুরুষ, ব্যবহারিক পুরুষ বা সংসারী পুরুষ এবং অপরকে পরম পুরুষ বা পারমার্থিক পুরুষ বলা যাইতে পারে। এই সকল সংজ্ঞা চরকের গ্রন্থে স্পষ্টত প্রযুক্ত হয় নাই বটে, পরন্তু তৎপ্রযুক্ত বিবৃতি

১। "নিষ্ক্রিয়ঞ্চ স্বতন্ত্রঞ্চ বশিনং সর্বগং বিভুম্।
বদন্ত্যাত্মানমাত্মজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণং তথা॥—(শারীর স্থান, ১।৩)

২। "সর্ববিৎ সর্বসংন্যাসী সর্বসংযোগনিঃসৃতঃ।
একঃ প্রশান্তো ভূতাত্মা কৈর্লিঙ্গৈরুপলভ্যতে—(ঐ, ১।১২)

হইতে উহাদিগকে সৃষ্টি করা যায়।[১] খাদি পঞ্চ ধাতুকে প্রকারান্তরে চতুর্বিংশতিধা ভাগ করা হইয়া থাকে। যথা, মন=১, ইন্দ্রিয়=১০, মহাভূত =৫, প্রকৃতি=৮ (=মূল প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র)। সেইহেতু (ব্যবহারিক) পুরুষকে এই ধাতুভেদে 'চতুর্বিংশতিক', 'চতুর্বিংশক' (অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ববান্) বলা হয়।' উহাকে 'রাশি' নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা, উহা প্রকৃতপক্ষে এক রাশি বা সমবায়। পুরুষকে 'আত্মাও' বলা হইয়া থাকে। তখন ভূতাদি সংযুক্ত পুরুষকে 'ভূতাত্মা' এবং কেবল চেতন পুরুষকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। আত্মা ব্যতীত অপর সমস্ত বস্তুকে 'ক্ষেত্র' বলা হয়। সেই হিসাবে আত্মা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উহার সাক্ষীত্বও সেই প্রকারে। আত্মা স্বরূপত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সুতরাং অব্যক্ত ও অচিন্ত্য। পরন্তু প্রকৃতির দুই অবস্থা। উহা কখন অব্যক্ত, আর কখন ব্যক্ত ভাব ধারণ করে।

পুরুষের সহিত চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সংযোগ মোহ, ইচ্ছা এবং দ্বেষ-কর্মজ। সেই কারণে যোগজ পুরুষ সাদি ও জাত। অপর পক্ষে পরমাত্মা অনাদি এবং অজ।[২] দেখা যায়, যাহা হেতুজ তাহা অনিত্য; আর যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য এবং সৎস্বরূপ। সুতরাং অনাদি পরম পুরুষ নিত্য এবং সৎস্বরূপ; হেতুজ সংসারী পুরুষ অনিত্য এবং অসৎ।[৩] অব্যক্ত আত্মা বিভু, শাশ্বত ও অব্যয়।[৪] পরমাত্মার সহিত অনাত্মা ক্ষেত্রের সংযোগ কখন হইয়াছে বলা যায় না। সেই হিসাবে আত্মার ক্ষেত্র পরম্পরাও অনাদি।

১। "খাদয়শ্চেতনাষষ্ঠা ধাতবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
চেতনাধাতুরপ্যেকঃ স্মৃতঃ পুরুষসংজ্ঞকঃ ॥" —(শারীরস্থান, ১।১৪)
"আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থানাং যোঽয়ং পুরুষসংজ্ঞকঃ।
রাশিঃ..॥" (সূত্রস্থান, ২৫।৪)

২। "প্রভবো ন হ্যনাদিত্বাদ্বিদ্যতে পরমাত্মনঃ।
পুরুষো রাশি সংজ্ঞস্তু মোহেচ্ছাদ্বেষকর্মজঃ ॥" —(শারীরস্থান, ১।৫১)
অন্যত্রও তাহা আছে।
"অনাদেশ্চেতনাধাতোর্নেষ্যতে পরনির্মিতিঃ।
পর আত্মা স চেদ্ধেতুরিষ্টা তৎ পরনির্মিতি ॥" —(সূত্রস্থান, ১১।১৩)

৩। "অনাদিঃ পুরুষো নিত্য বিপরীতস্তু হেতুজঃ।
সদকারণবন্নিত্যং দৃষ্টং হেতুমদন্যথা ॥"
তদেব ভাবাদগ্রাহ্যং নিত্যত্বং ন কুতশ্চন।" —(শারীরস্থান, ১।৫৭—)

৪। "অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ শাশ্বতো বিভুরব্যয়ঃ।" —(ঐ, ১।৫৯.১)

সেই কারণে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের-মধ্যে কে প্রথম, তাহা নিরূপণ করা যায় না।

আত্মা জ্ঞ। পরন্তু জ্ঞত্ব আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। করণ-সংযোগে আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন আত্মা জ্ঞ হয়। ঐ যোগ না থাকিলে আত্মার জ্ঞান হয় না। এমনকি করণসমূহ মলিন হইলেও আত্মার জ্ঞানোৎপন্ন হয় না।[১] এই বিষয়ে মহর্ষি পুনর্বসু দর্পণ ও জলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মললিপ্ত দর্পণে এবং মলিন জলে দৃষ্টিপাত করিলে কোন বস্তু দেখা যায় না। কেননা, উহারা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ করণসমূহ উপহত হইলে আত্মার বস্তু জ্ঞান হয় না। করণ-সংযোগবশতঃই আত্মার কর্ম, সুখ-দুঃখবোধ এবং বিষয়জ্ঞান হয়। ঐ সংযোগ না থাকিলে একাকী আত্মা কর্ম করে না। সুতরাং ফলভোগও করে না। এই প্রকারে

"সংযোগাদ্বর্ততে সর্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন:॥
ন হ্যেকো বর্ততে ভাবো বর্ততে নাপ্যহেতুক:।[২]

'সংযোগ হইতেই সমস্ত হয়। তদ্ব্যতীত কিছুই হয় নাই। যখন আত্মা এক বা কেবল তখন কোন বস্তু নাই।' জ্ঞ হইলেই সাক্ষী হয়। অজ্ঞকে সাক্ষী বলা যায় না। সুতরাং আত্মার সাক্ষীত্ব ঐ সংযোগজনিত।[৩] ভূতাত্মা যখন একা হয়, অর্থাৎ ভূতরহিত হয়, তখন পরমাত্মা কোন লক্ষণদ্বারা উপলব্ধ হয় না। যাহা উপলব্ধ হয় না তাহার কোন বিশেষ থাকে না। সুতরাং পরমাত্মা অলিঙ্গ ও নির্বিশেষ।[৪] পরমাত্মা নিরবয়ব ও নির্বিকার।[৫]

১। "আত্মা জ্ঞঃ করণৈর্যোগাজ্ জ্ঞানং ত্বস্য প্রবর্ততে।
করণানামবৈমল্যাদযোগাদ্বা ন বর্ততে॥" —(শারীরস্থান, ১।৫২)

২। ঐ ১।৫৫.২—

৩। "জ্ঞঃ সাক্ষীত্যুচ্যতে নাজ্ঞঃ সাক্ষী হ্যাত্মা হতঃ স্মৃতঃ।
সর্বভাবা হি সর্বেষাং ভূতানামাত্মসাক্ষিকাঃ॥" —(শারীরস্থান, ১।৮১)

অন্যত্রও আছে—"নির্বিকারপরস্ত্বাত্মা সত্ত্বভূতগুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্যে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥"—(সূত্রস্থান, ১।৫৫)

৪। "নৈকঃ কদাচিদ্ভূতাত্মা লক্ষণৈরুপলভ্যতে।
বিশেষোঽনুপলভ্যস্য তস্য নৈকস্য বিদ্যতে॥
সংযোগেঃ পুরুষস্যেষ্টো বিশেষো বেদনাকৃতঃ।
বেদনা যত্র নিয়তা বিশেষস্তত্র তৎকৃতঃ॥" —(শারীরস্থান, ১।৮২—৩)

৫। "নির্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্বভূতানাং নির্বিশেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্বিশেযোপলব্ধিঃ।" (শারীরস্থান, ৪।৩৪); "নির্বিকার পরস্ত্বাত্মা"—(সূত্রস্থান, ১।৫৫.১)
["নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্ত চাত্মনঃ"—(শারীর সূত্র, ১১।১০.২)]

অনাত্ম বস্তুর সহিত আত্মার সংযোগের কারণ অজ্ঞান এবং তজ্জনিত তৃষ্ণা। যেমন গুটীপোকা, মৃত্যুপ্রদ আপন সূত্রদ্বারা আপনাকে আবেষ্টিত করে, সেইরূপ আত্মা অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ে তৃষ্ণারূপ উপাধি গ্রহণ করে এবং তাহাতে নিত্য দুঃখী হয়।[১] সুখ-দুঃখ হইতে ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। আবার তৃষ্ণাই সুখ-দুঃখের কারণ। কেননা তৃষ্ণাই বেদনার আশ্রয়ভূত ভাবসমূহের উপাদান করে। যাহার উপাদান নাই, তাহার ইন্দ্রিয় স্পর্শ নাই। আর স্পর্শ ব্যতীত, বেদনা নাই।[২] যে জ্ঞানী বিষয়সমূহকে অগ্নিতুল্য মনে করিয়া, উহাদের হইতে নিবৃত্ত হন, অনারম্ভ এবং অসহযোগহেতু তাঁহার নিকট দুঃখ থাকিতে পারে না। যোগে (বা সমাধিতে) এবং মোক্ষে সর্বপ্রকার বেদনার অবসান হয়। মোক্ষে উহাদের নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়। যোগ মোক্ষের সাধক। বিষয়ের সন্নিকর্ষেই মনের প্রবৃত্তি হয়, মন আত্মাতে সম্যক্‌স্থিত হইলে মন ও বিষয় উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। ইহাকেই যোগবিদ্‌ মহর্ষিগণ সশরীরের যোগ বলিয়া থাকেন। এই যোগ দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। "সমস্তই (জগৎপ্রপঞ্চ) সহেতুক, দুঃখময় এবং অনিত্য। উহারা আত্মা নহে, আত্মকৃতও নহে। তথাপি উহাদিগেতে অহন্তামমতারূপ আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহারা অহং নহে, মম নহে,—এইপ্রকার সত্যবুদ্ধি যাবৎকাল উদয় হয় না, তাবৎকাল ঐ অহন্তামমতাবুদ্ধি থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, আত্মা সমস্তকে অতিক্রম করে। উহাই পরম সন্ন্যাস। ঐ পরম সন্ন্যাস হইলে, সমস্ত বেদনা এবং সমস্ত জ্ঞান, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান সমূলে নিঃশেষে বিনষ্ট হয়।"[৩] শ্রুতিও বলিয়াছেন,

১। "কোষকারঃ যথা হ্যংশূন্নুপাদত্তে বধপ্রদান্।
উপাদত্তে তথার্থেভ্যস্তৃষ্ণামজ্ঞঃ সদাতুরঃ॥" —(শারীরস্থান, ১।৯৪)

২। "ইচ্ছাদ্বেষাত্মিকা তৃষ্ণা সুখদুঃখাৎ প্রবর্ততে।
তৃষ্ণা চ সুখদুঃখানাং কারণং পুনরুচ্যতে॥
উপাদত্তে হি সা ভাবান্ বেদনাশ্রয়সংজ্ঞকান্।
স্পৃশ্যতে নানুপাদানো নাপৃষ্টো বেত্তি বেদনাঃ॥" —(শারীরস্থান, ১।১৩২-৩)

৩। "সর্বং কারণবদ্দুঃখমস্বঞ্চানিত্যমেব চ। ন চাত্মাকৃতকং তদ্ধি তত্র চোৎপদ্যতে স্বতা॥
যাবন্নোৎপদ্যতে সত্যা বুদ্ধিনৈতদহং যথা। নৈতন্মম চ বিজ্ঞায় জ্ঞঃ সর্বমতিবর্ততে॥
তস্মিংশ্চরমসন্ন্যাসে সমূলাঃ সর্ববেদনাঃ। অসংজ্ঞা জ্ঞানবিজ্ঞানাঃ নিবৃত্তিং
যাস্ত্যশেষতঃ (শারীরস্থান, ১।১৫০-২)॥

আরও দ্রষ্টব্য, শারীরস্থান, ৩।২৯-৩২।

"ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি অরে"[১]

চরকে আছে, সর্বসন্ন্যাসী, সর্বসংযোগনিসৃত ভূতাত্মা এক ও প্রশান্ত হয়।[২] শ্রুতিও বলিয়াছেন,

"উপশান্তোঽয়মাত্মা"[৩]

অনন্তর মহর্ষি আত্রেয় বলেন, "ঐ অবস্থায় ভূতাত্মা (বা জীব) ব্রহ্মভূত হয়। তখন উহা সমস্ত ভাবসমূহ হইতে নির্মুক্ত হয়। উহার কোন চিহ্ন থাকে না। সুতরাং তখন আর উহা উপলব্ধ হয় না। (অর্থাৎ তখন উহার ব্যক্তিত্ব থাকে না; সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌রূপে উহা উপলব্ধ হয় না)। ব্রহ্মবিদের গতি ব্রহ্মই। উহা অক্ষর এবং অলক্ষণ। (মুক্ত জীব ব্রহ্মই। সেইহেতু তাহা উপলব্ধ হয় না)। ব্রহ্মবিদগণই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে। অপর অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারে না।"[৪] মুক্তিকে তিনি ব্রহ্মনির্বাণও বলিয়াছেন।[৫]

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে বেদান্তোক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাবের সঙ্গে আত্রেয়োক্ত ব্রহ্মভূতভাবের কোন সম্পর্ক নাই। উহা, বৌদ্ধ নাগার্জুনের নির্বাণের তুল্য, সম্যক্ বিনাশমাত্র।[৬] প্রথমে বলা উচিত যে চরক (৭৮ খৃষ্টাব্দ) নাগার্জুনের (১৭৫ খৃষ্টাব্দ) প্রায় শতবর্ষ পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং নাগার্জুনোক্ত নির্বাণের সহিত চরকোক্ত মোক্ষ বা ব্রহ্ম নির্বাণের যদি কোন সাদৃশ্য থাকে, নাগার্জুনের মতের প্রভাব তাহাতে আছে বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। বরং বলা যাইতে পারে যে

১। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

২। "সর্ববিৎ সর্বসন্ন্যাসী সর্বসংযোগানিঃসৃতঃ।
একঃ প্রশান্তো ভূতাত্মা......................॥"
"তদজ্ঞাননিমিত্তেন স মোহেন ন যুজ্যতে॥
অমূঢ়ো মোহমূলৈশ্চ ন দোষৈরভিভূয়তে।
নির্দোষো নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ প্রশাম্যত্য পুনর্ভবঃ॥" —(শারীরস্থান, ৭।১৮—১৯)

৩।

৪। "অতঃপরং ব্রহ্মভূতো ভূতাত্মা নোপলভ্যতে।
নিঃসৃতঃ সর্বভাবেভ্যশ্চিহ্নং যস্য ন বিদ্যতে॥
গতির্ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম তচ্চাক্ষরমলক্ষণম্।
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদাঞ্চাত্র নাজ্ঞস্তজ্‌জ্ঞাতুমর্হতি॥" —(শারীর স্থান, ১।১৫৩—৪)

৫। শারীরস্থান, ৫।২২.২—২৪। পরে দ্রষ্টব্য)

৬। S. N. Das Gupta, History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 216, foot note 2,

চরকের মত অনুসরণেই নাগার্জুন নির্বাণ সম্বন্ধে স্বীয় সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাগার্জুনোক্ত নির্বাণের সহিত চরকোক্ত ব্রহ্মনির্বাণের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। নাগার্জুন, তথা সমস্ত বৌদ্ধ দার্শনিকগণই, অনাত্মবাদী।[১] তাঁহাদের মতে মুক্তির পরে কিছুই থাকে না।[২] সেই দৃষ্টিতে তাঁহারা অশাশ্বতবাদী।[৩] অপর পক্ষে চরকোক্ত আত্রেয়দর্শন আত্মবাদী। অধিকন্তু উহাতে নৈরাত্ম্যবাদের সাক্ষাদ্ভাবে নিন্দা আছে।[৪] আত্রেয় শাশ্বতবাদী। তন্মতে, যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে,

"অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ বিভুরব্যয়ঃ।"

"অনাদিঃ পুরুষো নিত্যঃ"

শাশ্বত এবং অব্যয় বলিয়াই আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। উক্ত বচনে চরক স্পষ্টত বলিয়াছেন যে মোক্ষে ভূতাত্মা উপলব্ধ হয় না। সুতরাং একভাবে উহাকে ভূতাত্মার বিনাশ বলা যাইতে পারে বটে। পরন্তু ভূতাত্মা সংযোগজ। আত্মা, মন ও অর্থের সমবায়কে চরক ভূতাত্মা বলিয়াছেন। পূর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞান হইলে ঐ সমবায়ের বিনাশ হয়। তিনি ইহাও স্পষ্টত বলিয়াছেন যে মন ও অর্থ উভয়েই তখন নিবৃত্ত হয়। সমবায়ের অঙ্গীভূত ঐ অংশদ্বয়ের বিনাশ হয় বলিয়াই সমবায়ের বিনাশ হয়। কিন্তু তাহাতে উহার অপরাংশ আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং ভূতাত্মার বিনাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। অপর কথায় ভূতাত্মার বিনাশ নিঃশেষ বিনাশ নহে কিম্বা শূন্যে পর্যবসান নহে। কেননা, আত্মা তখনও শেষ থাকে। তাই, চরক বলিয়াছেন যে মোক্ষে ভূতাত্মা সর্বসংযোগ হইতে নিঃসৃত, এক এবং প্রশান্ত হয় মাত্র। প্রশ্ন হইয়াছিল, আত্মা তখন কোন

১। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মুক্তি পর্যন্ত আলয়বিজ্ঞানের সদ্ভাব মানিয়া থাকেন। পরন্তু উহার নাম হইতেই জানা যায় উহার সত্তা লয় বা নির্বাণ পর্যন্ত (আ-লয়)। তৎপরে উহা থাকে না। সুতরাং উহা ঠিক আত্মা নহে। পুদ্গলবাদী বাৎসী পুত্রীয়গণের 'পুদ্গল বস্তুত "সংস্কারসমূহ" এবং "সন্তান" মাত্র। তাঁহারা উহাকে বস্তু ('ধর্ম') বা আত্মা মনে করিতেন না। উহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে। বসুবন্ধু ('অভিধর্মকোশ', ৯ম অধ্যায়) এবং চন্দ্রকীর্তি ('মাধ্যমিক সূত্রবৃত্তি', পুসেঁ সং, ৪২৯-৩০ পৃষ্ঠা) তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

২। Th. Stcherbatsky প্রণীত *The Concept of Buddist Nirvana* (Leningrad, 1927) দ্রষ্টব্য।

৩। বৌদ্ধবাদ "শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিত।" পরন্তু উহা ভিন্ন দৃষ্টিতে।

৪। শারীরস্থান, ১।৩৭—৪৬, সূত্রস্থান, ১১।১৪—৬।

লিঙ্গদ্বারা উপলব্ধ হয়? উত্তর হইল, তখন আত্মার কোন চিহ্ন থাকে না, তাই উপলব্ধ হয় না। তখন আত্মার সদ্ভাব না থাকিলে এই প্রশ্নপ্রতিবচন অসঙ্গত হয়। যদি তিনি মুক্ত আত্মার অসদ্ভাব মানিতেন, তাহাই বলিতেন। ঐরূপ বলাই সমীচিন উত্তর হইত। পরন্তু, পক্ষান্তরে তিনি অন্যত্র অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন, আত্মা অনাদি, অনিধন, অক্ষয় এবং শাশ্বত।[১] সুতরাং চরকোক্ত নির্বাণ বৌদ্ধ-নির্বাণ-তুল্য নহে। উহা বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম-নির্বাণই। শ্রুতিতে আছে, জীবভাব ভূতসঙ্গজনিত; ভূতনাশের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিনাশ হয়।

"এতেভ্যো ভূতেভ্যো সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি।"

কোন কোন শ্রুতিতে এই বিষয়ে সমুদ্রগত নদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অপর শ্রুতিতে শুদ্ধ জলে নিক্ষিপ্ত শুদ্ধ জলবিন্দুর দৃষ্টান্ত আছে। চরকোক্ত জীবের ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মভবনও ঠিক তদ্বতই। শ্রুতির ন্যায় তিনিও ব্রহ্ম-নির্বাণকে অক্ষর, অব্যয়, অমৃত ইত্যাদি বলিয়াছেন।

তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন যে পরমপুরুষ বা পরমাত্মা চিৎস্বরূপ।[২] উহা সৎস্বরূপও।[৩] উহা যে আনন্দস্বরূপও, তাহা তিনি সাক্ষাৎভাবে বলেন নাই। পরন্তু প্রকারান্তরে তিনি সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রবৃত্তি দুঃখ, আর নিবৃত্তি সুখ—ইহাই সত্য জ্ঞান।[৪]

"নিবৃত্তিরপবর্গঃ তৎপরং প্রশান্তং তত্তদক্ষরং তদ্‌ব্রহ্ম স মোক্ষঃ।"[৫]

নিবৃত্তিই অপবর্গ, তাহাই পর, তাহাই প্রশান্ত, তাহাই অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই মোক্ষ।' সুতরাং ব্রহ্ম সুখস্বরূপ। ইহাও বলা যাইতে পারে যে কোন কোন বেদান্ত মতেও ব্রহ্মকে বিশেষভাবে সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ মাত্র বলা হইয়া থাকে। ঐসকল মতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও স্বীকৃত হইয়া থাকে। তবে সকল সময়ে উহার বিশেষোল্লেখ করা হয় না। সুতরাং চরকোক্ত ব্রহ্মকে বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম হইতে কিছুতেই ভিন্ন বলা যায় না।

১। শারীরস্থান, ৩।১৪

২। শারীরস্থান, ১।১৪.১; সূত্রস্থান, ১১।১৩; ইত্যাদি। ৩। শারীরস্থান, ১।৫৭.২।

৪। "নিবৃত্তিরুপরমঃ। প্রবৃত্তির্দুঃখম্, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি যজ্‌জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তৎ-সত্যম্।"—(শারীরস্থান, ৫।১০)

৫। ঐ, ৫।১৩। অন্যত্র আছে, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রজঃ এবং তমঃ গুণ নিরাকৃত হইলে প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত আত্মার সংযোগ নিবৃত্ত হয়। (ঐ, ১।৩৪) তাই বলা হইয়াছে নিবৃত্তি মোক্ষ।

অদ্বৈতব্রহ্মবাদের সঙ্গে চরকোক্ত ব্রহ্মবাদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বোধ হয়। এখন আমরা বিশেষভাবে তাহা প্রদর্শন করিব। জীবের জন্ম সম্বন্ধে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন,

"আত্মজশ্চায়ং গর্ভো গর্ভাত্মা হ্যন্তরাত্মা যঃ, তং জীব ইত্যাচক্ষতে। শাশ্বতমরুজমজরমমরমক্ষয়মভেদ্যমচ্ছেদ্যমলোঢ্যং বিশ্বরূপং বিশ্বকর্মাণমব্যক্তমনাদিমনিধনমক্ষরমপি, স গর্ভাশয়মনুপ্রবিশ্য শুক্রশোণিতাভ্যাং সংযোগমেত্য গর্ভত্বেন জনয়ত্যাত্মানম্, আত্মসংজ্ঞা হি গর্ভে, তস্য পুনরাত্মনো জন্মানাদিত্বান্নোপপদ্যতে।"[১]

"গর্ভ আত্মজও বটে। গর্ভাত্মা অন্তরাত্মাই। উহাকেই শাস্ত্রে জীব বলা হইয়া থাকে। উনি (অন্তরাত্মা) শাশ্বত, নীরোগ, অজর, অমর, অক্ষয়, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অলোঢ্য[২], বিশ্বরূপ, বিশ্বকর্মক্ষম, অব্যক্ত, অনাদি, অনিধন এবং অক্ষর হইয়াও গর্ভাশয়ে অনুপ্রবেশ করিয়া শুক্রশোণিতের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে গর্ভরূপে উৎপন্ন করেন। গর্ভেই তাঁহার 'আত্মা' (গর্ভাত্মা) বা ভূতাত্মা সংজ্ঞা হয়। পরন্তু আত্মা (অন্তরাত্মা) অনাদি বলিয়া তাহার জন্ম হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

"তত্র পূর্বং চেতনা ধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্তা মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্মা বিশ্বরূপঃ পুরুষঃ প্রভবোঽব্যয়ো নিত্যঃ গুণী গ্রহণং প্রধানমব্যক্তং জীবো জ্ঞঃ পুদ্গলশ্চেতনাবান্ বিভুর্ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চান্তরাত্মা চেতি। স গুণোপাদানকালেঽন্তরিক্ষং পূর্বতরমন্যেভ্যো গুণেভ্য উপাদত্তে। (যথা) প্রলয়াত্যয়ে সিসৃক্ষুর্ভূতান্যক্ষরভূতঃ সত্ত্বোপাদানঃ পূর্বতরমাকাশং সৃজতি, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ, তথা দেহগ্রহণেঽপি প্রবর্তমানঃ পূর্বতরমাকাশমেবোপাদত্তে, ততঃ ক্রমেণ ব্যক্ততরগুণান্ ধাতূন্ বায়্বাদিকাংশ্চতুরঃ।"[৩] "চেতনা ধাতু প্রথমে মনঃকরণবান্ হইয়া পরে গুণগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। তিনিই (মনোযুক্ত চেতনা ধাতু) হেতু, কারণ বা নিমিত্ত। তিনি অক্ষর, কর্তা, মন্তা, বেদিতা, বোদ্ধা, দ্রষ্টা, ধাতা, ব্রহ্মা,

---

১। শারীরস্থান, ৩।১৪।

২। চক্রপানি বলেন, "অলোঢ্যমিত্যালেহ্যম্।" 'আলোঢ্য' স্থলে 'অলেহ্য' পাঠান্তর ও দৃষ্ট হয়। অলোঢ্য অর্থাৎ অবিচূর্ণনীয়।

৩। শারীরস্থান, ৪।৮

বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, বিরাট, পুরুষ, প্রভব, অব্যয়, নিত্য, গুণী, গ্রহণ, ("ভূতাদি গ্রহণকারী")[১], প্রধান, অব্যক্ত, জীব, জ্ঞ, পুদ্গল, চেতনাবান্, বিভু, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা এবং অন্তরাত্মা। গুণগ্রহণকালে তিনি অপর সকল গুণের পূর্বে আকাশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেমন প্রলয়ান্তে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্ত্বোপাদান অক্ষর পুরুষ প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন, পরে ক্রমে বায়ু প্রভৃতি ব্যক্ততর গুণ চারি ধাতুকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তেমন দেহগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রথমে আকাশকেই গ্রহণ করেন এবং তদনন্তর ক্রমশ বায়ু প্রভৃতি ব্যক্ততর গুণ অপর চারি ধাতুকে গ্রহণ করেন।

এই বচনদ্বয় হইতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে মহর্ষি আত্রেয়ের মতে নির্গুণ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই মনোপাধিযুক্ত হইয়া সগুণ ঈশ্বর হন এবং তিনিই জীব হন। তিনিই আবার প্রধান বা অব্যক্ত হন। সুতরাং জগৎও বস্তুত তিনিই। অন্যত্রও তিনি অতি স্পষ্ট বাক্যে সেই কথা বলিয়াছেন।

"ষড়্ধাতবঃ সমুদিতাঃ 'পুরুষ' (? 'লোক') ইতি শব্দং লভন্তে। তদ্‌যথা—পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্তমিত্যেত এব চ ষড়্ধাতবঃ সমুদিতাঃ 'পুরুষ' ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য পুরুষস্য পৃথিবী মূর্তিরাপঃ ক্লেদস্তেজোঽভিসন্তাপো বায়ুঃ প্রাণো বিষচ্ছুষিরাণি ব্রহ্মান্তরাত্মা। যথা খলু ব্রাহ্মী বিভূতির্লোকে তথা পুরুষেঽপ্যন্তরাত্মিকী বিভূতিঃ" ইত্যাদি।[২]

"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং অব্যক্তরূপী ব্রহ্ম—এই ছয় ধাতুর সমবায় 'লোক' (বা জগৎ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ ছয় ধাতুরই সমবায় 'পুরুষ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। (প্রকারান্তরে) পৃথিবী সেই পুরুষের মূর্তি, জল তাহার ক্লেদ, তেজ উষ্মা, বায়ু প্রাণ, আকাশ ছিদ্রসমূহ এবং ব্রহ্ম অন্তরাত্মা। যেমন জগতে ব্রাহ্মী বিভূতি, তেমন পুরুষে অন্তরাত্মিকী বিভূতি" ইত্যাদি। এই প্রকারে আত্রেয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে পুরুষ জগত্তুল্য।[৩] এখানেও তিনি বলিয়াছেন যে অন্তরাত্মা এবং অব্যক্ত

১। "গৃহ্ণাতি ভূতানীতি গ্রহণম্" (চক্রপানি)   ২। শারীরস্থান, ৫।৫—

৩। "পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিতঃ" (শারীরস্থান, ৫।৩)

"এবময়ং লোকসম্মিতঃ পুরুষঃ—যাবন্তো হি লোকে ভাববিশেষাঃ, তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে ইতি বুধাস্ত্বেবং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি।"—(শারীরস্থান ৪।১৩)।

প্রকৃতি ব্রহ্মই। আকাশাদি প্রকৃতিরই বিকার। সুতরাং ব্রহ্মই জীব ও জগৎ হইয়াছে। ইহাই আত্রেয়ের সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্ম কি প্রকৃতই জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন? না তিনি বিবর্তিত হন? এই বিষয়ে আত্রেয়ের মত কি তাহাই প্রশ্ন? এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ উক্তি 'চরক সংহিতা'য় নাই। তবে তাঁহার একটা উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

> "প্রাণাপানৌ নিমেষাদ্যা জীবনং মনসো গতিঃ।
> ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চারঃ প্রেরণং ধারণং চ যৎ॥
> দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে পঞ্চত্বগ্রহণং তথা।"[১]

"স্বপ্নে যেমন নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস, নিমেষ, ও উন্মেষ, জীবন, মনোগতি, ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার, প্রেরণ ও ধারণ এবং দেশান্তরগতি, পঞ্চত্বগ্রহণ ও তদ্বৎ।' অত্রোক্ত 'পঞ্চত্বগ্রহণ' শব্দের তাৎপর্য কি? টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেন, 'মরণ-জ্ঞান'। এই বচনের অব্যবহিত পূর্বশ্লোকে আছে, "যাঁহাদিগের দ্বন্দ্বে পরাশক্তি, যাঁহারা অহন্তামমতাপরায়ণ, জন্মমৃত্যু (বা সর্গলয়) তাঁহাদিগেরই। পরন্তু যাঁহারা অন্যপ্রকার (অর্থাৎ দ্বন্দ্বনির্মুক্ত এবং অহন্তামমতাবিহীন) তাঁহাদিগের নহে।"[২] উহার পরে পঞ্চত্বগমনের প্রসঙ্গ আছে। জীবাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত শরীরে পঞ্চভূতমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেইহেতু লোক মৃত্যুকে পঞ্চত্বগমন বলে।[৩] সুতরাং মনে হয়, 'পঞ্চত্বগ্রহণ' শব্দের অর্থ 'পঞ্চভূতাত্মক শরীর গ্রহণ' বা 'জন্ম'। অথবা 'গ্রহণ' শব্দ উপলক্ষণ মনে করিয়া বলা যাইতে পারে যে 'পঞ্চত্বগ্রহণ' অর্থ 'জন্মমৃত্যু'। এইরূপে জানা যায় যে জীবের জন্ম (কিম্বা জন্মমৃত্যু) স্বপ্নের ক্রিয়াদির ন্যায়। কেহ কেহ উক্ত বচনের 'স্বপ্নে' শব্দকে কেবল 'দেশান্তরগতি' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন, 'প্রাণাপানৌ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত নহে, সুতরাং তাঁহাদের মতে, এই বচনের তাৎপর্য এই যে 'জীবের জন্মমৃত্যু বা দেহান্তর

১। ঐ ১।৬৮—

২। শারীরস্থান, ১।৬৭।

৩। "শরীরং হি গতে তস্মিন শূন্যাগারমচেতনম্।
পঞ্চভূতাবশেষত্বাৎ পঞ্চত্বং গতমুচ্যতে॥"—(শারীরস্থান, ১।৭২)

গ্রহণ স্বপ্নে দেশান্তরগমনের তুল্য।' এই ব্যাখ্যাতেও আমাদের আপত্তি নাই। জীবের মুখ্যতম ঘটনা জন্মমৃত্যু স্বপ্নের ক্রিয়ার ন্যায় হইলে, অপরাপর ঘটনাসমূহও তদ্বৎ বলিতে হয়। তাহাতে পাওয়া যায় যে বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্ত ক্রিয়াই স্বপ্নের ক্রিয়ার ন্যায়। সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ; অতএব মিথ্যা। মহর্ষি আত্রেয়ের মত এই রূপই মনে হয়। জীবভাব উৎপত্তি-বিনাশশীল। আত্রেয় স্পষ্টত তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং জীবভাব মিথ্যা।

মহর্ষি অগ্নিবেশ প্রশ্ন করেন

"সর্বা সর্বগতত্বাচ্চ বেদনাঃ কিং ন বেত্তিঃ সঃ॥"[১]

'তিনি (চিৎস্বরূপ পুরুষ) সর্বগত। সেইহেতু তিনি (সর্বদেহগত) বেদনা অনুভব করেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি আত্রেয় বলেন,

"দেহী সর্বগতো হ্যাত্মা স্বে স্বে সংস্পর্শনেন্দ্রিয়ে।
সর্বাঃ সর্বাশ্রয়স্থাস্তু নাত্মাঽতো বেত্তি বেদনাঃ॥"[২]

'আত্মা সর্বগত হইলেও দেহী নিজ নিজ স্পর্শযুক্ত শরীরে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। সেইহেতু আত্মা সর্বশরীরগত সর্ববেদনা অনুভব করেন না।' এই প্রশ্নপ্রতিবচন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে আত্রেয় একজীববাদী কি বহুজীববাদী ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে উহাতে পুরুষের বহুত্বই সূচিত হয়। কিন্তু ঐ অনুমান নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কেননা পুরুষ এক কিম্বা বহু হউক, বিভু মানিলেই ঐ প্রশ্ন করা যায়। সুতরাং যেমন বহুপুরুষবাদী সাংখ্যের প্রতি, তেমন এক পুরুষবাদী অদ্বৈত বেদান্তের প্রতি ও ঐ শঙ্কা করা যায়। কেননা, উভয় মতেই পুরুষ স্বরূপত বিভু। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জীবন্মুক্ত সর্বাত্মভাব লাভ করেন। সর্বাত্মভাব-প্রাপ্ত পুরুষ সর্বশরীরের বেদনা অনুভব করেন না কেন? এই শঙ্কা উত্থাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহা ঠিক ঐ প্রকারই। সুতরাং ঐ প্রশ্নপ্রতিবচন একজীববাদানুগতও বলা যাইতে পারে। আত্রেয় ও সর্বাত্মভাবপ্রাপ্তি অঙ্গীকার করেন। কিঞ্চিৎ পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। আত্রেয় বলিয়াছেন

"নির্বিকারঃ পরস্ত্বাত্মা সর্বভূতানাং নির্বিশেষঃ সত্ত্বশরীরয়োস্তু বিশেষাদ্বিশেষোপলব্ধিঃ।"[৩]

১। শারীরস্থান, ১।৫.২। ২। শারীরস্থান, ১।৭৭।
৩। শারীরস্থান, ৪।৩৪।

'সর্বভূতের পরমাত্মা নির্বিকার এবং নির্বিশেষ। মনঃ এবং শরীরের ভেদ হেতু তাঁহাতে ভেদ উপলব্ধি হয়। চরকের নিজ ব্যাখ্যা মতে 'বিশেষ' শব্দ ভেদজ্ঞাপক। সুতরাং নির্বিশেষ শব্দ অভেদ একত্ব-জ্ঞাপক।[১] অতএব ঐ উক্তি মতে সর্বভূতের পরমাত্মা একই। 'সর্বভূত' শব্দ বহুবচনে এবং 'পরমাত্মা' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়াতেও তাহা বুঝা যায়। ঐ আত্মাতে ভেদজ্ঞাপক কোন কিছুই নাই। বলাও হইয়াছে যে পরমাত্মা নিরবয়ব।[২] সুতরাং তাঁহার অংশ সদ্ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না। এইরূপে ঐ উক্তি হইতে মনে হয় যে আত্রেয় একজীববাদী ছিলেন। জীবের ব্যবহারিক বহুত্ব সত্ত্বশরীরোপাধিজনিত।

মহর্ষি আত্রেয়ের মতে মোক্ষের স্বরূপের বিবৃতি, সংক্ষেপে পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে আরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, রজঃ ও তমঃ গুণের অভাবে এবং বলবৎ (প্রারব্ধ) কর্মের সংক্ষয়ে, কর্মসংযোগের বিয়োগ হয়। তাহাতে অপুনর্ভাব হয়। উহাই মোক্ষ।"[৩] তিনি মোক্ষলাভের উপায়সমূহও বিশদভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।[৪] উহাদের একটি জীব ও জগতের সাম্যের পুনঃ পুনঃ আলোচনা।[৫] ইহার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। সম্পূর্ণ এক অধ্যায়ে উহার উপদেশ করিয়াছেন।[৬] ঐ সামান্যোপদেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন, যিনি সর্বলোক আত্মাতে, এবং আত্মাকে সর্বলোকে সমানভাবে দেখেন, তাহার সত্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্বলোককে আত্মাতে দর্শনকারীর আত্মা সুখদুঃখের কর্তা হন। তাঁহার পক্ষে অন্য কর্তা থাকে না। (জীব) কর্মাত্মক বলিয়া (বক্ষ্যমান) হেতু প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত হইয়া, 'সর্বলোক

১। গ্রন্থের প্রারম্ভে চরক তৎকর্তৃক ব্যবহৃত বিশেষ ও সামান্য সংজ্ঞার তাৎপর্য নির্দেশ করিয়াছেন।

"সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ।
তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্যয়ঃ॥"—(সূত্রস্থান, ১।৪৫)

'সামান্য' শব্দের অর্থ 'তুল্যতা'। 'বিশেষ' শব্দের অর্থ উহার বিপরীত, সুতরাং অতুল্যতা বা বিভিন্নতা। অতএব 'নির্বিশেষ'=তুল্যতা। তুল্যতা বা সামান্য 'একত্ব-বুদ্ধিকর' সুতরাং নির্বিশেষ=এক।

২। "নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্য চাত্মনঃ—"(সূত্রস্থান, ১১।১০.২)

৩। শারীরস্থান, ১।১৪০, ৪। শারীরস্থান, ১।১৪১—১৫১ ; ৫।১৩।

৫। "লোকপুরুষয়োঃ সর্গাদিসামান্যাবেক্ষণং"—(শারীরস্থান, ৫।১৩)।

৬। ঐ, ৫ম অধ্যায়।

আমিই' ইহা জানিয়া মোক্ষ লাভের জন্য প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে। এ স্থলে 'লোক' শব্দ সংযোগাপেক্ষী। ষড়্ধাতু সমুদায়ই সামান্যত সর্বলোক। (অর্থাৎ লোক শব্দ এখানে জীব ও জগৎ উভয়কেই বুঝায়)। উহার হেতু, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উপপ্লব এবং বিয়োগ আছে। তন্মধ্যে 'হেতু' 'উৎপত্তি'র কারণ। 'উৎপত্তি' অর্থ জন্ম। 'বৃদ্ধি' অর্থ—আপ্যায়ন (বা পুষ্টি)। 'উপপ্লব' অর্থ দুঃখাগম। ষড়্ধাতুর বিভাগই 'বিয়োগ'। ঐ বিয়োগই জীবাপগম, উহাই প্রাণনিরোধ, উহাই ভঙ্গ এবং উহাই লোকের স্বভাব। জীবাপগমের, তথা সমস্ত সুখদুঃখের, মূল প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি (উহাদের) উপরম। প্রবৃত্তি দুঃখ, আর নিবৃত্তি সুখ—ইহাই সত্য জ্ঞান। সর্বলোকের সামান্যজ্ঞান সত্যজ্ঞান লাভের কারণ। সামান্য উপদেশের প্রয়োজন ইহাই।"[১] তিনি বলিয়াছেন, সত্য জ্ঞান দ্বারা অতিবল মহামোহময় অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। তদ্দ্বারা সর্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং তাহাতে লোক সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়। তদ্দ্বারা যোগ সিদ্ধ হয় এবং সাংখ্য (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ হয়। তদ্দ্বারা লোক অহঙ্কারগ্রস্ত হয় না এবং সুখদুঃখের কারণের অনুসরণ করে না। তদ্দ্বারা জীব নিত্য, অজর, শান্ত এবং অব্যয় ব্রহ্ম হয়।[২] "যিনি সর্বলোকে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বলোককে দেখেন, সেই পরাবর দ্রষ্টার জ্ঞানমূলক শান্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। যিনি সমস্ত অবস্থায় এবং সর্বদা সর্ববস্তুকে (ব্রহ্মরূপে) দেখেন, ব্রহ্মভূত তদ্ধ তাঁহার (অপর কিছুরই সহিত) সংযোগ উপপন্ন হয় না। করণসমূহের অভাব হেতু তখন আত্মার কোন লিঙ্গ থাকে না। তাই তাঁহার উপলব্ধি হয় না। সর্বকরণের বিয়োগ হেতু তাঁহাকে মুক্ত বলা হয়। বিপাপ, বিরজঃ, শান্ত, পর, অক্ষর, অব্যয়, অমৃত এবং ব্রহ্মনির্বাণ—এইসকল পর্যায় শব্দ দ্বারা শান্তি (বা মোক্ষ) অভিহিত হইয়া থাকে।"[৩] বিপাপ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইতে আত্রেয়াভিমত মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

১। শারীরস্থান, ৫।৯-১০ ২। শারীরস্থান, ৫।১৭-২০ ৩। ঐ, ৫।২১-৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্য

ভামহ

ভামহ (৫০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন, এই "সংসার অসার"। সাধু ব্যক্তিগণ ইহা হইতে ভীত হন। তাঁহারা শ্রেয়ঃ প্রার্থী হইয়া আধি, ব্যাধি, জাতি ও দুর্নীতি রূপ ক্লেশসমূহ পরিত্যাগ করত প্রশান্ত মার্গ অবলম্বন করেন।[১] ঐ বিদ্বান ও ধীর ব্যক্তিগণ আপাতঃরমণীয় ভোগসমূহে আসক্ত হন না। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবস্তু, সুতরাং মায়া বা মিথ্যা—এই দার্শনিক দৃষ্টিতে সংসারকে অসার বলা হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা, যাঁহারা জগৎকে বাস্তব সত্য মনে করেন, তাঁহারাও সাংসারিক, ভোগবিলাসে বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ সংসারকে অসার বলিয়া থাকেন, দেখা যায়। তবে প্রকরণ হইতে মনে হয়, ঐ স্থলে প্রথম অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

আত্মা শাশ্বত কি অশাশ্বত এই লইয়া বাদিগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন। ভামহ বলেন, এই বিবাদ নিরর্থক। কেননা আত্মা, তথা প্রকৃতি, যুক্তি বিচারের অতীত; সুতরাং অপ্রসিদ্ধ। অতএব উহার ধর্ম বিচারের বিষয় হইতে পারে না। ধর্মী প্রসিদ্ধ হইলেই উহার ধর্ম—উহা শাশ্বত কি অশাশ্বত তাহা বিচারের বিষয় হইতে পারে এবং তদ্বিষয়ে মতভেদও হইতে পারে।[২] এখানে সাংখ্যমতের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় তাহা প্রথমে মনে হয়। উহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি লিখিয়াছেন,

---

১। "সাধুঃ সংসারাদ্বিভ্যদস্মাদসারাৎ" ইত্যাদি। (কাব্যালঙ্কার, ২।১২)

২। "অত্যাত্মা প্রকৃতির্বেতি জ্ঞেয়া হেত্বপবাদিনী।
ধর্মিণোঽস্যাঽপ্রসিদ্ধত্বাত্তদ্ধর্মোঽপি ন সেৎস্যতি।
শাশ্বতোঽশাশ্বতো বেতি প্রসিদ্ধে ধর্মিণিধ্বনৌ।
জায়তে ভেদবিষয়ো বিবাদো বাদিনোর্মিথঃ॥"—(কাব্যালঙ্কার, ৫।১৫-৬)

"অথ নিত্যাবিনাভাবি দৃষ্টং জগতি কারণম্।
কারণং চেন্ন তন্নিত্যং নিত্যং চেৎ কারণ ন তৎ।"[১]

জগতে দেখা যায়, কারণ নিত্য ও অবিনাভাবি। যদি কারণ হয় তবে তাহা নিত্য হইতে পারে না; আর যদি নিত্য হয়, তবে তাহা কারণ হইতে পারে না।' এখানে প্রথম নিত্য শব্দে পরিণামী নিত্য এবং অপর দুই নিত্য শব্দে কূটস্থ নিত্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরিণামী নিত্য বস্তু কারণ হইতে পারে। যথা সাংখ্যের প্রধান নিত্য এবং তাহা জগতের কারণ। সাংখ্য সৎকার্যবাদী। তন্মতে কার্য ও কারণের অবিনাভাব আছে। বেদান্তেও ব্যবহারত সৎকার্যবাদ এবং কার্যকারণের অভিন্নতা স্বীকৃত হয়। পরন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম পরমার্থত কূটস্থ নিত্য। উঁহাকে আবার জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণও বলা হয়। স্ফোটবাদী ও বৈয়াকরণগণ এবং মীমাংসকগণও স্ফোটকে কূটস্থ নিত্য এবং অনপায়ী মনে করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে ঐ স্ফোটই নাদরূপে বিকসিত হয়। ভামহ কূটস্থ নিত্যবাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। কূটস্থ নিত্যবস্তু কারণ হইতে পারে না। কারণ হইলে তাহাকে কূটস্থ নিত্য বলা যায় না। কূটস্থ নিত্যবাদিগণ তাহা জানিতেন। তাই তাঁহারা বিবর্তবাদ অঙ্গীকার করেন। ব্রহ্ম বা স্ফোট জগতের বা নাদের বিবর্তকারণ, পরিণামীকারণ নহে। সেইহেতু অদ্বৈত ব্রহ্মবাদিগণ অজাতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

ভামহ স্ফোটবাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। সমুদায়ী সমুদায় হইতে ভিন্ন নহে। গৃহ কাষ্ঠ, ভিত্তি ও মৃত্তিকা ব্যতীত আর কি? সেইহেতু, যাহাতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান পরমার্থত বিদ্যমান তাহা কূটস্থ এই শাব্দিক কল্পনা বৃথা। স্ফোটবাদিগণ শপথ করিয়া বলিলেও তাঁহাদের উক্তি গ্রাহ্য নহে। আকাশ কুসুম আছে, এই কথায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিবেন? (স্ফোটবাদিগণ বলেন), বর্ণসমূহ এতৎসংখ্যক, ঈদৃশ এবং ঈদৃগর্থবান—লোকের ব্যবহারের জন্য পূর্বে এইপ্রকার নিয়ম করা হইয়াছে। পরন্তু স্ফোট কূটস্থ এবং অনপায়ী। উহা নাদ হইতে ভিন্ন।

১। ঐ, ৫।৩১।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণই সাংকেতিক অর্থসমূহকে পারমার্থিক মনে করিয়া থাকে। (স্ফোট) নিত্য হউক বা বিনশ্বর হউক, সত্য অর্থের সহিত উহার সম্বন্ধ ঐপ্রকার বলিয়া যাঁহারা নিশ্চিত করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্‌দিগকে নমস্কার।"[১]

সুবন্ধু

কবি সুবন্ধু (৬০০ খৃষ্টাব্দোপকাল) লিখিয়াছেন, সংসার অতিশূন্য।

"বিশ্বং গণয়তো বিধাতুঃ শশিকঠিনীখণ্ডেন তমোমশীশ্যামেঽজিন ইব নভসি সংসারস্যাতিশূন্যত্বাচ্ছূন্যবিন্দব ইব বিততা।"[২]

'সংসারের অতিশূন্যতাহেতু বিশ্বগণনাকামী বিধাতার তমোমশীশ্যাম অজিন সদৃশ গগনে চন্দ্ররূপ খটিকাখণ্ডের দ্বারা (অঙ্কিত) শূন্যবিন্দুসমূহের ন্যায় বিতত (তারকাসমূহ)।' বাহ্যজগতের অসত্তা প্রতিপাদক বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধদর্শনের প্রতি সুবন্ধু তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন দেখা যায়। যথা একস্থলে অন্ধকারকে বৌদ্ধদর্শনের তুল্য বলিয়াছেন।

"বৌদ্ধদর্শনমিব প্রত্যক্ষদ্রব্যমপহ্নুবান্ তিমিরং"[৩]

'বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় প্রত্যক্ষদ্রব্যের অপহ্নবকারী তিমির।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন,

"কশ্চিদ্‌বৌদ্ধসিদ্ধান্ত ইব ক্ষপিতশ্রুতিবচনদর্শনোঽভবৎ"[৪]

১। "ন চাপি সমুদায়িভ্যঃ সমুদায়োঽতিরিচ্যতে।
দারু ভিত্তিভুবোঽতীত্য কিমন্যৎ সদ্ম কল্প্যতে ॥১০॥
তস্মাৎ কূটস্থ ইত্যেষা শাব্দী বঃ কল্পনা বৃথা।
প্রত্যক্ষমনুমানং বা যত্র তৎ পরমার্থতঃ ॥১১॥
শপথৈরপি চাদেয়ং বচো নঃ স্ফোটবাদিনাম্।
নভঃকুসুমমস্তীতি শ্রদ্দধ্যাৎ কঃ সচেতনঃ ॥১২॥
ইয়ন্ত ঈদৃশা বর্ণা ঈদৃগর্থাভিধায়িনঃ।
ব্যবহারায় লোকস্য প্রাগিত্থং সময়ঃ কৃতঃ ॥১৩॥
স কূটস্থোঽনপায়ী চ নাদাদন্যশ্চ কথ্যতে।
মন্দাঃ সাঙ্কেতিকানর্থান্ মন্যন্তে পারমার্থিকান্ ॥১৪॥
বিনশ্বরোঽস্তু নিত্যো বা সম্বন্ধোঽর্থেন বা সতা।
নমোঽস্তু তেভ্যো বিদ্বদ্ভ্যঃ প্রমাণং যেঽস্য নিশ্চিতৌ ॥১৫॥
(কাব্যালঙ্কার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

২। 'বাসবদত্তা', সুবন্ধু-বিরচিত, শিবরাম ত্রিপাঠি-কৃত 'দর্পণাখ্য' টীকা সহিত, এফ্. হল কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৩। ঐ, ১৭৯ পৃষ্ঠা।　৪। 'বাসবদত্তা', ২৯৭ পৃষ্ঠা।

'কেহ কেহ, শ্রুত, আপ্ত এবং দৃষ্ট প্রমাণ (সিদ্ধ বস্তুসদ্ভাব) পরিত্যাগকারী বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় শ্রুতি, বচন এবং দর্শনবিহীন হইয়াছিল।' সুতরাং বলা যায় না যে সুবন্ধু সেই দৃষ্টিতে সংসারকে অতিশূন্য বলিয়াছেন। এক স্থলে তিনি সান্ধ্য অন্ধকারকে শ্রুতিবচনের তুল্য বলিয়াছেন।

"শ্রুতিবচনমিব পরিহৃত দিগম্বরদর্শনম্"[১]

'যে শ্রুতিবচন দিগম্বরদর্শনকে পরিহৃত করে, (সান্ধ্য অন্ধকার) তত্তুল্য।' 'দিগম্বরদর্শন' অর্থ, টীকাকার শিবরামের মতে, বৌদ্ধদর্শন।[২] পক্ষান্তরে উহার অর্থ 'দিক্ ও অম্বরের দর্শন'। ইহা হইতে জানা যায় যে শ্রুতি ও দিক্ এবং অম্বরের দর্শন অর্থাৎ প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের সদ্ভাব পরিহার করেন। তবে মহাযান বৌদ্ধদর্শন যে হিসাবে জগৎপ্রপঞ্চকে অস্বীকার করে, শ্রৌতদর্শন সে হিসাবে করে না। বৌদ্ধদর্শনে ব্যবহারদশায়ও প্রপঞ্চের সদ্ভাব স্বীকৃত হয় না। পরন্তু অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে ব্যবহারদশায় জগৎপ্রপঞ্চের সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবেদান্ত ঐ বৌদ্ধমতকে খণ্ডন ও হীনপ্রভ করিয়াছিল। সুবন্ধু তাই বলিয়াছেন, শ্রুতিবচন দিগম্বরদর্শনকে পরিহৃত করিয়াছিল। পরমার্থত অদ্বৈতবেদান্তদর্শন অজাতবাদী। তন্মতে জগৎ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনো হইবে না। উহা ত্রিকালে অসৎ সুতরাং আত্যন্তিকরূপে শূন্য। এই দৃষ্টিতেই সুবন্ধু সংসারকে "অতিশূন্য" বলিয়াছেন মনে হয়। অন্যত্র তিনি সংসারকে অসার বলিয়াছেন।[৩]

সুবন্ধু লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, উপনিষৎ উহার বোধ করাইয়া থাকে।[৪] পরন্তু নারায়ণ বহুরূপাত্মক। তাঁহার শক্তি স্বচ্ছন্দ এবং

১। ঐ, ১৮৭ পৃষ্ঠা। অন্যত্র বিন্ধ্যপর্বত সম্বন্ধে সুবন্ধু লিখিয়াছেন,

"মীমাংসান্যায় ইব পিহিতদিগম্বরদর্শনঃ" (৯৩ পৃষ্ঠা)।

'যে মীমাংসান্যায় দিগম্বরদর্শনকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, (বিন্ধ্যপর্বত) তাহার তুল্য।' কেননা বিন্ধ্যপর্বত ও দিক্ এবং অম্বরের দর্শন তিরোহিত করিয়াছে। আরও দ্রষ্টব্য মীমাংসা দর্শনেনেব তিরস্কৃতদিগম্বরদর্শনেন" (২৯৭ পৃষ্ঠা)।

২। 'দিগম্বরদর্শনে'র অর্থ অনায়াসে 'দিগম্বর জৈনদর্শন' এবং তদুপলক্ষণে সমগ্র 'জৈনদর্শন' বলা যাইতে পারে। পরন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে উপমার অর্থগৌরব তেমন সুন্দররূপ পরিস্ফুট হয় না। তাই উহাকে 'বৌদ্ধদর্শন' বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। একস্থলে সুবন্ধু লিখিয়াছেন, "কেচিজ্জৈমিনিমতানুসারিণ ইব তথাগতমতধ্বংসিনঃ (১৪৪ পৃষ্ঠা)।

৩। ২৭২ পৃষ্ঠা, ৫ পঙ্‌ক্তি।

৪। "ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোতকরস্বরূপাং বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালঙ্কারভূষিতামুপনিষদমিবা-নন্দাত্মকমুদ্যোতয়ন্তীং" (২৩৫-৬ পৃষ্ঠা)।

অপরাজিতা।[১] সৎপুরুষগণ বিষ্ণুপদেরই আশ্রয় করিয়া থাকেন।[২] ইহা হইতে জানা যায় নারায়ণ সর্বাত্মক এবং সর্বশক্তিমান, সুতরাং সবিশেষ। তিনি শ্রেষ্ঠ উপাস্যরূপ। অপর পক্ষে মনে হয়, সুবন্ধুর মতে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং বেদান্তবিজ্ঞানগম্য। ব্রহ্ম ও নারায়ণের মধ্যে, দৃষ্টিভেদে, এই পার্থক্য সুবন্ধু করিয়াছেন মনে হয়।[৩]

মহেন্দ্রবিক্রম বর্মন

'মত্তবিলাস' নামক প্রহসনে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবিক্রম বর্মন (৬০৮ খৃষ্টাব্দোপ-কাল) মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শনের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে,

"বেদান্তেভ্যো গৃহীত্বার্থান্ মহাভারতাদপি।
বিপ্রাণাং মিষতামেব কৃতবান্ কোশসঞ্চয়ম্॥"[৪]

'যিনি বেদান্ত এবং মহাভারত হইতে বিষয়সমূহগ্রহণ করিয়া কোশ সঞ্চয় করিয়াছেন।' তাই বৌদ্ধশাস্ত্রকে 'চোরশাস্ত্র' বলা হইয়াছে।[৫] উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে 'সংবৃতসত্য' ও 'পরমার্থসত্য'কে উপহাস করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় যে ঐখানে মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শনকে নিন্দা করা হইয়াছে।

ঐসকল উক্তি এক মদোন্মত্ত কাপালিকের। এক পাষণ্ডী শাক্যভিক্ষুর প্রতিই তিনি ঐগুলি বলিয়াছেন। অধিকন্তু সমস্ত গ্রন্থটা একটা প্রহসন

১। "নারায়ণশক্তিমিব বচ্ছন্দাপরাজিতাং...নারায়ণমূর্তিমিব বহুরূপাং (...বিন্ধ্যাটবীং) (২৪৬ পৃষ্ঠা)।

২। "সৎপুরুষেণেব বিষ্ণুপদাবলম্বিনা" (২৯৭ পৃষ্ঠা)।

৩। টীকাকারও তাহা মনে করেন। কেননা, তিনি লিখিয়াছেন,
"উপনিষদমিবৈকমানন্দমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মানন্দমুদ্যোতয়ন্তীম্। তদুক্তম্
"আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্"
ইতি।" (২৩৫-৬ পৃষ্ঠা)।

৪। 'মত্তবিলাস প্রহসন' মহেন্দ্রবিক্রমবর্মন-বিরচিত; 'ত্রিভন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ' ত্রিভন্দ্রম, ১৯১৭, ১৫ পৃষ্ঠা।
পল্লবরাজ মহেন্দ্রবিক্রমবর্মন চালুক্যরাজ (দ্বিতীয়) পুলকেশির সমকালীন ছিলেন। পুলকেশি ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহেন্দ্রবিক্রমবর্মনের পিতা সিংহবিষ্ণু বর্মন ৫৭৫-৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য শাসন করেন।

৫। অধুনা প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের একটা শ্লোকেও বুদ্ধদেবকে 'চোর' বলা হইয়াছে
"যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।"—(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯।৩৪)

মাত্র। সুতরাং উহাতে অতিশয়োক্তি ও বিকৃতি প্রভৃতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। সেইহেতু ঐসকল উক্তি যথাশ্রুত অর্থে গ্রাহ্য কিনা, সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত বেদান্তদর্শন ও মাধ্যমিক দর্শনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য না থাকিলে, গ্রন্থকার ঐকথা বলিতে পারিতেন না। তাহাতে জানা যায় যে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন ৭ম খৃষ্টশতকের পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু ইহাও জানা যায় যে তখন অন্ততঃ কেহ কেহ মনে করিতেন যে ঐ বেদান্তদর্শনেরই আধারে মাধ্যমিক বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বীয় মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছিলেন। অপরেও সেইপ্রকার বলিয়াছেন।

বাণভট্ট

মহাকবি বাণভট্ট স্বসময়ে প্রচলিত নানাপ্রকার মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, বৌদ্ধ, জৈন, কাপিল, কাণাদ, ধর্মশাস্ত্রি (বা পূর্ব-মীমাংসক), ঔপনিষদ্, পৌরাণিক, ঈশ্বরকারণিক, ভাগবত, পাঞ্চরাত্রিক, পাশুপত, কাপালিক, বৈয়াকরণ, কারন্ধমি প্রভৃতি।[১] উহাদের কোন কোনটার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায়। যথা, ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদিগণের মতে, সংসার অসার। তাঁহারা উহা সিদ্ধ করিতে কুশল।

"সংসারাসারত্বকথনকুশলা ব্রহ্মবাদিনঃ"[২]

(মাধ্যমিক) বৌদ্ধদর্শনের মতে, সমস্তই অর্থশূন্য।[৩] (যোগাচার) বৌদ্ধমতে সমস্তই অর্থশূন্য বিজ্ঞপ্তিমাত্র।[৪] ব্রহ্মবাদিপ্রোক্ত 'অসার' শব্দের অর্থ বৌদ্ধ-

---

১। বাণভট্ট বিন্ধ্যারণ্যনিবাসী দিবাকরমিত্র নামা একজন মহামনা বৌদ্ধভিক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে এবং আশে পাশে ঐ সকল অপর সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণও বাস করিতেন। "...নিষেবমাণৈর্বীতরাগৈরার্হতৈর্মস্করিভিঃ শ্বেতপটৈঃ পাণ্ডুরিভিক্ষুভি-র্ভাগবতৈর্বর্ণিভিঃ কেশলুঞ্চনৈঃ কাপিলৈর্জৈনৈর্লোকায়তিকৈঃ কানাদৈরৌপনিষদৈরৈশ্বর-কারণিকৈঃ কারন্ধমিভির্ধর্মশাস্ত্রিভিঃ পৌরাণিকৈঃ সাপ্ততন্তবৈঃ শাব্দৈঃ পাঞ্চরাত্রিকৈরন্যৈশ্চ স্বান্ স্বান্ সিদ্ধান্তান্ শৃণ্বদ্ভিরভিযুক্তৈশ্চিন্তয়দ্ভিশ্চ" ইত্যাদি। ('হর্ষচরিত' পরমপোপ্পুর সংস্করণ, ৮ম উচ্ছ্বাস, ২৩৬-৭ পৃষ্ঠা)।

২। "যথাবদধিগতাত্মতত্ত্বাশ্চ মস্করিণঃ, সমদুঃখসুখ মুনয়ঃ, সংসারাসারত্বকথনকুশলা ব্রহ্মবাদিনঃ শোকাপনয়ননিপুণাশ্চ পৌরাণিকাঃ"—(হর্ষচরিত, ৫ম উচ্ছ্বাস, ১৭৩ পৃষ্ঠা)।

"নিঃসারতাং সংসারস্য জাতা" (কাদম্বরী, পিটার্সন সংস্করণ, ১৭২ পৃষ্ঠা, ২য় পংক্তি)

৩। "ন জিনতন্ত্রেষ্বার্থশূন্যানি দর্শনানি" (হর্ষচরিত, ২য় উচ্ছ্বাস, ৭৭ পৃষ্ঠা); "বৌদ্ধ-বুদ্ধিমিব নিরালম্বনাং (কাদম্বরী, ১৩১ পৃষ্ঠা, ১৪ পঙক্তি)।

৪। "সৌগততন্ত্রেষ্বার্থশূন্যবিজ্ঞপ্তিজনিতবৈরাগ্য কাষায়াণ্যভিলষতঃ" (হর্ষচরিত, ৭ম

দর্শনের 'অর্থশূন্ত' হইতে অবশ্যই পৃথগ্‌রূপে করিতে হইবে। উহার অর্থ কেবল 'অনিত্য'ও নহে। সংসারের অনিত্যতার উল্লেখ বাণ পৃথগ্‌রূপে করিয়াছেন।[১]

সুবন্ধুর স্তায় বাণও লিখিয়াছেন যে ভগবান নারায়ণ বিশ্বরূপাত্মক। তাঁহার লেখা হইতে আরও জানা যায় যে বিশ্বরূপ কখন প্রকট থাকে, আর কখন অপ্রকট হয়। নারায়ণের আশ্রিতা লক্ষ্মীরূপা শক্তিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরূপত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন।[২]

'কাদম্বরী'তে আছে যে রূপবতী নারীকে দেখিয়া বিকলচিত্ত মুনিবালক পুণ্ডরীককে তাহার সতীর্থ কপিঞ্জল এই বলিয়া ভৎর্সনা করেন—

"সখে পুণ্ডরীক নৈতদমুরূপং ভবতঃ। ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ। ধৈর্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবাপূর্বোয়মাদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবো যেনাস্যেবংকৃতঃ। ক তে তদ্ধৈর্যম্। কাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ। ক তদ্বশিত্বং চেতসঃ। ক সা প্রশান্তিঃ। ক তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্যং। ক সা সর্ববিষয়নিরুৎসুকতা। ক তে গুরূপদেশাঃ। ক তানি শ্রুতানি। ক তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ। ক তদুপভোগবিদ্বেষিত্বম্। ক সা সুখ-পরাঙ্মুখতা। কাসৌ তপস্যাভিনিবেশঃ। ক সা ভোগানামুপর্চর্যরুচিঃ। ক তদ্যৌবনানুশাসনম্। সর্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা। নির্গুণো ধর্মশাস্ত্রাভ্যাসঃ। নিরর্থকঃ সংস্কারঃ। নিরূপকারকো গুরূপদেশবিবেকঃ। নিষ্প্রয়োজনা প্রবুদ্ধতা। নিষ্কারণং জ্ঞানম্। যদত্র ভবাদৃশা অপি রাগভিষঙ্গৈঃ কলুষীক্রিয়ন্তে প্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে।"[৩]

ইহাতে মুনিধর্মের আদর্শের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] উহা নিবৃত্তিধর্মই।

উচ্ছ্বাস, ২২৩ পৃষ্ঠা) বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদেরও উল্লেখ বাণ করিয়াছেন। "বৌদ্ধেনেব সর্বাস্তি-বাদশূরেণ সাংখ্যগমেনেব প্রধানপুরুষোপেতেন জিনধর্মেণেব জীবানুকম্পিনা" (কাদম্বরী, ৫১ পৃষ্ঠা, ১৯-২০ পঙ্‌ক্তি)।

১। "অন্যেনানিত্যতাং ভাবয়তা, সংসারং চাপবদতা" (হর্ষচরিত, ৫ম উচ্ছ্বাস, ১৫৪ পৃষ্ঠা)। আরও দ্রষ্টব্য—৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

২। "(শূদ্রকঃ) বসতা সর্বদেবময়স্য প্রকটিত বিশ্বরূপাকৃতেরনুকরোতি ভগবতো নারায়ণস্য।" (কাদম্বরী, ৬ পৃষ্ঠা, ৩-৪ পঙ্‌ক্তি); বিশ্বরূপত্বমিব গ্রহীতুমাশ্রিতা নারায়ণ-মূর্তিম্।" (ঐ, ১০৫ পৃষ্ঠা, ১-২ পঙ্‌ক্তি)।

৩। কাদম্বরী, ১৪৬ পৃষ্ঠা, ১০-২১ পঙ্‌ক্তি।

৪। 'কাদম্বরী'র উত্তরভাগেও (৩১০ পৃষ্ঠা, ৫—পঙ্‌ক্তি) মুনিপ্রকৃতির উল্লেখ আছে—

সর্ববিষয়নিরুৎসুকতাই উহার পরাকাষ্ঠা। যে রাজকন্যাকে দেখিয়া পুণ্ডরীকের চিত্ত বিকল হইয়াছিল, তাঁহার নিকটে গিয়া কপিঞ্জল বলেন,

"ক কন্দমূলফলাশী শান্তো বননিরতো মুনিজনঃ। কায়মনুপশান্তজনোচিতো বিষয়োপভোগাভিলাষকলুষো মন্মথবিবিধবিলাসসঙ্কটো রাগপ্রায়ঃ প্রপঞ্চঃ। সর্বমেবানুপপন্নমালোকয় কিমারব্ধং দৈবেন। অযত্নেনৈব খলূপহাসাস্পদতামীশ্বরো নয়তি জনম্।" ইত্যাদি।[১]

এখানে পাওয়া যায় যে ঐ নিবৃত্তিধর্মমতে এই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বস্তুত অনুপপন্নই। দৈববশতই ইহা আরব্ধ হইয়াছে। এখানে 'দৈব' অর্থ অবশ্যই 'অদৃষ্ট', অর্থাৎ যাহা জানা নাই বা জানা যায় না; সুতরাং 'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা'। সুতরাং এইসকল অদ্বৈতবেদান্তের অজাতবাদ এবং অবিদ্যাবাদই। তাই বাণ বলিয়াছেন ব্রহ্মবাদীর মতে সংসার অসার।

সাহিত্য

১। 'কাব্যালঙ্কার' ভামহ-বিরচিত, অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীবলদেব উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

২। 'হর্ষচরিত', বাণভট্ট-বিরচিত, শঙ্কর-প্রণীত 'সঙ্কেতাখ্য' ব্যাখ্যাসমেত, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব-কর্তৃক সংশোধিত, শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাম তোপপুর কর্তৃক সংস্কৃত, নির্ণয়-সাগর প্রেস, ৩য় সংস্করণ, ১৮৩৪ শক।

৩। 'কাদম্বরী', বাণভট্ট-বিরচিত, পিটার পিটার্সন-কর্তৃক সম্পাদিত, বোম্বে সংস্কৃত সিরিজ, ৩য় সংস্করণ, মুম্বাই, ১৯০

'মুমুক্ষু', 'বীতরাগ', 'নিঃসঙ্গ', 'নিঃস্পৃহ', 'নির্মম', 'নিরহঙ্কার', 'সমুজ্ঝিত ক্লেশ', 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনতামুপৃষিত'।

১। ঐ, ১৫১ পৃষ্ঠা, ১৮-২২- পঙ্ক্তি।

শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যারণ্যজীর রচিত
ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থরাজি

(১)	ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস	৫ খণ্ড
(২)	প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী	৩ খণ্ড
(৩)	বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ	১ খণ্ড
(৪)	ভাগবতধর্ম ও জৈনধর্ম	১ খণ্ড
(৫)	ভাগবতধর্ম ও মহাযানধর্ম	৩ খণ্ড
(৬)	ভাগবতধর্মের বেদমূলতা	১ খণ্ড
(৭)	শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ	১ খণ্ড
(৮)	শাঙ্কর দর্শন	১ খণ্ড
(৯)	যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মবাদ	১ খণ্ড
(১০)	বৈখানস দর্শন ও ধর্ম	১ খণ্ড
(১১)	পরমর্ষি ব্যাস	১ খণ্ড
(১২)	গীতাধর্ম	১ খণ্ড
(১৩)	বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলী	৬ খণ্ড

প্রবন্ধ (১) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

ডঃ বিভূতিভূষণ দত্তের* গণিতশাস্ত্রে লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহ

পুস্তক

History of Hindu Mathematics—Part I, II & III, by Dr Bibhuti Bhusan Datta and Dr Avadesh Narayan Singh.

(Dr Singh was Research Scholar under Dr. B. B. Datta, D.Sc. P. R. S.)

প্রবন্ধাবলী

(১) "A Note on the Hindu-Arabic Numerals",—Amer. Math. Mon., Vol. 33, 1926

(২) "Early Literary Evidence of the use of the Zero in India"—Amer. Math. Mon., Vol. 33, 1926

(৩) "The present mode of expressing numbers",—Ind. Hist. Quart., Vol. 3, 1927

(৪) "Early Literary Evidence of the use of Zero in India (Second Article)",—Amer. Math. Mon., Vol. 38, 1931

(৫) "Early History of principle of Place-value".—Scientia, July, 1931

(৬) "Testimony of early Arab writers on the origin of our Numerals",—Bull. Cal. Math. Soc.. Vol. 24, 1932

(৭) On the supposed indebtedness of Brahmagupta to Chiu-chang Suan-shu—Bulletin, Calcutta Mathematical Society, Vol. XXII (1930)

---

* (স্বামী বিদ্যারণ্যজীর পূর্বাশ্রমের নাম)

(৮) Āryabhatta, The Author of the "Ganita"—Bulletin, Calcutta Mathematical Society, Vol. XVIII, No. 1 (1927)

(৯) "Early Literary Evidence of the use of the Zero in India" —American Mathematical Monthly, Vol. XXXVIII, No 10, Dec. 1931

(১০) "The Algebra of Nārāyana,"—ISIS No 57 (Vol. XIX, 3) Sept. 1933

(১১) "On Mahāvira's Solution of Rational Triangles and Quadrilaterals"—Bulletin of Calcutta Math. Society, Vol. XX, 1928-29

(১২) "On the Motion of two Spheroids in an Infinite Liquid along their common axis of revolution"—The American Journal of Mathematics, Vol. XLIII, No 2, April 1921

(১৩) "On Mula, the Hindu term for "Root"—The Amer. Math. Monthly, Vol. XXXIII, No 8, October 1927

(১৪) "The Science of Calculation of the Board"—The Amer. Math. Monthly, Vol. XXXV, No 10, Dec. 1928

(১৫) "The Scope and Development of the Hindu Ganita"—Indian Historical Quarterly, Vol. V, No 3, Sept. 1929

(১৬) "On the Hindu names for the rectilinear geometrical figures"—Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, (New Series)Vol. XXVI, 1930, No 1, March 1931

(১৭) "The Hindu Solution of the General Pellian Equation" —Cal. University.

(১৮) "Two Āryabhatas of Al-Biruni"—Bulletin, Cal. Math. Society, Vol. XVII, No 2 & 3. (1926)

(১৯) "Notes on Vortices in a Compressible Fluid"—Proc. of the Benares Mathematical Society, Vol. II-Part I

(২০) Geometry in the Jaina Cosmography—Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Berlin, 1930

(২১) "Origin and History of the Hindu names for Geometry" —Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Berlin, 1930

(২২) "The Jaina School of Mathematics"—Bulletin, Calcutta Mathematical Society, Vol. 21, 1929

(২৩) "The Bakhshali Mathematics"—Bull. Cal. Math. Society, Vol. XXI, 1929

(২৪) "On the Hindu Values of π (phi)",—JASB, Vol. 22, 1926

(২৫) "Hindu Contribution to Mathematics"—Bull. of the Math. Assocn., Allahabad Univ. Vol. 1, 1927-28

(২৬) "মহাভারতে দশাঙ্কসংখ্যা",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

(২৭) "মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

(২৮) "বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার শব্দসংখ্যা লিখনপ্রণালী",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

(২৯) "অক্ষর সংখ্যা-প্রণালী"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

(৩০) "নামসংখ্যা"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

(৩১) "জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

(৩২) "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

(৩৩) "দশাঙ্কসংখ্যা প্রণালীর উদ্ভাবন"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ৪৬শ বর্ষ

(৩৪) প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ্ মল্লিকার্জুন সূরি—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যা

(৩৫) "জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

(৩৬) "আচার্য আর্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

(৩৭) "আচার্য আর্যভট্ট ও ভূভ্রমণবাদ"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

(৩৮) "শব্দসংখ্যা প্রণালী"—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

(৩৯) "হিন্দু গণিতের অবনতি"—'পঞ্চপুষ্প' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ